সচিত্র

কলিকাতার কথা

মধ্যকাণ্ড।

রায় বাহাদুর

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, এম্, আর, এ, এস্ ; এফ্, আর, এস্, এ,

ভারত-বাণী ভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

সন ১৩৪২ সাল।

জুনো প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১২ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা।

T. C. Goswami Esq. :—"You have given the Bengali public not only a readable book but one that is based on much patient research—one that is, therefore, historically valuable."

Mahamahopadhya Gananath Sen, Saraswati, M. A., L. M. S. :—"My opinion about the book is that it is very interesting and instructive and the impartial manner in which you have marshalled your facts deserves considerable praise."

Lieut. Colonel Sir Hassan Suhrawardy Kt., Late Vice-Chancellor, Calcutta University : —"I am very much interested in your work on its own merit."

অনারেবল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, সি, আই, ই. কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র :—"আপনার রচনার একটা গুণ এই যে একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। এই পুস্তকটি একটি mine of information বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কটন সাহেবের Calcutta Old and New বষ্টিড সাহেবের Old Calcutta ও Mr. A. K. Ray এর History of Calcutta পড়িয়াছি কিন্তু কোনটাই এত Compelling বলিয়া মনে হয় নাই। বইটি পড়িতে বেশ ভাল লাগিল। আশা করি যখন এই বইএর অন্য খণ্ড বাহির হইবে আমাকে দিতে ভুলিবেন না।"

"আলোচ্য গ্রন্থখানি একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে ঐতিহাসিক উপাদানে অমূল্য। ইহা নামে কলিকাতার কথা হইলেও ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস ভারতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। ইহা বাংলার বহু বিষয়ের বহু তথ্যের আধার। ইহা পাঠে অনেক অজানা কথা জানা যায়। বহু পরিশ্রম ও ব্যয় লব্ধ মাত্র ইতিহাসের তথ্যেই ইহা পূর্ণ নহে, ইহাতে গ্রন্থকারের গবেষণা চিন্তাশীলতা ও মনীষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। যে প্রণালী ও যে ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছে তাহা কতকটা মৌলিক বেশ স্বচ্ছ সরল পাঠ করিতে সাধারণ পাঠকের কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন করে না।" প্রবাসী।

"**গ্রন্থখানি বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান ইতিহাসের উপাদান হইয়াছে।** আশা করি, আরও কয়েক খণ্ডে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর কলিকাতার ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। **আমারা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।**" আনন্দবাজার পত্রিকা।

কলিকাতার কথা :—"এরূপ বই বাঙ্গালায় এত বিরাট আকারে এই প্রথম বাহির হইল। গ্রন্থকার ইহা প্রণয়ণ করিতে যে ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অতুলনীয়। প্রকাশের অভাবে অনেক অতীত কাহিনী প্রতিদিন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতেছে। কলিকাতার অনেক কথাও বলিবার লোকের অভাবে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে; অথচ এই সকল পুরাকাহিনীই বাঙ্গালার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ। কেবল ইতিহাস হিসাবে নয়, গল্পের মত সেকালের কথা আলোচনাতেও ইহার কৌতুহল অবর্ণনীয়। **বাঙ্গালার প্রত্যেক স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরীতে এই বইএর এক কপি থাকা উচিত।** আশা করি **বাঙ্গালার প্রত্যেক ঘরে,** ইহার যথোচিত সমাদরের অভাব হইবে না। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের ধারাবাহিক ইতিহাস। কলিকাতার নাম হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার এই সহরের জমিদারী ও ব্যবসার পরিচয়, মারহাট্টা ও শিখের অভ্যুদয়, নবাব আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দোলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ক্লাইভের বিরোধ, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের কারণ, গবর্ণর হেষ্টিংসের শাসন প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন।" বঙ্গবাণী।

সূচী পত্র

ক্রোড়পত্র

চিত্র সূচী

---

* ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিত্র হইতে গৃহীত।

‡ চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের ব্লক দ্বারা মুদ্রিত।

সমস্ত পুস্তক ৩৫২ পাতায় সম্পূর্ণ।

"The present volume represents the first attempt to write a systematic history of Calcutta in Bengali. It is divided into fifteen chapters, covering the period from the City's foundation till the time of Warren Hastings. It is carefully documented and no pains have been spared to ensure authenticity. If the succeeding volumes reach the standard already set the book should be a valuable one."—The Statesman,

"The book has been given ample demonstration of the author's ability which scholarship and research and the conspicuous ability with which he has ransacked and marshalled the various historical records which formed the basis of his thesis. The book is decidedly a remarkable contribution to Bengali literature where scholarly works such as this are few and far between. The pictures inserted, though not new, have historical value the printing and get-up are all right. The book deserves wide circulation." The Amrita Bazar Patrika.

Romance of Calcutta —Kalikatar Katha (History of Calcutta in Bengali). By Rai Pramatha Nath Mullick Bahadur).

"The history of the beginning of British rule in India is the beginning of the bistory Calcutta, and one dealing with the rise and growth of Calcutta must necessarily deal with the advent and rise of the British in Bengal. In this stupendous work undertaken by the author he is following the plan stated above and as such the volumes are giving not only a history of Calcutta but also history of the British in Bengal. The wealth of details, the assiduous research, the chronological lay-out are all very remarkable and bespeak of the arduous task the author has undertaken. When the volumes will be completed it will indeed be a valuable contribution to the history of this land."—Liberty.

"The history of Calcutta is inextricably bound up with the history of the British Power in India, for, like Delhi or Patna, it can boast of no antecedent glory. The author has traced the development of the city step by step from its foundation to the present stage and has thrown in the course thereof interesting sidelights on the cotemporary history of British administration and trade. He has further tracked out the nomenclature of certain parts of Calcutta both inside and outlying it which testifies to his spirit of research and sound historical scholarship. We feel very much interested to learn as to what was the original condition of the places on which mighty buildings rear-up their heads to-day. Moreover, we feel greatly interested to have an inside view of the life and character of some of the outstanding personalities of that time such as Sirajdowla, Nand Kumar, Krishna Kanta Nundy, Poet Ramprosad and others. The pictures and the appendix of twentyfour pages containing some of the unpublished records of the Government as also some of the writings of reputed historians such as Bolt, Digby and Munro etc., are an invariable addition to the interest and importance of the book. The narration of the author is graceful which has made the production a highly delightful study. We hope the book will find a very welcome place in every Bengali household."—Advance.

গ্রন্থকার
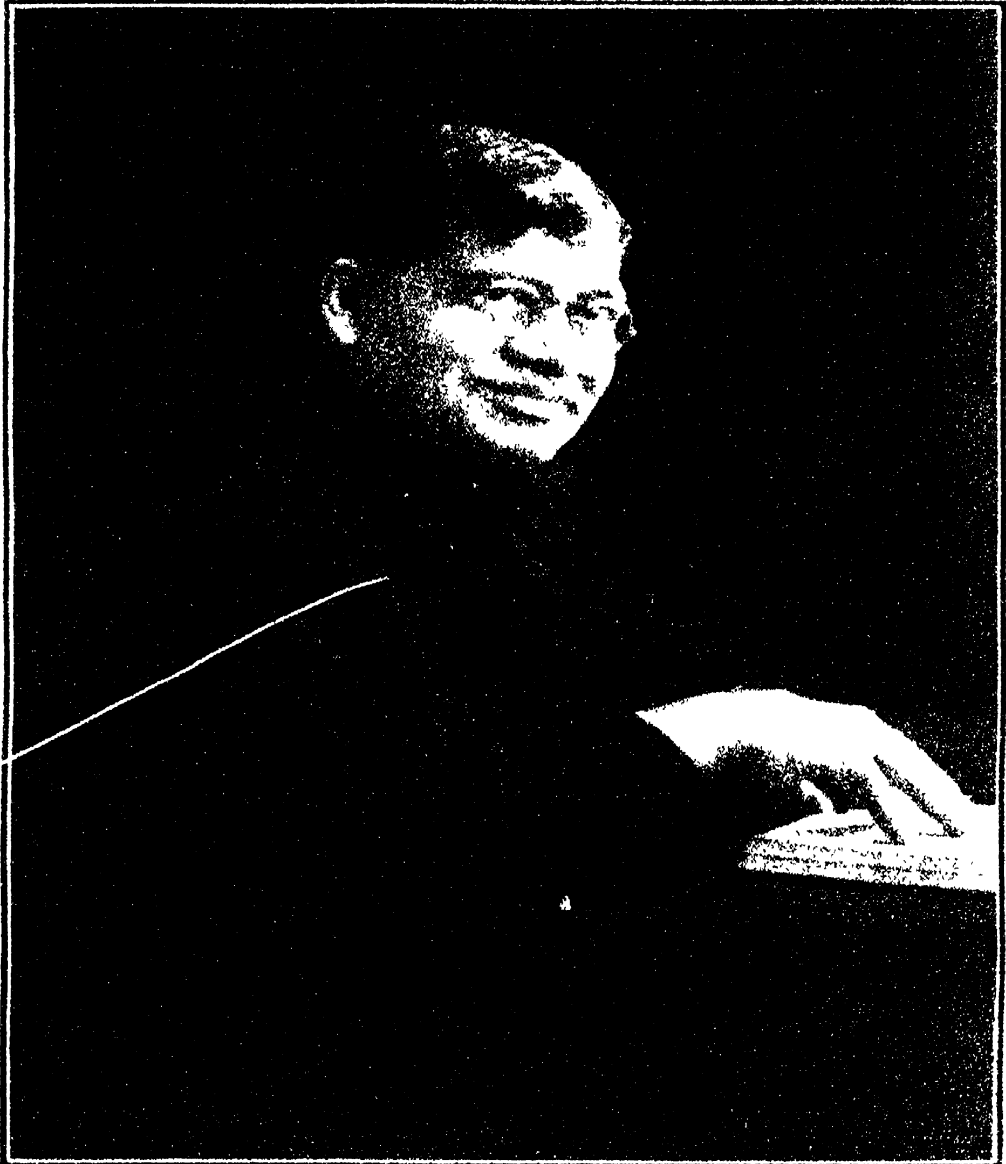
নিবেদন।

মহাকবি ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রদ্ধেয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ প্রবীণ বরেণ্য সাহিত্যিকগণের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া এই মধ্যকাণ্ড প্রকাশ করিলাম। আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে ও কলিকাতার কথা আদিকাণ্ডের পাঠকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এই মধ্যকাণ্ড প্রকাশিত করিলাম। কলিকাতার কথায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কথা তিন ভাগ আছে :—প্রথম ব্যবসা ও দেওয়ানি লাভ, দ্বিতীয় তাঁহাদের রাজ্যারম্ভ ও ব্যবসার শেষ এবং শেষে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী তাঁহার স্বহস্তে রাজ্য কোম্পানির ঋণ পরিশোধার্থ যেন Mortgage in possession এর মত লইয়াছিলেন। ইংরাজজাতি যে বড়ই ভাগ্যবান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালের করাল গতিতে পলাশি যুদ্ধের শত বর্ষ পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্দ্ধান নামেই হইল ; কিন্তু তাঁহাদের ঋণভার বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপাইলেন। তাঁহারা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার নীতি দেখাইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলাতের যে সকল টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল উহা আদায় করিবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই ইংলণ্ডের রাজ্ঞী প্রতিনিধিমাত্র বসাইলেন। কোম্পানির স্থলে ইংলণ্ডেশ্বরী সমগ্র ইংরাজজাতিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত এদেশে ব্যবসা করিতে দিলেন। উহাতেই ভারতবাসীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। একদিন লর্ড ক্লাইব বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে ভারতবর্ষের রাজ্য অধিকার করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা করেন নাই। উহা করিবার পথ যতদিন না পরিষ্কার হয় নাই, ততদিন সেই কর্ম্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ছিল। যখনই উপযুক্ত সময় আসে, তখনই তাঁহারা তাঁহাদিগকে দুধের মাছির মত দূরে ত্যাগ করেন। ইহাতে ইংরাজজাতি তাঁহাদের অলৌকিক রাজনীতি কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিপাই বিদ্রোহের পর লর্ড কানিংকে তাঁহার প্রতিনিধি করিলেন ; কিন্তু তখনও তিনি ভারতেশ্বরীর নাম গ্রহণ করেন নাই। ক্লাইব যে এলাহাবাদে দেওয়ানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার নামে বড়লাট এরূপ রাজ্য গ্রহণের ইস্তাহার জাহির করিলেন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারেই মহারাজ্ঞী নামে ইস্তাহার জাহির হয়। দিল্লী ব্রিটিশ জাতির ভারতের রাজধানী হইবার সূত্রপাত ঐখানে ঐ দরবারেই যেন হইয়াছিল।

লর্ড ডেলহাউসি বাঙ্গালার শাসনভার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রেল সার ফ্রেডারিক হ্যালিডেকে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বের মত কলিকাতার আভ্যন্তরীণ উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। উহাতে কলিকাতার কথার মধ্যখণ্ড বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পূর্ব্ব ও আরম্ভের সন্ধিক্ষণ পর্য্যন্তই ধরা হইয়াছে। লর্ড ডেলহাউসি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে সার সিসিল বিডনকে সেক্রেটারী করিয়া ঐ বাঙ্গালা শাসন করিতেন এবং পরে তিনিও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিত্তপত্তন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও বেণিয়াণগণের কীর্ত্তি: তাঁহাদের অর্থ ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার করিয়া ইউরোপের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা দ্বারা লক্ষ্মী ও রাজ্য লাভ করেন। সেই সকল ব্যবসায়ীগণের অর্থ লইয়া বিদেশীয় ব্যবসা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীগণের সে ক্ষমতা ছিল না সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার সুদ, কমিশন, কর্জ্জ ও জামিন হইয়া করিত। তাঁহারা সোনারূপা, মণিমুক্তা ও গন্ধ দ্রব্যের কারবারে অর্থোপার্জ্জন করিত। উহাতেই কেবল বাঙ্গালায় পক্ক বণিকের সৃষ্টি হইয়াছিল ; ঐরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই।

বিলাতে ইংরাজ জাতি যেমন কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার সহিত ব্যবসা করিতেন না, তদ্রূপ কলিকাতায় অবাধ ব্যবসা করিবার ক্ষমতা সকলকে দান করায় অন্যান্য ইউরোপবাসী ব্যবসায়ীরা চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ব্যবসার অফিস খোলেন ও সকলে একত্রে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। উহাতেই আর পরস্পরের মধ্যে রাজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হইল এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতের রাজ্যভার প্রতিনিধির হস্তে দিয়া ইউরোপবাসী জাতিগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য নষ্ট হইবার পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। উহাতে তখন বিলাতের রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের রাজ্য বা রাজস্বের কোন সম্বন্ধই ছিল না। কি অপূর্ব্ব রাজনৈতিক কৌশল! সেই সকল কেমন করিয়া কিরূপে হয় উহাই সংক্ষেপে মধ্যখণ্ডে বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে কলিকাতার নাম ও প্রতিপত্তি জানিতে পারে ও কলিকাতা পৃথিবীর ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

কলিকাতা ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব বলিলেই চলে। কলিকাতায় বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও অবনতি হয়। ভারতবর্ষে বাঙ্গালার ন্যায় অনুকরণপ্রিয় জাতি নাই। মুসলমান রাজত্বকালে তাঁহারা মুসলমানী পোষাক, আদব কায়দা ও অবগুণ্ঠন প্রথাদি শিখিয়াছিল; তদধীন কর্ম্মচারীগণ আহার বিহার করিত ইংরাজ রাজত্বেও সেইরূপ হয়। কলিকাতায় বাঙ্গালীরা হ্যাট, কোট, পেণ্ট্‌লেন, ইংরাজী খানা, খাওয়া দাওয়া, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্যবসার অফিস খুলিয়াছিল। স্থিতির বহিতে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের আইন জ্ঞান ও ব্যবসার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ৺রামদুলাল সরকারের শিব ও বিমলা নামক তাঁহার দুই কন্যার নামে দুইখানি জাহাজ ছিল। লোকে এখন যেমন চলিত কথায় পঞ্চামণ্ডল তালুকের উদাহরণ ও উপমা দেয়, তদ্রূপ সেকালে শিব বিমলা ডুলো বলিত। তিনিই আমেরিকার সহিত ব্যবসা করিতেন ও আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাঁহার সততায় ও কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বিশেষত্ব যে তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা ও আত্মোন্নতির চেষ্টা ছিল, উহাতেই ৺মতিলাল শীল ও ৺রামদুলাল সরকার বড় মানুষ হন ও তাঁহারা বেনিয়ানি ও মুৎসুদ্দীগিরি ক্ষেত্রী ও মাড়োয়ারিদিগকে অকাতরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ব্যবসায়ীরা কলিকাতার জমি জায়গার উন্নতি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকে। তাঁহারা যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল উহা উচ্ছেদ করিবার কখনই চেষ্টা করে নাই। সেইখানেই কলিকাতার ব্যবসায়ী সম্পত্তিকারীগণের সহিত মফঃস্বলের জমিদারগণের কি প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পশ্চিমি ব্যবসায়ীগণের সহিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর কি প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর রাজদরবারে ভারতের রাজা, মহারাজা ও নবাবাদির প্রতিনিধিরা আসিত, সন্ধি বিগ্রহের প্রস্তাব করিয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইত। সেই সকল প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ভারতের রাজা, মহারাজা ও নবাবগণের কর্ণগোচর করাইত ও তাঁহারা সেই সকল রাজন্যবর্গের মন্ত্রী, পরিষদ ও উচ্চ কর্ম্মচারী হইতেন।

আমি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর Mr. Percy Brown মহোদয়ের অনুমতি অনুসারে কয়েকখানি পুরাতন মূল চিত্র হইতে ব্লক করিয়া এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছি ও প্রতিবেশী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার কতকগুলি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আর যদি কোথায় কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে উহা মার্জ্জনা করিবেন।

১২৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

বিনীত
শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

বিশ্ববরেণ্য কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ :—"কলিকাতার কথা* পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এই বইখানির মধ্যে কোম্পানীর আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে—পড়তে ঔৎসুক্য বোধ হয়। এই বইখানির মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে।"

আচার্য্য স্যার পি, সি, রায় :—"পুস্তকখানি অপূর্ব্ব, প্রতিপদে অসামান্য অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা সাক্ষ্য দেয় বষ্টিড্, কটন হার মানিয়াছে। ইহাতে বহু মূল্যবান সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমি ইহা পাঠ করিয়া সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিব।"।

প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু :—"পুস্তকখানি আমার ভালই লাগিয়াছে, অনেক নূতন আলোক পাইয়াছি। বিশেষতঃ আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস ঐতিহাসিক মাত্রেরই আলোচনার জিনিস। কর্ণ-সুবর্ণে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কোথায় রহিলেন, পূর্ব্বে এসম্বন্ধে আলোচনাই হয় নাই। আপনি সেই আলোচনার পথ দেখাইয়াছেন।"

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে, সি, আই, ই; কে, সি, ভি, ও :—"আপনার কলিকাতার কথা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। বাংলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য আপনি বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছেন। নবাবী ও কোম্পানী আমলের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-নীতির একটি সুস্পষ্ট ছবি আপনার পুস্তকে পাওয়া যায়। আশা করি, আপনি সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আরও ঐতিহাসিক পুস্তক লিখিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।"

Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen B. A., D. Litt. :—"I have read your "Kalikatar Katha" with great interest and pleasure. I agree with you in the view that the name of Calcutta is connected with Kali.

There has been no history of Bengal compiled yet by our scholars which can give satisfaction to a student of history. R. D. Banerjee's book is an antiquarian jungle where only a few licensed scholars may enter. Nikhil Nath Ray, K. P. Banerjee and A. K. Maitra have given us stray information about some periods of provincial histories mainly drawing their inspiration from Mahamedan narratives which mainly deal with the conquests of Islamite warriors—There has not yet been a history of the progressive culture of such an intellectually gifted race as the Bengali's. Books like Mr. Sanyal's and the one you have compiled are genuine efforts to produce a really original history written with the help of indeginous materials still lying strewn all over the country but which our modern scholars have all along rejected. There may be many legends in which truth and untruth are mixed forming an intricate tangle, but this is not the reason why they should be all indiscriminately thrown into the waste-basket. I do not at all wonder at the connection you have tried to establish between the illustrious Kings of Northern India and your family.

† সারমর্ম

* আদিকাণ্ড

"In the meantime allow me to thank you heartily for the nice original book you have written in such a happy and lucid style on a subject which is of an immediate concern to us, living as we do, in the vicinity of this flourishing town."

Dr. Radhakumud Mookerjee M A., P .R S, PH. D, Professor and Head of the Department of Indian History, Lucknow University :—"I have just gone through your 'Kalikatar Katha' with great pleasure and profit. Such an example of panis-taking research and scholarship in a man of leisure is extremely rare. I hope you will continue to enrich Bengali historical literature by more of these scholarly studies in local history as the true foundation for a correct and comprehensive history of Bengal as a whole."

Nirmal Chandra Chandra Esq , M A , B L. :—"I was out when your man brought the presentation copy of your book Kalikatar Katha (Adya-Kando). When I returned I took it up to skip through. I got so interested that I read it till 3 o'clock in the morning when I finished it. I have in my library a collection of books on Calcutta but if the subsequent parts are as well written as this one yours will be far the best book on our city."

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্য হইতে কতকগুলি দেওয়া গেল।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতৃগণের দোকানে ও গ্রন্থকর্ত্তার শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উত্তরে ১২৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাড়ীতে পাওয়া যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডের রাজ্যলাভ ও বিলাতি কৌশল।

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" :—প্রাচীন আর্য্য হিন্দুজাতি স্মরণাতীত কাল হইতে শৌর্য্যবীর্য্য দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞে সাম্রাজ্য লাভ করিত; কিন্তু মহাবীর আলেকজান্দার যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। রামায়ণ মহাভারতে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ও পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে। ইতিহাসে সেরূপ কোন স্থানে মহাবীর আলেকজান্দারের রাজত্ব বা রাজধানী স্থাপন করিবার কথা নাই; কিন্তু তোমর বংশীয় রাজা দিলু দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে সীদিয়ারা উহার ধ্বংস করিলে রাজা অনঙ্গপাল উহার পুনরুদ্ধার ও আপনার রাজত্ব দৃঢ় করিবার জন্য যে অভূতপূর্ব্ব ইস্পাতের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন উহা এখনও বিদ্যমান আছে এবং উহার সহিত নানা কিম্বদন্তি প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহারই বংশধর রাজা পৃথ্বীরায় দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কলিকাতা সেরূপ প্রাচীন নয় বা উহার সহিত আর্য্য হিন্দুজাতির কোন ইতিহাস উল্লিখিত হয় নাই। উহা দিল্লীর ন্যায় প্রাচীন না হইলেও উহার অক্ষরে অক্ষরে যে কলির মাহাত্ম্য আছে ইহা প্রমাণ করিতে পরিশ্রম করিতে হয় না।

আর্য্য সাম্রাজ্যলাভের মূলমন্ত্র:—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য রাজারা প্রজা পীড়ন করিয়া অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন না; তাঁহারা বল বীর্য্য শৌর্য্য ও আত্মমর্য্যাদার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহারা নিরীহ পশুবলি দ্বারা দৈব ধর্ম্মকার্য্যাদিও সম্পন্ন করিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অশ্ব যাহা দেখিয়া রাজা বা রাজপুত্রগণের অধিকার করিবার লোভ হইতে পারে, সেইরূপ অশ্বের গ্রীবায় সেকালের ধর্ম্ম যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র সংযুক্ত করিয়া বীর সেনাপতি ও সৈন্য সহকারে ভারতবর্ষের রাজাদের রাজত্বমধ্যে প্রেরণ করিতেন। যাঁহারা সেই সৎকর্ম্মের সহায়তা করা উচিত মনে করিতেন, তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া উক্ত অশ্বের গতিরোধ করিতেন না; আর যাঁহারা সেই রাজার স্পর্দ্ধার প্রতি অবজ্ঞা করিতেন তাঁহারাই অশ্বকে ধৃত করিয়া যুদ্ধ করিতেন। দুই পক্ষের মধ্যে একপক্ষ যিনি পরাজিত হইতেন তিনি সরলচিত্তে ভূমিতলে আপনার মুখ নত করিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। সেই ধর্ম্মযুদ্ধে রাজা মহারাজাদের দর্পাহঙ্কারের বলিদান হইত। সেকালের রাজা মহারাজা যাঁহারা সম্রাট হইতে চাহিতেন তাঁহারা এইরূপ উপায়াবলম্বন করিতেন। আর্য্য রাজার সৃষ্টি প্রজাদের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ধর্ম্মোন্নতির জন্য, তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থ শোষণ করিয়া রাজ্য সম্পদ ভোগ বা ধর্ম্মার্জ্জন করিবার জন্য নয়। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে "রাজার জন্য প্রজা", না, "প্রজার জন্য রাজা" এই দ্বন্দ্ব লইয়াই বহুকাল হইতে দৈত্য দানবের সহিত দেবতারা যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে আর্য্য মুনি ঋষিরা ধর্ম্মোপদেশ কর্ত্তব্যানুসরণ যজ্ঞাদি দ্বারা রাজাদিগকে দিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করাইতেন। সেইরূপ বহুকাল হইতে বিলাতে মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রজার প্রতিনিধিবর্গের সভার অভিমতের উপর মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব ও রাজার সিংহাসন নির্ভর করে। গ্লাডষ্টোন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে মন্ত্রী যে কাহারও অধীন নহেন,

সেইকথা নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রী স্পষ্টই বলেন যে, প্রজার জন্য রাজা বা রাজ্ঞী সাম্রাজ্য করিয়া থাকে, উহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন আর্য্য আদর্শ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে।

রাজ্যলাভ :—১১ই মে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেওয়ানি করিবার ঘোষণা করিয়াছিল। বিলাতের রাজা তাঁহার বার্ষিক বক্তৃতায় সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন এবং উক্ত মহাসভা ইংলণ্ডের তৃতীয় উইলিয়াম প্রদত্ত ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী ব্যবসা করিবার স্বত্বদান প্রত্যাহার পূর্ব্বক স্থির করেন যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া দশ বৎসরের ইজারা বিলি দ্বারা ঐরূপ স্বত্ব দান করা হইবে। আইন করিয়া রাজ্যলাভ, বিলাতী কৌশল ; তদনুসারে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটীং আইন দ্বারা ভারতবর্ষের যাবতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত স্থান ইংলণ্ডের রাজার প্রাপ্য ও অধীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ঘোর কলিতে সেই রাজ্যলাভের কথা, কলির কথা বা কলিকাতার কথা ; কারণ কলিকাতাই সেই রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস দিল্লির সম্রাটের প্রদত্ত দেওয়ানি রহিত করিয়া তাঁহাকে করদান করা বন্ধ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজাকে দিয়া বিলাতের মহাসভা আইন করিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানিকে ইজারা দান করিয়া বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। সে এক অভূতপূর্ব্ব রাজত্ব লাভের কথা। উহার ইতিহাস কলিকাতার কথার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বর্ত্তমান বিশাল লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সাম্রাজ্যে তেত্রিশ কোটি লোক সংখ্যার সহিত হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন আর্য্য হিন্দুজাতির বরেণ্য ব্রাহ্মণ মুনিঋষিরা নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া স্ব স্ব প্রতিভা বলে শত শত হিন্দুরাজা ও রাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যজ্ঞ করিয়া তাঁহারা কামধেনু লাভ করিয়া ধর্ম্মোন্নতি করিতেন। তখন দাসত্ব অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ এই কথা হিন্দুর ধর্ম্মযুদ্ধে উল্লিখিত হইত। মানবের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হইলেই সে উহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। প্রজারা তখন রাজার কামধেনু ছিল না, বরং রাজারা প্রজার কামধেনু ছিল বলিতে হয়, কারণ তাঁহারা প্রজার যাবতীয় দুঃখ দূর করিতেন। সেইজন্ম অত্যাচারী রাজাগণকে হয় যুদ্ধ করিয়া, না হয় যজ্ঞ করিয়া বশীভূত করা হইত ও প্রজাদিগকে সেই বিলাস সম্ভোগ দান ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে করান হইত। সেই ধর্ম্ম বিচার, যুদ্ধ কাহিনী, প্রাচীন ভারতবর্ষের কীর্ত্তি কাহিনী কাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতাদি পুরাণাদিতে বিবৃত, উহাতে মানবজাতির উন্নতি ও অবনতির গতি নির্দ্ধারিত হইয়া মহিমান্বিত। সে সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথা, কিন্তু কলির কথা কলিকাতায় ইংরাজ জাতির সেই পবিত্র আর্য্য জন্মভূমি ভারতবর্ষে রাজত্বের কথা, উহা অপূর্ব্ব ব্যবসায় কথা, প্রজা রাজার কামধেনু, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যে দেশাধিকারের কথা নয়।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শুভাগমনের অব্যবহিত পরেই বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় হিন্দুর গৌরব এবং আত্মমর্য্যাদা লোপ হইয়াছিল, দেশ একাকার হইয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পরস্পর বিবাদে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ধর্ম্মবলহীন হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নাটক কাব্যালঙ্কারের চর্চ্চায় বিলাস সম্ভোগ বৃদ্ধি পাইয়া এবং পরস্পর জাতিগত কুলমর্য্যাদা লইয়া রাজপুত রাজত্ব আরম্ভ হয়। তাহারা বলবান মুসলমান, পাঠান, আফগান আদি সেনাপতির বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিয়া যুদ্ধ করিত। আলহা ও উদল বনাফর ছত্রীগণের মধ্যে মহাবীর ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বারাণসী অধিবাসী মিঞা তালহন সৈয়দের ছাত্র ছিলেন। সেই আলহা উদলের বীরত্বে পৃথ্বীরায়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়া পৃথ্বিরায় রাজা পরিমলের চন্দ্রাবলী নামক কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রাজা পরিমলের রাজ্ঞী ভ্রাতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বীর আলহা উদলকে ত্যাগ করার অপরাধ শাস্তির জন্য উহাকে বন্দী করিয়া সেই বীরযুগলের নিকট পাঠান। তাহারা কনৌজ হইতে আসিয়া শিশুপালবংশধর রাজা পরিহার মহোবার রাজপুত্র ব্রহ্মার সহিত পৃথ্বিরায়ের কন্যা বেলাকে হরণ করিয়া বিবাহ দিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। উহা আলখণ্ডে ব্রহ্মার বিবাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই যুদ্ধে পৃথ্বিরায়ের সাত পুত্রের বিনাশ হইয়াছিল এবং তাঁহার বড় বড় যোদ্ধারাও হত হয়। উহাতেই শেষে মুসলমান ঘোরী জয়লাভ করে এবং পৃথ্বিরায়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া চন্দ্রকবির সহিত তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যায়। প্রবাদ যে, চন্দ্রকবির মুখে ঘোরী পৃথ্বিরায়ের শব্দভেদী বাণ-শিক্ষার পরীক্ষা করিতে গিয়া মারা যান।

সে সম্বন্ধে যে চন্দ্রকবির কবিতা প্রবাদ স্বরূপ বর্ত্তমান আছে, উহা উল্লেখযোগ্য :—

"ষোলা বাঁশ, বত্রিশ গজ, আঙ্গুল চার প্রমাণ ; এৎনেমে সুলতান হ্যায়, মত চুকো চৌহান,

তুম চুকে হ্যায় বার বার, আউর মৎ চুকো এহিবার।"

মহারাজ পৃথ্বিরায় শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রাজা জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বিরায়ের প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বারি করিয়া সেই যজ্ঞে কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর করেন। পৃথ্বিরায় সেই সভায় ছদ্মবেশে সংযুক্তাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্তা পৃথ্বিরায়কে দেখিতে না পাইয়া দ্বারস্থিত প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য দান করিলে পৃথ্বিরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া পলকের মধ্যে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক দিল্লি গমন করেন। জয়চন্দ্র ও পৃথ্বিরায় উভয়েই দিল্লির অধিপতি অনঙ্গপালের দৌহিত্র, জয়চন্দ্র সেই সিংহাসন লাভ করিতে না পারায় পৃথ্বিরায়ের শত্রু হইয়াছিল। আজমীড়ের চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর পৃথ্বিরায়ের পিতা। বিশালদেব ১১৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লি জয় করেন ও তাঁহার পুত্রের সহিত অনঙ্গপাল তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন। সেকালে ছত্রিরা বিবাহের সময় লড়াই করিয়া স্ব স্ব বলবীর্য্যের পরীক্ষা দান করিত।

ছত্রী :—ছত্রীদের ছত্রিশ বিভাগ ছিল ও তাহারা সকলেই ঋষিপুত্র বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু সে বিভাগ সম্বন্ধে ছড়ায় অন্য কথা আছে :—

"দশ রবিকে, দশ চন্দ্রকে, দ্বাদশ ঋষি বখান, চার অগ্নিসে জানিয়ে, ছত্রিশ কুল প্রমাণ।"

চন্দ্র সূর্য্য বংশে নয় এক যজ্ঞে আবুর পাহাড়ে, পঞার, পরিহার, সুলঙ্কি ও চৌহান এই চারি ছত্রির উৎপত্তি হয় সেই চারি হইতে ছত্রিশ ছত্রি বিস্তৃত হয়। উদয়পুরের মহারাণা সুলঙ্কি, পৃথ্বিরাজ চৌহান, উজ্জয়নির বিক্রমাদিত্য পঞার ও পরিহার মাহিলরাজ কালঞ্জর বাসুদেব। তাঁহারই পুত্রের বিবাহ লইয়া ছত্রির সর্ব্বনাশ হয়। চন্দ্রকবি পৃথ্বিরায় কন্যা বেলাকে দ্রৌপদীর সহিত ও ব্রহ্মানন্দকে অর্জ্জুনের সহিত ও পৃথ্বিরায়কে দুর্য্যোধনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পৃথ্বিরায়ের সেনাপতি ব্রাহ্মণ চামুণ্ডরায়কে (ডাকনাম চঁওড়া), দ্রোণাচার্য্যের সহিত উপমা করিয়াছে। বেলাকে পৃথ্বিরায়ের গৃহ হইতে লইয়া যাইবার সময়ে পরিহার বংশ ধ্বংশ হয়। পৃথ্বিরায় কন্যা বেলা স্বামীর সহমৃতা হন। রাজপুত্র ছত্রীরা বংশের ধ্বংশকারী কন্যা ও রাজত্ব লইয়া মর্য্যাদাভিমানী হইয়াছিল। একদিন কনৌজাধিপতি হিন্দুকুলাঙ্গার রাজাধম জয়চন্দ্র পৃথ্বিরায়ের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত, যে মুসলমানজাতি লুণ্ঠনোদ্দেশে ভারতাক্রমণ করিত তাহাদিগকে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তজ্জন্য উহার সমুচিত ফল স্বয়ং উপভোগ করিয়া স্বরাজ্য হারাইয়াছিল। সেই মুসলমান সম্রাট নবাব উজীরগণ কালের কুটিলগতিতে দেশের ব্যবসা রক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া

কেবল বিলাস উপভোগাদিতে ব্যস্ত হইয়া অর্থলোভে বিলাতের ও ইউরোপের বণিকগণের ব্যবসারে রাজ্য সম্পদ হারাইয়াছিল।

কামিনী আর কাঞ্চন কলির ব্রহ্মাস্ত্র; ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই কথা কিন্তু কলিকাতার কথায় উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করা কিন্তু শেষে রাজ্য করা যেন বিধাতার ষড়যন্ত্র বলিলেই হয়। সেই রাজত্বের সূত্রপাত দিল্লির মুসলমান সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানি লাভ করিয়া হয়। শেষে ইংলণ্ডবাসীর প্রতিনিধি সভা তাহাদের আইন কানুন দ্বারা উহা রাজারই প্রাপ্য ধার্য্য করিয়াছিল। একদিন যে কর বন্ধ করায় দাউদ দিল্লির সম্রাট কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সেই দিল্লির সম্রাটের কর দান রহিত করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্বারম্ভ করিলেন। যে সময় ব্রিটিশ রাজত্ব কলিকাতায় আরম্ভ হয় তখন দিল্লির মুসলমান সম্রাটের কিরূপ অবস্থা উহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। দিল্লি ও মুর্শিদাবাদের গৌরব মর্য্যাদা কলিকাতা হরণ করিয়াছিল; উহাতেই মনে হয় যে কলিকাতার স্থান মাহাত্ম্য আছে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোম্পানির কলিকাতার বাহিরের অন্য কোন স্থানে শাসন ও বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, বিলাতের আইনানুসারে সেই ক্ষমতা কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম লাভ করিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে গবর্ণর হইতে গবর্ণর-জেনারেলিতে উন্নীত করিলেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলা সেই গবর্ণর জেনারেলের অধীন হইল এবং কলিকাতা রাজধানী হইল। সেই সময় হইতেই কলিকাতার কথা সমগ্র ভারতের ব্রিটিশ রাজত্বের কথা হইয়া পড়ে।

কলিকাতার সভা:—হেষ্টিংস স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল হইলেন সত্য বটে, কিন্তু স্বয়ং একা কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় কোম্পানির কর্ম্মচারিবৃন্দের অসম্পর্কীয় স্বাধীন শিক্ষিত তিন জন ইংরাজ সভ্য বিলাত হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংসকে সেই সভার সভাপতি স্বরূপ অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইত। প্রত্যেক সভ্য ভোজনাদি হিসাবে বার্ষিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড ও বেতন দশ হাজার পাউণ্ড এবং সভাপতি গবর্ণর-জেনারেল পঁচিশ হাজার পাউণ্ড বেতন পাইতেন। ১লা আগষ্ট ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা স্থির হয় কিন্তু সেই সভার সভ্যগণ ১৯এ অক্টোবরের পূর্ব্বে কলিকাতায় না পৌঁছিলে ঐ সভার প্রথমাধিবেশন ২৬এ অক্টোবর হয়।

সুপ্রীম কোর্ট:—২৬এ মার্চ্চ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের সনন্দ দ্বারা এতদ্দেশের কি ধর্ম্মসমাজ, কি শাসন, কি বিচার পদ্ধতি, সকল মীমাংসাই যেন কলিকাতার আদালত করিবেন স্থির হইল। উহার নাম হয় সুপ্রীম কোর্ট, উহার প্রধান বিচারপতি হইলেন হেষ্টিংসের সহপাঠী সার ইলাইজা ইম্পে। জন হাইড, রবার্ট চেম্বার্স ও ষ্টিফেন সিজার লেমেষ্টিরার সেই আদালতের বিচারপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। কে সাহেব বলেন, মোগল রাজত্বের বিচার পদ্ধতি অপেক্ষা কোম্পানির প্রবর্ত্তিত বিচার প্রণালী যে উৎকৃষ্ট ইহা ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে নন্দকুমারের ফাঁসি লইয়া বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট বিচাপতি সার ইলাইজা ইম্পের বিচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও বিচার মানবজাতির জ্ঞান শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় দান করে এবং উহাতেই উহাদের উন্নতি ও অবনতির মূল দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রীবর্গ পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারে ভারতবর্ষকে বৃহত্তর ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজত্ব করা সমীচিন মনে করিয়াই রেগুলেটিং আইন পাশ করিয়াছিলেন। আর্য্য হিন্দু রাজা মহারাজারা কেহই মন্ত্রী বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারিগণের বা বণিকগণের উন্নতির অর্থ বা অর্থ লিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্য অন্য কোন দেশাধিকার করেন নাই। তবে ভারতের কোন কোন

রাজপুত্র বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ ও রাজত্ব করিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবাসিকে ভারবাহী পশুর ন্যায় কুলির কাজ করাইয়া অর্থলাভ করিত। কোন জাতি অন্য কোন দেশে ঐরূপ করিয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায় না। উহাতে বোধ হয় যেন, তাঁহারা ভারতবাসির ভগবান দত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ সকলকেই কলের মত কার্য্য করাইবার ব্যবস্থা একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা এদেশে এক নূতন কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। সেই পাপেই কি ইংরাজ রাজত্ব লাভ করিয়াছিল আর কোম্পানি সেই রাজত্ব হারাইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! ভারতের মূর্খ সম্রাট, নবাব, উজির, রাজা, মহারাজা গৃহবিবাদে দীনহীন বেশে ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ বা ফরাসি কোম্পানির শিক্ষিত সৈন্য সামন্ত অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিবে স্থির করিয়াছিল। মার্হাটারা সেই পথের পথিক হইয়া বহুদিন হইতে তাহাদের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতেছিল। তাহারা দিল্লির সম্রাটকে তাহাদের হাতের পুতুল স্বরূপ, যেমন নাচাইতেছিল সে তেমনি নাচিতেছিল। বিদেশী বণিকবৃন্দ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া স্ব স্ব স্বত্ব ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহারা উপায়ের যন্ত্রস্বরূপ হয় এবং রামার ধন শ্যামাকে দিয়া অর্থোপার্জ্জন ও রাজত্ব লাভ করে—ইহাই সেকালের নূতন ব্যবসা। ক্লাইব, হেষ্টিংস, ডুঁপ্লে, লালী, বুসী ইত্যাদি সেই কার্য্য করিয়া মহাপুরুষ, মহাবীর ও ধনুর্দ্ধর হইয়াছেন; যখন ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি বিলাতের রেগুলেটিং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র ভারতবর্ষের কোন চক্রবর্ত্তী রাজা বা সম্রাট ছিল না। ভারতবর্ষে কাহারও উহার প্রতিবাদ করিবার যোগ্যতা ছিল না; তখন রাজত্ব লাভ করা বিশেষ কোন পৌরুষের বিষয় ছিল না এবং কোন কূট রাজনীতি বা বিক্রমেরও প্রয়োজন হয় নাই; বোধ হয়, সেই সময় হইতেই "জোর যার মুলুক তার" এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; তজ্জন্য কি ক্লাইব, কি ওয়ারেণ হেষ্টিংস কাহারও বীরত্ব বা কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। এদেশবাসী প্রজা ও রাজা সকলেই অকর্ম্মণ্যতা বশতঃ বিদেশী ইংরাজ ফরাসি বণিকের হাতে রাজত্ব দান করিয়া শান্তি ভোগ করিবার জন্য বিব্রত হইয়াছিল; পৈত্রিক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। চাণক্য পণ্ডিতের "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই কথাই যেন তখন রাজা প্রজা সকলেরই ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়াছিল, অর্থাৎ "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম" "চাচা আপন আপন প্রাণ বাঁচা"। এই সকল কথা তখন যেন হিন্দু মুসলমানের মুখে বেদ বাক্য স্বরূপ হইয়াছিল।

ইন্দ্রপ্রস্থ একদিন যেরূপ পাণ্ডবাদির গৌরব পতাকা, দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের, আগরা এবং দিল্লি মোগল পাঠান সম্রাটগণের কীর্ত্তিধ্বজা বহন করিয়াছে, সেইরূপ কলিকাতা ব্রিটিশ রাজত্বের রাজধানী হইয়া ইংরাজের কীর্ত্তিধ্বজা বহন করিতেছে। কলিকাতা আর্য্যগুণগরীমায় রাজধানির সহিত গণনীয় না হইলেও উহার গৌরব কেন অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রচারিত হইল তাহার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজ-জাতির অভ্যুদয়ই উহার আদি কারণ। হিন্দুস্থানি কবিতায় বলে যে হনুমান লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় গন্ধমাদন পর্ব্বত বহন করিয়াও 'গিরিধারী' নাম দ্বারা পরিচিত হন নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুকে ঐ নামে সর্ব্ববিদিত।

"বড়ো যো কুছ থোড়ো করে, তও বড়াই হোয়, যো রহিম হনুমন্ত কহয়, গিরিধর কহয় ন কোয়।"

"সাহেব সে সেবক বড়, চারো যুগ প্রমাণ, সেত বাঁধ রঘুবর গ্যয়ে, কুদ গ্যয়ো হনুমান।"

প্রাচীন ভারতবর্ষে কি হিন্দু, কি যাবনিক, যে সকল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল উহাদের মধ্যে কলিকাতাই [illegible] অধিকার করে। কলিকাতার সহিত ব্রিটিশ জাতির অভ্যুদয়ের গৌরব এবং কীর্তির [illegible] [illegible] সহিত মীরজাফর ও সিরাজ উদ্দৌলার সন্ধি ও যুদ্ধ হইয়াছিল, শেষে উহা দিল্লির সম্রাটের [illegible] [illegible] ভুক্ত হয়. কিন্তু সেই "বঙ্গ বাধুনির ফক্কা গেরো" বিলাতের মন্ত্রী মহাশয়েরা এক আইন দ্বারা শেষ করিয়া ফেলিল।

দিল্লির স্মৃতি হিন্দি কবিতায় আজও শুনিতে পাওয়া যায়। উহাতে দেখা যায় যে, মোগল রাজত্বে [illegible]দের হিন্দু জমিদারগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় বা লড়াই করিবার জন্য তাহাদিগকে দিল্লিতে ধরিয়া [illegible] যাইতেন এবং যে কেহ মুসলমান হইত তাহারই খাজনা রেহাই করিয়া দিতেন।

"দিল্লি সহর সোহাওনো*, বাঞ্চন বর্ষত নীর, সবকে কান্ত বটোরকে ল্যয় গিয়া আলমগীর।"

এই কথায় সম্রাট যে উত্তর দান করেন উহা এইরূপ শোনা যায়:—

"বৈঠি রহো করার সে, রাখো মনমে ধীর, আরজা কর সাহেবসেঙ্ক লৌটে আলমগীর।"

হিন্দুস্থানের লোকদিগকে সঙ্গে করিয়া দাক্ষিণাত্যের দেশ অধিকার করিতে গিয়া সেইখানেই তিনি সমাধিস্থ হন। সেইরূপ পৃথ্বীরায় কন্যা বেলাকে বিবাহের পর লইয়া যাইবার সময় যে মহামারি যুদ্ধ হইয়াছিল সেকথা [illegible] স্মরণ হিন্দুস্থানি কথায় বিদ্যমান:—

"অগহান কেরি শুদি নবমীকা, বেলাকো গৌন করায়ন যায়,
মহাভারত হোই দিল্লিমে, একোও বীর বাচঙ্গে নাই।"

মতিরাম ও ভূষণ যথাক্রমে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজির কবি ছিলেন এবং উহারা উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। সেকালে হিন্দুস্থানী কবিরা রাজাদের উৎসাহক, উপদেষ্টা ও চিত্তবিনোদক ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কবির উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত হন নাই। সৌভাগ্যই, কলিকাতায় তাঁহাদের গৌরব-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল।

সিদ্ধ কবীর তখনকার দিনের যে পক্ষপাতবিহীন চিত্র তাঁহার দোঁহায় রাখিয়া গিয়াছেন উহা অমূল্য যথা:–

"হিন্দু তুরুক দোউয়ে কসবি, এক লে মালা, এক লে তসবি,
কহয় কবীর শুন ভাই সিদ্ধো, বুঝন হার না তুরকো হিন্দু।
হিন্দু মিলকে পাথর পুজে, মুসলমান করে রোজা,
উস সাহেবকো কোই ন পুজে, যিসনে সবকো ভেজা।
নদীয়া এক ঘাট বহু তেরা, কহয় কবীর ইহ মনকা ফেরা।
ডনিয়া ভর বৈকল হোয়, করয় আশ আকব্বর কি!
সাহেব পর বিশ্বাস নহি, সে করয় নর আশ আকব্বর কি!
মালা ফেরত যুগ গ্যয়ে, মন কা গ্যয়ো না ফের,
করকা করকা ছাঁড়কে, মনকা মনকা ফের।
কাশী রহে কবীর, যব সবই কীন উপহাস,
বহুদি শু আরি লাদকে স্নান আপনো বাস।

* সৌন্দর্য্যশালী। † প্রার্থনা। ‡ জপমালা। § [illegible]।

কমালজী ভক্ত কবীর সিকন্দর বাদশাহ

যো কুছ করয় সো হরি করয়, হোয় কবীর কবীর।
যো কবীর কাশী মরে, তো রামকু কোন নিহোর।
ঊজল ভরোসে রামকে, মগহর ‡ ত্যজল শরীর।
অবিনাশি * কি গোদ মে বিহসঁয় দাস কবীর॥"

কবীর কসাইদের নিকট বাস করিতেন, একদিন সেজন্য তাঁহার মনে দুঃখ হইলে, ভগবান যেন তাঁহাকে বলিলেন:- "কবীরা তেরি ঝোপড়ি গল কট্টয়ঁকো পাশ, করেগা, সো ভরেগা, তু কেঁউ ফিরে উদাস।" গুরু নানকও সেইরূপ কবীরের মত বলেন:—

"রোজা রঁহয় নিমাজ গুজারে, মুরগী কাটে রোজ,
যব মুরগীকা হৈহে খোজ, তব মানুষ পড়ি হে তিশো বোজ।"

অর্থাৎ মুরগী মারিয়া রোজা করার পক্ষপাতী গুরু নানক ছিলেন না, যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করিবে, তবে কসাইয়ের নিকট বাস করায় কবীরের যেমন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সেই কথাই যেন প্রকারান্তরে বলা হইতেছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম যেমন কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে জরাসন্ধকে কৌশল করিয়া বধ করিয়া শিশুপালকে বলিদান পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া যেন সার ইলাইজা ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়া কোম্পানীর রাজত্বে হেষ্টিংসের রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল। ইহজগতে মানবের প্রকৃতির মধ্যে শক্তির লোভ যতদিন স্বার্থের দিকে টেনে থাকে, ততদিন সে মারামারি কাটাকাটি ঠেলাঠেলি করিতে থাকে, যাহার যত ক্ষমতা সে তত অপব্যবহার করিয়া জয়যুক্ত হইতে থাকে। এইজন্যই রাজারা পৃথিবীর দেশাধিকার করা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে ও তাঁহাদের ধর্ম্মযাজকেরা উপদেশ দেয় যে "ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সকল দোষ পাপ দূর বা বহন করিবেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেই তিনি অপরাধীকেও স্বর্গের সিংহাসন দখল করাইয়া দিবেন।" ঐ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানি কবিতাটি উল্লেখযোগ্য:—

"ঈশাকো ঈশ্বর কঁহে, ঈশাহি অজ্ঞান †, ঈশা সবকো পাপ ল্যয়, দিন্‌হো হয় তাঁহা প্রাণ।"

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।"‡

সেই ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ জাতির রাজত্ব কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুরা তাহাদের দেবতাকে পূজা করিবার পূর্ব্বে ভূত পিশাচ রাক্ষসের উদ্দেশে বলি প্রদান করে, তবে সেরূপ কোন ব্যবস্থা খৃষ্টান ধর্ম্মে নাই। তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসে ভূত পিশাচের উৎপাত শেষ হয়। তাহাদের যেন ভাল কর্ম্মের বিঘ্ন নাই।

এককালে পৃথিবীতে অর্থের প্রয়োজন বর্ত্তমান কালের ন্যায় ছিল না, তখন দেশের দ্রব্য-বিনিময়ে লোকের অভাব পূরণ হইত, কিন্তু যখন লোক নিজের অভাব নিজে সৃষ্টি করে তখন আর বিনিময়ের দ্বারা সে অভাব দূর হয় না। সেজন্য মুসলমান নবাব সম্রাটেরা সম্পূর্ণ দায়ী। আবার ভারতবর্ষে হিন্দু, অহিন্দু এই দুইটির ঘাত প্রতিঘাতে দিন দিন ভারতীয় জনসঙ্ঘের একাগ্রতা, সভ্যতা, চরিত্র ও গুণের বিশেষত্ব হীন ও লোপ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক বলিতে পারেন যে "যুগে যুগে

---

‡ মগহর—ব্যাসকাশী। * ভগবান। † ঈশ্বরের পুত্র ঈশা অজ্ঞান, তিনি কেমন করিয়া পরের পাপ মুক্ত করিবেন ও তাঁহার মৃত্যুতে সেই কার্য্য হইতে পারে? ‡ গীতা ৯ম অধ্যায়। ৩০।

ভারতের সেই একই জাতীয় বিশেষত্ব রাজারাজড়ার ধর্ম্ম ও তাহার অসীম পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সজীব থাকিয়া অগ্রসর হইয়াছে; ছদ্মবেশ বদলাইয়াছে বটে, কিন্তু মরে নাই, ভারত নিজ আত্মাকে হারায় নাই। আরও তিনি বলিয়াছেন যে, 'ইহুদী ধর্ম্ম হইতে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্মের জন্ম'। একথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, "স্মরণাতীত যুগ হইতে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছে। তাহাদের আদিম যে সব পার্থক্য ও বিশেষত্ব ছিল ক্রমে ক্রমে ভারতের জলবায়ু রৌদবৃষ্টি শীতগ্রীষ্মের প্রভাবে তাহা লোপ পাইয়া তাহারা সকলেই এক ভারতীয় ছাপ লইয়াছে।" কি সর্ব্বনাশ! তিনি ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া মুসলমান জাতিগুলিকে হজম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না কারণ, ইসলামের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ। হিন্দুরা অনেক চেষ্টা করিল, তাহারা 'আল্লোপনিষৎ' লিখিল, বাদশাহ আকবরকে যুগত্রাতা অবতার বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল এবং দরকার হইলে আরবীয় দেবদূতকে রামানুজ শঙ্কর প্রভৃতির ভাই বলিয়া মানিয়া লইত কিন্তু মুসলমানেরা কোনমতে ইসলামের মূলমন্ত্র ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত আপোষ করিলেন না।"*

হরি! হরি! এইরূপ সত্যের অপলাপ করিয়া যে হিন্দুর সন্তান হিন্দুর মুখে চুনকালী দিতে পারে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা! পূর্ব্বেই কবীরের কথায় ইহার প্রতিবাদ আছে, আর হিন্দুরা কখনই মুসলমানকে হিন্দু করিতে চেষ্টা করে নাই, বরং আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া আলমগীর পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দুগণকে মুসলমান করিতেছিল। সেইজন্য কতকগুলি লোককে অর্থ ও পদ দ্বারা বশীভূত করিয়া "আল্লোপনিষৎ" আদি গ্রন্থ ও মানসিংহ প্রভৃতিকে সেনাপতি করিয়া হিন্দুর রাজ্য ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। মুসলমান যুগে হিন্দুর এমন কি ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা মুসলমানদিগকে হিন্দু করিবার চেষ্টা করিতে পারে? তখন প্রাণ ও কুলভয়ে লোকে স্ত্রীপুত্র পরিবার বিষয় সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিত। কবীর নানকাদি সিদ্ধ উদাসীগণ হিন্দুমুসলমান ধর্ম্মের ঐক্যতা স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই; উহা পূর্ব্বোক্ত দোঁহায় স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। নানক সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি মক্কায় কাবার দিকে পা করিয়া যখন শুইয়া থাকেন তখন কোন মুসলমান তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি বলেন, "আমাকে দেখাইয়া দাও যেদিকে ভগবান নাই।" হিন্দুর উপর মুসলমান ফকির ও সম্রাটগণ যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে হিন্দুর অন্তঃকরণে সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক শিখ গুরুরা ফকির করিয়াছিল। তিনি সেই মহৎ কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হন। 'এ ঘরকি বিলার রুটি দেও' চীৎকার করিয়া মুসলমান ফকির ভিক্ষা করিত, গুরুরা ফকির উত্তর দিয়াছিলেন 'ঠার রও ধারকো কুত্তা!' লাঞ্ছিত ফকির ভিক্ষা না লইয়া, "তমান (উদ্ধত) আয়া", বলিয়া সম্রাটের কাছে গিয়া নালিশ করে। সেকালের মুসলমান ফকিরেরা ঐরূপ অপমান সূচক কথায় ভিক্ষা প্রার্থনা করিত, লালবেগীর সন্তান গুরুরা উহার উপযুক্ত আত্মমর্য্যাদাময় উত্তরদানে প্রাণ হারান, কিন্তু তখন হইতে সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। গাজের কবিকে আকবর হস্তীর পদতলে মর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলেন। সেকালের সাধু ফকির ও কবিরা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন ও লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন। রামদাস বৈরাগী কবীরের গুরু ছিলেন, তিনি শঙ্খধ্বনি দ্বারা দেশবাসির ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত করিতেন। কার্য্য যেমন কর্ত্তার গুণের সম্বন্ধ জ্ঞাপক, বক্তা যেমন তাহার জ্ঞানের প্রতিধ্বনি, ধার্ম্মিকও তেমনি তাহার ধর্ম্মের শক্তি দ্বারা জগতকে পবিত্র করে। সৃষ্টিই জগদীশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় দান করে। আত্মমর্য্যাদার জন্য শিখ গুরুরা, খড়্গবাহাদুর যোড়াবর সিং প্রমুখ ফকিরেরা জীবনোৎসর্গ করিয়া মুসলমান সম্রাট আলমগীরকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

* প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১ "ভারতে মুসলমান"

জাতীয়তা হাতী ঘোড়ার ন্যায় কোন কিছু স্বতন্ত্র বস্তু নয়, এক একটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র বোধশক্তি ও মনোবৃত্তি লইয়া যে এক একটি জাতি সংগঠিত হইয়া থাকে জাতীয়তা উহারই আদর্শ সৃষ্টি করে। বংশগত বা ছাত্রগত গুণাবলীর পরিণামেই সকলের মতিগতি, রুচির সামঞ্জস্য ও ঐক্যতা হয়। মাতৃগর্ভের সন্তান জন্মের পূর্ব হইতেই পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী দ্বারা শিশুর উপর এক প্রভাব বিস্তার করে, সেই শক্তিই জাতীয়তার মূল। রাজা বা সম্রাটের রাজনীতি বা শাসন কৌশলের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। দেশ, ভাষা, আচার, বিচার, ধর্ম্ম, বর্ণ, ব্যবহার কর্ম্মাদিই জাতি সৃষ্টির মূল কারণ ও উপাদান। যদিও জাতি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র চৈতন্যবান্ প্রাণী নাই, তথাপি শিশুর শিক্ষা ও ভরণপোষণ হইতে, পিতামাতা, বন্ধু, সুহৃদ শিক্ষকের মধ্য হইতে যেন কি এক জাতীয়তার প্রতিনিধি স্বরূপ সন্তান সন্ততি বা শিশুবর্গের উপর অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করে। যখন জাতীয়তা সজাগ থাকে তখনই কোন জাতি, অন্যের আদর্শ আপনার করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যখন হিন্দু জাতি বৌদ্ধ যুগের তাড়নায় মৃতভাবাপন্ন তখন কেমন করিয়া মুসলমানাদর্শ গ্রহণ করিতে পারে?

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ পতন ও মুসলমান অভ্যুদয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরম পদ, যে পদে গেলে জন্ম জরা মরণের ভয় থাকিবে না, যে পদে গেলে সংসারের কোন চিন্তা থাকে না, যে পদে গেলে মহাশক্তি লাভ করা যায় সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কট্ট, পুতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটা সুদ্ধ অধঃপাতে দিল। * * বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন *।" বড় বড় লোকের মুখে ও কলমে যাহা বাহির হয় উহাই শোভা পায় কিন্তু উহা সত্য না হইলেও প্রামাণিক বলিয়া যাহারা স্বীকার করেন করুন উহাতে কিছুই আসে যায় না। কল্পনার বশীভূত হইয়া অপরাজিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষপাত করা যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। মুসলমান জাতির পতন ও ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়, উভয়ই সঙ্গের সাথী বানিয়া যেন কলিকাতার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল।

নূতন যুগ:—কলিকাতা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম রাজধানী হইল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, গৌড়াদি পুরাতন রাজধানী লুপ্ত হইয়া গেল। বাঙ্গলায় ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হইল, কলিকাতা উহার মুকুটমণি হইয়া পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করিল। সেই কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজত্বের যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শাসন পরিষদের, বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের রাজশাসনের প্রথম সংগঠন কলিকাতার রাজধানীতে ও বিচারালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের বলে ইংলণ্ডের রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য গ্রাস করিল, দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে প্রদত্ত দেওয়ানির দাসখত ও করদান রহিত করিল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের কর্ম্মত্যাগ বিচার করিয়া তাহা প্রত্যাহার মঞ্জুর করিলেন। বিলাতী আইন কানুন ও বিচারপ্রণালীই দেশের ও দশের মধ্যে নূতন রীতিনীতি শিক্ষাদান করিতে লাগিল। সূক্ষ্ম বিচারই ইংরাজ রাজত্বের মূল এবং উহার সহিতই বিলাত ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের মধ্য দিয়া স্থাপিত হইল। বিলাতের আইনানুসারে গবর্ণর জেনারেল ও কলিকাতা সভার সভ্যবৃন্দের দ্বারা রাজস্ব বিষয়ক যাবতীয় কার্য্যারম্ভ করা হয়।

* নারায়ণ, আশ্বিন ১৩২২ 'বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপাত'।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, ভারতে ফরাসি রাজত্ব স্থাপিত হইয়াও কেন উহার শেষ রক্ষা হয় নাই, সে সম্বন্ধে ধর্ম্মাবতার মেকলে সাহেব বলিয়াছেন যে, ডুপ্লের পদচ্যুতি, লালির শাস্তিই উহার মূল কারণ। সেই সময়কার ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট যদি ইংরাজের ন্যায় আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার ও জয়গৌরবাদির নিমিত্ত সেই সকল কর্ম্মচারী সেনাপতিগণের দোষ ক্লাইব ও হেষ্টিংসের মত উপেক্ষা করিতেন তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। সেই মেকলেই এদেশের দণ্ডবিধি আইন প্রস্তুত করেন। তিনি যে তুলাদণ্ডে বাঙ্গালী জাতির দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সে যন্ত্র বোধহয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন; মেকলের ফ্রান্সের নিন্দা উল্লেখ যোগ্য:— "The equitable and temperate proceedings of the British Parliament were set off to the greatest advantage by a foil. The wretched government of Louis XV had murdered, directly or indirectly, almost every Frenchman who had served his country with distinction in the East. * * * The Commons of England, on the other hand, treated their living Captain with that discriminating justice which is seldom shown except to the dead."

সুখের বিষয় ইংরাজ জাতির সুপরিচিত লণ্ডনের সেন্ট পল্ গির্জ্জার ডীন W. R. Inge মহোদয়ের উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত:—"The first impetus was given by the plunder of Bengal, which after the victories of Clive, flowed into the country in a broad stream for about thirty years. This illgotten wealth played the same part in stimulating English industries as, the "five milliards" extorted from France, did for Germany after 1870." অর্থাৎ ক্লাইভ প্রমুখের লব্ধ রাজস্ব ও সম্পদ দ্বারা বিলাতের শ্রম শিল্প ও ব্যবসা সবিশেষ উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হইয়াছিল। উহার কার্য্যাবস্থ পলাশির যুদ্ধ হইতে ত্রিশ বৎসরকাল চলিয়াছিল, অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়াছেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এদেশের রাজ্যশাসনাদির সহিত বিলাতের সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের সম্বন্ধ সৃষ্ট হয় এবং ৬ই জুলাই ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে একজন বিলাতের রাজস্বপ্রধান কর্ম্মচারির অধীনে ছয়জন প্রিভিকাউন্সিলারের সাহায্যে সেই সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট সংগঠিত হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টার সভার মনোনীত তিনজন সভ্য ভারতবর্ষের যে কোন সন্ধিবিগ্রহাদি বা পত্রাদি আদান প্রদান করিবেন, উহা সমস্তই সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের অনুমোদনে করিতে হইবে।

নন্দকুমারের ফাঁসি:—সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলাতের সভ্যবৃন্দের সহিত ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের সংশ্রবে এরূপ উত্যক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিলাতের এজেণ্ট দ্বারা ২৭এ মার্চ্চ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত কর্ম্মের ইস্তফা দান করিয়াছিলেন। মোহন প্রসাদ বিপক্ষে মধুসূদনঃ স্বরূপ। কারণ সেইই কলিকাতা সভার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া শেষ করিয়াছিল। শনিবার ৫ই আগষ্ট ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বেলা ৭টার সময় নির্ভীক ব্রাহ্মণ নন্দকুমার কলিকাতার মাঠে খৃষ্টের ন্যায় প্রসন্নবদনে ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করেন। রামায়ণে যেরূপ যোগী শূদ্রকের [illegible] নাশ শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে সেইরূপ নন্দকুমারের বলিদান ইংলণ্ডের আইন কানুনের সর্ব্ব প্রথম বলিদান। মেকলে সাহেবের কথা ভুলিবার নয়, ষ্টিফেন সাহেব তাঁহার 'নন্দকুমার ও ইম্পে' নামক পুস্তকে দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন "Macaulay's final Judgment

on Impey is 'It is therefore our deliberate opinion that Impey, sitting as a Judge, put a man unjustly to death to serve a political purpose'." অর্থাৎ ইম্পে সাহেব রাজনৈতিক কারণবশতঃ বিচারপতি সাজিয়া একজন লোকের প্রাণদণ্ড অন্যায় করিয়া করিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দ্বারা নন্দকুমারের ফাঁসির চেষ্টা ও সেই চেষ্টায় সত্য সত্যই ফাঁসি হওয়ায় তাঁহার ইস্তফা প্রত্যাহারের কথা ১৮ই মে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের গ্রেহাম ও ম্যাকলিনের নিকট হেষ্টিংসের পত্রে প্রকাশ পায়:— "The visit to Nuncomar when he was to be prosecuted for a conspiracy and the elevation of his son to the first office of the Nizamut when the old gentleman was in gaol and in a fair way to be hanged, were bold but successful expedients."

এই পত্রের পুনরুল্লেখে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ২৭এ মার্চ্চ তারিখের কর্ম্মের ইস্তফা প্রত্যাহারের কথা আছে "P. S.—I now retract the resolution communicated to you separately in my letters of March 27th" * সার ইলাইজা ইম্পে জাহাজ হইতে যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন তখন এদেশের লোকেদের পা খালি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে ছয়মাসের মধ্যে জুতা পরাইবেন। কবি ছড়ায় সেকালের নন্দকুমারের ফাঁসির কথা কিরূপ লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ যোগ্য:—

"বাঙ্‌লা এগার শত বিরাশির সালে, একুশে শ্রাবণ শনিবারের সকালে।
ব্রহ্ম নাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে, হেষ্টিংসের হৃৎকম্প হতো যার দাপটে।
লোকারণ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাঁদিতে, ফাঁসি হবে শুনে লোক লাগিল ছুটিতে।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যেই নিল শিরে, এই পরিণাম তার লোকে চিন্তা করে।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল ইহার, কে জানে হেষ্টিংস ইম্পের কেমন বিচার!"

গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতার সভার বিলাতের মনোনীত সভ্যগণ অপেক্ষা অধিক বলশালী, ইহা নন্দকুমারের ফাঁসিতে সকলের বুঝিবার কষ্ট হয় নাই। উহার পর আর কেহ, কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারি বা গবর্ণর জেনারেলের বিপক্ষে দাঁড়ান নাই। নন্দকুমার তাঁহার ফাঁসির হুকুম রহিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা সভায় যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, হেষ্টিংস সাহেব উহার নকল তাঁহার বিলাতে বিচারের সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ষ্টিফেন সাহেব সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বিচারকগণের দোষ, কলিকাতা সভার যে সকল সভ্যেরা নন্দকুমারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহাদের উপর দিয়াছেন। বিলাতে ক্লাইব, হেষ্টিংস ও ইম্পের বিচারে আড়ম্বর, অর্থনাশ এবং বক্তৃতা যথেষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরিণাম কিছুই হয় নাই। কলিকাতা সভার সভ্যবৃন্দ, ব্যক্তি বিশেষের দরখাস্ত বলিয়া নন্দকুমারের প্রার্থনার প্রতিকার করেন নাই তদ্ভিন্ন উহাতে বিচারপতিগণের বিরুদ্ধে মানহানিকর অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উহা তাঁহারা হুকুম দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন; ওয়ারেণ হেষ্টিংস, উহা বিচারপতিগণের নিকট এবং বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন কিন্তু উহা গৃহীত হয় নাই। নন্দকুমারের ফাঁসি সেইরূপ ভোট দ্বারা বিলাতী সভ্যবৃন্দেরা করেন নাই বলিয়া যদি কিছু দোষ ত্রুটি নন্দকুমারের ফাঁসিতে হইয়া থাকে উহা তাহাদেরই স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন।

* পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায়, ও গ্রিগের পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৫২১ পৃষ্ঠা।

ইস্তফা নামঞ্জুর:—২০এ জুন বোর্ড অফ রেভিনিউর সভায় কলিকাতা তোলপাড় হইয়াছিল। সেইখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস উপস্থিত, আর এদিকে জেনারেল ক্লেভারিং ১৯এ জুন তারিখের বিলাতের পত্র পাইয়া হেষ্টিংসের পূর্ব্বোক্ত ইস্তফা মঞ্জুর ও সেইপদে হুইলার-সাহেবের বাহাল নামা পান, অমনি তিনি গবর্ণর জেনারেল সাজিয়া তৎকালীন পারসি তর্জ্জমাকার লেফটানান্ট রবার্টসকে দিয়া তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের নিকট হইতে পত্রযোগে দুর্গের চাবি ও কোম্পানির তহবিল বুঝাইয়া দিবার তলব করিয়া পাঠাইলেন। অন্যান্য সভ্যগণ এগারটার সময় রেভিনিউ বোর্ডের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই কথা প্রচার হইলে কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সেই সংবাদে সকলে ভাবিল যে, নন্দকুমারের ফাঁসিতে হেষ্টীংস যেন পদচ্যুত হইলেন। হেষ্টিংস তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। জেনারেল ক্লেভারিং সৈন্যাধিপতি তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরের কর্ম্মচারি কর্ণেল পিয়ার্স হেষ্টীংসের পরম বন্ধু, তিনি তাঁহার পক্ষে ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই ভাবিয়া হেষ্টীংস সার ইলাইজা ইম্পে ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে আদালত বন্ধ করাইয়া বোর্ড অফ রেভিনিউ গৃহে উপস্থিত করাইলেন। সেইখানেই লাট সভার সভ্যবৃন্দ সমবেত, তাঁহারা সেই সকল বিচারপতিগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা হেষ্টীংসের পদত্যাগ আইনমত হয় নাই বলিয়া উহা অগ্রাহ্য ঘোষণা করিলেন। শেরিফের পার্শি তর্জ্জমাকার সার জন ওয়েলি গবর্ণর জেনারেল ক্লেভারিংএর ইস্তাহার তর্জ্জমা করিলেন না। অগত্যা জেনারেল ক্লেভারিং অপমানিত হইলেন এবং দুমাস পরে ৩১এ আগষ্ট দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন ও ২৫এ সেপ্টেম্বর ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মনসন হুগলীতে সমাধিস্থ হইলেন। সেই সময় হইতেই হেষ্টীংসের সৌভাগ্যোদয় হয়। হেষ্টীংস এইরূপে তাল বেতাল সিদ্ধ হইয়া কলিকাতা সভার বত্রিশ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য হইয়া বসিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সভা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের রায় আইন করিয়া বাহাল করিলেন যে, গবর্ণর জেনারলীর পদত্যাগ স্বয়ং লিখিয়া করিতে হইবে, এজেন্ট করিলে গ্রাহ্য হইবে না। কি সুন্দর সূক্ষ্ম বিচার! বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যেন সকলেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের করতলস্থ ছিল।

নাকে খত:—কলিকাতার সুন্দরীর হাটে, মাডাম গ্রাণ্ডের দ্বারা হেষ্টীংস সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের নামে নালিশ করাইয়া তাহাকে নাকে খত দিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা খেসারত আদায় করাইয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধারমণের জাল অপরাধে যে ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল উহা রহিত করা হয় কিন্তু নন্দকুমারের সময় উহা হইল না। ইহা কি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়? যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা হেষ্টিংসের ইস্তফা দেওয়া অগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার গবর্ণর জেনারলি বাহাল রাখিয়াছিল ইহাও তাহাদের দ্বারা হইয়াছিল। সুপ্রীম কোর্টের সেরিফের পেয়াদারা দেওয়ান কাশিনাথের মেদিনীপুরের কাশীজোড়া দখলের সময় অপমানিত হইলে ঐ আদালত কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার সভার সভ্যবৃন্দের নামে সমন জারি করিয়াছিল। সেই হুকুম অমান্য করা হইল এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে আইন করিয়া সুপ্রীম কোর্টকে গবর্ণর জেনারেল সভার অধীন করা হইল। ইহাতেই প্রমাণ হয় হেষ্টিংস সেকালে যাহা মনে করিত উহাই করিতে কুণ্ঠিত বা প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হন নাই! সেইজন্য তিনি যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন উহাতে আর সংশয় নাই। জব চার্ণক প্রমুখ ইংরাজগণ আপনাদের মূল্যবান জীবনোৎসর্গ করিয়া, শতসহস্রাপমান সহ্য করিয়া যে সুতানটী লাভ করিয়াছিল উহা হেষ্টিংসের অনুগ্রহে নবকৃষ্ণ লাভ করিয়া রাজা মহারাজা হইলেন। হেষ্টিংসের আমলেই গৌরবলুপ্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদের বিচারালয়াদি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহার সর্ব্বতোভাবে উন্নতি আরম্ভ হয়।

অশ্লীলতা ও অশ্লীলতা :—সেকালের বিলাতী আমোদ প্রমোদের স্মৃতিচিহ্ন যেমন বেলভিডিয়ার, হেষ্টিংস হাউস আদি রক্ষা করিতেছে, তেমনি নন্দকুমারের ফাঁসি ও নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবীসিং, কাশিনাথ, কান্তবাবুর সৌভাগ্য উন্নতিতেই লোকের মনে ধর্ম্মভয় ও বিশ্বাস যেন দূর হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যক্তিরাই ইংরাজদিগের মনস্তুষ্টির জন্য ঠাকুর দেবতার পূজার সময়, ইংরাজি ধরণের আমোদ প্রমোদ সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গস্বরূপ করিয়াছিলেন। বিলাতি নাচ, গান, বাজনা টানাপাখা একত্র ভোজনাদি পানাহার সেই সময় তাঁহারা হিন্দু সমাজে প্রচলিত করান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ক্রিয়াকর্ম্মে উৎসবাদিতে প্রকাশ্য সমাজে, ঠাকুর দেবতার প্রসঙ্গক্রমে ভাষার কৌশলে কাঁচা খেউড়ে আনন্দানুভব করিত। তখন সমাজের রুচি ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতায় এতই হীন ছিল যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামি গল্পাকারে এখনও সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। সেকালের কবিগণের কথার সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায় আদায় করিবার কৌশল কথাও উক্ত হইয়া থাকে। নন্দকুমারের লক্ষ ব্রাহ্মণের সেবা, রাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় অশ্লীল ভাষায় গালি, (ভাষার কৌশলে ঘোর অভদ্রতায় বিদায় আদায়) এখনও লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে :—

"ভাড়ভেড়ের নন্দকুমার লক্ষ ব্রাহ্মণের কল্লে সুমার, কেউ খেলে মাছের মুড়ো, কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো"

"সোনাদান শোনা মাত্র ব্যয়মাত্র বাণি, শুভক্ষণে পোষ্যপুত্র নিয়েছিল রানি।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় কল্লেন বেশ, বাঁশবেড়ের কা দাঁক্কর গুপ্তিপাড়ার শেষ।"

কি আশ্চর্য্য চক্ষুলজ্জা! কি বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচির পরিচয়! বর্ত্তমানকালে ডাক্তারের সম্মুখে ইংরাজিতে ঘৃণিত রোগের কথা বলার মত ইহা যেন বোধ হয়। ইহাকেই বিলাতী সভ্যতা বলা যাইতে পারে, উহার জের এখনও পর্য্যন্ত আসিতেছে। হিন্দুসমাজের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সদালাপ :—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র : —"গোপাল তোমার ছেলের যে বেশ রাজপুত্রের মত চেহারা।"

উত্তরঃ —"হাঁ মহারাজ! আমি ত রাজপুত্রের বাপ।"

কি সর্ব্বনাশ! এইরূপ অশ্লীল উত্তর শুনিয়া রাজা ও তাঁহার সভার সকলেই আনন্দানুভব করিয়াছিল। বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের অবস্থা তখন যে কিরূপ শোচনীয় ছিল, ইহাতে স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে।

কলিকাতায় সে সময় কেবল গবর্নর জেনারেলের পদ ও ক্ষমতা লইয়া মারামারি ও বিচার হইত উহা নয়, সুন্দরী লইয়া মামলা ও পিস্তল লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত। আলিপুরের যেখানে হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের পিস্তল লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ সত্যাসত্য লইয়া হইয়াছিল উহার স্মৃতি ডুয়েল এভিনিউ রাস্তা রক্ষা করিতেছে। ফ্রান্সিস তাহাতে আহত হইয়া দেশে যান।

বিক্রমাদিত্যের রত্নস্তম্ভ :—হেষ্টিংস আশ্রিতবৎসল ছিলেন ও তাঁহার কৃপাতেই নন্দকুমারের মামলার তদ্বিরকারকগণের সৌভাগ্যোদয় কলিকাতায় হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্তবাবু, কাশিনাথ প্রভৃতির সঙ্গে নবকৃষ্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। কমলউদ্দিন, হিজলি নিমক মহলের ইজারদার গঙ্গাগোবিন্দকে বাইস হাজার টাকা উৎকোচ দান করা অপরাধে পদচ্যুত, সে মিরজাফরের আমলে কয়েদী ছিল, তাহারই মোহর লইয়া মামলার সূত্রপাত। ১১ই মে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যে গঙ্গাগোবিন্দকে কলিকাতা কাউন্সিল পদচ্যুত করিয়াছিল হেষ্টিংস তাহাকে মনসনের মৃত্যুর পরেই ৮ই নভেম্বর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান করিলেন। সেই মহাত্মাই পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষেরা আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে জমিদারী কর্ম্মে নিপুণ

ছিল। সিরাজদ্দৌলা, উহাদের দেশের বাড়ীর কার্ণিশ তাঁহার প্রাসাদের কার্ণিশের নকল করার দরুণ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ কান্তবাবুর জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কলিকাতা সভার সভ্যগণ একদিন কান্তবাবুকে হুকুম করিয়া উপস্থিত করাইতে পারেন নাই, সেই সভার সভ্যবৃন্দ নন্দকুমারের ফাঁসি রহিত করিবেন একথা যে ষ্টিফেন সাহেব তাঁহার পুস্তকে কেমন করিয়া লিখিলেন উহা বুদ্ধির অগম্য বলিলেই চলে। হেষ্টীংস ও বারওয়েল সাহেবের পার্শি মুন্সী সদরুদ্দিন ও নবকৃষ্ণ প্রভৃতির স্মৃতি কলিকাতার রাস্তার নামে আছে। নন্দকুমারের ফাঁসিতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য নবকৃষ্ণ কাশীতে শিবালয় ও সেণ্টজন গির্জ্জার জায়গা দান, হেষ্টিংসও যেন হাওড়ায় বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য ভোটবাগানে জায়গাদান ও মাদ্রাসা প্রভৃতি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ইম্পে সাহেব নন্দকুমারের বিচারে যে, ধর্ম্মাবতার সূক্ষ্ম সত্যান্বেষী ছিলেন, উহা কৃষ্ণজীবন দাসের সাক্ষির সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাকে চব্বিশ বার সাক্ষী দিবার কাঠগড়ায় তোলা হয়। তাহার সকল কথাই সত্য, কিন্তু সেই সাক্ষির যে কথায় মামলা ফাঁসিয়া যায়, সেই কথাই মিথ্যা সিদ্ধান্ত করা হইল। সার ইলাইজা ইম্পে সাহেবের এই সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া নন্দকুমারকে, কলিকাতাবাসি কেন সমগ্র বাঙ্গালার লোক, নির্দ্দোষী স্থির করিয়াছিল *। যাহাই হউক, হেষ্টীংসের গুণ কীর্ত্তন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও বোটানিকাল উদ্যান এখনও করিতেছে। জর্জ্জ বগল, কাপ্তেন টারনার ও হামিল্টন প্রমুখকে হেষ্টীংস তিব্বতে তাসি লামার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং সকলেই তিব্বতের সহিত ব্যবসা করিতে পারে জেলায় জেলায় এইরূপ পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন। সেই [illegible] দেশীয় ব্যবসায়ীগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য হাওড়ার ভোটবাগানে একশত একর বা তিনশত বিঘা জমি দান করা হয়। ব্যবসার সহিত ধর্ম্মোন্নতির সম্বন্ধ ওয়ারেণ হেষ্টিংস যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়াছিলেন। সমুদ্র পথে চাটগাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত শস্যাদি রপ্তানি করা হইত উহা তিনি কলিকাতায় পাঠাইবার হুকুম দান করেন। কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি হেষ্টিংসের কাশী ভ্রমণ বৃত্তান্তে কান্তবাবুর সহিত হেষ্টিংসের যে স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন উহা নিশ্চয়ই উল্লেখ যোগ্য :—

"মহারাজা চেৎসিংহ কাশীধামে ছিল, হেষ্টিংসের সনে তার বিবাদ ঘটিল,
মাঝ থেকে কান্তবাবু লুটে মজা নিল, মহামূল্য ধনরত্ন ঘরে নিয়ে এল।
রাজার ঠাকুর আর সুন্দর দালান, নিয়ে এসে বসায়েছে করিয়া আপন,
পুকুর চুরির কথা জমিদারে জানে, দালান চুরির কথা হেষ্টিংস যে জানে।"

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসীর রাজার নিকট হইতে ওয়ারেণ হেষ্টীংসের কর গ্রহণাদির যেমন বাঙ্গালা ছড়া উল্লিখিত হইল, তেমনি তাঁহার সেইখান হইতে পলায়নের বিদ্রূপাত্মক হিন্দুস্থানি ছড়া আছে :—

"হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন, জলদি আও জলদি আও ওয়ারেণ হেষ্টিন।"

গুণ কীর্ত্তন :—নন্দকুমারের ফাঁসি সেকালের কলিকাতায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ও সহকারী সভ্য বা দক্ষিণ হস্ত বলিলেই চলে বারওয়েল সাহেব নন্দকুমার সম্বন্ধে তাঁহার ভগ্নীকে যাহা লিখিয়াছিলেন উহা কৌতুকাবহ বলিয়া ষ্টীফেন সাহেব তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাই হউক, নন্দকুমারের ফাঁসি লইয়া অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে, উহা লইয়া বিশেষালোচনা অনাবশ্যক তবে কলিকাতার সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল উহা পরিষ্কার বলা উচিত। হেষ্টিংস গবর্ণর ও

* চণ্ডী সেনের পুস্তক ৩০৩ পৃঃ।

গবর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হইলেন, কলিকাতার সুন্দরীর দলের শ্রীকৃষ্ণ বলিলেই চলে ও বহু কষ্টে সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় নন্দকুমার ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের উৎপীড়নে প্রাচীন লাটপ্রাসাদের গায়ের বাড়ী, হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যেখানে ববণ কোম্পানির আফিস ছিল সেই বাড়ীতে তাঁহাকে থাকিতে হইত। নূতন পত্নীকে বহু অর্থ ব্যয়ে ও আইন আদালত করিয়া বিবাহ করিয়া হেষ্টিংস হাউস বা বেলাভিডিয়ারে সুখসম্ভোগ করিবেন, না কলিকাতা সভায় নন্দকুমারের জ্বালায় অনবরত তাঁহার কাজের দোষগুণের কৈফিয়ত দিতে থাকিবেন। কাজেই নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া তাঁহার সুখ শান্তির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় হইয়াছিল। কলির সাক্ষাৎ মনু ধর্ম্মাবতার মেকলে সাহেব বলিয়াছেন যে, যেমন পীড়িত শকুনিকে কাকে ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে বাঙালী নন্দকুমার হেষ্টিংসের তেমনি অবস্থা করিয়াছিল। সেইজন্য বাঙালীজাতিকে মেকলে সাহেব গালি দিয়াছেন। সত্যসত্যই ১১ই মার্চ্চ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস প্রমুখ কোম্পানির উচ্চকর্ম্মচারিবৃন্দের উৎকোচ গ্রহণের কথা নন্দকুমার সেকালের কলিকাতা সভার বিখ্যাত সভ্য সার ফিলিপ ফ্রান্সিস দ্বারা পেশ করাইয়া হেষ্টিংসকে ঐ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ্চ ইস্তফা দেওয়ান, কিন্তু ভগবানের নির্ব্বন্ধে ৫ই আগষ্ট ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ফাঁসি কাষ্ঠে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। সেই ছয় মাসের কথা শত সহস্র যুগের সমালোচনার বিষয় হইয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই।

রহস্যভেদ :—উহাতে বিলাতী আইন কানুনের বা হেষ্টিংসের দোষ শত সহস্র থাকিতে পারে কিন্তু ভগবানের ন্যায় বিচারের উপর কোনরূপ কটাক্ষপাত করিবার উপায় নাই; কারণ, নন্দকুমার ইংরাজ কোম্পানির নিকট বার হাজার টাকা লইয়া যে নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজকে চন্দননগর ধ্বংস করিতে দিয়াছিল উহার প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার ফাঁসিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক অরম্ সাহেব সেকথা তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকুমারের চরিতাখ্যায়কগণ সেই উৎকোচ গ্রহণের কথা কেন লেখেন নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। দোষ গুণ চরিতাখ্যায়কগণের স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত। নন্দকুমার বা হেষ্টিংস কেহই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিলেন না। উভয়েই কর্ম্মচারী ছিলেন চাকরি করিয়া ধনসম্পদার্জ্জন করা উভয়েরই লক্ষ্য ছিল। নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু প্রমুখ বাঙ্গালীরা যে দেশকে দরিদ্র করিয়া বিদেশীর অধীনে কার্য্য করিয়া স্ব স্ব স্বার্থোন্নতির চেষ্টা করিয়াছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই কার্য্যের পরিণাম যে ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ইহা ভগবান হেষ্টিংস ইম্পের কৌশলে তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া যেন বোধ হয়। পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি হিন্দুগণ ও মীরজাফর মীরকাশিম প্রভৃতি মুসলমানগণ, কি উপায়ে নিজের স্বার্থোন্নতি সুখসম্পদ হইবে সেই চেষ্টাই করিতেছিল। দেশ ও দেশবাসী রসাতলে যাউক তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না এই চেষ্টা যে ষড়যন্ত্র দ্বারা হইতেছিল সেই ষড়যন্ত্রেই নন্দকুমারের ফাঁসি তখন কলিকাতায় হইয়াছিল। নন্দকুমারের ন্যায় ব্যক্তির, উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারির পদানত হইয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিয়া রেজা খাঁ প্রভৃতির পদ লাভের চেষ্টায় বিফল হইয়া হেষ্টিংস প্রভৃতির প্রতি দোষারোপ করা যে ধর্ম্ম সঙ্গত নয় এ কথা কোন জ্ঞানী ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না। তখনও দেশবাসির দুঃখকাহিনী অভাব অভিযোগের কথা বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় সভ্যবৃন্দেরা সমালোচনা করিতেছেন। ক্লাইবের বিচারের ধোঁকারটাটি মূর্খ নন্দকুমার বুঝিতে না পারিয়া হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাঁহার ফাঁসি হইয়াছিল। "যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে, বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে" সেই

নীতির বশবর্ত্তী হইয়া নন্দকুমার কার্য্য করেন, সেইরূপ করিয়া মীরজাফরকে ও মীরকাশিমকে পদচ্যুত করিয়াছিল। সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যে সে লোক ছিল না। হেষ্টীংস বারওয়েলাদি একত্রিত হইয়া লড়াই করে অবশেষে সার ইলাইজে ইম্পে আদি সপ্তরথীতে সম্মিলিত হইয়া নন্দকুমারকে বধ করেন। সেই আত্মোৎসর্গের রহস্য ভেদ করাও হয় নাই।

উন্নতির মূল মন্ত্রঃ—কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবীসিংহ প্রমুখ চতুর ব্যক্তিগণ বিলাতের চাল বাজিতে ভুলবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা জলে থাকিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করা যুক্তি সঙ্গত নয়, সেই দেশী প্রাচীন প্রবন্ধের পক্ষপাতী হইয়া রাজা মহারাজা হইয়া জমিদারী করিয়াছিলেন আর মূর্খ ব্রাহ্মণ নন্দকুমার চালকলা বাঁধা বুদ্ধিতে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ হারাইয়াছিল। কলিকাতায় ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত ব্রাহ্মণের ফাঁসিতে হইল। যাহারা নিজের দুঃখ দূর করিতে জানে তাহাদেরই উন্নতি লাভ তখন ইহা ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তপত্তনে দেশে প্রচারিত হইল; আর যাহারা উগ্র করিবার নিমিত্ত, ইংরাজের উচ্চ কর্ম্মচারীগণের দোষগুণ বিলাতের সভ্যগণের গোচর করিতে গিয়াছিল তাহাদের নন্দকুমারের ন্যায় ফাঁসি অনিবার্য্য এই কথা যেন নন্দকুমারের ফাঁসিতে প্রচার হইয়াছিল। আর কেহ নন্দকুমারের মত ঐরূপ দুষ্কার্য্য করে নাই। হেষ্টীংস সেইজন্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সকলকেই আশাতীত পুরস্কৃত করেন। দেবীসিংহ, কাশিনাথ, নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু ও গঙ্গাগোবিন্দ পঞ্চপাণ্ডব, আর ওয়ারেণ হেষ্টীংস শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন।

দাবাখেলাঃ—সেকালের কলিকাতার দাবা খেলার জীবন্ত ঘুটি, ঐ সকল বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারীগণকে লইয়া উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার সভার সভ্যগণ খেলিতেন। অনেক মহারাজা, নবাব, উজীর, বাদশা ফতুর হইয়াছিল ও অনেকে ঐ পদে উন্নীত হন। বারওয়েলকে বলদেব বলিলেও বলা যায়। ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তপত্তনের সময়, কানাই বলাই দুই ভাইয়ের রাজত্বে, রাজা রাজবল্লভ কলিকাতার গবর্ণর সভার সভ্য হইয়াছিলেন। মূর্খ নবকৃষ্ণের হিংসাতেই সেই পদমর্য্যাদায় বাঙ্গালীজাতি বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই কলঙ্ক কালিমা চিরদিনের জন্য নবকৃষ্ণের মুখে লাগিয়া আছে। মেকলে সাহেব যদি এজন্য বাঙ্গালীকে গালি দিতেন তবে সকলে ঘাড় পাতিয়া মস্তক নত করিয়াই গ্রহণ করিত। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তাঁহার জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে মুসলমানের অধীনে অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীরাই হিন্দু ছিল। সেই হিন্দু কর্ম্মচারীর উচ্চপদ লাভের সর্ব্বনাশ নবকৃষ্ণ করিয়াছিল। নন্দকুমার উহার জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। নন্দকুমারের অধীনে নবকৃষ্ণ সামান্য কার্য্য করিত ইহারও প্রমাণ আছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রভু ভৃত্যের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস পিতার মত ছিলেন না। তিনি হেষ্টীংসের অনুগ্রহে উচ্চপদ লাভ করেন ও তাঁহার নামে কলিকাতার রাস্তা আছে। তিনি পিতার হত্যার পরিশোধ গ্রহণ করা দূরে থাক, বাঙ্গালীর উচ্চপদ মর্য্যাদা বজায় করিয়া যাইতে পারেন নাই। হেষ্টীংস গুরুদাসকে চ্যুত করিয়াও বিচারাধীন হন। ফ্রান্সিসের স্মৃতি উহাতে রক্ষিত।

ক্ষণজন্মা নবকৃষ্ণের কীর্ত্তিঃ—মহারাজা রাজবল্লভ রাজসাহীর কায়স্থ ছিলেন, গবর্ণর জেনারেল সভার সভ্যপদে বার্ষিক একলক্ষ টাকা বেতনার্জ্জন করিতেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল উহা রাজা নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই সভায় রায়রেঁয়ের উপবেশনার্থ সিংহাসন দান করা হয়, সম্মুখে বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপাধিপতির জন্য স্বতন্ত্র দুইটি মছলন্দ ছিল। সেই সিংহাসনে মহারাজা রাজ

বল্লভ অধিবেশন করিলেন এবং মুর্শিদাবাদের রীত্যনুসারে তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত দুই মহারাজা দণ্ডায়মান রহিলেন, নবকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত দেখিয়া গলবস্ত্র শালের জোড়া দুই খণ্ড সেই মছলন্দের উপর বিস্তীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। শেষে মহারাজা রাজবল্লভ সভা ত্যাগ করিয়া উপরের বৈঠকখানায় গেলে কায়স্থকুলীনেরা, অমৌলিক কায়স্থ মহারাজা রাজবল্লভকে উচ্চাসন দান করায় তাঁহাদিগকে অপমান করা হইয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। উহা মহারাজা রাজবল্লভের কর্ণগোচর হইলে তিনি সেইসকল কুলীনগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সহস্র মুদ্রা বিতরণের উপদেশ দিয়াছিলেন।

অর্থ ও তোষামোদ :—অর্থের মোহিনী শক্তিতে সেই সকল কুলীন মণ্ডলী মহারাজের যশঃ কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। একদিন হেষ্টিংস সাহেব নবকৃষ্ণকে মহারাজা রাজবল্লভের বাগবাজারের বাটিতে গিয়া একখানি কাগজে সহি করাইয়া আনিতে দেন। সেই সময় মহারাজা রাজবল্লভের নিকট দুইজন অন্য ব্যক্তি ছিল। সেই কাগজ নবকৃষ্ণ লইয়া গেলে মহারাজা তাঁহাকে উহা পাঠ করিতে বলেন ও তৎপরে সহি করিয়া দিয়া বিদায় করেন। নবকৃষ্ণকে সেই সময় ঐ কার্য্য অপর দুইজন লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করিতে হইয়াছিল, উহারা দেখিল, ইহাতে নবকৃষ্ণ আপনাকে অপমানিত মনে করেন ও সেই কর্ম্ম আর করিবেন না বলিয়া তাহার ইস্তফা গবর্ণর জেনারেলের নিকট স্বয়ং গিয়া বিষণ্ণ বদনে দাখিল করেন। ঔষধ ধরিল, হেষ্টিংস নবকৃষ্ণের দুঃখাপমানে সেই রায়রেঁয়ে ও গবর্ণর জেনারেলি সভ্যপদ উঠাইয়াদিলেন। এইরূপে মহারাজা রাজবল্লভ বিনাপরাধে নবকৃষ্ণের আহ্বাদে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী মহাপ্রভুরা নীচ হিংসা দলাদলির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে পদমর্য্যাদা নষ্ট করিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উহার জাজ্বল্য উদাহরণ। ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে কিরূপ অপদার্থ ছিলেন উহাতেই প্রমাণ হয়। রাজা রাজবল্লভের স্মৃতি রাস্তার নামে আছে ও তাঁহার ভাগিনেয় কাশি মিত্রের নাম শবদাহের ঘাটে বর্ত্তমান। সেখানে সেই শোভাবাজারের রাজবংশের মড়া পৃথকভাবে দগ্ধ হইয়া তাঁহারা যে বড় মানুষ প্রমাণ করে। বলিহারি! কলিকাতায় মড়া লইয়াও মর্য্যাদাভেদ বর্ত্তমান! কি শোচনীয় পরিণাম! বাঙ্গালী জাতি যে মৃতাবস্থায় মর্য্যাদা লইয়া বিব্রত, জীবিতাবস্থায় উহা করিতে পারে না বলিয়াই কি এইরূপ করে? মান মর্য্যাদা টাকার থলি বা তোষামোদের দ্বারা হয়না, উহা শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; সেইজন্যই বলে, 'তপ জপ কর কি মরতে জানলে হয়'। মৃত জাতিরই মানের কান্না অধিক হইয়া থাকে, জীবিতাবস্থায় উহার প্রতিদৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম গবর্ণর জেনারেলের কীর্ত্তিকলাপ।

ইংলণ্ড এক কপর্দ্দক ব্যয় বা এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়াই কলিকাতায় রাজত্বারম্ভ করিয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে ইজারদার সেই ইজারদারই রহিল। দিল্লির সম্রাট ফাঁকে পড়িল, তাঁহার খালি সিংহাসন ইংরাজ কোম্পানি ক্রমে ক্রমে কলে কৌশলে অধিকার করিয়া লয়। প্রাচীন জমিদারগণের জমিদারী ইজারাবিলি হওয়ায় নূতন ভূঁইফোঁড় অনেক গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উমেদারগণ জমিদার, রাজা, মহারাজা হইয়াছিল। নদীর স্রোতে কালের করাল গতিতে একদিক ভাঙে আর একদিক গড়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাঙলার চারিদিক ভাঙিতেছিল। কোথা হইতে ইংলণ্ড আসিয়া বাঙলা অধিকার করিয়া কলিকাতায় রাজত্ব আরম্ভ করে এবং ১৪ই মে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টীংস পাঁচ বৎসর মেয়াদে জমিদারী ইজারা বিলি আরম্ভ করেন। বিদেশী বণিক্ কর্ম্মচারীগণ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে এদেশের রাজস্বাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল কিন্তু তাহারা পরিদর্শকরূপে ঐ কার্য্য করায় কোম্পানির ব্যয়ানুসারে অর্থলাভ হয় নাই। ঐ কার্য্য এদেশী লোকের দ্বারা অল্প ব্যয়ে অধিক লাভের ব্যবস্থা ওয়ারেণ হেষ্টীংস করেন। তাহাদের উপর ছয়টি প্রাদেশিক সভা কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ঢাকা মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও দিনাজপুরে বিলাতী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের রেগুলেসন দ্বারা সেই সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সেই প্রাদেশিক সভার যাবতীয় রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের বিচারাদি করিত। হেষ্টীংস রেজার্খাঁর পদচ্যুতির পর হইতেই রাজস্বাদির সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বিলাতের ডিরেক্টরগণের পত্রে প্রকাশ হয় যে বেটম্যান আকরে প্রমুখ ইংরাজ কলেক্টরগণ কল্পিত নামে ইজারা লইয়া যশোর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের রাজস্বাদি অসদুপায়ে আত্মসাৎ করিয়া ধনবান হইতেছিল। ওয়ারেণ হেষ্টীংস বারওয়েল প্রমুখ সকলেই তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টীংস ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতে সর্ব্বপ্রথমে জমি জায়গা পাঁচসনা ও দশশালা বন্দোবস্তে মোগলরাজত্বের টোডর মল্লের ন্যায় সুনামার্জ্জন করেন নাই। সেই সকল বন্দোবস্তের সুবিচার জন্য পুরাতন জমিদার ও তাহাদের কর্ম্মচারীগণকে কলিকাতায় সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতে ও থাকিতে হইত। দেবী সিং ও গঙ্গাগোবিন্দ মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা সভায় দেওয়ান ছিল। হেষ্টীংস নামমাত্র গবর্ণর জেনারেল, তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ :- মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা বলিয়া প্রচলিত আছে যে :—"নিজের নাই কোন সাধ্য, ছেলেরা সব অবাধ্য, এবে যা কিছু ভরসা তুমি হে গঙ্গা-গোবিন্দ।" অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গা ও গোবিন্দ যেমন, তেমনি বৈষয়িক ব্যাপারে গঙ্গাগোবিন্দ তুমি ভিন্ন গতি নাই। ওয়ারেণ হেষ্টীংস কেমন করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি করিতে হয় উহাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেষ্টীংস সিভিল সার্ভিস দলের সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ রাজত্বে যে ওতপ্রোতভাবে ব্যবসা ও শাসন করিবার এক নূতন সূত্রপাত করিলেন। ইংলণ্ড আমেরিকা হারাইয়া নূতন নিয়মে বাঙলায় রাজ্যশাসন ও ব্যবসারম্ভ করে। উহার পথ প্রদর্শক ওয়ারেণ হেষ্টীংস বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর জেনারেল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাল বেতালের দল নব রত্নের সহিত বিদ্যমান ছিল। ৩রা ডিসেম্বর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টীংসের পরম শত্রু সার ফিলিপ ফ্রান্সিস কলিকাতা ত্যাগ করিয়া

বিলাতে যান। হেষ্টীংস ঢাকার কর্মচারী সেকস্‌পিয়ার সাহেবকে তাঁহার পশ্চাৎ চর স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। বিলাতে তিনিই হেষ্টিংসের কীর্ত্তি (Junius Letters) ধারাবাহিক ইংরাজি পত্রে নাম গোপন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই বিখ্যাত হইয়া পড়েন। ফ্রান্সিস সার জন শোরের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টীংস কলিকাতা সভার এক অধিবেশনে, অসুস্থতা নিবন্ধন ফান্সিস সেই সভায় আসিতেছেন না ও সত্বরই তিনি আসিবেন শুনিয়া বলিয়াছিলেন:—"হাঁ, আমিইত তাঁহার শরীর ভাল হইবার ঔষধ সার জন শোরকে সত্বর কৃষ্ণনগর হইতে চলিয়া আসিবার আদেশের ব্যবস্থা করিয়াছি।" ফ্রান্সিস চলিয়া গেলে, তাঁহার কার্য্য হিকি সাহেব ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরাজি সংবাদপত্রে আরম্ভ করেন। সেই কাগজের নাম "বেঙ্গল গেজেট" ছিল। আর গবর্ণর জেনারেলির পদের অব্যবহিত পরেই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়া গেজেট" বাহির হয়। তখন সেকালের কর্মচারীগণের উপর তীব্র কটাক্ষপাত সেই সকল ইংরাজি সংবাদপত্র করিত। হিকির কাগজের মাসিক আয় দুই হাজার টাকা ছিল। ফ্রান্সিসের কার্য্যেরও সমালোচনা হইত। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন ও হে কোম্পানির ছাপাখানা হইতে "ওরিয়াণ্টাল ম্যাগাজিন" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস হইতে সরকারি কাগজ "কলিকাতা গেজেট" বাহির হয়। হিকির খবরের কাগজের স্বর দেখিয়া বোধহয় যে, তখন সাধারণ লোক ওয়ারেণ হেষ্টীংস বা অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীগণের কর্ম্মের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। ওয়ারেণ হেষ্টীংস ফ্রান্সিসকে সিংহের ন্যায় ভয় করিতেন ও সময়ে সময়ে গুপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ১৭ই আগষ্ট ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডুয়েল যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে আহত হইয়া ফ্রান্সিস বিলাতে উহার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়াছিলেন বোধ হয়। হিকির কাগজ ডাকযোগে যাহাতে বিলি না হয় উহার ব্যবস্থা করিয়া হেষ্টীংস নিশ্চিন্ত হন নাই। আদালতের সাহায্যে হিকিকে জেলে বন্ধ করিয়াছিলেন। তখন দেশে ঘুষ, জেল, জরিমানা, ডুয়েল যুদ্ধ, মানহানির নালিশ নিত্য ঘটনা ছিল। হেষ্টীংসের বিরুদ্ধে যে কেবল ফ্রান্সিস, মনসন, ক্লেভারিং ছিলেন উহা নয়। মাদ্রাজের গবর্ণর প্রায় সর্ব্বদাই হেষ্টীংসের কথা অমান্য করিতেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের নিকট অভিযোগ করিতেন। (Hunter's Warren Hastings P. 189) ফৌজদারি বিভাগের কার্য্যে হেষ্টীংস হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ শেষ তখনও হয় নাই। হুগলীর ফৌজদার বার্ষিক লক্ষ টাকা বেতন পাইত। উহাতে চুরি ডাকাতির হ্রাস হয় নাই।

সন্ন্যাসীবিদ্রোহ:—সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তীর্থযাত্রীরা সেকালে ধর্ম্মোপাসনার জন্য কোম্পানিকে অগ্রে মাশুল ভেট দিয়া তবে স্ব স্ব দেবতার পূজা উপাসনা ও ভোগদান করিতে পারিত। ১৩ই এপ্রেল ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টীংস গবর্ণর হন। সেই তারিখের রাজশাহীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রস সাহেবের চিঠি হইতে ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তৎকালের জমিদারগণকে ডাকাতের সর্দ্দার, প্রজারা পেটের বিদ্রোহ ও ডাকাতের কাজ করিত বলিয়াছেন। সেইরূপ লোকের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছিল বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, সেই সকল ডাকাত-বিদ্রোহীর মধ্যে কর্ম্মহীন মুসলমান সৈনিকগণও যে ছিল না একথা বলিতে পারা যায় না। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর দেশের লোকের ভয়ানক দুরবস্থা হইয়াছিল; জমিদার, ব্যবসাদার, কৃষক, শিল্পী সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ব্যবসা নৌকাযোগে হইত, ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় মাঝিরা পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখের গান গাহিত:—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে ভাই আর বইতে পারিনে।"

যখন প্রজারা জমি ফেলিয়া প্রাণের দায়ে ব্যতিব্যস্ত তখন জমি জায়গা পাঁচ বা দশ বৎসরের ইজারা

বিলিতে উচ্চহারে করায় বাঙ্গালা দেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। পৈত্রিক জমি জায়গা সাত পুরুষের জমিদারেরা নূতন ইজারাদারের হাতে কেমন করিয়া বিনা যুদ্ধে তুলিয়া দিবে? সেই খাজনা আদায় ও জমিদারী দখল লইয়া সুপ্রীম কোর্ট ও হেষ্টীংসের কলিকাতার সভ্যবৃন্দের সহিত মনান্তর ও লড়াই হইয়াছিল। দেওয়ান কাশিনাথের কাশিজোড়ার জমিদারী দখল বৃত্তান্তে পূর্ব্বে উহা উক্ত হইয়াছে। রাজস্ব আদায়ের জন্য সুপ্রীম কোর্ট হেষ্টীংসের অধীন হইয়াছিল। অর্থই সকল অনর্থের মূল। সন্ন্যাসীরা সেই জন্যই বোধ হয় বিদ্রোহী হইয়াছিল। চলিত কথা আছে "এ হেন ধন ছেড়ে রাম ভজে কোন ভেড়ের ভেড়ে।" যাহাই হউক, রাজস্ব বিধি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সার ফিলিপ ফ্রান্সিস ওয়ারেণ হেষ্টীংস অপেক্ষা দক্ষ ও বিচক্ষণ ছিলেন। কারণ তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা প্রথম উপলব্ধি করেন যাহা পরবর্ত্তী কালে কর্ণওয়ালিস করিয়া দেশ ও রাজ্য রক্ষা করেন। হেষ্টীংস যদি রাজস্ব আদায় ও ইজারা বিলি দ্বারা দেশে অত্যাচার না করিতেন তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী" বা "কপাল কুণ্ডলা"র মাল মসলা কোথা হইতে আসিত? বীরভূম প্রদেশের রাজা জমিদার অনেকেই বিদ্রোহী হইয়াছিল।

শাসনবিভ্রান্তি:—হেষ্টীংস অত্যন্ত অব্যবস্থিত চিত্তের লোক ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যে সকল ফৌজদারগণের পদ সৃষ্টি করেন সেই সকল আবার ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টীংস, না সার ফেলিপ ফ্রান্সিস, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করান? বিলাতে গিয়া ফ্রান্সিস পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রণালী রাজস্বাদায়াদির মহা আন্দোলন করেন। উহাতে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইতে না পারায় সেই পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, শেষে পিট সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিলাতের পরিচালক সভার অধীন করিয়া ফ্রান্সিসের সদুদ্দেশ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে উচ্চ নাইট পদবীতে ভূষিত করেন। সেই হইতেই কোম্পানির ঘুঘু কর্ম্মচারী অপেক্ষা বিলাতের নিরপেক্ষ ব্যক্তির গবর্ণর জেনারেল হওয়া মঙ্গলের বিষয় ইহা বিলাতের মহাসভার লোকের মনে যেন ধারণা হইল। সার ফিলিপ ফ্রান্সিসই উহার উজ্জ্বল উদাহরণ। সেই নিমিত্তই রেগুলেসন আইনে তিন জন নিরপেক্ষ স্বাধীনচেতা সভ্য বিলাত হইতে আমদানি হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে একজন সার ফিলিপ ফ্রান্সিস ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ও পূর্ব্বোক্ত লাটসভার তিন জন সভ্য এক জাহাজে একদিনে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সেই স্মরণীয় শুভদিন ১৯এ অক্টোবর ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। হেষ্টীংসের সহিত সভ্যগণের যেরূপ মতভেদ ছিল বিচারপতিগণের মধ্যেও যে সেরূপ ছিল না একথা বলিতে পারা যায় না। ইম্পে সাহেব প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি থারলোক সাহেবকে যে পত্র লেখেন উহাতে দুঃখ করিয়া, তদধীন বিচারপতিরা কোম্পানির খাজনাদারের সুবিধা করিতে চাহিতেন না বলিয়া এক অভিযোগ করিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ নন্দকুমারের ফাঁসিতে বোধহয়, প্রধান বিচারপতির মতের অনুসরণ করা ভাল নয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই পত্রখানির কিঞ্চিদংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"They (Lemaister & Hyde) opposed with much vehemence a rule of court the object of which was to prevent the High Court from interfering with the collection of the revenue * * * The rule is framed on a principle which I can not the least doubt namely, that Company have a full right to recover the arrears of Revenue by their own officers. The opposition to it goes on the idea that they are only recoverable in-the Supreme Court."

সেই সময় হইতেই সেইরূপ বিচার ও শাসন কার্য্য একজন কলেক্টর করিবে যাহা ওয়ারেণ হেষ্টীংস প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষপাতী হেষ্টীংস বন্ধু সার ইলাইজা ইম্পে ছিলেন বটে কিন্তু হাইড ও লিমেষ্টার হইতে পারেন নাই। হেষ্টীংসের প্রবর্ত্তিত জমিদারি, ইজারাবিলি ও খাজনাদায়াদি শাসন পদ্ধতির সুখ্যাতি "নন্দকুমার ও ইম্পে" নামক গ্রন্থকর্ত্তা ষ্টিফেন সাহেব পর্য্যন্ত করেন নাই। সেই ভুক্তের মুখে রাম নাম উল্লেখ যোগ্য :—

"The New Government of the Company consists of a confused mass of undigested materials as wild as chaos itself. The powers of Government are illdefined; the collection of the revenue, the provision of the investment, the administration of justice (if it exists at all), the care of the police are all huddled together, being exercised by the same hands, though most frequently the two latter offices are totally neglected for the want of knowing where to have recourse for them."

ওয়ারেণ হেষ্টীংস এই বিশৃঙ্খলাজনক শাসন প্রণালীতে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া তাহার খাজনাদায় দ্বারা তাঁহার পোষ্যপুত্রগণকে অর্থশালী রাজা মহারাজা করিয়াছিলেন। সেকালের জমিজায়গার উন্নতি করিয়া বা প্রজার ও জমিদারের পরস্পর আয় ও অবস্থার প্রতি বা কোম্পানির ভবিষ্যত লাভালাভের সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টীংস যদি উপযুক্ত শাসন প্রণালীর সহিত ইজারা বিলির বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ বা অভিযোগ হইত না কিন্তু উহা করেন নাই বলিয়াই কোম্পানির তদানীন্তন কর্ম্মচারীবর্গ এবং কলিকাতা সভার সভ্যবৃন্দ সকলেই প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অগত্যা ওয়ারেণ হেষ্টীংসের পোষ্যপুত্রগণকে উমেদারি করিবার জন্য জমিদারগণকে কলিকাতায় আসিতে হইত, তাঁহারা হেষ্টীংস পত্নী ও নিজেদের উদর পূরণের ব্যবস্থা উপঢৌকনাদি দ্বারা করিতেন। উহাতেই কলিকাতার উন্নতি অতি অল্পদিনের মধ্যেই হইয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারগণ জমি জায়গার উন্নতি করেন নাই, কারণ দেশের মাটির উপর তাঁহাদের স্বত্ব ছিল না। মুসলমান রাজত্বে সেকালের কানুনগোরা জমিদার ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি হইত। উহার উপর মুর্শিদকুলিখাঁর ন্যায় দক্ষ কর্ম্মচারী কর্তৃত্ব করিত কিন্তু সেরূপ কোন গুণ ওয়ারেণ হেষ্টীংসের ছিল না বা তাঁহার উমেদারগণ কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ প্রমুখ কাহারও কানুনগোর কার্য্য করিবার শক্তি বা দক্ষতা ছিল না। তাঁহারা বড় বড় জমিদার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্য গৌরবে কলিকাতা তোলপাড় করিতেন। ইহার জন্যই ওয়ারেণ হেষ্টীংস বাঙলা ও বিহারের প্রাচীন নায়েব দেওয়ানি পদ তুলিয়া দিয়া ছত্রী দেশ আঠারটি জেয়লা ভাগ করিয়া একএকজন কালেক্টারের অধীন করিয়া কলিকাতায় সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালতের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ডে রাজস্ব বিষয়ক সমুদায় বিচার বিলি বন্দোবস্ত করা হইত। মুর্শিদাবাদ হইতে ধনাগার কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ধনাগার কোথায় পূর্ণ হইবে, না, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা শূন্য হওয়ায় হেষ্টীংস কয়েক মাস বেতন পান নাই তখন মুন্সী নবকৃষ্ণ যাঁহাকে তিনি রাজা মহারাজা করিয়াছিলেন তিনি তিন লক্ষ টাকা সরবরাহ করিয়া সকল অভাব দূর করেন। উক্ত মহারাজের জীবনচরিতকার বলিয়াছিলেন, হেষ্টীংসের স্বাক্ষরিত তমসুক সুপ্রীমকোর্টে নবকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণের সম্পত্তির কাগজের সহিত দাখিল আছে উহা আদায় হয় নাই। বার্কের বক্তৃতায় উহা হেষ্টীংসকে উৎকোচ গ্রহণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে

মহারাজা নবকৃষ্ণ তেজারতি কারবার করিতেন। বৰ্দ্ধমান রাজার বাকী খাজনা ৮৭৪৭২৭৲ টাকা নবকৃষ্ণ ঋণ দান করিয়া পরিশোধ করেন। হেষ্টীংসের অনুগ্রহে তিনি বর্দ্ধমান রাজার নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের অছি ও তত্ত্বাবধায়কপদে নিযুক্ত হন। কাকের বাসায় যেমন কোকিলের ছানা প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ মহারাজা তেজচন্দ্র নবকৃষ্ণের বাড়ীতে ছিলেন। সেইজন্য বৰ্দ্ধমানের রাজবংশে তাঁহাদের সমাজে পতিত-স্বরূপ হন বলিয়া জনরব আছে। সেই কার্য্য করিয়া নবকৃষ্ণ বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতেন, বিলি বন্দোবস্তাদির নজরানাদিও ঋণের সুদ পাইতেন। বৰ্দ্ধমানের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে থাকায় তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ বলিয়া কেহ যে কেন উহা উল্লেখ করেন নাই ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারেরা প্রজার নিকট কর দায় করিত এবং স্ব স্ব জমিদারীতে শান্তিরক্ষাদি যাবতীয় কার্য্য পাইকদ্বারা করিত। ইংরাজ রাজত্বে ওয়ারেণ হেষ্টীংস উহার মূলোৎপাটন করেন কলেক্টার নিযুক্ত করিয়া প্রজার ও ও জমিদারগণের সর্ব্বনাশ করিলেন। পাইক ও জমিদারগণ প্রজাপীড়ক ডাকাত হইয়া পড়ে, চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হয়। কলিকাতায় সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত করিলেন। হেষ্টীংস পরম বন্ধু ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আপীলাদালতের প্রধান বিচারপতি করেন, কিন্তু তাঁহার বিচার ভঙ্গ যখন বিলাতে গমন করিতে হয় তখন ঐ আদালত উঠিয়া যায়। হেষ্টীংস জমিদারী ইজারা প্রথম বাৎসরিক হিসাবে দিয়া পাঁচ ও দশ বৎসর মেয়াদে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হেষ্টীংসের অনুগ্রহে কান্তমুদি বাবু হইয়াছিলেন তিনি বারাণসী-রাজার বালিয়া পরগণা লাভ ও চেৎসিংহের ধনদৌলত এমন কি দালান, ঠাকুর, একমুখী রুদ্রাক্ষ, রামচন্দ্রি মোহর, লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামশিলা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। হেষ্টীংসের পলায়ন কালে চেৎসিংহের লোকেরা বিদ্রূপ করিয়া আহ্বান করিয়াছিল:-"হাতি পর হাওদা ঘোড়া, পর জিন, জলদি আও, জলদি আও ওয়ারেণ হেষ্টীংস।" হেষ্টীংসের বিচারের সময় নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, দেবীসিং, গঙ্গাগোবিন্দ, কাশিনাথ প্রভৃতি বাহনগুলির নামোল্লেখ ও জমিদারি লাভের কথায় ওয়ারেণ হেষ্টীংসের মুখ কালি বার্ক শেরিডন প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তাগণ বিলাতের প্রকাশ্য মহাসভায় করিয়াছিলেন। হেষ্টীংসের জবাবে উহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই নাই তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে দিনাজপুরের রাজার জমিদারী ভুক্ত সালবের পরগণার ইজারা বিলি ও তাহার বেনাম-দারগণের জমিজমা বিলি রহিত না করার অনুরোধ পত্র ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে দিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ এগার বৎসর ধরিয়া তাঁহার যেরূপ মনস্তুষ্টি করিয়াছিল সেজন্য তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা উচিত। রাধাগোবিন্দ ও ব্রজকিশোর ঘোষের নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল জমিজমা বিলি আছে উহা তাঁহার ট্রাষ্টি হিসাবে বজায় রাখা উচিত। মুসলমান রাজত্বকালে নাটোর, নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, নড়াল, দিঘাপতিয়া প্রভৃতি জমিদারী লাভ করে কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার সভাগণের বাহন মণ্ডলী ইজারা গ্রহণ করিয়া উহার অংশীদার হইয়াছিলেন। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে বাঙ্গলার জমিদারগণের যে অপকার হয় নাই উহার সহস্র গুণ ক্ষতি হেষ্টীংসের ইজারা বিলিতে হইয়াছিল। উহাকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কাজগে কলমে অন্যরূপ আছে। হেষ্টীংসের সার্টিফিকেট সভা বাঙ্গালার বনিয়াদি জমিদারগণের খাজনার হার অতিরিক্ত করিয়াছিল। সেজন্য সেই সকল জমিদার কলিকাতায় বন্দী, অপমানিত হইত এবং শেষে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ভাল সম্পত্তি গঙ্গামণ্ডল নবকৃষ্ণ, বাহারবন্দ কান্তবাবু ভুলুয়া ও শালবেড়ে গঙ্গাগোবিন্দের হয়। তাহারা সম্পত্তি হারাইয়া ইংরাজ রাজত্বের পক্ষপাতী হন নাই। বীরভূম প্রভৃতি স্থানের জমিদার রাজারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়াছিল ও খাজনা দেয় নাই। অগত্যা ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবের কাছে তাহারা ডাকাত। তিনি ১৫ই জানুয়ারি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত সভার সভাপতির

কথা তাঁহার নজীর স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ধড় মাথা বাদ দিয়া কেবল লেজ লইয়া একজাতীয় ঐতিহাসিকেরা আড়ম্বর করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার পতিত জমি উন্নীত হয় নাই বরং অধিকাংশ জমি যাহা ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে পতিত হয় উহা চাষাদি করিয়া কোম্পানির খাজনা দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহযোগ্য হয় নাই বলিয়াই কৃষক, জমিদারকে চুরি ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় ২১এ অক্টোবর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ৺মতিলাল শীলের পিতা চৈতন্য শীলের চিনাবাজারে দোকান ছিল। সেই দোকানে চুরি করায় ছয় জন ডাকাতের কলুটোলার বাজারে ফাঁসি হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চৌরঙ্গীর নিকট একটি বাড়ী হইতে মেয়ে চুরি এবং ডাকাতেরা পনর হাজার ঘর ও দুইশত লোককে আগুন লাগাইয়া নষ্ট করে। ছেলেধরা ও চুরি ডাকাতির ভয়ে রাত্রে লোকে রাস্তা চলিত না। কাজেই হেষ্টিংসের সুখ্যাতি ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব কৌশলে রাজ্যলাভের কথায় বলিয়াছেন :--

"History remembers his name, however not for his improvement in the internal administration, but for his bold foreign policy, and for the severities which it involved." (The Indian Empire P. 157)

গবর্ণর কার্টিয়ার মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন মূর্খ নবাব নাজিমের সহিত তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি ৩১৮১৯৯০্ টাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রশংসা লইতে যান কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা সঙ্গত নয় বলিয়াছিলেন, হেষ্টিংস উহা ষোল লক্ষে স্থির করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতেই কলেক্টার মহাপ্রভুগণ বেনামিতে স্থানীয় ফসলাদি খরিদ করিয়া ইউরোপের বড় বড় মহাজনগণের এজেন্ট স্বরূপ কার্য্য করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিত। কলিকাতায় সেই জন্য ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এইরূপে জিনিসের নাগত পড়তা লাভের অংশে দাম বাড়িতে লাগিল। যে ধান মরাই করিয়া পাড়াগাঁয়ে গচ্ছিত থাকিত উহা চাল হইয়া কলিকাতার গুদামে বস্তাবন্দি হইতে লাগিল। এইরূপে বিদেশী মাল আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা কলিকাতায় পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয়। স্থানীয় ব্যবসা কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়া ব্যাঙ্কের আবশ্যকীয়তা যেমনই অনুভূত হইতে লাগিল অমনি উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংস কালেক্টারগণকে পাকেপ্রকারে জমিদারগণের প্রভু ও ব্যবসাদার করিয়া তোলেন। জেলার মহাজনেরা অগত্যা কলিকাতায় আসিয়া মাল বিক্রি ও খরিদ করিতে বাধ্য হয়। কুলি মজুর ও কর্ম্মচারিগণের বেতন ও মজুরী, মালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতে থাকে। ১লা অক্টোবর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বৈঠকখানার বাজারে দুর্গাপূজার বিসর্জ্জন ও মহরমের উৎসব একদিন পড়ায় হইয়াছিল। সেই ব্যাপারে মুসলমানেরা যেমন হিন্দুর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলে তেমনি হিন্দুরা মুসলমানগণের তাজিয়া চূর্ণ করে। সেই দাঙ্গায় মুসলমানেরা কোম্পানির বেনিয়ান রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূকে সাংঘাতিক আহত এবং বৌবাজারের সুখময় ঠাকুরের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গোহত্যা ও লুটপাট করে। মহাত্মা হেষ্টিংসের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় সেই সকল লুটপাটের মাল পাওয়া যায়। ইহার জন্য যে হেষ্টিংস দায়ী সে কথা বলা অনাবশ্যক। তবে ১৮ই জানুয়ারি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে হালহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

ঋণশোধ :—হেষ্টিংস কোম্পানির এককোটি ষাট লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া বিলাতের মহাপ্রভু-গণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না দেশে শান্তি হয় সে পর্য্যন্ত যেন তিনি কর্ম্মত্যাগ না করেন। সেইজন্য দিল্লির সম্রাটের করদান রহিত, মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের বৃত্তি অর্দ্ধেক, কোড়া ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বিক্রি এবং ইংরাজ সৈন্য উচ্চমূল্যে ভাড়া দিয়া রামার ধন

ফৌজ ভাড়া দিয়া অর্থোপার্জ্জন করা হেষ্টীংসের রাজনীতি। মারহাটা যুদ্ধে ১৭৭৮ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে অর্থব্যয় হায়দার আলি ও টিপুর সহিত যুদ্ধে এবং সার আয়ার কুটকে বন্দিবাস যুদ্ধে পরাজয়াদির কৃতিত্ব ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রাপ্য নয়। উহা কতকাংশে স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তারা এবং বাঙ্গালার ফৌজের এবং তাহাদের সেনাপতি জেনারেল গডার্ড, কাপ্তেন পপহাম ও কর্ণেল পিয়াস দাবী করিতে পারেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের সালাবই এর সন্ধিতে ইংরাজের গৌরব রক্ষা হয়। মারহাটারা পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে সালসিটি লাভ করে উহার অন্তবর্ত্তী যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ কোম্পানির হইল কিন্তু গুজরাট তাহারা ফিরিয়া পাইল। বাঙ্গালার ফৌজ ক্লাইবের সৃষ্টি ওয়ারেণ হেষ্টীংসের নয়। সুতরাং এ সকলের জন্য হেষ্টীংসের প্রশংসা করিবার কিছুই নাই তথাপি হণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ উহা যে কেন করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায় না। জয়লব্ধ গুজরাট প্রত্যর্পণ করা গৌরবের কথা নয়। এলাহাবাদ ও কোড়া বিক্রয় করা শাসন নীতির পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় না। সৈন্য ভাড়া দিয়া অর্থোপার্জ্জন কোন রাজনীতির কথা নয়। ইংরাজ জাতি ন্যায় পক্ষাবলম্বন করিবার পক্ষপাতী তজ্জন্য অর্থ ও বলনাশ করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে ধন্যবাদার্জ্জন করিতে চান সেই ইংরাজ জাতির পদমর্য্যাদা হেষ্টীংস রক্ষা করিতে পারেন নাই ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' অযৌক্তিক সুতরাং মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। হেষ্টীংস এদেশে সিবিল সার্ভিস কর্ম্মকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা, হাণ্টার সাহেব তাহাদের প্রশংসা হেষ্টীংসের কৃতিত্বের মূল বলিয়াছেন :—

Clive and Warren Hastings both accomplished great things with small means. But the disposition between the means and the end was infinitely greater in the case of Hastings than in that of Clive; for many generals have vanquished great armies with little ones, but Warren Hastings alone, in the history of conquerors, set about honestly governing thirty millions of people by means of a few mercantile clerk.." (The Annals of Rural Bengal P. 370.)

ইহা কি সত্যকথা? ক্লাইব হেষ্টিংস অপেক্ষা শত সহস্রাংশে উচ্চ, উহাদের মধ্যে তুলনা করা অযৌক্তিক, কারণ ক্লাইব ইংলণ্ডবাসির জন্য রাজত্ব লাভের পক্ষপাতী তিনি কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করেন নাই বলিয়া ওয়াটসনের সহিত ক্লাইবের কলিকাতাধিকারের সময় কাহার পক্ষ হইতে নিশান জয়পাত্তে উত্তোলন করা হইবে তর্কবিতর্ক এবং মনান্তর হয়। ক্লাইব বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শেষে উহাই হইল তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে সুযোগ উপস্থিত হইলে করা হয়। তাঁহাদের উভয়েরই বিলাতে বিচার হইয়াছিল। ক্লাইব অপকট সরলভাবে তাঁহার দোষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু হেষ্টিংসের সে সব কিছুই ছিল না। যে সৈন্য ক্লাইব প্রস্তুত করিয়া এলাহাবাদ কোড়া লাভ করিয়াছিল সেই সৈন্য ভাড়া দিয়াও এলাহাবাদ কোড়া বিক্রয় করিয়া হেষ্টিংস কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেওয়ানি গ্রহণ ও আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যা দখল করিতে পারেন নাই। ইহা কি তাঁহার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দান করেন না বিশেষতঃ তিনি যখন গবর্ণর জেনারেল হইয়া ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে রাজত্বারম্ভ করিয়াছিলেন। জমিদারী বিলি ও রাজস্বাদায় তাঁহার প্রধান কলঙ্ক তিনি যে সকল সোনার থালা জমিদারী কোম্পানির পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ লাভ করিতে পারিতেন উহা তাঁহার তোষামদকারী ভৃত্যবর্গের করিয়া কোম্পানির বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন। এমনকি, লর্ড কর্ণওয়ালিসকে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে সইয়ার মহল ফিরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে

আর একটি জমিদারী ৩৭৯৮৲ টাকা আয়ের দিতে হইয়াছিল। তখন লোকে কোম্পানির রাজত্ব বলিত, কারণ তাহারা মহাপ্রভুদের ক্ষমতার কথা সম্পূর্ণ বিদিত ছিল। হিন্দুরা যেমন সর্ব্বাগ্রে পঞ্চ দেবতাকে ফুল দিয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করে, তেমনি সেকালে গঙ্গাগোবিন্দ, নবকৃষ্ণ, দেবীসিংহ, কান্তবাবু ও কাশিনাথের সিন্নি দিয়া হেষ্টীংস প্রভৃতির অনুগ্রহ লাভ করিতে হইত। তৎসম্বন্ধে দুই একটি উদাহরণ দান করা আবশ্যক। ক্লাইবের বিরুদ্ধে সেরূপ কেহ কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু হেষ্টীংসের বিচারের সময় সেরূপ অনেক কথাই উত্থাপিত হইয়াছিল। একা কান্তবাবু যিনি হাঁসপুকুরে থাকিতেন ও চিৎপুর রোডে বৈঠকখানা বাড়ীতে লোকজনের সহিত দেখাশুনা ও কাছারির কার্য্য করিতেন, তিনি অন্যূন উনত্রিংশটি জমিদারীর ইজারা লাভ করিয়া কাশিমবাজারের রাজবংশের ভিত পত্তন করেন। নবকৃষ্ণ, দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সম্বন্ধেও সেই কথা।

উপহার ও উপঢৌকন :—হেষ্টিংস-পত্নী সেকালের জমিদারগণের নিকট হইতে উপহার লাভ করিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থজাতি মুসলমান রাজত্বকাল হইতে সরকারি কাজ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়া জমিদার রাজা মহারাজা হইত। তাহারা সেইরূপ করিয়া কোম্পানির আমলে উন্নতি ও উপাধি লাভ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ নন্দকুমার মহারাজা হইয়া বিবেকের তাড়নায় ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া মহাপাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্র সহ যখন মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন তখন মহারাজের অন্য পুত্র শম্ভুচন্দ্র তাঁহাদের মৃত্যু স্থির করিয়া পৈত্রিক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মহারাজা মুক্ত হইলে পর সেই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহার সম্পত্তি শিবচন্দ্রকে দানপত্র করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এদিকে শম্ভুচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে সেই সম্পত্তি সকল নিজ নামে করিয়া লইয়াছিলেন। ৺রামলোচন ঘোষ হেষ্টিংস পত্নীর পূর্ব্বস্বামীর দোকানে বেটিংক ষ্ট্রীটে সরকারি করিতেন। তিনিই স্বামীকে বুঝাইয়া হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পত্নীর বিবাহের পথ পরিষ্কার ডাইভোর্সাদি জার্ম্মাণ বিচারালয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে করাইয়া দেন। সেই সকল কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত ৺রামলোচন ঘোষ সুপ্রীম কোর্টের ইণ্টার-প্রিটার পদ এবং নদীয়ার কোর্টে কর্ম্ম লাভ করেন। শিবচন্দ্র ৺রামলোচন ঘোষের পরামর্শে তাঁহার দেওয়ান কাশীপ্রসাদকে দিয়া এক মুক্তার মালা বিক্রয় করিতে হেষ্টিংসের নিকট পাঠান ও সেই ঘটনার বিবরণ কবি রসসাগর তাঁহার কৃত কবিতায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"এত টাকা নাহি দিবে সাহেব আমার। নাহি লব মূল্য, আমি দিব উপহার ॥
ভাবিলেন, ধন্য আমি এই ভূমণ্ডলে, কিবা শোভে মুক্তাহার শ্বেতাঙ্গীর গলে।"

সেই উপহার লাভ করিয়া হেষ্টিংস-পত্নী শিবচন্দ্রের সম্পত্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেকালে কলিকাতায় বড় বড় জমিদারগণের বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি হেষ্টিংস-পত্নীই করিতেন। বলা বাহুল্য যে, যাহাদের মারফত সেই মীমাংসা হইত তাহারাও উপহার লাভ করিতেন। ৺রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটায় নবনির্ম্মিত বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিতেন ও হেষ্টিংস-পত্নী সেই পূজায় নিমন্ত্রিত হইতেন। একবার ঘোষ-পত্নীর গলায় তাঁহার নিজগলার মুক্তার মালা উপহার দিয়াছিলেন। সেই বড় বড় ২১ দানার মুক্তার মালা ঘোষ গৃহে বিভাগ হইয়া বর্ত্তমান আছে। তিনি শেষকালে জমিদার হইয়া আলমবাজারে গঙ্গার ধারে দ্বাদশ শিবালয় করিয়াছিলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে বিলাতের বিলাতি শাসন ও বিচার পদ্ধতি কলিকাতায় প্রথম পত্তন হইয়াছিল। ১৭৮০ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের বাড়ী নির্ম্মাণ হইয়াছিল। সেকালের

লাটগিরির পদ বড় সুখের ছিলনা। বিলাত হইতে সেখানকার রাজা, রাজপুত্র ও মন্ত্রীবর্গের উপরোধ লইয়া অনেকে এখানে চাকরীর জন্য আসিত। ক্লাইব সেই সুপারিশ রক্ষার জন্য একজনকে লক্ষ্য টাকা দিয়াছিলেন। * হেষ্টিংস বার্কের ভ্রাতা উইলিয়াম বার্কের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতায় উহার সুদশুদ্ধ আদায় করিয়াছিলেন। ‡ হেষ্টিংসের আমলেই কলিকাতার উন্নতি লটারি সভা দ্বারা করা উচিত স্থির হয় এবং গবর্ণমেণ্ট উহার পৃষ্টপোষক হন। ভাগ্যই ভগবান, পুরুষকার কিছুই নয় এই কথার পোষকতা সেই সময় হইতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালী ও ইংরাজ অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়ে। সেকালের কলিকাতার লাটগিরির সহিত খৃষ্টান হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এ দেশের পুরাতন শিক্ষাদীক্ষার মূলে কুঠারাঘাত সেই সময়ে সূত্রপাত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষালয় ও বিচার পদ্ধতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবীগণের সাহায্যে পরস্পরের ধর্ম্মানুযায়ী বিলাতি যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া বিলাতের বিচারপতিগণ দ্বারা করায় খৃষ্টান হিন্দু ও মুসলমানকে ভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। ইংরাজি ধরণের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা জন টৈনসবরা মির্জ্জাপুরের বাগান বাড়ীতে ফিরিঙ্গি বালক বালিকাগণের নিকট হইতে মাসিক কুড়ি ও ত্রিশ টাকা বেতন যথাক্রমে লইয়া দু বেলা লেখাপড়া ছুচের কাজ ও লেপের শিলাই শিক্ষাদান করিতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ও মৌলবীরা ইংরাজের অর্থের বশীভূত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম গৌরব, তেজস্বিতা, ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। তাহারা তাহাদের পৈত্রিক বৃত্তি লোপ করিয়া পুত্র পৌত্রগণের ব্যবসায় মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। তাহাদের যে পাঁতি ব্যবস্থাদানে সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব আজীবন করিয়া আসিতেছিল উহা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছিল। এদেশের বিচার কার্য্য ধর্ম্ম ব্যবসার সহিত মৌলবী ও পণ্ডিত মণ্ডলীর হাতে যাহা ছিল উহা হেষ্টিংস চতুরতার সহিত সুপ্রীমকোর্টের জজ পণ্ডিত ও মৌলবীগণের মতানুসারে করিয়া করতলস্থ করেন। উহাই শেষে কোম্পানির রাজস্বের সাধারণ জমিদারীর লাভ অপেক্ষা অধিক আয়ের বিষয় হইয়াছিল। আদালতে বাদী প্রতিবাদী অর্থের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইত। পৃথিবীতে কামিনী ও কাঞ্চন উপভোগ মানবজাতির প্রধান লক্ষ্য এই কথা মোগল রাজত্বকাল হইতে যে ধারা মানব মনে স্থান লাভ করিয়াছিল উহার ধারা পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিসে আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হয় সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য, দেশ ও দেশবাসি রসাতলে যাউক ক্ষতি নাই ইহা যেন সকলের মজ্জায় মজ্জায় বিঁধিয়া গিয়াছিল। হিন্দুস্থানীরা তাহাদের ছড়ায় বলিত "এ হেন ধন ছেড়ে রাম ভজে কোন ভেড়ের ভেড়ে।"

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজ রাজত্বে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষে গঙ্গাগোবিন্দ রামলোচনের তোসামোদ ও স্ত্রীর গঞ্জনা লাভই হইল। হেষ্টিংস শিবচন্দ্রকে পত্নীর অনুরোধে কৃষ্ণনগরে উপবেশন করাইলে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানেরা হরধামে বসবাস করে। মহারাজার পত্নীর সহিত কথান্তর হইলে তাহার পত্নী বলেন যে দেখুন, আপনি আমাকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সামান্য দরিদ্র কুলীন কন্যা বলিয়া নানারূপ রূঢ় কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, আমার ন্যায় উচ্চ কুলীন বংশজাত কন্যার পক্ষে আপনার ন্যায় নীচ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক কুলমর্য্যাদা নষ্ট করা অপেক্ষা নবাবের মহিষী হওয়া শতগুণে ভাল ছিল, কারণ তাহা হইলে আপনার মত কতশত ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারকে নজরবন্দি দেখিতাম ও পিতামাতার কুলগৌরব আমার জন্য নষ্ট হইত না। এই শ্লেষোক্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কেশেরকুনি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণচন্দ্রই হিন্দু সমাজের ধর্ম্মাবতার হইয়াছিলেন নবদ্বীপাধিপতি

* Kaye's Lives of Indian Officers. P. 88 Note
‡ Ibid P. 99

সমগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার হস্তগত ও হিন্দুর জাতি কুল মান তাঁহার করতলগত ছিল। সেকালে সামাজিক কার্য্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহার প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। সেই জন্ম তাহাদিগকে জাতি কাছারির কর্ত্তা করিয়াছিলেন। সেকালে কলিকাতায় কি নবকৃষ্ণ, কি গঙ্গাগোবিন্দ, কি কান্তবাবু কেহই ঐরূপ সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন নাই, যদিও তাঁহারা জাতি কাছারি ও জমিদারগণের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন। তাহারা সামাজিক কার্য্যে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন স্বয়ং হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাদের সেই সকল কার্য্যে প্রকাশ্যভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

ব্যবসাদার:—ব্যবসাদার ৺নয়ানচাঁদ মল্লিক ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি সেকালের প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি কলিকাতায় বাঙ্গালীর ব্যবসায় সম্পূর্ণ সাহায্য ও শিক্ষাদান করিতেন। সেকালে ব্যবসায়ীরা প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর উপদেশ মতে কার্য্য করিত তাহারা অদৃষ্টবাদী ছিল না; তখন কোথায় কোন জিনিষের কি দর, কিসের অভাব, কি কি দরে কোন কোন জিনিষ কাটিতে পারে ইহার সন্ধান মোকামের কর্ম্মচারিগণের পত্রে প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা জানিতে পারিত। উহাতেই তাঁহাদের বাড়ীতে ব্যবসাদারেরা উমেদারি করিত। ৺নয়নচাঁদ মল্লিকের সেরেস্তায় মুসলমান, ফিরিঙ্গি, পর্ত্তুগীজ, সকল জাতীয় কর্ম্মচারি ছিল, তাহাদের নিকট ব্যবসায়োপযোগী সকল ভাষা লোকে শিক্ষা করিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ছোলা ও বাঁশের দাম বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ কৃষ্ণ পান্তি ও পীরিতরাম মাড় পাইয়া বড়লোক হন। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের বাঁশ কাটিয়া বেচিয়া পিরীতরাম "মাড়" উপাধি দ্বারা পরিচিত হয়, আর কৃষ্ণপান্তি আড়ংঘাটার মোহান্তের ছোলা খরিদ বিক্রি করিয়া বড়মানুষ ও জমিদার হয়। বাঙ্গালী জাতি কখন মুটে মজুরের কাজ করে নাই, হয় শিল্পী, নয় ব্যবসায়ী, কেবল মুসলমান রাজত্বে কায়স্থ জাতির সৌভাগ্যোদয় চাকরি করিয়া হয়, ইহারা পূর্ব্বে আদালতে মুহুরীর কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের হাতের লেখা কাগজে বিচারের যাবতীয় বিষয় থাকিত বলিয়া তাঁহাদের কায়স্থ নাম হইয়াছিল। উহার সন্ধান প্রাচীন নাটকে * পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা ইণ্টারপ্রিটারের কার্য্য করিতেন। কোম্পানির আমলে কায়স্থ নবকৃষ্ণ ইংরাজ জাতির চরের কার্য্য করিয়া বড়লোক, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে, কান্তবাবু মনস্তুষ্টি এবং কাশিনাথ জরিপ কার্য্যে বড়মানুষ হইয়াছিলেন। আর বেটম্যান, থ্যাকরে প্রমুখ কলেক্টারগণ বেনামী ইজারায় খাজনা আত্মসাৎ করিয়া অর্থশালী হইয়াছিল। কুঠীর সাহেবরা ও তাহাদের বাঙ্গালী গোমস্তাগণ এদেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। এই সমস্ত কর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া হেষ্টিংস তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন নাই। ব্যবসায় সততাই উন্নতির মূল। সেই পথাবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণপান্তি, রামদুলাল সরকার, নয়ানচাঁদ মল্লিক প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! মেকলে সাহেব তাঁহাদের সন্ধান পান নাই, সেইজন্ম অযথা গালি বর্ষণ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি ওয়ার্ড সাহেবের পুস্তক দেখিলেও ৺অভয়চরণ মিত্রের দান ও গুরুভক্তির কথা দেখিতে পাইতেন। কলিকাতায় সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত ছিল। সেখানে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করিয়া অধিবেশন এবং প্রয়োজন হইলে তদধিক অধিবেশন হইত। সেখানকার বিচারাদিতে বাঙ্গালীর সততার অভাব ছিল না। বাঙ্গালীজাতি মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষগণের অধীনে কার্য্য করিয়া 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিল। ইহাতেই কলিকাতার সুনাম হইয়াছিল:—"জাল জুয়াচুরি মিথ্যাকথা এই তিন নিয়ে কলিকাতা।"

* মৃচ্ছকটিক নাটক।

উপাধি:—ভেরেলেষ্টরের দেওয়ান ৺গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান। তাহারই ভ্রাতুস্পুত্র ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই ইংরাজি ও পার্শি শিক্ষার ব্যবস্থা বারাণসীতে কলেজ করিয়া দিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তাহার পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হয়। বারাণসীতে জ্ঞানব্যাপীর সুবৃহৎ অবতরণিকা-শ্রেণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া বোধ হয় পাতাল বা স্বর্গ গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বার তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনিই এদেশে ৺কালী, ৺জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্ত্তক তান্ত্রিক-চূড়ামণি ৺কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমকে আগমবাগীশ নামে বিখ্যাত করেন। তাঁহার সভায় নৈয়ায়িক ৺কালীদাস সিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া হিন্দু সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন। তৎকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল।

সেকালের উপাধি সম্বন্ধে এইরূপ চলিত কথায় আছে:—

"কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাহি থাকে যার, উপাধি বিষম ব্যাধি ঘাড়ে চাপে তার"।

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহার নিয়ম উপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে কায়স্থের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন না, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে পুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে শিবচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার সুখ্যাতি করিয়া বলেন "এ যে সাক্ষাৎ দক্ষযজ্ঞ" অমনি গঙ্গাগোবিন্দ তালে জবাব দিলেন—"সে কি, সে যজ্ঞে যে শিব ছিল না, এখানে সাক্ষাৎ শিবচন্দ্র উপস্থিত।" এইরূপে হিন্দু সমাজের উপর হেষ্টিংস ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের কিরূপ ক্ষমতা ছিল উহার পরিচয় পাওয়া যায়। কান্তবাবুর ভাগ্যে কোন উপাধি লাভ হয় নাই, তাঁহার উত্তরাধিকারী উহা লাভ করেন। হেষ্টিংসের আমলে তাঁহার রূপার ময়ূরপঙ্খী, রাস্তায় হাতী ঘোড়ায় সোয়ারি, নাচ গান, ভোজ বিলাস, আহার বিহার, উদ্যান অট্টালিকা, কিছুরই অভাব ছিল না।

হেষ্টিংসের সম্পত্তি:—মেসার্স উইলিয়াম ওলি এণ্ড কোম্পানি হেষ্টিংসের সম্পত্তি তিনি এদেশ ত্যাগ করিলে ১০ই মে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল উহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া গেল।

১ম লট। ৬৩ বিঘার বাগানবাড়ী, দুইটি ছোট বাঙলা ও একটি হল বারান্দাওলা বাড়ী। (ঐ বাগানে আরারুটের চাষ হইত) সেই স্থানটি "The Penn" নামক প্রস্তর ফলক দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, আলিপুরের মধ্যে। (তিনি কলিকাতার জমিদার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া কলিকাতার জমি জায়গা চাষবাস করিতেন। ঐ নিলামের বিবরণে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়)।

২য় লট। ৪৬ বিঘার দ্বিতল আস্তাবলাদি বৃহৎ অট্টালিকা মান্দ্রাজি চূণের পঙ্কের কাজ করা ঘর প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি, স্নানাগার, ৪টী শয়নাগার হল, চারখানি গাড়ি ও চৌদ্দটি ঘোড়া রাখিবার স্থান, তদ্ভিন্ন চালায় আর ছয়খানি গাড়ী ও বারটি ঘোড়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ৩য় লট। ৫২ বিঘা কাঠের রেলিং ঘেরা জমি।

এই সকল জমি ও জায়গা ও বাড়ীর খরিদদার প্রথম দুইটি লট মেসার্স টার্ণার ও জ্যাকসন ও তৃতীয়টী সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণী হনিকুম্ব সাহেব। তাঁহার নিকট হইতে স্পিড সাহেব খরিদ করিয়া আরারুটের চাষ আরম্ভ করেন ও তিনিই উহার নাম পরিবর্ত্তন করেন।

সুপ্রসিদ্ধ আইনি-আকবরীর তর্জ্জমাকারক ফ্রান্সিস গ্লাডউইন সাহেব প্রথম সরকারী সংবাদপত্র কলিকাতা গেজেটের প্রথম সম্পাদক হইয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ কাজ করিয়াছিলেন। বনফিল্ড সাহেব আর

একজন নীলামওয়ালা যাহার নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে তিনি নিম্নলিখিত হেষ্টীংসের জায়গা ও মালাদি বিক্রয় করেন। লাখরাজ ১৩৬ বিঘা বাগান, রূপার বাসন ও প্লেটাদি, টেবিল, চেয়ার, কারুকার্য্যময় হাতীর হাওদা, ঘোড়ার সাজ, ঝালরদার পাল্কী, নৌকা, তাঁবু, বাজনা, ছবি ইত্যাদি। ঐ নিলাম ৭ই মার্চ্চ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ওল্ড কোর্ট হাউসের বাড়ীতে হয়। নিসবেট টমসনের চিঠিতে অনেক গূঢ় রহস্যভেদ হইয়াছে যাহা তাঁহার বিচারের সময় প্রকাশ হয় নাই। হেষ্টীংস বিলাতে গিয়া অনেক কাজ করিবেন ভাবিয়াছিলেন ও সেই জন্য অনেক কাজ লইয়াছিলেন। ঐ পত্রে মণি বেগমের মাসহারা বৃদ্ধি হইলে হেষ্টীংসের পত্নীর সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল উহা সে করিতে প্রস্তুত আছে এবং গভর্ণর ম্যাকফার্সন স্বয়ং আশ্বাস দিয়াছেন যে গঙ্গাগোবিন্দের ফাঁসি হইবে না প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিচারপতি হাইড সাহেব হেষ্টীংসের বাধ্য ছিলেন, ঐ পত্রে টমসন্ সাহেব হেষ্টীংসকে গঙ্গাগোবিন্দের জন্য উক্ত বিচারপতিকে কিছু বলিবার ইঙ্গিত আছে।

মুসলমান রাজত্বকালে রায় রাঁয়েন পাঁচ হাজারী মনসবদারি উচ্চ পদবী ছিল। ইংরাজ বণিকবৃন্দ সেই শাসন-প্রণালীর বজ্র বাঁধুনীর ফস্কা গেরো খুলিয়া রাজা মহারাজার সৃষ্টি করিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে হাতী ঘোড়া পালকী বা সশস্ত্র প্রহরীবৃন্দ রাখিতে হইলে যথারীতি সম্রাটের অনুমতি লইতে হইত, বিদেশী বণিকেরা একে একে বাণিজ্য করিতে আসিয়া দেশ দখল করিতে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে কোন কিছু করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না বা সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। মুসলমান রাজত্বকালে তাহাদের অর্থ লোলুপ অকর্ম্মণ্য নবাবপুত্র ও রাজকর্ম্মচারীরা মূর্খতায় বিলাস বৈভবে মুগ্ধ হইয়া রাজত্ব হারাইয়াছিল। নিরীহ বকের ন্যায় বিদেশী বণিকগণ ব্যবসার কুঠি করিয়া রাজত্ব পত্তন করিয়াছিল। ইহাতেই বাঙ্গালায় চলিত কথা আছে "ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার।" বোধ হয়, সেই কথা হেষ্টীংসকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়া থাকিবে কারণ তিনি ক্লাইবের ন্যায় কোন যুদ্ধ বিদ্রোহে জয়ী হন নাই অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কখন অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই কিন্তু তবুও ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ওয়ারেণ হেষ্টীংসের কৃতিত্বের প্রশংসা ক্লাইব অপেক্ষা শতগুণে করিয়া থাকেন। লোকে সচরাচর 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার' এই কথা যখন কাহাকেও বৃথা আস্ফালন করিতে দেখে তখনই বলে।

কলিকাতায় চুরি ডাকাতি জাল জুয়াচুরি অন্যান্য অত্যাচার যেমন নবাবী আমলে ছিল তেমনি সুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ, নবকৃষ্ণাদির স্বার্থসিদ্ধির কথা স্বর্গত চণ্ডীচরণ সেনের পুস্তকে ও বিচারের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ আছে উহার চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রোয়জন, উহাতে ওয়ারেণ হেষ্টীংসের রাজত্বের সুশাসন গুণকীর্ত্তন করা হয়। ওয়ারেণ হেষ্টীংস প্রমুখের কোন কৃতিত্ব ছিল না, বরং তাঁহার অনেক কলঙ্ক ছিল সেই জন্য বিলাতের মহাসভা তাঁহার প্রকাশ্য বিচার বহুদিন ধরিয়া করিয়াছিল। সেই নূতন যুগের নূতন বিধিমার্গ হইতেই বাঙ্গালীরা স্বার্থপর ইংরাজ জাতির ভক্ত হইয়া স্বদেশে স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। শতবর্ষের অত্যাচার প্রপীড়িত বাঙ্গালীজাতির সমক্ষে সেই বিলাতি আদব কায়দায় রাজা মহারাজা জমিদার হওয়া অভাবনীয় নূতন কথা, কলিকাতায় রাজা, মহারাজা, জমিদারের ছড়াছড়ি ও গড়াগড়ি ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে হইয়াছিল। তাহাদের বিস্তৃত পরিবার সকলেই ইংরাজজাতির প্রশংসা করিবে না ত কে করিবে? তাহারাই সকলে ধনদৌলতের মালিক, ক্ষমতাবান পুরুষ, তাহাদের সাত খুন মাপ হইত। দেশের অন্ন মন্বন্তরে নষ্ট হইয়া গেলে যাহারা ফকির হইয়াছিল তাহারা তখন ভিক্ষা না পাইয়া ডাকাতি এবং বিদ্রোহ করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত। সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হেষ্টীংসের রাজত্বের কীর্ত্তি। উহা তাঁহার জমিদারী ইজারা বিলির পরিণাম। হেষ্টীংসের হাতীর উপর চড়িয়া ভিক্ষা করিবার কথা চেৎসিংহের বিদ্রোহে বর্ত্তমান,

বাঙ্গালায় উহা চলিত কথায় পরিণত "হাতি চড়ে' ভিক্ষা করি, ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি" অর্থাৎ ভাল কথায় যাহা চাই তাহা দাও, নচেৎ হাতির দ্বারা অনিষ্ট করাইয়া উহা আদায় করিব।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অর্থসংগ্রহ বিলি বন্দোবস্ত শাসন প্রণালী ও রাজ্যলাভাদি সমস্তই ঐরূপ রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস যেমন নিজের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তেমন যাহারা তাঁহার মত সেই পথের পথিক তাহাদিগকেই তিনি পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ইহা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার, তিনি ইংরাজ জাতির কৃষ্ণ বিষ্ণু ছিলেন; কলিকাতা তাঁহার রাসবিহারের গোলক বলিলেই চলে। বেনারস তাঁহার মথুরা, সেইখানে চেৎসিংহের রাজ্যনাশ করিয়া কান্তবাবু প্রভৃতির সৌভাগ্যোদয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কংসবধ করিতে পারেন নাই বা তাঁহার পিতাকে সেই স্থানে বসাইয়া নিজের রাজ্যলোভাকাঙ্ক্ষা নাই উহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। প্রবাদ যে, তাঁহাকে চেৎসিংহের সিপাহীরা পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি পালাইয়া আসেন সেই শ্লেষোক্তিই ঐ হিন্দুস্থানী চলিত কথা *। যাহাই হউক, কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, উহা নিরূপণ করা বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব, তবে যতদূর বুঝিতে পারা যায় উহাতে হেষ্টিংসের বীরত্ব বা তাঁহার ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধে বা পুত্রকন্যার বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, তাহারা কেমন করিয়া দুই দশ হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দেশের ও দশের পরকাল ও ইহকাল সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিয়াছিল ইহা বোধগম্য করা দুঃসাধ্য বলিলেই চলে। এই কথা বলিয়া যদি মেকলে সাহেব বাঙ্গালীকে গালি দিতেন তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা সেকালের সেই মহাপুরুষের আত্ম পরিচয়:—"নিজের নাই কুতসাধ্য, দরবার করিতে বাধ্য, ভরসা গঙ্গা-গোবিন্দ" সেইজন্যই কি সেই গঙ্গাগোবিন্দের বংশে লালাবাবুর জন্ম হইয়াছিল? তিনিই বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন!

ওয়ারেণ হেষ্টিংস অর্থলালসায় মুগ্ধ হইয়া এলাহাবাদ ও কোড়া বিক্রয়, রোহিলার সর্ব্বনাশ, ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত, না, শেষ করিয়াছিলেন ইহা কি ভাবিবার বিষয় নয়? ষ্টিফেন সাহেব নন্দকুমারের ফাঁসি ও হেষ্টিংসের দ্বিতীয় বিচার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, বিলাতের আইন কর্ত্তারা কোন্ আইন মতে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্টে বিচার করিবেন ইহা নির্দ্ধারিত না করায় বিলাতের আইনানুযায়ী নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। একেই বলে বিস মল্লায় গলদ! আর হেষ্টিংস যে এদেশে আসিবার পথে জাহাজে একজন ভাগ্যান্বেষী জার্মাণ ছবি-অঙ্কনকারীর পত্নীর সহিত আলাপ করিয়া সেই সুন্দরীর পতিকে জার্ম্মানির আদালতে দশ হাজার পাউণ্ড দিয়া ছাড়াছাড়ি করাইয়া বিবাহ করেন উহা হেষ্টিংসের প্রশংসার কথা নয়? সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে হেষ্টিংসের মূর্খতায় জমিদারী সকলের সবিশেষ তদন্ত না করিয়া ইজারা বিলি পাঁচসনা, দশশালা এবং শেষে কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা ভিন্ন উপায় ছিল না। উহাতেই তিনি কোম্পানীর ভবিষ্যৎ বেশী আয়ের পথ বন্ধ এবং দেশে সেকালের অনেক অশান্তি বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

নূতন জমিদার রাজা মহারাজার সৃষ্টি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে করিয়া দেশের ও দশের অথবা বিলাতের, কি কোম্পানির, কি ইংলণ্ডের রাজার, কাহারও কোন উপকারই করেন নাই। উহার প্রমাণ হেষ্টিংসের সময় কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। হেষ্টিংসের সময়ের পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারের দাম সর্ব্বদা উচ্চ প্রিমিয়ামে থাকিত, প্রিমিয়ামের গড়পড়তা হার শতকরা পঞ্চাশ পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু তাঁহার সময়ে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত পড়িয়া যায়। বিলাতে তাঁহাকে

* "হাতীপর হাওদা ঘোড়েপর জিন জলদি আও জলদি আও ওয়ারেণ হেষ্টিংস"

ডাকিয়া পাঠাইবার জন্য মন্তব্য ও প্রস্তাব হয়। সেই সময়েই ইম্পেকে ডাকিয়া পাঠান হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসসাংঘাতিক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পান। হেষ্টিংসের সম্বন্ধে সেইরূপ কেন করা হইল না তৎসম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিতকার ট্রটার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"The vote for recall which had passed the Board on the 22nd October was therefore rescinded on the 31st. The Court of Proprietors plainly taxed the Directors with throwing upon Hastings all the blame for measures arising mainly out of their own commands." (১)

হেষ্টিংসের নিজের দোষ কিছুই নাই বা কৃতিত্বও নাই তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, উহা সমস্তই বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের অভিমতানুসারে সুতরাং এখন তাঁহার ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? হেষ্টীংসের রাজত্বের ফলে কোম্পানির ব্যবসার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, উহা রবিনসন সাহেব দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The next occasion on which the solvency of the Company was challenged was in the year 1784 * * * In 1779 the nett profits fell to £. 377677 and two years later they were only £ 275782." (২)

সেকালের বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারগণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা পিট সাহেবকে মন্ত্রী করিয়া বসাইলেন, অমনি তাঁহাদের ব্যবসার উন্নতি ও শেয়ারের দাম চড়িয়া যায়।

"The fall of the Whigs and the return of Pitt to power in 1784, were largely due to the efforts of the Company." (৩)

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ Wealth of Nation নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। উহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানির ডাইরেক্টার হইতে দ্বারবান পর্য্যন্ত সকলেই অসঙ্গত অর্থশালী হইয়াছিল (P. 114). ব্যবসার সঙ্গে রাজ্য শাসন কোম্পানির রাজত্বের মূল মন্ত্র। হেষ্টিংস উহার কোন প্রতিকার 'ত করেন নাই' বরং অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কোম্পানির ব্যবসার খরচা ব্যক্তিগত ব্যবসার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে উহা অধিক নয়, একথা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের তদন্ত সভায় ম্যাকফারসন সাহেব বলেন তিনিই হেষ্টীংসের পরবর্ত্তী গবর্ণর পদে অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। উহাতে ব্যবসার হিসাবে কোম্পানির খরচা বৃদ্ধির কোন সদুপায় হেষ্টীংস করিতে পারেন নাই, কোম্পানির ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত হিসাবে ব্যবসার খরচা আদৌ সমীচিন হইতে পারে না। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাহাতে অধিক জাহাজ তৈয়ারি না করা হয় সেজন্য আইন পাশ হয় এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মাল সরবরাহের অসুবিধা হইলেও বাঙ্গালায় সস্তা মজুরী ও কাঠে জাহাজ তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব হইলে বিলাতের কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ব্যবসা চালাইবার জন্য মূলধন নাই তখন কেমন করিয়া এদেশে জাহাজ তৈয়ারী করিবার ব্যবসা চালাইবেন। (৪) ইহাতে হেষ্টীংসের রাজ্যশাসন বা ব্যবসা প্রণালীর সুখ্যাতি করিতে পারা যায় না।

(১) Capt. Trotter's Warren Hastings P. 188.

(২) F. P. Robinson's "The Trade of the East India Company" P. 164

(৩) Ibid, P. 104

(৪) Ibid, P. P. 111-112

ংসের আমলে দশচক্রে ভগবান ভূত হয় এই প্রবা লিত হইয়াছিল। সেকালের আমোদ-প্রমোদাগার বেলভিডিয়ার বাগানবাটি, হেষ্টিংস হাউস প্রভৃতি হেষ্টিংসের বিলাস ও বিভবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেই বাগানবাড়ীতে নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী কমলউদ্দিন সেখের সহিত ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেখা সাক্ষাত হইত। ব্যারিষ্টার-পত্নী ফের পত্রে প্রকাশ যে, তিনিও হেষ্টিংস-পত্নীর নিমন্ত্রণে সেইখানে আহার বিহার করিতেন। সেই বেলভিডিয়ার বাগানবাড়ী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মেজর টলি খরিদ করেন। তিনিই টলির নালার খনক এবং তাঁহার নামেই টালিগঞ্জ হইয়াছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল টলি ও কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন নালা ও ডক তৈয়ারি করেন। সেই ওয়াটসন সাহেব ডক তৈয়ারিতে দশ লক্ষ টাকা খরচ করেন, তাঁহার স্মৃতি ওয়াটগঞ্জে রক্ষিত হইয়াছে।

হেষ্টীংসের জমিদারী বন্দোবস্তে কোম্পানির সর্ব্বনাশ হইয়াছিল কারণ উহাতেই কর্ণওয়ালিসকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানির ভবিষ্যৎ রাজস্ব বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেকালের লোকেরা সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু ছিল, লেখাপড়া আইন কানুন জানিত না, বা বুঝিত না, লোকে লোককে বিশ্বাস করিত, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষি করিয়া ঋণদান ও ঋণগ্রহণ করিত ও অর্থ সঞ্চিত রাখিত। সুপ্রীমকোর্টের অধিষ্ঠানে ও নন্দকুমারের বিচারে উহার মূলোৎপাটন হইয়াছিল। যাহারা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লঘু পাপে গুরুদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব করিয়াছিল তাহারাই বিচার কার্য্যের সহায়তার জন্য বেতনভোগী হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু প্রভৃতির বৃত্তিভোগী হইয়া তাহাদিগকে সমাজপতি করিয়াছিল। হেষ্টীংসই জাতি-কাছারি, জমিদারী বিলি ও আদালত এই সকল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার বেলা ৩টার সময় লালবাজারে হারমোনিক ট্যাভার্ণে হেষ্টীংসের বিদায় অভিনন্দনপত্র স্বাক্ষরিত হয় ও পরদিন মধ্যাহ্নে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। ওয়ারেণ হেষ্টীংস বিলাতে পদার্পণ করিয়া যদিও যৎকিঞ্চিৎ রাজার সাদর সম্ভাষণ পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরিণাম শুভ হয় নাই। তাঁহার শাসনকালের অবিচার ও অত্যাচারের কথা বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে সূত্রপাত হয় এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উহা শেষে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগে পরিণত হয়। সেই অভিযোগের বিচার ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে শেষ হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসই সাক্ষি দিয়া হেষ্টীংসকে মুক্ত করেন। উহাতে ওয়ারেণ হেষ্টীংস যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও সর্ব্বস্বান্ত হন। শেষে বিলাতের কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেক করিয়া বোর্ড অফ কণ্ট্রোলারের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক হেষ্টীংসকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড বিনা সুদে ঋণদান ও চার হাজার পাউণ্ড পেনশন দিয়াছিলেন। উহাতেই তাঁহার বড় সাধের ডালিসফোর্ড প্রাসাদে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত বাস, সাঁতার দেওয়া ও ঘোড়া চড়া বজায় হয়। সেই ঋণের সুদ ও আসলের পরিশোধ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির ইজারা বিলির সময় সাক্ষ্যদান দিয়া করিয়াছিলেন। সে সময়ে বিলাতের মহাসভার সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে উঠিয়া টুপি খুলিয়া যথেষ্ট সম্মান বিদায় কালে দেখাইয়াছিল এবং তাঁহাকে প্রিভিকাউনসিলার পদে উন্নীত করেন কিন্তু তাঁহার পত্নীর বড় সাধের বিলাতের আভিজাত্য গৌরব লর্ড পদবী লাভ হইল না। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী পিট হেষ্টীংসের উপর সদয় ছিলেন না। তাঁহার জীবন চরিতকার ২২এ আগষ্ট ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসরের ওয়ারেণ হেষ্টীংসের মুখে রুমাল চাপা দিয়া কাঁদাইয়া তাঁহার ইহলীলার শেষ যবনিকা পতন বড় দুঃখের শেষ কথা গুলি উল্লেখ করিয়াছেন "আমার জীবনে কত দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে তোমরা উহার কি জান।" কি দুর্ভাগ্য! ভগবানের নাম করিয়া হেষ্টীংস মরিতে পারেন নাই। শান্তি! শান্তি!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সার জন ম্যাকফারসন

ইংলণ্ডের রাজ্যলাভ অদৃষ্টের কথা:—বোম্বাই ইংলণ্ডের রাজা বিবাহের যৌতুকে পাইয়াছিলেন, উহা যে মূল্য দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে উহা কিছুই নয়, কিন্তু যখন ইংলণ্ডাধিপতি আইনের বলে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার অধিপতি হইলেন। তখন সুদ শুদ্ধ নয়, উহার অনেক বেশী লাভ হইল। কোম্পানি যে ইজারদার সেই ইজারদার রহিল, দুধের মাছির মতন দিল্লীর সম্রাটকে দূরে ফেলিয়া দিয়া কোথা হইতে ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার মহাসভা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িল। নন্দকুমারের ফাঁসি, রেজাখাঁর পদচ্যুতি, নবাব নাজিমের বৃত্তি অর্দ্ধেক ও ক্ষমতা লোপ যেন আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মত দীর্ঘকাল রাজত্ব আর কেহই করেন নাই। তাঁহার সেই পদে যে পর্য্যন্ত না কায়েমী গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত লাট সভার সভ্য মিঃ জন ম্যাকফারসন সেই উচ্চপদে অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিয়াছিলেন। উহার কাল অতি স্বল্প-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। বিলাতে তখন ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। ওই যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইবের জায়গীরের আয় দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। সেকালের ঐতিহাসিকেরা ম্যাকফরসন সাহেবকে ভদ্রতার অবতার বলিয়াছেন। তিনি সাধারণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সকলের সহিত দেখাশুনা করিতেন ও তাহাদিগকে বিনা জলযোগে ছাড়িয়া দিতেন না। আর বুধবার ঐ সময় এতদ্দেশীয় জমিদার ও তৎপ্রতিনিধি উকিলাদির সহিত এবং গণ্যমান্য কলিকাতাবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। হারমোনিক টাভার্ণে ইউরোপবাসিরা ছদ্মবেশে নাচগান ও আহার বিহার করিত। ময়দানে মিঃ উইলটন নামক ইউরোপি বেলুনে করিয়া শূন্যে উঠিয়া সহরবাসি দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিল। ফিটন, বগী চ্যারিয়াট্ প্রভৃতি ঘোড়ার গাড়ীর বিক্রির বিজ্ঞাপন গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের গাড়ীর দাম সাত আটশত টাকা ছিল। কলিকাতা সহর পরিষ্কার কার্য্যের ভার সহর-কোটায়ালের হাতে ছিল কারণ তিনি ৯ই জুন ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন দিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছিলেন যে তাহার অধীন প্রত্যেক থানায় ময়লা ফেলা গাড়ী আছে। তাহাতে ময়লা সাফ করিবার জন্য প্রত্যেক থানার কর্ম্মচারীকে দরখাস্ত করিতে বলিতেছেন ও তাহার গাফিলির কথা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল সাহেবকে জানাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেকালের কলিকাতায় সাতটি থানা ও উহার সন্নিকট পল্লীতে ২৫টি থানা ছিল। উহার নাম এইরূপ ছিল:—ওল্ডফোর্ট, ওল্ডকোর্ট হাউস, চাঁদপালঘাট, চাঁদনিচক, জানবাজার, কলিঙ্গা, পটলডাঙ্গা, ডিঙ্গেভাঙ্গা, মলঙ্গা, বৈঠকখানা, পদ্মপুকুর, খিদিরপুর, বীজিতলা, মধুতলা, লালদিঘি, চিনাবাজার, তুলাবাজার, আমড়াতলা, হাঁসপুকুর, মেছোবাজার, দর্মেহাটা, সুতানটি, চড়কডাঙ্গা, জোড়াসাঁকো, জোড়াবাগান, নুনলঙ্কাবাজার, সিমলা, ঝামাপুকুর, শ্যামপুকুর শ্যামবাজার ও কুমারটুলি। ম্যাকফরসনের আমলে কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কার্য্যারম্ভ হয়। ম্যাকফরসন সাহেব তাঁহার খুড়া যিনি জাহাজের কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার অধীনে জাহাজের ধনরক্ষক হইয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শেষে আরকটের নবাবের শুভনয়নে পড়িয়া তাঁহার এজেন্টস্বরূপ বিলাতে যান। তৎপরে তিনি কোম্পানির পক্ষে

কোয়াদার রাজার সহিত পিনাঙ বা প্রিন্স অফ ওয়েলস্ দ্বীপের মীমাংসা করিয়া উহার পুরস্কার স্বরূপ এই অস্থায়ী পদ লাভ করেন। তাহার স্বল্পকালের রাজত্বে মেজর ব্রাউনের সহিত ডুয়েল যুদ্ধ হইয়াছিল। *

হেষ্টিংসের বিদায়ের পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাগ্রে সেই পদে মাদ্রাজের গবর্ণর মনোনীত হন এবং তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতার রৌদ্রে বেড়াইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল। তিনি বিলাতে গিয়া বলেন যে যদি তাঁহাকে একান্তই ঐ কর্ম্ম করিতে হয় তবে তাঁহাকে বিলাতের আভিজাত্য লর্ড পদবীতে ভূষিত করিতে হইবে। তৎকালীন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি ঐকার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন, কারণ যখন তিনি ঐ পদে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিয়োগবার্ত্তা অবগত হন তখন তিনি বিলাতের নৃত্যোৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সুসংবাদ তাঁহার পত্নীকে নাচের পত্রের পশ্চাতে লিখিয়া জানান যে আমি এই সংবাদে এখন আমাকে ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করি। উহা তাঁহার পত্নী অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেলি পদের উপর সেকালের বিলাতের সজ্জনের মতামত কিরূপ ছিল ইহা হইতে উহা জানিতে পারা যায়। সেই লাট মার্কটনির সুখ্যাতি ঐতিহাসিক মার্টিন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। তাঁহার সততার জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বার্ষিক দেড় হাজার পাউণ্ড পেনসন দিয়াছিলেন। †

মাদ্রাজে তিনি অত্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের (ডুয়েল) পক্ষপাতী ছিলেন, সেইরূপ ঘটনায়, কলিকাতায় হেষ্টিংসের সময় ১৭ই জুলাই ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে লেফটাণ্ট হোয়াইটের মৃত্যু হইয়াছিল। উহার জন্য উক্ত গ্রন্থকার ম্যাকারটনিকে দোষ দিয়াছেন। কোম্পানি কর্ম্মচ্যুত করিবেন বলিয়া ইস্তাহার দিয়া উহার শেষ করেন। হেষ্টিংসের আমলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ২১।১২।১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে ষড়যন্ত্রের মামলা নাজির গোপীমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে রুজু করিয়াছিলেন উহা চল্লিশ দিন ধরিয়া চলিয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শেষ হয়, ফলে কিছুই হয় নাই। উহা লইয়া কলিকাতায় মহা চাঞ্চল্য হইয়াছিল। প্রবাদ যে নবকৃষ্ণ প্রমুখের সাহায্যেই উহা ফাঁসিয়া যায়। সুপ্রীমকোর্টের আবির্ভাবে হেষ্টিংস প্রমুখগণের জেনারেল ও তাঁহার সভার সভাবৃন্দকে এবং তাহাদের সঙ্গোপাঙ্গ কর্ম্মচারীগণকে যৎপরোনাস্তি নাকাল হইতে হইয়াছিল। কোম্পানির রাজত্বে বাঙ্গালীরা মামলাবাজ ও মাতাল হইতেছিল। পিতামাতা গুরুজন প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধা ভয় ভক্তি হ্রাস হইতেছিল। হিন্দু ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ বিলাতী শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে আরম্ভ হয়।

কলিকাতার লিণ্ডসে ষ্ট্রীট যাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে তিনি সিলেটের কালেক্টর রবার্ট লিণ্ডসে। সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তা গঙ্গাগোবিন্দ খাজনা আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি কমলালেবু কলিকাতায় পাঠাইয়া এবং হাতি ধরিয়া বেচিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার সূত্রপাত করেন। উহাতে তাঁহার নিজের ও কোম্পানির উপকার হইয়াছিল। অতি অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি হন। সেকালে ঐরূপ কার্য্যে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা দোষীগণ্য হইত না।

সেকালে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে মদ্যপায়ী এবং গুরুত্যাগীর কিরূপ সাজা ছিল উহার উদাহরণ মামলার কাগজে উল্লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন কলিকাতা সভার সভ্যেরা কিরূপ ঔদ্ধত্য ও অন্যায় ব্যবহার তাগাদাদারের প্রতি করিত উহারও প্রমাণ আছে। কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠি কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তাগণের সহিত ঘনিষ্ট ছিল। কলিকাতায় দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নামে রাস্তা আছে ও তাঁহার দুইপুত্র রাধামোহন

* (Auber's British India II P. 39).

† (Martin's Indian Empire Vol I. P. 366 and Note).

ও কৃষ্ণমোহনকে যথাক্রমে মাতাল ও গুরুত্যাগী বলিয়া পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রাধামোহন একজন ইংরাজ উকিলের মুহুরী ছিল ও মদ খাইতে শিখিয়াছিল। কলিকাতা লাট সভায় কোন সভ্যের নিকট টাকার তাগাদা করিতে যাইয়া চাবুক খাইয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা দখল করিয়া অগ্নিদান করেন, তাহাতে জয়রাম ঠাকুর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যান। তাঁহার কেবলমাত্র তের হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে, উহার দ্বারা তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউর সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান। তিনিই দর্পনারায়ণের পিতা। নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির সেরেস্তাদার ছিলেন, তাঁহার মধ্যমপুত্র রামরতন ঠাকুরের এসপ্লানেডের বাড়ী পাঁচশত টাকা মাসিক ভাড়ায় বিলি করিবার বিজ্ঞাপন কলিকাতার সংবাদপত্রে আছে। পূর্ব্বোক্ত নাজির গোপীমোহন ঠাকুর হুইলার সাহেবের প্রিয়পাত্র এবং বানিয়া ছিলেন। সেই ঠাকুর গোষ্ঠীই পরবর্ত্তীকালে রাজা, মহারাজা, মহর্ষি ও মহাকবি প্রভৃতি কলিকাতার মুখোজ্জলকারী ব্যক্তিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের বংশলতা নিম্নে প্রদত্ত হইল
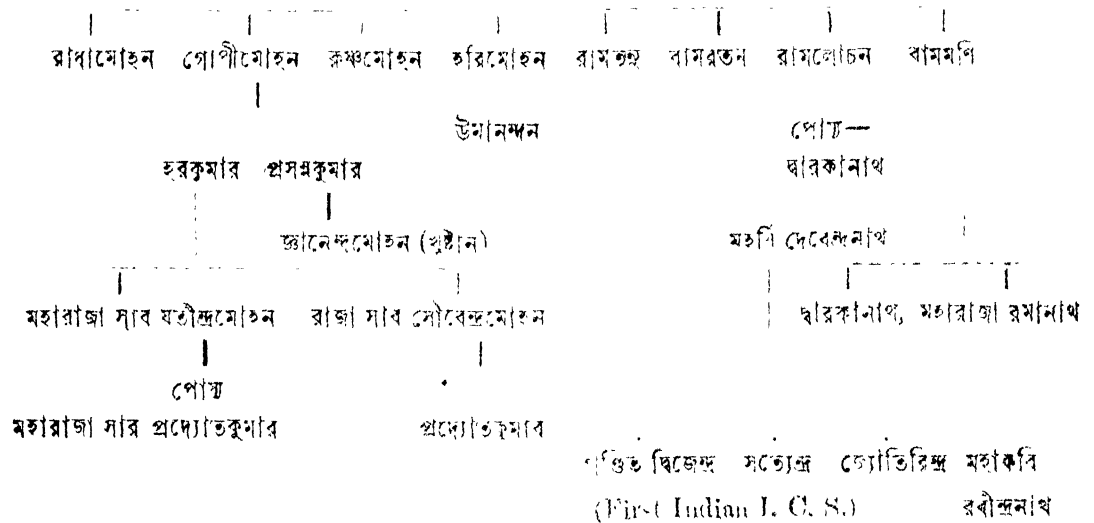
৺দর্পনারায়ণ ঠাকুর কলিকাতার সম্পত্তি সেই সময় খরিদ করিতেছিলেন। তাঁহার তালতলা বাজারের নিকট সম্পত্তি ছিল, রাধাবাজারে জমি খরিদ বিক্রির বিবরণ দলিলে দেখিতে পাওয়া যায়। রামরতন ঠাকুরকে গোকুলচন্দ্র এবং জয়নারায়ণ ঘোষালের নিকট হইতে ১৭ বিঘা ১০ কাঠা ও ৭ কাঠা জমি খরিদ করিতে দেখা যায়। ২রা ফেব্রুয়ারি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মুচিখোলার ৩১ বিঘা ১৮ কাঠা জমি সায় বাড়ী ১৬৭০০৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছিল। উহা গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাগানবাড়ী ছিল। ঐ সালের ৩১শে জুলাই তুকারাম উদাসী ধর্ম্মতলা রাস্তার অনন্তবাগ নামক নয় বিঘা জমি ছয় হাজার টাকায় মিঃ হেনরি হাসপির নিকট

বন্ধক রাখে। সেই হালসি সাহেবের হালসিবাগান ও উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি রামলোচন ঘোষের বংশধরগণ এখনও ভোগদখল করিতেছে। দুর্গারাম কর মলঙ্গার ২ বিঘা ৬ কাঠা জমি, মায় বাড়ী বহুবাজারের ১৫ কাঠা জমি মায় বাড়ী এবং কলিকাতার ৫ কাঠা জমি পাঁচ হাজার টাকায় রেভারেণ্ড ফ্রান্সিস্ উইণ্ডলের কাছে বন্ধক রাখেন। ইহাতেই তখন যে কলিকাতার জমি জায়গার দাম কম ছিল উহাই প্রমাণ হয়। তখনও কলিকাতায় দাস দাসী অতি স্বল্পমূল্যে খরিদ করা যাইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স সেই সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"Hardly a man or a woman exists in a corner of this populous town, who hath not at least one slave child either purchased at a trifling price, or saved for a life that seldom fails of being miserable. Many of you, I presume, have seen large boats filled with such children, coming down the river for open sale at Calcutta. Nor can you be ignorant that most of them were stolen from their parents, or bought perhaps for a measure of rice in time of scarcity." *

অর্থাৎ দেশের লোক খাইতে না পাইয়া পরের সন্তানসন্ততি চুরি করিত বা লোকে তাহাদের পুত্রকন্যা বিক্রি করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। কলিকাতায় নৌকাবোঝাই সেইরূপ পুত্রকন্যা বিক্রি করিতে লইয়া আসিত। সেই সময় ইংরাজ রাজত্ব কলিকাতায় রাজধানী করিয়া আরম্ভ হয়, উহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই বা ওয়ারেণ হেষ্টীংস প্রমুখের কৃতিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ওয়ারেণ হেষ্টীংসের বিচার বিলাতে আরম্ভ হইলে তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে সে সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন উহা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া হেষ্টীংসের মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করা যায়। কেজসথ, মসন ও শোর সাহেবের সহিত সেই সকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল। মন্ত্রী পিট বার্কের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া হেষ্টীংস দুঃখ করিয়াছিলেন। হেষ্টীংস বিচারের পরিণামের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত বা ক্ষুণ্ণ হন নাই তাঁহার পত্নীর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেইজন্য তিনি দুঃখিত। যাহারা তাঁহাকে আমেরিকার বিদ্রোহের জন্য দায়ী বলিয়া উপহাস করেন, এবং তাঁহাকে যে হাটু গাড়িয়া উঠিতে ও বসিতে হয় সেই জন্য তিনি আপনাকে যেমন নিগৃহীত মনে করেন, সেইরূপ যাঁহারা তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে উপহাস করেন, তাঁহাদের নিজেদের দোষী ও অপমানিত বোধ করা উচিত।। হেষ্টীংসের ডাকওয়ালা ডেস্কের অনুসন্ধান উপলক্ষে ম্যাকফারসন সাহেবের বাড়ীর ঘর ও গুদামাদি কৌশল করিয়া অনুসন্ধানের কথা আছে। নিসবেট টমসন সাহেব বলিতেছেন যে লারকিন সাহেব হেষ্টীংস চলিয়া গেলে তাঁহার ঘর বাড়ীর দরজায় চাবি তালা দিয়াছিলেন, কিন্তু জানিনা কেমন করিয়া উহার মধ্যে ম্যাকফারসান সাহেবের লোকজন, ছোট ছোট ছেলেরা ২রা, ৩রা মার্চ্চে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি উহার কোনও অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। সেই পত্রে প্রাণ কৃষ্ণ সিং সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"You don't know Pran Krishna Sing, in your time, it was his father's policy to keep him behind the screen, the better perhaps to secure his filial dependence. He has now been compelled to bring him forward. He is a fellow of great abilities and address indefatigable industry and perseverence, of an activity and vigilence that

* Bengal Past and Present 1908—"Slavery Days in Calcutta."—P. 273.

† Bengal Past and Present Vol. XVII, PP. 102 and 104.

never sleep,—and of the most undaunted courage. He has more warmth of heart, sincerity and honesty than is the common lot of Hindus and obtains credit for more of those qualities than he perhaps possesses from a great openness of countenance and a manly freedom and cheerfulness of manners. I communicated to him but under injunctions of inviolable secrecy the commission we had received."

অর্থাৎ প্রাণকৃষ্ণের মত দক্ষ বিশ্বাসী লোকই হেষ্টীংস যে কার্য্য করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন উহা করিতে পারিবে সেইজন্য যত কিছু সুখ্যাতি করা উচিত উহার ত্রুটি হয় নাই তাহাকে যে বিষয়ই বলা হইয়াছে, উহা সে আগ্রহসহকারে শুনিয়া বলিয়াছে যে উহা সম্পন্ন করিবার কোন প্রতিবন্ধক দেখিতেছে না, ও অনায়াসে করিতে পারিবে।

"He listened to me with eagerness, and declared that it was of most easy execution—that there were no obstacles to it."

সেই কার্য্য আর কিছুই নয়, বাঙ্গালার জমিদারেরা যেন হেষ্টিংসের বিচারের সময় তাহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না দেয় কারণ পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে উহা পরিষ্কার প্রকাশ পায়।

"He wanted to begin immediately and said that he would that moment pledge himself for the cheerful and ready testimonies of all the Zameendars, Brahmins and Reyats of Nuddea, Burdwan, Dinagepoor, Rajsahahy, Bheerbhoom, Tirhoot and Benaris districts the revenue of which is little less than a Crore and a half of Rupees. I told him that in this interview I had only consulted him as to the practicability of the measure, that it must be conducted with great discretion, that nothing could be done till we received Lord Cornwallis's answer, and that even then I must be governed wholly by Mr. Shore; that he would therefore see the necessity of absolute silence on this subject till Mr. Shore should himself consult him. On the 30th of August Mr. Shore sent for me to see his letter to Lord Cornwallis. At the first interview with Shore I had offered if necessary to go beyond the Provinces for the performance of this business and in his letter Mr. Shore requests that if necessary he may be permitted to authorise my departure. I was sorry to find at this meeting that Mr. Shore had altered his mind as to the mode of conveying the sentiments of the natives, now thinking that it would be best to address then to yourself. I objected that the latter mode would in delivery impose some restraint upon the parties writing the addresses, would impose upon you the necessity of publishing your own praises, and probably lessen the weight of their evidence with the public. I thought that both the King and the Company had a right to know the real sentiments of the natives concerning a man whose principal imputed guilt was that of having been their tyrant and oppressor."

"The next day I met Larkins who told me that he had seen your letter, and that Shore thought the attempt impracticable. I rejected from my soul and with the fullest conviction every idea of its impracticability. Shore left Calcutta that or the next day and did not return till Wednesday the 22nd. I immediately wrote to him requesting permission to wait on him. He answered that he was going back to Barrackpoor, that he was overwhelmed with business, and invited to dine with him the next Monday. In the mean time I wrote to Davies who was on the river, whose abilities are great, whose attachment to you is unquestionable, and whom Lord Cornwallis would perhaps

consult, and sent to him a copy of your letter, with the measures which I wished to be pursued in consequence of it. On Monday the 27th I did not wait for dinner time but as it was Shore's public day went to breakfast with him. He was at a loss he said for the means of doing what you desired—"the Vehicle"—I pointed out public addresses to the King and he certainly improved the hint by substituting the Company. Fearful of Bristow and the men whom he had placed on Shore I urged the necessity of profound secrecy till the plan should be matured. Shore admitted it, and after conversing on other topics we parted, he promising to write to Lord Cornwallis as soon as he could obtain a moment's leisure I should have told you that in this conversation he lamented the general ingratitude of the natives, expressed his apprehensions that they would not be very anxious to express their approbation of a persecuted man out of office, and observed that Gunga Govind Sing who was one of the persons to whom you had referred had now no influence. He admitted indeed that Praun Kishun might be of some use to you."

অর্থাৎ হেষ্টীংসের বিরুদ্ধে কলিকাতা রাজধানী হইতে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল উহাতে মফস্বলের কোন জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ না করিতে পারে বরং সুখ্যাতিই করে। সে জন্ত গঙ্গা-গোবিন্দ সিং অপেক্ষা তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। আর সার জন শোর প্রভৃতি উচ্চ কলিকাতায় সভার সভ্যগণ সেই কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন।

সার জন শোর হেষ্টীংসের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ফ্রান্সিসের মন্ত্রী ছিলেন। হেষ্টীংসের বিলাত যাত্রার সময় তিনি তাহার বিদায় কবিতা ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস চলিয়া গেলে শোরের বোধ হয় এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের মন্ত্রী বলিলেই চলে ও তাঁহার রাজত্বের পর গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। কলিকাতায় অনেক গবর্ণর জেনারেলের শাসন ও রাজত্ব করিবার হাতে খড়ি কলিকাতা সভার সভ্য হইয়া হইত ও তাঁহাদের গবর্ণরীর সময় আমূল পরিবর্ত্তন হইত। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যে সন্ধি হয় উহাতে উহাদের মধ্যে পরস্পরের শুল্ক বিনিময়ে ব্যবসা করা রহিত করা হয়। তখন বোধ হইয়াছিল যে পরস্পরের মধ্যে যে অবিশ্বাস ছিল উহা তিরোহিত হইল।

২১শে এপ্রেল ১৭৮৯খৃষ্টাব্দে হেষ্টীংসের সদ্‌গুণাবলি সংগ্রহ করিবার গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার বর্দ্ধমানাদি স্থানের কালেক্টার ও প্রধান প্রধান বাসিন্দাগণের উপর জারি করা হয়। অন্যান্য হেষ্টীংসের যাঁহারা সুখ্যাতি করেন তাঁহারা অযোধ্যার বেগমগণের প্রতি তিনি কি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন উহা নিশ্চয়ই অবগত নহেন। মার্টিন সাহেব একজন কোম্পানির কর্ম্মচারি এবং ঐতিহাসিক তিনি সেই সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইংরাজ জাতির মুখ হেঁট হেষ্টীংস ঐ ব্যাপারে করিয়াছেন। অযোধ্যার বেগমগণের অর্থলাভ করিবার জন্য তাঁহাদের খোজা কর্ম্মকর্ত্তাগণের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছিল। হেষ্টীংস যতই উহার দোষ মোচন করিবার চেষ্টা করুন উহা করিবার উপায় নাই। বেগমদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিলে পাছে দেশের লোক বিদ্রোহী হইয়া পড়ে বলিয়া উহা করা হয় নাই। তাহাদের কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর করিলেই বেগমেরা ভয়ে অর্থদান করিবে।

"The town and castle of Fyzabad (the second place in Oudh) were occupied without bloodshed, the avenues of the palace blocked up, and the begums given to understand that no severities would be spared to compel the complete surrender of their property.

But here a serious obstacle presented itself. Even Middleton doubted what description of coercion could be effectually adopted, without offering an offence of the most unpardonable description to the whole native population; for the ladies were hedged in by every protection which rank, station, and character could confer, to enhance the force of opinion which on all such occasions, is in the East so strong and invariable, that no man, either by himself or his troops, can enter the walls of a Zenana, scarcely in the case of acting against an open enemy, much less the ally of a son acting against his own mother." *

কি ভয়ানক শাসনপ্রণালী যে মাতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র! এই কথা মিডলটন সাহেব তাঁহার সহপক্ষে ১৭৮১খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের কাগজে মহাসভায় ব্যক্ত করেন।

"In this dilemma it was deemed advisable to work upon the fears and sympathies of the begums in the persons of their chief servants, two eunuchs, who had long been entrusted with the entire management of their affairs There is perhaps, no page in Anglo-Indian history so deeply humiliating to our national feelings, as that which records the barbarities inflicted on those aged men, during a period of nearly twelve months. Certainly no ohter instance can be found equally illustrative of the false varnish which Hastings habitually strove to spread over his worst actions, than the fact that after directing the mode of dealing with eunuchs by rigorous confinement in irons, total deprivation of food and lastly by direct torture after inciting the indirect persecution of the princesses and the immense circle of dependants left to their charge by the Nabab Vizir, by cutting off their supplies of food and necessaries."

ডাক্তার মুর্ভির পুস্তকের ৪৫৫ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত ঐতিহাসিক উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ঐ সকল অত্যাচারে পেটের জ্বালায় অন্তঃপুরবাসি মহিলারা অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইয়া বাজারে আসিয়া অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিল ও তাহারা কোম্পানির সিপাহীগণ কর্তৃক চড় চাপড় ও গুতো খাইয়া আবার অন্দর মধ্যে গিয়াছিল।

"The women of the Zenana were at various times on the eve of perishing for want, and on one occasion the pangs of hunger so completely overpowered the ordinary restraints of custom, that they burst in a body from the palace and begged for food in the public bazar but were driven back with blows by the sepoys in the service of the E. I. Co."

সেই ঘটনায় ইংরাজ জাতির সহৃদয়তা ও উদারতা সেই রক্ষকবৃন্দের কর্ত্তা মেজর গিলপিন দেখাইয়াছিলেন। তিনি সেই দুর্ভাগা রমণীবৃন্দের দুঃখভার মোচনের জন্য আপনার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা চেৎসিংহের পত্নী ও পরিবারবর্গের প্রতিও সদ্ব্যবহার করেন নাই। উন্নত হিন্দু মুসলমান রাজা ও নবাব পত্নীগণ কেহই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের হাত হইতে আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই!

"Hastings would seem to have outwitted himself in the matter. The wife of Cheyte Sing was a person of high character, much beloved and esteemed, and safety and respect for her person, together with those of the other ladies of the family of the ill fated Rajah, were among the express terms of capitulation, yet Hastings was unmanly

* Martin's Indian Empire, Vol 1. P. 363.

enough to question the expediency of the promised indulgence to the Ranee" and to suggest that she would contrive to defraud the captors of a considerable portion of the booty, by being suffered to retire without examination. The intimation did not pass unheeded. The defenceless ladies were subjected to the insulting search of four females, but with what effect does not appear, and their persons were further insulted by the licentious people and followers of the camp. But the officers and soldiery maintained that Hastings had expressly made over to them the whole profits of this nefarious transaction, and would not so much as lend a portion to Government. The share of the Commander-in-chief was £ 36000." *

ইহাতেই হেষ্টীংসের অর্থসংগ্রহ, শাসন প্রণালীর মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। তাহার বিলাতে বিচার হইতে অব্যাহতির জন্য প্রাণকৃষ্ণ প্রমুখ বাঙ্গালীর সাহায্য করা ও সেকালের কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্যে হেষ্টীংসের বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিবেক, ধর্ম্ম ও বিচারের সাপক্ষে সাক্ষ্যদান করে না। কেমন করিয়া সেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রশংসা ঐতিহাসিকগণ করেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কলিকাতার শূন্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, পঞ্চাশ দশলক্ষ টাকার মূল্যের জহরতাদি লাভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ এইরূপে হইয়াছিল। সেই পাপের ধন বিলাতের বিচারে অধিকাংশই প্রায়শ্চিত্তে গিয়াছিল। কলিকাতা ওয়ারেণ হেষ্টীংসের সেনার লঙ্কা, শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদাদি অনুচরেরা ছিল সেইরূপ হেষ্টীংসেরও অনুচরের অভাব ছিল না। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সেই সময় হইতেই যে সকল কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাদের দলপতি ও অধ্যক্ষ ছিল তাঁহাদের কর্ম্মের দোষ যাহাতে প্রকাশ না হয় উহা সর্ব্বাগ্রে প্রাণপণে করিতেন। বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তাদের, দেশ যাক কি থাক উহাতে কিছু আসে যায় না, আয় হউক আর নাই হউক উহাতে কি, ইংরাজ জাতির মান মর্য্যাদা রক্ষা হউক আর নাই হউক উহার প্রতি কি গবর্ণর জেনারেল বা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দের কাহারও বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সেই তাহাদের লীলাখেলার রঙ্গালয় কলিকাতা সত্যসত্যই কলির কারখানা, না, চিড়িয়াখানা বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না। কলিকাতা নাম সার্থক বটে। ওয়ারেণ হেষ্টীংসাদি কলির অবতার বিশেষ। ম্যাকফরসন যতই ভাল হউক যেই আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ বলিলে বলা যায়। কারণ তিনি হেষ্টিংসের পরমবন্ধু ছিলেন। তাঁহার অল্পকালস্থায়ী রাজত্বে তিনি হেষ্টিংসের পথানুসরণ ব্যতীত নূতন কিছুই করেন নাই। কলিকাতায় নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, গঙ্গাগোবিন্দ, কাশিনাথ, দেবীসিং প্রমুখ যে কয়জনকে তিনি জমিদার উপাধি মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহারা কেহই হেষ্টিংসের কলঙ্ককালিমাতে যে মলিন নয় একথা কেমন করিয়া বলা যায়। তাহারাও কলির বরপুত্র, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আপন আপন বাস ও রাজত্বহেতু জমিদারী লাভ করিয়া করে। বাঙ্গালি জাতির কি সর্ব্বনাশ ওয়ারেণ হেষ্টিংস করিয়াছিল উহা পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :—

"I have myself met with ballads, similar to those alluded to by Heber and Macaulay, which commemorate the swift steeds and richly comparisoned elephants of Shahib Hasting, they likewise record his victory over Nunkumar who refused to do him homage. The Indian version of the story makes, however, no mention of the accusation of forgery, but resembles rather the scripture story of Haman and Mordecai, with a different ending. The Bengalees possibly never understood the real and lasting injury

* Martins Indian Empire, note Vol I. P. 362.

done them by Hastings, fastening round their necks the chains of monopoly, despite the opposition of his colleagues, and contrary to the orders of the Company. Once fully in operation, the profits of exclusive trade in salt and opium became so large, that its renunciation could spring only from philanthropy of the purest kind, or policy of the broadest and most liberal character. With his countrymen in India, Warren Hastings was in general popular. It had been his unceasing effort to purchase golden opinions; and one of the leading accusations brought against him by the directors, was the wilful increase of governmental expenses by the creation of supernumerary offices to provide for adherents, or to encourage those already in place by augmented salaries. His own admissions prove, that attachment to his person, and unquestioning obedience to his commands, were the first requisites for subordinates; and the quiet perseverance with which he watched his opportunity of rewarding a service, or revenging a "personal hurt," is not the least remarkable feature in his character."

অর্থাৎ ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব বলেন যে, তিনি নিজে হিবার মেকলের ন্যায় লোক মুখে হেষ্টিংসের সম্বন্ধে দ্রুতগামী অশ্ব ও হাতিচড়ার ছড়া ও নন্দকুমারের ঔদ্ধত্যের যথোচিত শিক্ষাদি দিয়া বিজয় লাভের কথাও শুনিয়াছেন; কিন্তু নন্দকুমারের জাল করার কথা সেরূপ করেন নাই। ইহা যেন বাইবেলের হামন ও মরডিসিয়ার গল্পের ভিন্ন পরিণামের মত মনে হয়।

আদর্শ ও গুণ:—হেষ্টিংস তাঁহার সহযোগী সভ্যবৃন্দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনভিমতে বাঙ্গালীর গলায় একচেটিয়া ব্যবসার শিকলি দিয়াছিলেন। আফিম ও নুনের একচেটিয়া ব্যবসায় সেকালে কর্ম্মচারী হওয়ার লভ্যাংশ এত অধিক হইয়াছিল যে, উহা ত্যাগ করা পরহিতৈষী মহত্ত্বের কথা, কিম্বা উদার অত্যুন্নতমনা রাজনৈতিক চরিত্রের উদাহরণ। তজ্জন্য, ওয়ারেণ হেষ্টিংস সেকালের ভারতীয় স্বদেশবাসির নিকট সাধারণতঃ প্রিয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রধান অভিযোগ বিলাতের ডাইরেক্টারগণ করিয়াছিলেন উহার মধ্যে একটি এই ছিল যে, তিনি স্বেচ্ছায় কোম্পানির অন্যায় সরকারি খরচা বাড়াইয়া তাঁহার বহু অনির্দ্দিষ্ট উমেদারগণের জন্য পদসৃষ্টি এবং তাহারা যে কোন পদে ছিল উহার বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিম্ন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যে কেহ তাঁহার প্রতি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া অনুরক্ততা প্রযুক্ত আজ্ঞা পালন করিত, তিনি ধীরভাবে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাকে সেই সর্ব্বোপরি গুণের পুরস্কার করার সুযোগ দান করিতেন এবং যে কেহ তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে কোন আঘাত দান করিত, উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেন হেষ্টিংসের চরিত্রের, নিতান্ত কম করিয়া বলিলেও, অসাধারণ গুণও লক্ষ্য ছিল। তিনি বিলাতের ডিরেক্টার সভার সভাপতি লরেন্স সলিভান সাহেবের পুত্র ষ্টিফেন সলিভানকে চার বৎসরের জন্য আফিমের চুক্তিদান করেন। কোম্পানির আফিমের কার্য্য তখন লাভের ছিল না এবং উহার জন্য কোম্পানীকে শতকরা আট টাকা সুদ দিতে হইয়াছিল. কিন্তু সলিভান সেই চুক্তিপত্র চল্লিশ হাজার পাউণ্ড লাভে বেন সাহেবকে বিক্রি করেন, উহা সে আবার ইয়ং সাহেবকে ষাট হাজার পাউণ্ডে বেচেন। সেই ইয়ং সাহেবই ঐ কার্য্যে প্রভূত লাভ করে; ইহাই হেষ্টিংসের রাজনৈতিক কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব। তাঁহার আদর্শই সেকালের উচ্চ ও নিম্ন কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের লক্ষ্য ছিল। সেই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে গবর্ণর জেনারেল মনোনীত না করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেকালের কর্ত্তৃপক্ষেরা সদ্বিবেচনার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ম্যাকফারসনের সহিত হেষ্টিংসের মতভেদ হইত;

তিনি কোম্পানীর খরচ কমাইবার পক্ষপাতী আর হেষ্টীংস অমিতব্যয়ী ছিলেন। হেষ্টীংস বিলাতের রাজারাণীর সহিত ভোজন করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, এই সংবাদ কলিকাতা গেজেটে ৫ই মে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। হেষ্টীংস এই কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ কালে ম্যাকফারসনের উপর তাঁহার বন্ধুগণের জন্ম পত্র দিয়া যান, এমন কি, শ্রীহরি ঘোষ মুঙ্গেরের দেওয়ানের জন্যও দিয়াছিলেন। সেই হরি ঘোষ সম্বন্ধে 'হরিঘোষের গোয়াল' চলিত কথা আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস ম্যাকফারসনের রাজ্য শাসন প্রণালীর প্রশংসা করেন নাই। ম্যাকফারসনের রাজত্বকাল অতি অল্প সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তিনি কিঞ্চিৎকাল অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র ও উহাতে কোম্পানির গবর্ণর জেনারেলের ও সভ্যের মাহিনা, দুই এক করিয়া দেখিলে, ম্যাকফারসন সেই বাবদ কোম্পানীর ব্যয় সংক্ষেপক হিয়াছিলেন; তিনি যাইবার সময় উহাই গৌরব মনে করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস হেষ্টীংসের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ম্যাকফারসন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত উহার উল্লেখ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

"I am very far from having any personal ill-will to the man, for he is a very goodhumoured fellow, but I think him weak and false to a degree, and he certainly was the most contemptible and the most condemned Governor that ever pretended to govern."

ইহার অনুবাদ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না, কারণ এক কথায় বলিলেই চলিবে, যে যাহাকে দেখিতে না পারে সে তাহার চলন বাঁকা দেখে। ম্যাকফরসন হেষ্টীংসের মত কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই যে, যাহার জন্ম কেহ তাহাকে তিরস্কার করিতে পারে এবং উঁহার অস্থায়ী ভাবে কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহার কার্য্যের কোন দোষগুণ বিচার করা যায় না, কারন তিনি এমন কোন ক্ষমতাই লাভ করেন নাই যে, যাহাতে তাঁহার কার্য্য বলিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করিতে পারা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে এখন অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। সার মরে হামক সাহেব প্রমুখের কথা:—

"His conduct had a remarkable influence on Indian history. 'Had he not supported the pretensions of the Nawab in the first instance, we might not have broken faith with Haider Ali, the Mysore wars might never have been fought, and Mysore, now a contented state goverend by an able, conscientious and loyal Hindu Maharajah, might have been still under a Mohommedan Dynasty"

যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতে পারে, কিন্তু ম্যাকফারসন বৎসরাধিককাল লোকদিগকে হাঁফ ছাড়িবার অবসর দিয়াছিলেন, হেষ্টীংসের মত তিনি সাধারণ লোকজন রাজা প্রজা সকলকে অযথা অপমানিত বা লাঞ্ছিত করেন নাই; বরং তিনি তাঁহার সৌজন্য ও ভদ্রতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং হেষ্টীংস তঁাহাকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মনে না করিয়া শত্রু বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দান করে * ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে সম্রাট সাহ এবং মহারাজা মাধোজি সিন্ধিয়া কোম্পানির নিকট হইতে কর দাবী করিয়া পাঠান ও উহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যে, সিন্ধিয়া কি কোম্পানীর সহিত পূর্ব্ব সন্ধি

* Bengal Past and Present—July to September, 1928, P. 3.

রহিত করিয়া বিরোধ করিতে চান, এবং সম্রাটকে বলা হয় যে, তাঁহাকে কিছু দেওয়া বা না দেওয়া ইংরাজ জাতির দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, অপর কাহারও মধ্যস্থতায় উহা করিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, তদ্দারা কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই এই বলিয়াও চোখ রাঙ্গান হয়। ম্যাকফরসান সাহেব কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের মাহিনা কমাইবার প্রস্তাব করেন ও সেজন্য কর্ম্মচারিরা দরখাস্ত করে যে চাকরাদির মাহিনা বাড়িয়াছে, সেজন্যও তাহাদের মাহিনা ঠিক করিবার প্রস্তাব এক সভা করিবে, ইহা স্থির হয়। চার্লস কক্সের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ওয়ারেণ হেষ্টীংসের সুপারিসে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া এক মোহর মূল্যে বিক্রয় জন্য আসে উহার লাভাংশ অনুবাদক পাইবে স্থির হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, ম্যাকফরসন কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের দুর্নীতিমূলক কর্ম্মের সুব্যবস্থা এবং বেতন হ্রাসাদিতে কোম্পানির আড়াই লক্ষ বাঁচাইয়াছিলেন, ম্যাকফরসনের কুড়ি মাস অস্থায়ী রাজত্বকালের মধ্যে আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারা যায়? সেকালের কর্ম্মচারী ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মুসলমান ও হিন্দুস্থানি ছিল, বাঙালী নাই বলিলেই চলে উহা 'ক' ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল।* ২১শে এপ্রেল ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বেনিয়ান ও ধনীরা পেয়াদাকে কোম্পানীর সিপাহির পোষাক পরাইয়া সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করিত, তন্নিবারণ বিজ্ঞাপনও ১১ই মে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের মাহিনা কমাইবার প্রস্তাব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুমোদন ও পেনসনের কথা প্রকাশিত হয়। † সেই তারিখে কর্ম্মচারিরা কোম্পানির গূঢ় খবরাদি যাহা প্রকাশ করিয়া দিত উহা রহিত করিবার বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রকাশিত হয়। বিলাতের ২৫এ জানুয়ারি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় যে, সে সময়ে জাহাজে করিয়া অনেক জিনিষ, চা, মসলিন, হীরা, চিনেরবাসনাদি কোম্পানির মাশুল ফাঁকি দিয়া বিক্রয় হইত উহা যে ধরাইয়া দিবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। পলতা ও ঘেরিটির মধ্যে গঙ্গায় টোল ও ফেরি আদায়ের ইজারা মিঃ জন প্রিন্সেপ সাহেবের ছিল, উহাও সকলে দিত না, তৎপ্রতিকার বিজ্ঞাপন ২৭এ অক্টোবর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ব্যাঙ্ক ও বিল:— ম্যাকফরসনের সময়ই বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ব্যাঙ্ক কলিকাতায় হইয়াছিল। একশেঞ্জ বিলাদির চলন হয় এবং বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন করা হয়। ঐ নোটে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের একজন অংশীদারের সহি থাকিত ও সোলা বিল উক্ত ব্যাঙ্ক সাধারণের সুবিধার জন্য সরবরাহ করিত। কলিকাতায় বিলাতি ব্যাঙ্ক ও মহাজনী কারবার ম্যাকফরসন সাহেবের লাটগিরির সময় বিজ্ঞাপন দিয়া আরম্ভ হয় দেখিতে পাওয়া যায়। ৮ই ডিসেম্বর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনে বিলাতের চার ঘোড়ার গাড়ী যায় সাজ যাহার মূল্য ছয় হাজার টাকা হইবে উহা ত্রিশ খানি দুই শত টাকার টিকিটে লটারি করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে কলিকাতার উন্নতি সৌভাগ্য ও বাবুগিরি লটারির টিকিটে হইত। সেজন্য কলিকাতায় দপ্তর ও সভাদি ছিল।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলি গ্রহণ করেন ও ১৮ই ডিসেম্বর সোমবারে ওল্ডকোর্ট হাউসে রাজার জন্মোৎসব করেন। তখন কলিকাতার গরমের জন্য রাজার জন্মোৎসব প্রায়ই ডিসেম্বর মাসে হইত তদুপলক্ষে লাট সাহেব সাধারণের খানা ও নাচ আদির ব্যবস্থা করিতেন।

* Selections from Calcutta Gazette, Vol. I, P. 116.
† Ibid Pp. 123, 131.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।

প্রকৃত প্রথম যোগ্য গভর্ণর জেনারেল ঃ—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্বে কলিকাতায় বিলাতের গণ্যমান্য বংশের আভিজাত্য গৌরবান্বিত ব্যক্তি গবর্ণর বা গবর্ণর জেনারেল হইয়া আর কেহই আসেন নাই। তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন না, তাঁহাকে আমেরিকার যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হইতে হইয়াছিল এবং বিপত্নীক অবস্থায় কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলি করিতে আসিতে হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পত্নীকে হারাইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সেই শোককে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি একজন বিলাতের মহাসভার সভ্যগণের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে গবর্ণর জেনারেলি পদে মনোনীত করিলে তিনি কাহারও বা লাট সভার মতাধিক্যের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে চান নাই এবং প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনারেলির পদ এক করিয়া তিনি উভয় পদেই প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি লড়াই করিতে ভাল বাসিতেন। পিট ও ডণ্ডাস কর্ণওয়ালিসকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া গবর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠান। বার্ক প্রমুখের আপত্তিতে কিছুই হয় নাই, সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি সোয়ালো নামক জাহাজে করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি জাহাজে শোর সাহেবের নিকট কোম্পানির রাজত্বের ও ব্যবসার যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে তাঁহার আত্মীয়গণকে কর্ম্মচারি করিয়া আনিয়াছিলেন। মাডেন তাঁহার ভাগিনেয়, কর্ণেল রস তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও কাপ্তেন হলডেন তাঁহার সঙ্গে বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন আর শোর ও চার্লস ষ্টুয়ার্ট তাঁহার কলিকাতা সভার সভ্য ছিলেন। তিনি সেই দুই সভ্যের হস্তে কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া দূরদেশে যাইতেন। তিনি ঘোড়া চড়িতে ভাল বাসিতেন, কর্ণেল রস তাঁহার নিত্য সহচর ও আনন্দদায়ক প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার শুভাগমন অভ্যর্থনা ম্যাকফরসন গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং করিয়াছিলেন। সার জন শোর, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সুখ্যাতি মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন। পাদরী টেনাণ্ট সাহেব তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বড় বংশের সন্তান, তিনি তাঁহার বংশমর্য্যাদা পদগৌরব সংযমাদি উদাহরণ দ্বারা সেকালে সকলের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না, সাধারণ লোকের মত ছিলেন। কে সাহেব তাঁহার পুস্তকে লর্ড কর্ণওয়ালিসকেই যথার্থ প্রথম যোগ্য শাসনকর্ত্তার আখ্যা দিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১২ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই সকলের উপর তাঁহার শক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন—তিনি একেবারেই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি নিম্ন কর্ম্মচারিগণের সহিত এরূপ মৃদুতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে তাহারা পদানত হইত। তিনি সকলের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতেন যাহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা কেহ অতিক্রম করিতে পারিত না। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা পুরুষ ছিলেন, উহার পরিচয় যেমন গবর্ণর জেনারেলি পদ গ্রহণের সময় দেখাইয়া ছিলেন, তেমনি শাসনকালেও বর্ত্তমান। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে হেষ্টিংসের নিযুক্ত কলেক্টারগণের অত্যাচারাদি স্পষ্ট করিয়া বলেন :—**তাহারাই এদেশের কাফিগর ও**

কারখানার উপর সর্ব্বদাই অসদ্ব্যবহার করে, তাহাদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিয়া এদেশের ব্যবসা বন্ধ করা উচিত। তিনিই কালেক্টার ও বিচারপতির পদ পৃথক হওয়া উচিত বলেন। লর্ড ক্লাইব কোম্পানির কর্ম্মচারি-গণের গুপ্ত ব্যবসা বন্ধ করাইতে পারেন নাই, কর্ণওয়ালিস্ তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উহা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে নিরপেক্ষভাবে এদেশের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। হেষ্টিংস প্রমুখ এদেশের জমিদার রাজা নবাব প্রজাদির যে সর্ব্বনাশ করিয়া- ছিলেন যে কথা মহামতি বার্ক প্রকাশ্য সভায় ইংলণ্ডবাসির গোচর করাইয়াছিলেন উহার প্রতিকার না হইলেও যৎকিঞ্চিৎ সাধু চেষ্টার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সেকালে প্রাণের দায়ে প্রজারা স্ত্রী পুত্রাদিকে বিক্রি করিতে বাধ্য হইয়াছিল সেজন্য হেষ্টিংসের অত্যাচার দায়ী এই কথা বার্ক সাহেবের বক্তৃতায় আছে। আর ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব জমিদারের মুক্তি ১৫ই জানুয়ারি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের গোপন সভার সভাপতির কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা যে ডাকাতের সর্দ্দার প্রজারা পেটের দায়ে তাহাদের দলে যোগদান করিত বলিয়াছেন। যদি এই সকল কথাই সত্য হয়, তবে কিরূপ শোচনীয় অবস্থাই ছিল! কৃষক কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া ডাকাতি এবং স্ত্রী পুত্র বেচিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত, আর জমিদারেরা তাহাদের লইয়া পরের ধন লুটপাট হত্যা করিয়া সর্দ্দারি করিত, এ কথা বিশ্বাস করিতেও যেন প্রবৃত্তি হয় না! ইহার আভাষ বঙ্কিম বাবুর নভেল দেবীচৌধুরাণিতেই বেশ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, ইহা অতিরঞ্জিত হইলেও জমিদার ও প্রজার দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না একথা অস্বীকার করা যায় না। মনগড়া হিসাবে খাজনা নির্দ্ধারণ ও আদায় করায় বাঙ্গালাদেশে জমি জায়গা উন্নত না হইয়া পতিত হইতেছিল। কোম্পানি কলিকাতায় গদি করিয়া নাতোয়ান জমিদারগণের নিকট হইতে জাতঃপাত করিবার ভয় দেখাইয়া খাজনা আদায় করিত। কোম্পানি আপনার আয় বজায় রাখিবার জন্য জমিদার ও প্রজার জাতি, ধর্ম্ম ও পারিবারিক সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। সেইজন্যই কলিকাতায় জাতি কাছারি ছিল উহার সর্ব্বময় কর্ত্তা কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার যাহার ফাঁসি হইয়াছিল তিনিও কোম্পানির খাজনা আদায় করিবার সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিগৃহীত করিতে ছাড়েন নাই। হায়! যে মহারাজা কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের সহিত দেখা করিয়া সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেন সেই মহারাজা খাজনা দিতে না পারায় নন্দকুমার কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন। তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে "নাতোয়ানের জুনো মালগুজারি"। খাজনা 'ত দিতেই হইল, অধিকন্তু মহাপ্রভুদের বেনিয়ান কর্ম্মকর্ত্তাদের পূজা সিন্নীও দিতে হইত।

কর, ঘুষ ও উপহার:—মুসলমান রাজত্বকালের ন্যায় কর ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তখন উপযুক্ত জবাব বা ঘুষ দিয়া কর্ম্মচারিকে বশীভূত করিতে পারিলেই বাকি খাজনার হাত হইতে জমিদারেরা নিষ্কৃতি লাভ করিত। তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন কেমন করিয়া

"The peasants were left little else than their families and their bodies. The families were disposed of. It is a known observation, that those who have the fewest of all other worldly enjoyments are the most tenderly attached to their children and wives. The tyranny of Hastings extinguished every sentiment of father, son, brother and husbands!"

লোকে নিজের পায়ে নিজে কুড়ল মারে। কোম্পানির রাজত্বে ক্লাইব হেষ্টীংসাদি বাঙ্গালার বড় বড় জমিদারগণের সর্ব্বনাশ এবং তাঁহাদের উমেদারগণকে জমিদার করিয়াছিলেন। সেই সকল উমেদারেরা স্বচ্ছন্দে পরের জমিদারী কেমন করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিবে সেইজন্য কলিকাতায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। সেকালের কর্ম্মকর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি নানাবিধ দুষ্প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া করিত। মহামতি বার্ক সেই নীতিবিগর্হিত পন্থার বিরুদ্ধে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় * বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য তাঁহাদের উমেদারেরা গণিকার আড্ডা করিয়াছিল উহা দ্বারাই উহারা তাহাদিগকে বশীভূত করিত। কর্ণওয়ালিস বিপত্নীক ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সকল উপায়ে বশীভূত হন নাই। হেষ্টীংসের ন্যায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানে রাসলীলা করেন নাই, বা পরের পত্নীকে অর্থ দান করিয়া আইনের সাহায্যে আপনার করেন নাই। সেকালে কি ঘৃণীত উপায়ে নূতন জমিদার, রাজা, মহারাজার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে তাহাদের বংশধরগণ বংশ পরম্পরা সেই উপাধি ভোগ করিবার স্বত্ব লাভ করিয়াছিল, উহা নিশ্চয় অত্যন্ত কৌতুকাবহ ব্যাপার। বিলাতের কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন দোষ ছিল না, তাঁহারা বর্দ্ধমান ও রাজসাহীর রাণির প্রতি ও রাজা রামকৃষ্ণের উপর যে অন্যায় অবিচার হইয়াছিল উহা তাঁহাদের ২৩এ ডিসেম্বর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পত্রে প্রকাশ পায় এবং উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার কথা আছে :—

"The requisitions and injunctions of the Governor-General and Mr. Barwell, respecting the Ranny of Burdwan were improper, and the reestablishment of Brindjo Kissore Ray who had been removed by the late majority and the placing of the military force upon the Raja's house ; were acts of oppression, or that the Dispossession of Rany of Rajashahye and her adopted son (Raja Ramkissore) and the distinction in in her disfavour, respecting outstanding balances were unwarrantable proceedings ; we direct that you make such reparation to those Zemindars as their respective cases shall require."

"We have already been induced in the 92nd paragraph of our letter of the 4th March to express our disapprobation, of every mode of vexatious interference in the private concerns of the Zemindars, and of the idea of disturbing them in the quiet enjoyment of their possessions, and as the Rannies above mentioned appeared to have suffered an unusual degree of inconvenience and distress since, by the death of Colonel Morson, the Governor General and a Mr. Barwell became a majority of the

* "Accordingly in plain terms he opened a local brothel, out of which he carefully reserved the very flowers of his collection for the entertainment of his young superiors ; ladies recommended not only by personal merit but according to the Eastern custom, by sweet and enticing names which he had given them." Edmund Burke.

Board, we direct, as the most eligible mode of doing justice to all parties, as soon as conveniently may be, the member of your council shall be complete and consist of five members."

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত:—ইহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে যে, হেষ্টীংস ও বারওয়েল প্রভৃতির অত্যাচারে বাঙ্গালার বড় বড় জমিদার রাণীরা যার পর নাই নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়াছিল। যাহার জন্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া এদেশে জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন। সেই কার্য্য করিবার জন্য ধার্ম্মিক ও ন্যায়পর লর্ড কর্ণওয়ালিসকে, তাহার সভার সভ্যগণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং যাহা ভাল মনে করিবেন, সেই ক্ষমতা দান করিয়া গবর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠাইয়া দেন। ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব উহার মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু উহা মূলতঃ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। যাহাই হউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য যদি কেহ উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া দাবী করিতে পারে তবে সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের নামোল্লেখ করাই উচিত। হণ্টার সাহেব তাঁহার Indian Empire পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"No principle of assessment existed and the amount actually realised varied greatly from year to year. Hastings seems to have overlooked to experience as acquired from a succession of quinquennial settlements to furnish the standard rate of the future. Francis, on the other hand, Hasting's great rival, advocated the fixing of the State demand in perpetuity. The same view recommended itself to the authorities at home partly because it seemed to identify the Zeminder with the landlord of the English system of property." *

ফ্রান্সিসই বিলাতে পত্রদ্বারা হেষ্টীংসের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করেন। তিনিই হেষ্টীংসের পিস্তলের গুলির প্রত্যুত্তর পার্লিয়ামেণ্টে দান করিবার জন্য প্রবেশ করিয়া হেষ্টীংসের বিচারে তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা করান। ভগবান ফ্রান্সিসকে নাইট উপাধিতে মণ্ডিত করাইলেন, কিন্তু হেষ্টীংসের ভাগ্যে উহা হইল না। সেই আশায় প্রতারিত হইয়া কোনরূপে বিচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিলাতের কোম্পানির নিকট বিনা সুদে ঋণ লাভ ও পেনসনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা না করিলে, উহার কৃতিত্বের দাবী যে লর্ড কর্ণওয়ালিস করিতে পারেন না একথা বলিতে পারা যায় না। হইতে পারে যে, ফ্রান্সিস, শোরের নিকট হইতে চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত করা উচিত· এই পরামর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই কর্ণওয়ালিসের পরামর্শদাতা, ও কর্ণওয়ালিস্ এখানকার সকল কথা তাঁহার নিকটই সর্ব্বপ্রথমে জাহাজে শ্রবণ করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দশশালা বন্দোবস্তের পর হয়। উহা নামে চিরস্থায়ী ছিল, কিন্তু কাজে কিছুই নয়, কারণ সূর্য্যাস্তের মোহমুদ্গরে কতশত জমিদার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল উহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিছুই হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামের কুহকে পড়িয়া যাহাতে কোম্পানির রাজস্বাদায় হয়, ইহাই উহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর হইতেই মীরকাশিম প্রভৃতির অন্যায় কর বৃদ্ধিতে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার

* Hunter's Indian Empire P. 463.

জমিদার ও প্রজা নিঃস্ব হইয়াছিল। উহার উপর ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি, বৎসর বৎসর নীলাম ও ইজারা বিলিতে কোম্পানীর রাজস্ব বাকি পড়িয়া যায়, উহাতেই বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্তের জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। বন্দোবস্তের কারণ, মুসলমান রাজত্বকালে জমির উপর কাহারও স্বত্ব ছিল না। জমিদারেরা খাজনা আদায় দিয়া কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক লাভ করিত মাত্র।

দোষ ও গুণ:- লর্ড কর্ণওয়ালিস ভূমির উৎপন্নের লাভ খতাইয়া কর নির্দ্ধারণ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে কোন্ জমিদার কত খাজনা দিত উহার গড়পড়তা হিসাব করিয়া কর নির্দ্ধারণ করিয়া দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন, উহাই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ স্থান পতিত হয় এবং খাজনার হার কমিতে থাকে। কেহ কোন জায়গা কবুলতি দিয়া জমা লইতে চাহিত না। পতিত জমি বিলির হার অত্যন্ত কম হয়; সুতরাং জমিতে জমিদারকে স্বত্ব দান না করিলে, সে কেন ভূতের বেগার খাটিবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর চব্বিশ পরগণায় লোক সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে থাকে, উহাতেই ঐ সকল স্থানে ইজারা পাটা বিলি হয়। আর গবর্ণমেণ্ট খাজনার দায়ে জমি বিক্রি করিয়া পূর্ব্বের খাজনার দায়িত্ব শেষ করিয়া দেওয়ায় ঐরূপ বিক্রি ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। গবর্ণমেণ্ট লবণ, আফিমাদির চাষ করিত। নূনের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল উহার কৃতিত্ব গবর্ণর ভান্সিটার্টের ছিল। কলিকাতা গেজেটে ১২ই অক্টোবর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। যদি কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা না করিতেন, তাহা হইলে লোকে কেন মিয়াদি সম্পত্তিতে আপনার সর্ব্বস্ব আবদ্ধ করিতে যাইবে? বিশেষতঃ যখন হেষ্টীংসের আমল হইতে এক জনের সম্পত্তি অন্যের হইতেছিল। এদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আসিবার পূর্ব্বে লর্ড এলেনবরার ভ্রাতা বেহারের কলেক্টার মিঃ থমাস ল ঐ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অতি গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, কর্ণওয়ালিস উহার পক্ষপাতী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এদেশের লোকের ভূসম্পত্তির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জমিদারী সম্পত্তির মর্য্যাদা রক্ষা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হয়। গবর্ণর জেনারেল হেষ্টীংসের অত্যাচারে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা ও বারানসী এরূপ ক্লীষ্ট হইয়াছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে কোম্পানির সর্ব্বনাশ হইত। পূর্ব্বে কোন সম্রাট, নবাব, জমিদারদের জমিতে স্বত্ব দান বা স্বীকার করেন নাই; ইংরাজ কোম্পানি উহা স্বীকার করিয়া ধোঁকার টাটিতে মূর্খ জমিদার ও ধনীগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে জমিদার কর সংগ্রাহক মাত্র, কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক পাইত, তখন তাহারা জমির মালিক হইল, সেই অমোঘাস্ত্র প্রয়োগ ব্রিটিশ রাজনীতির অপূর্ব্ব কৌশল ও অক্ষয় কীর্ত্তি। জমিদারেরা যাহারা ডাকাত ও বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজ রাজত্বের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সেই বজ্রবাধুনির ফস্কা গেরো সূর্য্যাস্ত নিয়মের প্রতি কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। পূর্ব্বে জমিদারেরা কোম্পানিকে যে অঙ্গীকারপত্র দান করে নাই শেষে উহারা খয়ে বন্ধনে হতবুদ্ধি হইয়া উহা সানন্দে দান করিয়াছিল। কারণ ইহাতে আর তাহাদিগকে রায় রায়েন বা কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারীগণের উমেদারী বা কলিকাতার জেলে বা জাতি কাছারিতে বাকি খাজনার জন্য লাঞ্ছিত হইতে হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাম ডাকে গগন ফাটে সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্য্যতঃ কিছুই নয়, কেহই উহা তালাইয়া দেখে নাই। যে শাসন প্রণালী দ্বারা মূর্খ হেষ্টিংসাদি, অন্যায় অত্যাচারাদি করিয়া রামার ধন শ্যামাকে দিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান হীন চাটুকারগণের মনস্তুষ্টি করিয়া জমিদার রাজা মহারাজা করিয়া ইংরাজ রাজত্বের মূলোৎপাটন করিয়াছিল; উহার প্রতিকার অপূর্ব্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হইয়াছিল।

ক্লাইব ও হেষ্টিংসের ইংলণ্ডে বিচার কালে চতুর কূট রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পিট, বার্ক সেরিডন ফক্স প্রমুখের অনন্ত বক্তৃতায় এদেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লোকের হাতে আকাশের চাঁদ দিয়াছিলেন। তিনি মূর্খ জমিদারগণের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। আর যাহাতে জাতিকুলমান সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া বর্দ্ধমানের নাবালক পুত্রকে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে বাস করিতে না হয় সে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। হেষ্টিংস প্রমুখ মহাত্মাগণের চাটুকার পৃষ্ঠপোষকগণের সভায় বর্দ্ধমান নদীয়ার জমিদার রাজাগণ আর যাহাতে তাহাদের সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া লাঞ্ছিত না হন উহার প্রতিকার হইল মনে করিয়া জমিদার রাজারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানির ভবিষ্যত আয়ের পথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং পতিত জমি আবাদ বা মাটির নীচে কয়লাদি খনিজ আয় হইতে গবর্ণমেণ্ট বঞ্চিত হইলেন, কেবল নির্দ্দিষ্ট খাজনা আয়ের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইল। উহাতে তৎকালে জিনিষের দাম মুটে-মজুরের মজুরী ও কর্ম্মচারিগণের বেতন চতুর্গুণ হইয়াছিল। কলেক্টারগণ প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারগণের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। সেই খাজনা জমিদার ও প্রজা জিনিষের দাম চড়াইয়া পতিত জমি আবাদ না করিয়া দিতে আরম্ভ করায় জমির উৎপন্ন মালের দাম চড়িয়া যায়। বিলাতি আইনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিলাতি মালের বিক্রিদার ও কারখানার এজেণ্ট স্বরূপ করা হইয়াছিল। ঐ কার্য্যে কোম্পানির লাভের অংশ হ্রাস হইয়া যায়। মুসলমান রাজত্বকালে চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত ছিল না, কিন্তু দেশের মাল বিদেশে বিক্রয় হইত ও দেশের মাল দেশে বিক্রয় বিনিময়াদি দ্বারা লোকের দুঃখ দারিদ্র দূর হইত। দেশের ধন দেশে থাকিত বিদেশে যাইত না। ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতেই বিলাতি মাল আমদানি হইয়া দেশের ধন বিদেশে যাইতে আরম্ভ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ক্ষতি ভিন্ন লাভ বিশেষ হয় নাই। জমিদার ও প্রজার দুঃখ কষ্ট দূর হয় নাই। স্থানীয় জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া ঋণাদি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া জমিদারী রক্ষা করিত সেই কৌশলে কোম্পানির খাজনাদায় রীতিমত হইত ও সূর্য্যাস্ত নিলামও হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে কেহ আপনার স্বত্ব রক্ষা করিতে যাইত তাহাকে কোম্পানির রাজত্ব যাহাতে দৃঢ় হয় সে চিন্তা করিতে হইতে এবং উহার জন্য সহায়তা করা যেন 'আত্মরেখে ধর্ম্মের মতন' হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই কূট রাজনৈতিক কৌশল ছিল ও দেশে যাহাতে শান্তিস্থাপন হয় উহার চেষ্টা জমিদার মাত্রকেই করিতে হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিস মাল পত্রের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় মাল আমদানি ও রপ্তানির উপর যাবতীয় করাদায় করা হইত উহা রহিত করেন এবং কেহ যদি মাল কিনিয়া আটক করিয়া দাম চড়াইবার চেষ্টা করিত তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দক্ষতা :—লর্ড কর্ণওয়ালিস যে আদালতে নন্দকুমারের বিচার হইয়াছিল উহা ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। সেই খানে সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিচারকার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের উড সাহেবের কলিকাতার নক্সায় বর্ত্তমান হাইকোর্টের স্থানে নূতন আদালত গৃহে বিচারকার্য্যারম্ভ হইয়াছিল দেখা যায়। পুরাতন আদালত গৃহের স্থানে গির্জ্জা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছিল। সে আদালত গৃহের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি ও গঙ্গাগোবিন্দের ফাঁসি হইবে না এই আশ্বাসবাণী স্বয়ং গবর্ণর ম্যাকফরসন সাহেব দিয়াছিলেন হেষ্টিংসকে নিসবেট টমসন সাহেব চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে টমসন সাহেব হেষ্টিংসকে গঙ্গাগোবিন্দের জন্য তাঁহার পরমবন্ধু বিচারপতি হাইড কিছু বলিবার

অনুরোধও করিয়াছিলেন। মণিবেগমের মাসহারা বৃদ্ধি হইলে তিনি যে হেষ্টিংস পত্নীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন উহা তিনি করিতে প্রস্তুত আছেন ইহা উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই। এই নিসবেট টমসন বাঙ্গালার লেফণান্ট গবর্ণর সার রিভার্স টমসনের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। সেকালে হেষ্টিংসাদি গবর্ণর জেনারেলগণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাতে গিয়া অনেকের অনেক কার্য্য হাতে লইয়া রোজগার করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি লড়াই করিতে ভালবাসিতেন, শাসনকার্য্য তাঁহার কলিকাতা সভার সভ্যবৃন্দের হস্তে দিয়াছিলেন। দোষগুণ তাঁহাদেরই বলিতে হইবে। সার জন শোর, লো ও বারলো এই ত্রিমূর্ত্তিই কর্ণওয়ালিসের রাজ্য শাসন করিত। হেষ্টিংস বাঙ্গালাদেশে সিভিল সার্ব্বিস রাজত্বের ভিত্তপত্তন করেন, আর কর্ণওয়ালিস উহাদিগকে কি রকম করিয়া কার্য্য করাইতে হয় উহারই পন্থা দেখাইয়া যান। তিনি এদেশে আসিবার অগ্রেই বিলাতে আইন করিয়া তাঁহার সভার অধিকাংশের মতের বশীভূত হইবার ধার ধারেন না ইহা স্থির করিয়া সেই ক্ষমতা লইয়া গবর্ণর জেনারেল হন। আর এখানে আসিয়া তাঁহাদের হাতে রাজ্যশাসনাদি সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া দেন। জর্জ্জ বারলো কার্য্য করিবার নিয়মাবলি করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির পুরাতন আমলাতন্ত্রের গণ্ডীর ভিতরের লোক ছিলেন না, তিনি অর্থলোভে এদেশে রাজত্ব করিতে আসেন নাই তিনি বিলাতের বিশিষ্ট বংশের শিক্ষিত সন্তান, আমেরিকার বিদ্রোহে বন্দি হন, তিনি হাতেকলমে কেমন করিয়া বিদ্রোহানল ব্যর্থ করিতে হয় উহা শিখিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের আমলের সন্ন্যাসি বিদ্রোহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শেষ হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপযুক্ত সেক্রেটারী জর্জ্জ বারলো ১৭৯৩ যে আইন কানুন করেন উহাই ভারত গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানি রাষ্ট্রশাসনের ভিত্তি স্বরূপ হয়। * সেই জর্জ্জ বারলো পরে গবর্ণর জেনারেলীর কার্য্য অস্থায়ী ভাবে করিয়া মাদ্রাজে গবর্ণর হইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশজাতির গৌরব ও কীর্ত্তি আদি, রাজত্ব সুশাসন দ্বারা দূরীভূত করিবার জন্ত শুভক্ষণে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে কলিকাতায় ইংরাজ কর্ম্মচারিরা এদেশবাসিগণের সহিত সদ্ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে হয়, উহা শিক্ষা করেন। উহাতেই মোগলরাজত্বকালে রাজপুতাধিপতিগণের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল ঐ সময়ে বাঙ্গালার জমিদার ও কলিকাতার বিশিষ্ট অধিবাসি ও ব্যবসাদারগণের সেই অবস্থা হয়। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে গোলামীর মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হয়। যশোহরের কলেক্টার হিলমান হেঙ্কেল সাহেবের মাটির মূর্ত্তি সুন্দরবনের মলঙ্গীরা (নূন প্রস্তুত কারীরা) পূজা করিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দরিদ্রগণকে অন্নদান দ্বারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়। খিদিরপুর, বৈঠকখানা ও বীজিতলায় খিচুড়ি ভাত বিতরণ এবং অন্নাভাবে পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য বৈঠকখানায় অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়। গবর্ণর জেনারেল ২৪এ এপ্রেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হিজলীর মাজিষ্ট্রেটের উপর•ফলতা, রাঙ্গাফুলী, সন্দিয়া গড়িয়া ও গেঁয়োখালী এই চারিটি স্থানে, লাল নিশান সংযুক্ত, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নম্বর দেওয়া, দুইখানি করিয়া বোম্বাটিয়া ডাকাত ধরিবার পাহারা নৌকা থাকিবার হুকুম জারি করেন। ৬ই এপ্রেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শনিবার অমাবস্যার রাত্রে বাগবাজারে চিৎপুর রোডের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে নরবলির সময় নিত্যপূজক গ্রেপ্তার হন ও ফৌজদার সাহেব স্বয়ং তাহার তদন্ত করেন। সুবিখ্যাত বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স পুলিশ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে কলিকাতায় গুণ্ডা বদমায়েস, সিঁধেল, চোরের উৎপাত বৃদ্ধির সহিত ফৌজদারী বালাখানা রাস্তার ইটালিয়ান, স্পানিস, পোর্টুগিজ হোটেলে যে সকল উৎপাত উপদ্রব হইত উহাও উল্লেখ করেন। ১লা অক্টোবর

* Kaye's "The Lives of Indian Officers." vol. I. p. 153.

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেটে কলিকাতার পশ্চিমি ব্রাহ্মণের কৌতুকাবহ অভিমান করিয়া মৃত্যুর কথা আছে দেখা যায়। কোন এক বেণারসের ব্রাহ্মণের গঙ্গাস্নানের সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের বেহারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করে, সে উহার জন্য মল্লিক বাবুর নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু উক্ত বাবু তদন্তে দেখিলেন স্পর্শ দোষের দণ্ড ব্রাহ্মণ অভিযোগ করিবার পূর্ব্বেই রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছে। তখন তিনি আর কি নূতন দণ্ড দিবেন এই কথা বলায় সেই ব্রাহ্মণ অভিমান করিয়া পরদিন সেই মল্লিক বাবুর বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে বন্দুকে আত্মহত্যা করে ও পশ্চিমি ব্রাহ্মণেরা সেই ব্যক্তির মৃত দেহের সংকার সেই রাস্তাতেই করে। পরে যখন সেই বাবুর বাড়ী লুঠ করিতে যায় তখন পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ও বাবুর বাড়ীতে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। সেকালের ব্রাহ্মণেরা কিরূপ অভিমানি ও অত্যাচারী ছিল! ঢাকার কালেক্টরের দেওয়ান কৃষ্ণচরণ মিত্রের দ্বিতীয় সন্তানের বিবাহে তাহার নন্দন বাগানের বাড়ীতে উক্ত উৎসবে কামান ছুড়িবার অনুমতি লাভের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। * ইহাতেই বোধ হয় তখন লোকে বন্দুক কামান বাড়ীতে রাখিত, বিশেষ কোন আইন ছিল না যাহার দ্বারা উহা রাখিতে হইলে কোম্পানির অনুমতি আবশ্যক হইত।

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিপত্নীক হইলেও তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, এদেশের লাট গিরির সময় কলিকাতার লাট প্রসাদের নাচখানায় তাঁহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার সময় ঐ সকল আমোদ প্রমোদে পূর্ব্বের ন্যায় লোকে মদ খাইয়া শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া পড়িত না। তিনি এদেশের ইউরোপবাসিগণের চরিত্র ও পানাহার প্রভৃতির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তিনিই এদেশের জমিদার ও প্রজার জাতি ও সম্পত্তি, এবং কোম্পানির রাজস্ব ও আয়, রক্ষা এবং নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য দশশালা হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধির সংস্কার, মহারাষ্ট্র শক্তির সহিত টিপু সুলতানের যশঃ গৌরব চিরকালের জন্য দাক্ষিণাত্যে নষ্ট করিয়া ইংরাজ রাজত্ব বিস্তার করেন। ১৫ই মার্চ্চ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লাট প্রাসাদে তাঁহার সভার সহকারী সভ্য শোর ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব বিলাতের উচ্চ সম্মান নীল ফিতার গার্টার, একুশ তোপের প্রতিধ্বনির সহিত, লর্ড কর্ণওয়ালিসের গলে ভূষিত করেন। সে জন্য উৎসব হইয়াছিল, উপযুক্ত ব্যক্তির সম্মান লাভে কলিকাতার সে উৎসব যেন যুগান্তরের কথা বলিয়া বোধ হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস কলেক্টরগণের হাত হইতে বিচার কার্য্য মুসলমান কাজি ও হিন্দু মুন্সেফের হাতে দিয়াছিলেন। দশ ক্রোশ অন্তর দারোগার অধীনে এক একটি থানা করিয়া পুলিশের কার্য্যভার জমিদারের হাত হইতে গ্রহণ করিলেন। তখন ২৫ টাকা মাসিক মাহিনার দারোগাগিরি ও মুন্সেফি সেকালের এদেশী লোকের উচ্চপদ হইয়াছিল। একথায় মূর্খ নবকৃষ্ণের নাম মনে পড়ে, তাহারই হিংসায় মহারাজ রাজবল্লভ কলিকাতার লাট সভার সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। রায় রায়েন পদ উঠিয়া যায়, যে বাঙ্গালী মুসলমান রাজত্বকাল হইতে শাসন ও রাজস্বদায়ে ভৌমিক মন্ত্রী ও কানুনগো রায় রায়েন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইংরাজ রাজত্বে সেই বাঙ্গালীর ভাগ্যে দারোগা ও মুন্সেফি পদই উচ্চ হইল! কালের কি অপার মহিমা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সেই কথা বলিয়া ছোট ছোট শিক্ষানবীশ বালকগণকে তখন হইতে আশীর্ব্বাদ করিত। তখনই নন্দকুমারের কথা মনে হয়, মীরজাফরের রাজত্বে নন্দকুমার মন্ত্রীত্ব করিয়া উহার রাজ্যোদ্ধার ও নিজে মহারাজা হইয়াছিল। সেই নন্দকুমার গ্রহবৈগুণ্যে রেজা খাঁর পদলাভ করিতে গিয়া রেজা খাঁর দুষ্কর্ম্মের বিচারের সময় হেষ্টিংস প্রমুখ ইংরাজ কর্ম্মকর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া ছিলেন এবং শেষে সেই গোলামীর জন্য

* Lokenath Ghosh's History of Native Aristocracy.

ফাঁসি কাষ্টে জীবন হারাইলেন। বিলাতের কর্ত্তাদের কর্ণে এদেশের অত্যাচারাদির কথা তুলিয়া রেজা খাঁর বিচার করাইল, কিন্তু ফল বিপরীত হইল। রেজা খাঁ নির্দ্দোষী হইল, কূটনীতির বশবর্ত্তী হইয়া চতুর হেষ্টিংস সেই পদে নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মূর্খ নন্দকুমারকে শিক্ষা দিলেন যে, তাঁহাকে বাধ্য না করিয়া অপর তিনজন নূতন লাট সভার সভ্যকে দিয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করিতে গেলে, কি পরিণাম উহার উদাহরণ নন্দকুমারের ফাঁসিতে ইতিহাসে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে জাজ্জ্বল্যমান, সেই জাল অপরাধে গঙ্গাগোবিন্দের ফাঁসি হইবে না এই কথা হেষ্টীংসকে তাঁহার বন্ধুর পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্টে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির কল কৌশল, ইংরাজ রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি! বিলাতের মহা সভায় বাকযুদ্ধে ইংলণ্ডের আইনের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানিলব্ধ রাজস্ব. ইংলণ্ডের হয়; সেই আইনানুসারে কলিকাতায় বিলাতের আইনজ্ঞ বিচারপতিগণ নন্দকুমারের ফাঁসি ও হেষ্টীংসের পদত্যাগ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার গবর্ণর জেনারেলি অক্ষয় রাখেন। বিলাতের মহাসভা, সেই প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পের বিচারে, বাকযুদ্ধে তাঁহার যে কোন দোষ নাই এই শেষ মীমাংসা করিয়াছিল। সেই সুপ্রীম কোর্টের বিচার প্রণালীতে এ দেশের লোক মুগ্ধ হইয়া মামলা করা বন্ধ করে। ইংরাজ রাজত্বে জমি ও জমিদারী বন্দোবস্তে যে আয় কোম্পানি লাভ করে তদপেক্ষা অধিক মামলাবাজিতে সূত্রপাত হয়। আদালতে পাপের ধনের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কলিকাতার কি নবকৃষ্ণ, কি গঙ্গাগোবিন্দ, কি কান্তবাবু, কি কাশিনাথ কি দেবী সিং সকলের পুত্রপৌত্রগণ সুপ্রীম কোর্টের বিচার জন্য অর্থ অপব্যয় করিয়াছে। কলিকাতার বনিয়াদি বড় মানুষদের মামলা করার ঝোঁক সুপ্রীম কোর্টের কীর্ত্তি—শেঠ, ঠাকুর ও মল্লিকগোষ্ঠি মামলা করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। ব্যবসাদার মল্লিক বংশের নিমাইচরণ আইনজ্ঞ ছিলেন এবং উহার সম্বন্ধে মতামত দিয়া অর্থোপার্জ্জন ব্যবসায় হিসাবে করিতেন; এই কথা হিকি সাহেব তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। বিখ্যাত সুলেখক প্রবীন ভোলানাথ চন্দ্র বলেন যে, নিমাইচরণ মল্লিক মহীসূর যুদ্ধে বাট চাল্লিশ ঋণ দান করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ রাজত্বের বিস্তার করেন।

নিমাইচরণ মল্লিক:—হিকি সাহেব বলেন যে কি আশ্চর্য্য! নিমাইচরণ মল্লিক আইনের মতাদি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দান করিয়া অর্থলাভ করিতেন আর তাঁহারই উইল লইয়া পুত্রগণ সুপ্রীম কোর্টে বহুকাল ব্যাপী মামলা করিলেন। সেকালের আইনকানুনের ভ্রম সংশোধন ও প্রকৃতার্থের মীমাংসা বিলাতের আইন বিলাতের আদালতে স্থিরকৃত হইত। উহাতে বিলাতের আইনজ্ঞ ব্যক্তির ও আদালতের উদর পূরণের ব্যবস্থা হয়। আন্দুল, নাড়াজোল, ঠাকুর ও মল্লিকাদি জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসাদারেরা সুপ্রীম কোর্টাদির প্রতিপালক। ৺নিমাইচরণ মল্লিক সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী জগৎ শেঠ ছিলেন। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জমিদার ইংরাজাদি ব্যবসাদার কোম্পানীর উচ্চ কর্ম্মচারিরা সকলেই তাঁহার দ্বারস্থ ও বাধ্য ছিলেন। তাঁহার সৎপরামর্শ ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া সেকালের কি জমিদার, কি ব্যবসাদার, কি ধনী, কি মধ্যবিৎ সকলেই মান সম্ভ্রম রক্ষা করিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাতের ও ইউরোপের ব্যবসাদারদের সহিত ব্যবসারম্ভ করেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ও বাহিরে ব্যবসা করিতেন। দরিদ্রগণ এবং ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই তাঁহার সাহায্যলাভ করিত। কলিকাতার সর্ব্বেসর্ব্বা নিমাইচরণ ছিলেন একথা হিকি প্রভৃতির পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহারই উদাহরণ দ্বারকানাথ ঠাকুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। * তিনি রাজা মহারাজা উপাধির কাঙাল ছিলেন না, তিনি লোকের মান রক্ষা করিয়া

* 'গ' ক্রোড়পত্র, দ্রষ্টব্য—

সম্মানিত হইতে ভাল বাসিতেন। শ্রীচৈতন্য অমিয় নিমাই নাম সন্ন্যাসি হইয়া লাভ করিয়াছিলেন সেই উপাধিতে তাঁহার পিতা নয়নচাঁদ তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তিনি ঘোর বিষয়ী হইয়াও উদাসী ছিলেন। তিনি বিলাসিতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে বাঙ্গালার নানাস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ, দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, জমিদারী আদি দান ও অর্থ সাহায্য দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে যশোহরের চাঁচড়ার দ্বাদশ মন্দিরাদি ও পুরীর জগন্নাথের নিমিত্ত সাহায্যের উল্লেখ করিয়াছেন। হামিল্টন সাহেব তাঁহার পুত্রেরা যে ঘোর বিলাসী এবং পূর্ব্বোক্ত চন্দ্র মহাশয় নিমাইচরণের পৌত্রের বিবাহে কলিকাতায় রাস্তায় গোলাপজল ভিস্তিয়া ছড়াইয়াছিল ও লোকে চল্লিস পঞ্চাশ টাকা স্থানের ভাড়া দিয়া সেই বিবাহের মিছিল দেখিয়াছিল উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে মহীশূর যুদ্ধের অর্থ সাহায্যের দরুণ লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতার লাট প্রাসাদে সেকালের বিলাতের রাজারাণীর চিত্রাঙ্কিত স্বর্ণ মেডেল দিয়াছিলেন। হণ্টার সাহেবের বেঙ্গল রেকর্ড নামক গ্রন্থে তাঁহার নাম করিয়া বর্দ্ধমান নদীয়া ইসফপুরের রাজা প্রমুখ অনেক জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারী নিলাম বন্ধ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে। সেকালের অনেক জমিদারের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া নিমাই চরণ মল্লিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সেকালের কোম্পানীর রাজস্বায়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বা তাঁহার কোন বংশধর কোম্পানির দাসত্ব করেন নাই তবে মল্লিক বংশের শুকদেব মল্লিক চব্বিশ পরগণার ইজারদার ছিলেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জুলাই আশি হাজার পাঁচশত টাকায় আজিমাবাদ পরগণা নিলাম খরিদ করেন ও পলাশির যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা বণ্টনের সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরি রাম মল্লিক ঢাকার রায় রায়েন ছিলেন, অন্য পুত্র ফরাসীগণের পক্ষে জগদ্দলে ঐ কার্য্য করিতেন। সেকালে জমিদারীর দাম নাম মাত্র ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর অবস্থা ভাল হয় নাই। সেকালের জমিদারী নিলামের বিজ্ঞাপন 'গ' ক্রোড়পত্রে আছে। ম্যাকফরসন সাহেব অস্থায়ী গভর্ণরজেনারেলী করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সেকালে এদেশে ব্যবসার প্রধান অন্তরায় ছিল যে, লোকেরা জাতিগত ব্যবসা ছাড়িয়া কার্য্য করিত না; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রসার ও প্রতিপত্তিতে জাতিগত ব্যবসা শেষ হয়। নিমাই চরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচরণ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর খুল্লতাত নিমাই চরণের বড় প্রিয় ছিলেন, দান ও ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ নষ্ট করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে সম্পত্তির অংশ দান করেন নাই ইহা মার্শম্যান সাহেবের পুস্তকে আছে।* গৌরচরণ ও নিমাই চরণ দুই ভাই যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ব্যবসা করিয়া আসিতেছিলেন, জ্যেষ্ঠ ব্যবসা ত্যাগ করিলেন, আর মধ্যম নিমাইচরণ ব্যবসায় প্রভূত ধনশালী হইয়া ক্রিয়াবান ও ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বলিয়া কলিকাতার জগৎ শেঠ রূপে আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সম্পত্তি ভিন্ন জমিদারী খরিদ করেন নাই। জমিদারী করিতে গেলে প্রজাপীড়ন ও কোম্পানির উমেদারী করিতে হইত সেইজন্য স্বাধীন বৃত্তি ব্যবসারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামরতন নূনের একচেটিয়া ব্যবসা করিতে গিয়া কোম্পানির নিকট তিন কোটি টাকার মাল সরবরাহ করিয়াছিলেন কিন্তু উহাতেই নিমাইচরণের প্রভূতার্থ নষ্ট হইয়া যায়। নিমাইচরণ রামগোপাল ও রামরতনকে তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা করায় অপর ছয় পুত্রের হিংসা দ্বেষ উদ্রিক্ত হয় ও পিতার মৃত্যুর তিন দিন পরেই তাঁহারা সুপ্রীম কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইজন্য রামরতন বেনামা করিয়া ঐ তিন কোটি টাকার যে মাল সরবরাহ করিয়াছিল উহা আদায় করিলে ভ্রাতাদিগকে অংশ দিতে হইবে।

* "গ" ক্রোড়পত্র; দ্রষ্টব্য।

বলিয়া উহা প্রকাশ করেন নাই ; এবং গুদামে অনেক টাকার নূন জল হইয়া নষ্ট হয়। বিলাতের লিভারপুলের নূনের আমদানি হইতে আরম্ভ হয় এবং রামরতনের নামে কোম্পানি সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিলে, নূনের একচেটিয়া ব্যবসার সর্ব্বনাশ হয়। সেকালে, ভ্রাতৃবিরোধ ও সুপ্রীম কোর্ট, ব্যবসার প্রধান অন্তরায় ছিল। পাঞ্জাবী হুজরীমল কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন তাঁহার সম্পত্তিনমূহ উক্ত মল্লিক মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ ছিল ও তিনি উহার সন্তানগণকে উহার এডমিনিষ্ট্রেটার ও একজিকিউটার করিতে বাধ্য হন। নিমাইচরণ মল্লিক সেকালের বিখ্যাত কলিকাতাবাসী ছিলেন। তিনি ব্যবসা, তেজারতী ও সৎকর্ম্মে ও দানাদিতে সকলের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রামতনু মল্লিক ও রামগোপাল মল্লিকের মামলা আইনজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। বেঙ্গল রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রাদি দেখিবার সুবিধা নাই বলিয়া সেকালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্যাবিষ্কার করা যায় নাই। যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে তাকাইয়া জমির উৎপন্নশক্তিবৃদ্ধি ও উহার আয় দেখিয়া বন্দোবস্ত না করিয়া, চিরকালের জন্য একেবারে জমি জায়গা বিলি করিয়াছেন তাহারা বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জমিদারগণের যথারীতি লাভের অংশ রাখিয়া সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই উহাতেই নদীয়া, রাজসাহি, নাটোর, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির প্রাচীন জমিদারগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। তাহাদের অনেক ভাল ভাল জমিদারী কলিকাতার নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, গঙ্গাগোবিন্দ, কাশিনাথ দেবী সিংহের হইয়াছিল। ভবিষ্যতে সিন্দুরে ও ভাসতাড়ার ঘোষ ও ছকু সিং, জনাই ও তেলিনি পাড়ার মুখোপাধ্যায় ও বন্দোপাধ্যায় বংশ জমিদার হইয়াছিল। বাঙ্গালার দৈব দুর্ব্বিপাক জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা জমিদারগণের সুখের ও শান্তির হয় নাই। কর্ণওয়ালিস নিজে স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চতুর্দ্দিক দেখিয়া প্রধান জমিদারগণের প্রতি সুবিচার করেন নাই। বোধহয়, কলিকাতার নবকৃষ্ণ প্রভৃতির, প্রাচীন জমিদারগণের অন্যান্য জমিদারী লাভ করিবার উদ্দেশ্য ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজারা বিপন্ন ভিন্ন সুখী হয় নাই। তাহারা কাহারও জমিদারীতে গিয়া জমি জমা করিয়া সুখী হইবে সে উপায় ছিল না। পুরাতন জমিদারগণের পরিবর্ত্তন কালে প্রজাদের সর্ব্বস্ব শোষণ হইত, জমিদারীর দাম ছিল না। কেবল ভাগ্যান্বেষী দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণ অল্প মূল্যে জমিদারী খরিদ করিয়া জমিদার হইতে লাগিল। কলিকাতা জমিদারগণের জেল ও দুঃখ কাহিনী শুনিবার স্থান হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিবার পথও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

কর্ণওয়ালিস চরিত্র: লঙ্কায় যে আসিত সেই রাবণ হইত। কর্ণওয়ালিস যেন সেই কলঙ্ক দূর করিবার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি সাকরীর মমতা করিতেন না। তিনি বিলাত হইতে রাজা মন্ত্রী ও অন্যান্য নামজাদা পার্লামেণ্টের সভ্যবৃন্দের উমেদারগণের আসার পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার চোখ রাঙানিতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এখানের জবরদস্ত উচ্চ কর্ম্মচারীরা সকলেই দোরস্ত হইয়াছিল। তখন গবর্ণরগণের বিলাতের কর্ত্তাদের মন রাখিতে না পারিলে, তাঁহাদের উমেদারগণ যোগ্য হউন আর নাই হউন চাকরী দিতে না পারিলে, কৈফিয়তের জ্বালায় গবর্ণর জেনারলগণকে সর্ব্বদাই হইতে হইত সে পথে কণ্টক লর্ড কর্ণওয়ালিসই দিয়াছিলেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর বেতন বাড়ান হইবে না আর তাহারা নজর, ঘুষ মামার ধন খামাকে দিয়া, কোম্পানির ও দেশের জমিদারগণের সর্ব্বনাশ করিবে এমন লাটগিরির তিনি ধার ধারিতেন না। কোন সৈনিক বা কর্ম্মচারী এদেশে কাহারও সহিত ব্যবসা করিতে পারিবে না ইহা তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন। চাটগাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত শস্যাদি সমুদ্রপথে রপ্তানি হইত উহা বন্ধ করিয়া তৎসমস্ত কলিকাতা পাঠাইবার হুকুম হইয়াছিল। হাওড়ার ভোটবাগানে ওয়ারেণ

হেষ্টিংস তিব্বতের সহিত যে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন সকলেই ঐ ব্যবসা করিতে পারিবে বলিয়া পরওয়ানা জারি করিয়াছিলেন। শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্য ব্যয়ভার কমাইয়াছিলেন এবং অযোধ্যার উজিরের নিকট হইতে ৭৪ লক্ষ টাকার স্থলে ৫০ লক্ষ টাকা লওয়া হইবে স্থির করিয়াছিলেন। সুন্দরবন পরিষ্কার ও ব্যবসার উপযোগী করিবার জন্য ভৈরব ও কপতাক্ষী নদীকে এক করিয়া এক খাল কাটিবার হুকুম টিলম্যান হেঙ্কেল সাহেবকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি উহার খরচা আদায়ের জন্য সুন্দরবনের মোম মধু, কাঠ ও চূণের উপর মাসুল আদায় করিতে পারিবেন, উহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না এই হুকুম জারি করেন। ক্লাইব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল হইতে যে সকল কুপ্রথা অবাধে চলিয়া আসিতেছিল তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহারই আমলে ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীরা কেমন করিয়া ইংরাজী সমাজের ও লাটদরবারের মান বজায় করিতে হয় উহা শিক্ষা করিয়াছিল। পূর্ব্বে ভোজে ও নাচে যে সকল মহাপ্রভুরা যোগদান করিতেন তাঁহারা এরূপ বেএক্তার হইয়া পড়িতেন যে উহাতে কোম্পানির কার্য্যের গাফিলি হইত এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদের মান ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা কঠিন হইত। পাদ্রী স্মিথ সাহেব, লর্ড কর্ণওয়ালিস সদস্য গ্রাণ্ট প্রমুখের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এদেশবাসী লোকগণকে খৃষ্টান করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যখন যেখানে দরকার হইত তখন সেইখানে নৌকা বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। তিনি নির্ভয়ে সত্যকথা বলিতেন এবং সেইজন্য স্বদেশী সৈন্যের নিন্দা করিয়া এদেশী সিপাহী সৈন্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে গয়াদি তীর্থযাত্রী হিন্দু সিপাহীদিগের নিকট হইতে ৬মে ১৭৯৬ খৃঃ হইতে কর আদায় করা বন্ধ হইয়াছিল। তিনি বিপত্নীক হইলেও হেষ্টিংস বা ক্লাইবের মত আমোদ প্রমোদ ব্যভিচারে সময় কাটাইতেন না। তাঁহাদের মত নিজের সুখ অর্থ বা মানের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি নিজের মঙ্গল অপেক্ষা দেশের ও দশের গৌরব কিসে বর্দ্ধিত হয় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ক্ষুণ্ণ ছিল না। তাহাদের কোন দোষ দেখিলে তিনি কঠিন শাস্তি না দিয়া সকল দোষ কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর উপর ফেলিয়া যথারীতি উপদেশ দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। উহাতেই তাহারা লজ্জায় অধোবদনে তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিত। সেকালে কলিকাতার কাষ্টম আফিসে, বিলাতি পাউণ্ড ১০৲ ও ডলার ২৮০ হইতে ২।০, পরিবর্ত্তন মূল্য (Exchange) ধরিয়া, মাশুল আদায় করা হইত।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। পাকা রাস্তা ও ঘাট তৈয়ারিও হয় তজ্জন্য বীরভূম হইতে পাথর আসিত। সহরে গাড়ী ঘোড়ার প্রচলন বাড়িয়াছিল বলিয়া পাকা রাস্তা আবশ্যক হইয়া পড়ে। চুরি ডাকাতি কমিয়াছিল, চোর ও ডাকাতের হাত পোড়াইয়া দিয়া জেলে আবদ্ধ করা শাস্তি ছিল। সাহেবদের ঘোড়ার স্নান ও খাইবার জন্য ধর্ম্মতলার নিকট মাঠে দুইটি পুষ্করিণী করা হয়। কলিকাতার এসপ্লেনেডের মধ্যের রাস্তায় ঘোড়া ফিরি করা হইত। বিদ্রোহ, চুরি, ডাকাতির শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ও তীর্থযাত্রা বাড়িয়াছিল। তখন লোকের তীর্থযাত্রা মহাভারতের পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান স্বরূপ ছিল। তাহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিত। তীর্থযাত্রির দল যতই বাড়িতে থাকে ততই ডাকের গাড়ী গরুর গাড়ী নৌকাদি চলিতে থাকে। ঢাকা ও নাটোরের মাঝিরা এবং উড়িষ্যা ও কুচবিহারের বেহারারা পাল্কির বেহারা ও জলের ভারির কাজ করিতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেফটানেন্ট কর্ণেল কিড শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন উহাতে

ছেলেরা বৃদ্ধ পিতাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেয় তখন তাহার পিতা পাষণ্ড পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া উহা ফিরাইয়া দেয়, উহাতে তাহার চৈতন্যোদয় হয়। সে তখন তাহার পাপ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত করে। সেই জন্য ইউরোপ উন্নত; স্বাধীন, ভারত পরাধীন। বাঙ্গালীর নামে মেকলে প্রমুখ মহাত্মারা যে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন সে কি ভয়ানক গাত্রদাহের কথা নয়? মেকলে সাহেবের গালি বর্ষণ যে অমূলক উহাতে সন্দেহ নাই এমন কি, ডাকাতেরাও সেকালের বাঙ্গালীর সততার উপর নির্ভর করিত। রঘুডাকাতের নাম কলিকাতায় তখন প্রসিদ্ধ ছিল। সে ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে চিঠি পাঠাইয়া গৃহস্থকে সাবধান করিত। যে তাহার জন্য তোড়া রাখিয়া দিত সে তাহার উপর কোন অত্যাচার করিত না। কৃষ্ণ পাণ্ডির কথায় বিশ্বাস করিয়া ডাকাতেরা তাহার নিকট অর্থ পাইয়াছিল। কমলাকান্তের গানে মুগ্ধ হইয়া তাহার জীবন ও অর্থ গ্রহণ করে নাই। অনেক কথক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেইরূপে চোর ডাকাতের হাত হইতে জীবন ও অর্থরক্ষা করিয়াছে। ভারতে তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বা ইংরাজি শাসন পদ্ধতির মোহমুদ্গর ভেদ করিবার লোক ছিল না। ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে তাকাইয়া জন কয়েক খয়ের খাঁ গোলাম রাজা, মহারাজা, জমিদারবাবু উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সহিত ৪০১৫১০৯ টাকা রাজস্ব বিলি করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বাঁধ সারাইবার জন্য তাঁহাকে ১৯৩৭২১ টাকা দিতে হইত। তাঁহার সেই বিলি বন্দোবস্তে ও অনবধানতায় জমিদারী সকল নিলাম হইয়া যায়। সেই সকল জমিদারী কিনিয়া সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাসতাড়ার ছকুসিংহাদির সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শেষে তিনি কতকগুলি জমিদারী বেনামিতে পুনরুদ্ধার করেন। রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির চরিত্র বারওয়েল সাহেবের পত্রে প্রকাশ হইয়াছে:—"The love of power and love of money, I am sorry to say has appeared to me of late the sole incentives of the actions of our Eastern greatmen." প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ একমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনোৎসর্গ করেন। সেই অবসরে কালিশঙ্কর রায়, দয়ারাম রায় প্রভৃতি তাঁহার দেওয়ানেরা নড়ালের ও দীঘাপতিয়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা যথাক্রমে করিয়াছিলেন। অগত্যা রাণী ভবাণী শেষে স্বহস্তে জমিদারীর কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। মহারাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হয় এবং রাণী ভবানীর বদান্যতায় বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হয়। সেই সকল চাটুকারদিগের দলবৃদ্ধি করেন নাই ইহাই কর্ণওয়ালিসের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণ। দেওয়ান কাশীনাথ বাবু ১২ই মার্চ্চ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দেহ রক্ষা করেন। ইনি কলিকাতার জরীপের সময় বড় মানুষ হন ও হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন, ইহার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সহিত হেষ্টিংসের লাট সভার কাশিজোড়া জমিদারী দখল লইয়া বিরোধ হয়। ইনি বর্দ্ধমানের রাজার নিকট হইতে প্রমারা তাসখেলায় কলিকাতার মূল্যবান সম্পত্তি লাভ করেন। ইনি উমিচাঁদের ন্যায় পাঞ্জাবের লোক ছিলেন, ইহার ঘাটের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ যে, ফকির জুম্মাসার কৃপায় উক্ত কাশিনাথের উন্নতি ও দেওয়ানি পদ লাভ হয়। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সমাধি কাশিনাথের বাস ভবনের সম্মুখে আছে। সেইখানে সিন্নি হিন্দু মুসলমানে আজ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। কাশিনাথবাবু গৃহ দেবতার নাম শ্যামালিয়াজিউ। তাঁহার সেবার জন্য কলিকাতার বহু মূল্যবান সম্পত্তি আছে। হিন্দুস্থানিরা উহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র নিয়মিত রাজস্ব দিতে না পারায় অনেক জমিদারী

হারাইয়া ছিলেন ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুত্রগণকে মাসহারা দিয়া যান। তাহারা এতদিন কোনরূপ দ্বিরুক্তি করে নাই কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পৈত্রিক জমিদারীর অংশলাভ করিবার জন্য শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নামে অভিযোগ করেন। সেই নালিশেই অনেক জমিদারী নষ্ট হইয়া যায়। কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র লোকনাথ রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

রাজা নবকৃষ্ণের সহিত কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র অভয়চরণ মিত্রের এবং চূড়ামণি দত্তের মামলা হয়। অভয়চরণ মিত্রের সহিত মামলা বিলাত পর্য্যন্ত চূড়ান্ত বিচারে অভয়চরণের জয়লাভ হয়। চূড়ামণির সহিত যে মামলা হয় উহার জয়লাভের কথা চূড়ামণির মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়া ছিলেন সেইজন্য তাঁহার মৃতদেহ ছড়া কাটিতে কাটিতে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায় মামলা বাজি ও দলাদলির কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল উহাতেই জানিতে পারা যায়। ঢুলিরা এই ছড়া বাজনায় বাজাইতে বাজাইতে নাচিতে নাচিতে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায় :—"যম জিনতে যায়রে চূড়া—যম জিনতে যায় ; জপতপ কর কি, মরতে জানলে হয়।" ইহার প্রতিশোধ সেই চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা যাহাতে না যায় ও ক্রিয়াদি না করে সেই ষড়যন্ত্র হয়। শেষে তাঁহার পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আসল কথা গোপন করা হয়। কিন্তু কালিপ্রসাদ দত্ত কালিঘাটের কালিমাতার মন্দির তৈয়ারীর অর্থদান করিয়া, সন্তোষ রায়কে বাধ্য করিয়া সেই ষড়যন্ত্র ভঙ্গ করেন। সেকালের হিন্দুরা গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে মৃত্যুকে পুণ্যময় জীবনের চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। রাজা নবকৃষ্ণের নৈতিক জীবন হিন্দুর আদর্শ ছিল না ও তিনি তাঁহার সময়ের কলিকাতার বাঙ্গালীর মধ্যে সম্মানীয় হন নাই। কোম্পানির রাজত্বে হেষ্টিংসের আমলে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, কর্ণওয়ালিসের সময় সেরূপ বিশেষ কিছু ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিকাতার বাঙ্গালী হিন্দুর অন্তরে হিন্দুর আচার ব্যবহার রীতিনীতি ও নৈতিক জীবনের প্রতি আস্থা ছিল। সততায় ব্যবসা করিয়া, সেকালের মেকলের জাতি ইংরাজ ব্যবসাদারদের সমস্ত বিশ্বাসপূর্ণ বেণিয়াণি কার্য্য বাঙ্গালিরাই করিত। সেকালের ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ বাঙ্গালীই ছিল।

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ও দিল্লির সম্রাট বৃত্তিভোগী শাসনকর্ত্তা রূপে বর্ত্তমান ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর কার্টিয়ার মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের সহিত বার্ষিক ৩১৮১৯৯০ টাকা বৃত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করিয়া ছিলেন কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহাতে সম্মত হন নাই, ওয়ারেণ হেষ্টিংস উহা ষোল লক্ষে দাঁড় করাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বরের পত্রে উহার মীমাংসা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন দশশালা বন্দোবস্ত করা হয় উহার সহিত এই ব্যাপারের যেন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। সাধারণের চক্ষে চতুর ইংরাজ শাসন কর্ত্তারা ঠাট বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বৃত্তিভোগ করিয়া তাহার বিলাস বৈভব ভোগ করিতে লাগিল আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব করিতে লাগিল। রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ রসাতলে গেল ; কলিকাতা জাহির হইয়া বসিল। সেই কলিকাতার নামে সুপ্রীম কোর্টের এলাকায় ফোর্ট উইলিয়াম উল্লেখিত হইত ও উহার সীমানা বিচারপতি হাউড সাহেব ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের রায়ে খিদিরপুরের নালা, গঙ্গা নদী, মার্হাট্টা খাত বলিয়াছিলেন। তখন আর সুতানটি গোবিন্দপুর

ও কলিকাতা তিনটি পৃথক স্থান ছিল না। কলিকাতার মধ্যে তদান্তর্গত নানা পল্লী ছিল। "I consider Fort William to be the English name of the town. Calcutta is the Bengali name of one of the many villages of which the town of Calcutta consists."

লর্ড কর্ণওয়ালিস সমরদুর্ম্মদ টিপুর সর্ব্বনাশ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে নিজাম ও মার্হাটার সহিত সম্মিলিত হইয়া করেন; ইহাতে তিন কোটি টাকা ও রাজ্যলাভ ও তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হয়। সাহায্যকারীরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া যান নাই। নবার্জ্জিত রাজ্যের ভাগ করিয়া প্রাচীন হিন্দু মহীশূর রাজ্য প্রতিষ্ঠা লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান কীর্ত্তি। টিপুর অত্যাচারের জন্য দুই সহস্র ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ইহাতে ১৭৮৭ মার্হাটা নানা ফার্ণাবিস নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্যাক্রমণ করিয়াছিল। ফরাসী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হওয়ায় চন্দননগরে বড়ই গোলমাল হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হইলে চন্দননগর দখল এবং কতকগুলি বন্দিকে জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদিগকে কলিকাতার সম্মুখে সেই জাহাজ আসিলে মুক্ত করিয়াছিলেন। চন্দননগর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজের হস্তেই ছিল। কলিকাতার সেণ্ট জন চর্চ্চে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুন আর্ক বিশপ কাণ্টরবেরির শীল মোহরাঙ্কিত লর্ড কর্ণওয়ালিস উৎসর্গীকৃত করেন। তিনি স্বদেশ যাত্রা করিবার পথে মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন, কারণ সেই সময়ে ফরাসী ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে সেইখানে নামিয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া পণ্ডীচারি দখল করিবেন। কিন্তু সেখানে যাইবার অগ্রেই কর্ণেল ব্রেথওয়েট সাহেব সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্ম্মচারী দ্বারা শাসন ও বিচার পদ্ধতির নিয়োগ করিয়া যান। তাহাদের অধীনে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা কর্ম্ম করিয়া উহা শিক্ষা করিবে ইহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চাকরীর সমস্ত কার্য্য ইংরাজ কর্ম্মচারী দ্বারা করাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মুন্সেফেরা সেকালের বিচারের খরচার কিছু পাইত মাত্র। তাঁহার সেই শাসন প্রণালীর সুখ্যাতি ট্রটার সাহেব তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে করেন নাই।

'The highest office to which a native could thenceforth aspire was that of a police Darogah on twenty five rupees a month, or that of a Munsif or petty Judge, who obtained only a small percentage on the cost of civil suits. The good thus wrought in one direction was counterbalanced by evil in another. If a higher moral tone began thenceforth to prevail among the English servants of the Company, their native underlings were driven to eke out their scanty wages by every form of jobbing and extortion."

কর্ণওয়ালিস ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের বেতন বাড়াইয়া গুপ্ত ব্যবসা বন্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু অল্প মাহিনার এদেশী কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক বিষয় আর কি হইতে পারে। লর্ড কর্ণওয়ালিস পদত্যাগ করিলে জেনারেল মেডোসকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা হয় কিন্তু তিনি শ্রীরঙ্গ পত্তনের অধিকার বাহিনীর নেতৃত্ব পদে যুদ্ধে গমন করিয়াছেন আর তাঁহার ভারতবর্ষে থাকিবার কথা নয়। তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারির মোটা মাহিনার মধ্য হইতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড বা চারলক্ষ টাকা ব্যয়সংকোচ বাবদ বাঁচাইয়াছিলেন। উহাতেই তিনি সন্তুষ্ট তিনি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চ পদ গ্রহণ করিতে চান না—কি সুন্দর কথা! সেকালে গবর্ণর জেনারেলী পদের জন্য বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তারা

যাহাকে মনোনীত করিত তাঁহাকে পাইত না। অগত্যা সারজন শোরই সেই পদ লাভ করেন। সেকালে মাদ্রাজের গবর্ণর পদ কলিকাতার লাটসভার সভ্যেরা পাইত বা মাদ্রাজের গবর্ণর হইতে কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল মনোনীত হইত। মাদ্রাজ ও কলিকাতার এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক, মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড হোবার্ট সার জন সোর গবর্ণর জেনারেলির সময় ডচেদের উপনিবেশ কোচিন, সিলোন্ক, মালাক্কা, কেপ অফ্ গুডহোপ প্রভৃতি স্থান করায়ত্ত করেন।* রোহিলাধিপতি ফায়জুল্লা আরকটাধিপতি মহম্মদ আলি ও অযোধ্যাপতি আসফউদ্দৌলার মৃত্যু একের পর একের হইতে থাকে। উহাতে গোলাম মহম্মদ খাঁ ফায়জুল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাম্মদ আলি পিতৃসিংহাসনে বসিলে তাঁহাকে হত্যা করেন। শেষে ইংরাজ কোম্পানি অযোধ্যাধিপতির সাহায্য করিয়া নিহত মহাম্মদ আলির পুত্র আহম্মদ আলিকে সিংহাসনে বসান ও গোলাম মহাম্মদকে বেনাবসে নির্ব্বাসিত করেন। ফায়জুল্লার ধনসম্পত্তি আসফউদ্দৌলা লাভ করে। আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর সময় তাঁহার ভ্রাতা সাদত আলি ও পুত্র উজির আলির মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ হয়। ইংরাজ কোম্পানি সাদত আলির দাবী মঞ্জুর করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। উজীর আলি আসফ আলির বিবাহিত পত্নীর পুত্র নয় বলিয়া তাহার দাবী উপেক্ষিত হয়। আরকটের মহম্মদ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র ওমদ অল ওমরা পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করিলে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের কোন স্থানের অধিপতির মৃত্যু হইলে ইংরাজ কোম্পানির লাভালাভের ও মীমাংসার প্রয়োজন হইত। সাদত আলির সিংহাসন লাভে এলাহাবাদ ইংরাজ কোম্পানির লাভ হইল। এই এলাহাবাদেই লর্ড ক্লাইব দিল্লির সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এখন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সহিত ইংরাজ কোম্পানির কোন সংস্রব ছিলনা এবং সেজন্য কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। মার্হাটারা উহার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিত। সাদত আলির নিকট হইতে রোহিলা যুদ্ধের খরচা ও বার্ষিক সৈন্যব্যয়ের হিসাবে যে টাকা কর্ণওয়ালিস কমাইয়াছিলেন উহা আবার বাড়াইয়া ছিয়াত্তর লক্ষ করা হয়। বার লক্ষাধি সাদত আলি ও উজীর আলির বিবাদ মীমাংসার জন্য প্রাপ্য স্থির হয় এবং সৈন্য দ্বারা সেখানের শান্তির জন্য কোম্পানির সৈন্য ব্যয়াদির বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঐহিসাবে এক কপর্দ্দক বায় করিতে না হয় উহার মীমাংসা উজীর আলিকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করেন। সার জন শোর কিরূপ চতুর ছিলেন উহাতেই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু মধোজি সিন্ধিয়ার মৃত্যুর ঘটনা তাঁহারই রাজত্ব কালে হয় সেইখানে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে। নানা ফর্ণাভিস মার্হাটার চাণক্য পণ্ডিত ছিলেন। মাধোজি সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্ধিয়া, বেরারের রাজা, তুকাজি হোলকার, গুইকওয়ার, পেশয়া ২য় মাধোরাও যিনি নানা ফর্ণাভিসের মুঠার ভিতর ছিলেন তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নানা ফর্ণাভিসের চক্রান্তে একুশ বৎসরের পেশয়া ২য় মাধোরাও ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করে ও তাহার ভ্রাতা বাজীরাও যাহাতে সিংহাসন লাভ করে সেজন্য অনুরোধ ও বন্দোবস্ত করিয়া যান। বাজীরাও যোগ্য পাত্র, যেমন চরিত্রবান তেমনি যোদ্ধা কিন্তু সেরূপ যুবক সিংহাসনে বসিলে নানা ফর্ণাভিসের কর্ত্তৃত্ব চলে না সুতরাং তাঁহার রাজত্ব

* ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রণপোত হইতে সৈন্যগণ ঐগুলি দখল করে ও ১৮০২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে উহা ইংরাজের হয়।

দাভের বিরুদ্ধে বাজীরাও এর পিতা রাঘোবা ও মাতা আনন্দ বাই এর দোষ দেখাইয়া একটি অপগণ্ডকে মৃত পেশওয়ার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইলেন। সিন্ধিয়া বাজীরাও এর পক্ষাবলম্বন করিলেন এই গৃহ বিবাদের সুযোগে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে খুরদলার সন্ধিতে নিজামের যে সকল স্থান ও টাকাদি দিবার কথা ছিল উহার সিকি দিয়া লাভবান হইলেন। ইংরাজ কোম্পানি কিছুই পাইল না। মার্হাটারা তখনও ক্ষমতাশালী তাহাদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করা কোম্পানির পুরাতন কর্ম্মচারী সার জন শোর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সার জন শোর লর্ড টেন মাউথ উচ্চ পদবীতে মণ্ডিত হইয়া শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার আমলে কোম্পানিকে শতকরা বারটাকা বার্ষিক সুদের হারে টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। তিনি টিপুর সহিত যুদ্ধ বা মার্হাটার শক্তিধ্বংস, যুদ্ধাদি করিয়া করেন নাই তথাপি কোম্পানির অর্থাভাব এরূপ হইয়াছিল যে, ঐরূপ উচ্চ হারে অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সার জন শোরের মার্হাটা বা টিপুর সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি সামর্থ ও শিক্ষা ছিল না তিনি কোম্পানির অধীনে জমিদারী বন্দোবস্ত ও শাসন কার্য্যই করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি কোম্পানির শাসন পরিষদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই নিকট সার ফিলিপ ফ্রান্সিস ও লর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশের সকল কথা জানিয়াছিলেন শেষে বিধাতার নির্ব্বন্ধে সার জন শোরকে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা হাতে কলমে পরিণত করিবার সময় বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। সারজনশোর এদেশের সিপাই সৈন্যের সহিত গোরা সৈন্যের এক করিয়া কোম্পানির সৈন্য সামন্ত একরকম করিতে যান কিন্তু উহাতে ইংরাজ মহাপ্রভুরা তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন ও উহা করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পূর্ব্বে লর্ড কর্ণওয়ালিস বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে তিনি এদেশে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত ও ক্ষমতা না পাইলে গবর্ণর জেনারেলের পদগ্রহণ করিবেন না। সেই শক্তি তাঁহার লাভ হইয়াছিল বলিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সারজনশোর উহারই জন্য কোম্পানির সৈন্য সামন্ত এক করিতে গিয়াছিলেন। যখন উহা করিতে পারিলেন না তখন আর তিনি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। তিনিত আর লর্ড কর্ণওয়ালিস নন যে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার কথায় ভয় করিয়া চলিবে, সুতরাং তিনি কোন যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁহার রাজত্বকালে ব্যাপৃত হইতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। সেকালে কোম্পানির আমলে স্বয়ং লর্ড কর্ণওয়ালিসকে কিরূপ অর্থ দিয়া মার্হাটাদিগকে বাধ্য করিতে হইয়াছিল উহার উল্লেখ ইতিহাসে আছে। চীনের সহিত ব্যবসার জন্য যে টাকা টাঁকশালে হইতেছিল সেই টাকা হইতে বারলক্ষ টাকা মার্হাটাগণকে ধার দিয়াছিলেন।* বিলাত হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিস পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আনাইয়া ছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ টিপু সুলতানের সহিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পত্রাদি লেখালিখির উল্লেখ করিয়াছেন। *

Martin's The Indian Empire Vol. I. P. 370.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সার জন শোর।

সার জন শোর খৃষ্টান জাতির পক্ষ হইতে কোম্পানির পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারেলগণের সুখ্যাতি করেন নাই, কারণ তাঁহারা পৌত্তলিক হিন্দুর দত্ত জায়গায় সকলের অর্থে লটারি আদি নানাপ্রকারের দণ্ডের অর্থে সেণ্ট জন গির্জ্জা নির্ম্মাণ হইয়াছিল উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেকালের কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস বা তাহাদের নৈতিক জীবনের সাক্ষ্য দেয় না। রাজা নবকৃষ্ণ কি সেই দুঃখে তাঁহারই রাজত্বকালে ২২এ নবেম্বর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মারা যান। এত করিয়াও কোম্পানির গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে মুখে গালি না দিয়া লিখিয়া রাখিয়া গেলেন :—

"A pagan gave the ground: all characters subscribed; lotteries, confiscations, donations received contrary to law were employed in completing it. The Company contributed but little: no great proof they think the morals of their servants connected with religion."

লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবিত এদেশের রোগীর জন্য হাঁসপাতাল তাঁহার সময়ে হয় নাই; সার জন শোর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী বালাখানায় উহা খোলেন। গবর্ণমেণ্ট মাসিক ছয়শত টাকা অর্থ সাহায্য করিত ও চাঁদায় চুয়ান্নহাজার টাকা উঠিয়াছিল। সেণ্টজন গির্জ্জার পাদরি জন ওয়েন সাহেব সেজন্য বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উহা স্বাস্থ্যকর খোলা জায়গা ধর্ম্মতলায় স্থানান্তরিত হয়। বিলাতের ন্যায়—মিউনিসিপালিটি জষ্টিস্ অফ্ দি পিস দিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির বিধি নিয়ম করা হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৪ ইস্তাহার দ্বারা কলিকাতার সীমাসরহদ্দ জারি করা হয়। কলিকাতার বাড়ীঘর জায়গার মূল্য ধার্য্য টেক্সাদি আদায়ের জন্য সর্ব্বপ্রথম করা হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যেমন ইচ্ছা তেমন বাড়ী করিতে পারিবে না বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাস্তা তৈয়ারীর তত্ত্বাবধায়ক সরভেয়ার নিযুক্ত হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। লোকে কলিকাতা হইতে বারাসতে যাইবার কাঁচা রাস্তায় বেড়াইতে যাইত। সেইখানে ঘোড় দৌড়ও হইত।

রাজা নবকৃষ্ণ তখন তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পের ন্যায় উপহসিত ও নিন্দিত যাহাতে না হন সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থ সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। কথাইত আছে মরণকালে হরিনাম। সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তিনি কার্য্য করিয়া থাকিবেন। ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে গঙ্গাগোবিন্দ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যয় দানাদি লক্ষাধিক টাকা বলিয়াছেন ও বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীউএর জন্য বার্ষিক তিন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দানের কথা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার উন্নতির জন্য প্রথম মিউনিসিপালিটির সঙ্গে তাঁহার কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ তিনি সুতানটির জমিদার ও সেকালের সকল কোম্পানির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, হেষ্টিংসের বিচারের সময় তাঁহার উমেদারেরা সকলেই খ্রিয়মান ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের ব্যবসাদির সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁহারা কেবল কোম্পানির উচ্চ

কর্ম্মচারিগণের মনস্তুষ্টি করিয়া রাজা মহারাজা জমিদার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই একাধিক পত্নী ছিল কিন্তু কেহই সেকালের রীত্যানুসারে সহমৃতা হয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম কপির চাষারম্ভ হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন মাসে ইউনিয়ন ইনসিউরেন্স কোম্পানি কলিকাতায় জাহাজ ও উহাতে যে মাল যাইত কেবল উহার বীমা করিবার আফিস খুলিয়াছিল তাহার বিজ্ঞাপন আছে। আর বিলাতী লংক্লথের থান ছাপ্পান্ন টাকা হইতে একশত দশ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি থানের দামে বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন আর, আর, এবট কোম্পানির বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। ব্যাঙ্কের নোটে কার কারবার চলিতে থাকে নগদ টাকার ব্যবহার কমিতে থাকে। বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিকের সহিত পত্রাদি বিনিময় কোম্পানির বণ্ড সহিত করিতেন ইহা সেকালের এক গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে অনুমান হয় যে, উক্ত বিচারপতির টাকাদির সম্পর্ক বা ব্যাঙ্কার উক্ত মল্লিক মহাশয় ছিলেন। ডবলিউ ক্রপ সাহেব সেক্রেটারী ফিলিপ প্রোথেরোর নামে চার হাজার টাকার ১লা মে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির বণ্ড কৃষ্ণনগর হইতে সার উইলিয়াম জোন্স নিমাইচরণ মল্লিককে যে পত্র পাঠান উহার সহিত পাঠাইয়াছিলেন উহা চুরি যায়, লোকে যাহাতে উহা ভাঙাইতে না পারে সেইজন্য ২৬এ এপ্রেল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেই বৎসর ২৭এ সেপ্টেম্বর নিমাইচরণ মল্লিক মাতৃশ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন কলিকাতা গেজেটে উল্লেখ আছে। কলিকাতায় জিনিষ দুর্ম্মূল্য হওয়ায় একটি দাতব্য ভাণ্ডার খুলিবার সভার কথা ২৪এ জুলাই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা গেজেটে আছে উহাতে নিম্নলিখিত চাঁদা দানের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে সার উইলিয়াম, জোন্সের পরই নিমাইচরণ মল্লিকের পাঁচ শত টাকা করিয়া চাঁদার কথা আছে। বাঙ্গালির মধ্যে আর কাহারও নাম নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস দুই হাজার টাকা, চার্লস ওয়েষ্টন এক হাজার, জন্ ব্রিষ্টো, চার্লস গ্রাণ্ট, উইলিয়াম লারকিন্স, এইচ, সি, প্লাউডেন, উইলিয়াম কাউপার, থমাস্ গ্রেহাম, বিচারপতি হাইড, সার সিঃ ডবলিউ ব্লাণ্ট প্রভৃতি সকলেই পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই চাঁদা লইবার জন্য নিম্নলিখিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল:—জেনারেল ব্যাঙ্ক, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, মেসার্স ফারগুসন ফেয়ারলি এণ্ড কোম্পানি, গ্রেহামস্, মাউব্রে এণ্ড কোম্পানি, বেন, কার্লভিনস, ব্যানেট বার্ট, বারবার এবং প্যাক্সটন ককরেল ডিলেসলি এণ্ড কোম্পানি। উহারাই সেকালের নামজাদা ব্যবসাদার ও ব্যাঙ্কার ছিল। জগন্নাথ বুলচাঁদ বলিয়া হিন্দুস্থানি ব্যবসায়ী পঁচিশ টাকা মাত্র দান করে ইহা পাওয়া যায়। বোধ হয় সেইই একমাত্র মাড়োয়ারি নামজাদা দোকানদার ছিল। সেকালে জমিদারীর দাম নামমাত্র ছিল উহা ২৭এ অক্টোবর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের শেরিফ সেলের বিজ্ঞাপন যাহা কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছিল উহাতে দেখা যায়। ২১এ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ঐরূপ বিজ্ঞাপনে গৌর মল্লিকের ঘাট ও বাগানের উল্লেখ আছে। চিরস্থায়ী জমিদারীর দাম বাড়ে নাই বা লোকে উহা খরিদ করিবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। নিমাইচরণ মল্লিকের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া এবং কোম্পানির খাজনাদায় ও জমিদারগণকে দায়মুক্ত করিয়া বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ব্যবসা ও তেজারতি তখন বড় লাভের কাজ ছিল না। নিমাইচরণের অতুল সম্পত্তি তিনি কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিতেন লাভ লোকসানের ধার ধারিতেন না। তিনিই একমাত্র সেকালে ভারতের বাহিরে অন্যত্র ও বিলাতে ব্যবসা করিতেন ইহা হিকির পুস্তকেও তাঁহার ষ্টেটের কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠের ব্যবসা তাঁহার কাছে কিছুই নয়। সুপ্রীমকোর্টের কাগজ পত্রে গাড়ী গাড়ী কাগজ তাঁহার ষ্টেটের সম্বন্ধে দাখিল হইয়াছিল, ওই

মামলা আজ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ ব্যবসা কিরূপ করিয়া করিতে হয় দেখাইয়া গিয়া থাকেন তবে সে ৺নিমাইচরণ মল্লিক। ইহা কোনরূপেই অতিরঞ্জিত নয়। একদিন নবদ্বীপ গৌর নিতাই এর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিল সেইরূপ কলিকাতা গৌর নিমাই এর অর্থে ও কারবারে উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়। তাঁহারা কখনই কোম্পানির উমেদার বা স্বদেশবাসির অপকার করেন নাই। রবিবার ২০এ এপ্রেল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বৈকালে প্রবল ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হয়। উহাতে এক একটি কমলা লেবুর মত শিলা খোড়ো ঘরের চাল ভেদ করিয়া ভিতরে পড়ে। সেরূপ ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে কলিকাতার ক্ষতি হয়। ৯ই মার্চ্চ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় দলিল রেজিষ্টি আরম্ভ হয়। ৬নং পার্ক ষ্ট্রীটে বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত সোমবার ও শুক্রবারে যথারীতি খরচা লইয়া ঐ কার্য্য করা হইত।

রবিবার ১লা মে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্সের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার শবযাত্রা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। সুপ্রীম কোর্টের যাবতীয় বিচারপতি, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারীবৃন্দ, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ বিলাতি ফৌজের বাজনার সহিত উক্ত যাত্রায় যোগদান করেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে মিনিটে মিনিটে তাঁহার বয়সের পরিমাণে কামান দাগা হইয়াছিল। কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও যারপর নাই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল।

• কলিকাতার ভোগৈশ্বর্য্য দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, দলে দলে পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সাবধান করিবার জন্য যে হিন্দুস্থানি কবিতা বা ছড়া হয় উহা উল্লেখ যোগ্য :—

"গাড়ী ঘোড়া লোনা পানি, আউর রণ্ডিকা ধাক্কা হায়
এসমে যো বঁচে মোসাফির, মৌজ করে কলকত্তা হায়।"

কলিকাতায় সিক্কা টাকা চলিত, সমস্ত দিনের পাচজন বেহারার পাল্কীর ভাড়া এক টাকা ছিল। কলিকাতার বড়লোকেরা পাল্কী ও গাড়ী চড়িত। চোর ডাকাত ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় লোকে তখন ডাকগাড়ী ও নৌকায় দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী ও অহল্যাবাই কাশী গয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হিন্দুর তীর্থস্থানে সুন্দর মন্দিরাদি পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া লোকের তীর্থ দর্শনাদির সুবিধা করিয়াছিল। ২॥ তোলা চিঠি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, শান্তিপুর, বর্দ্ধমানে ৵০ আনা মাশুলে, রাজমহল, বীরভূম, ভাগলপুর ও নাটোরে ৶০ আনায়, পাটনা ।/০ আনায় এবং কাশী ।৶০ আনায় যাইত।

"কোম্পানির লাটগিরি পরের ধনে পোদ্দারি" এই সকল ছড়া উঠিয়া যায় যাহাদের দেখিয়া লোকে বলিত :—

"বাঘ ভালুকে নাই ভয়, ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়।"

ভগবান তাহাদের একে একে সরাইয়া দিয়াছিলেন, আর যাহারা ছিল তাহারা সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইত। সেইজন্য তাহাদের নাম কোন উল্লিখিত সৎকর্ম্মের বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতার কোম্পানির উমেদার মহাপ্রভুরা আর মা কালির কাছে অষ্টাঙ্গ সিঁন্দুর দণ্ড জোড়া পাঁঠাবলি দিত না। কবির গান ফুল আকড়াই পাঁচালী দিয়া বাড়ীতে আমোদ করাও সঙ্গত মনে করিত না। বিলাতি ধরণের আমোদ প্রমোদ কলিকাতায় ফিরিঙ্গি মহাপ্রভুরা আমদানি করিয়াছিলেন। এখন যেখানে নূতন চিনাবাজার আছে সেইখানে লেফেডেফ সাহেব বাঙ্গালা ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর ইংরাজী যন্ত্রের সহিত গীতাদি মিলাইয়া এক নূতন ধরণের থিয়েটার খোলেন। পরে ৺গোপীমোহন ঠাকুর সেইখানে চিনাবাজার

পত্তন করেন। সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলাদি নাটক অনুবাদ করিয়া যাহা পাইতেন উহাতে অক্ষম দেনদারগণকে উদ্ধার করিতেন। কলিকাতা সমাজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া সার জন শোরের রাজত্বের কথা বলা আবশ্যক। যাহাই হউক, সার জন শোরের সময় কলিকাতায় মিউনিসিপালিটি ব্যবসা বাণিজ্য নাচ গান আহার বিহার বিলাসের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। চৌরঙ্গিতে সেকালের বিখ্যাত ধনী ব্রিষ্টো সাহেবের পত্নীর থিয়েটার ছিল, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে উহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এদেশের লোকেরা মহা অশান্তি উপভোগ করিতেছিল উহার নিবৃত্তির জন্যই লেবেডেফ সাহেব থিয়েটার করিবার উদ্যোগ করেন। তখন কলিকাতায় নাচগান তামাসা না হইলে ইউরোপবাসিগণ মহা কষ্টানুভব করিত। লাট সাহেবের নিকট ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লেবেডেফ সাহেব চিনাবাজারের ভিতর ডোমতলায় থিয়েটার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

সেকালের কলিকাতার বিলাস বিভব পূর্ণমাত্রায় না হইলেও বৃদ্ধি হইতেছিল সেইজন্য ৯নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে লর্ড পলেও সাহেব চাকর দরোয়ান, বাবুর্চ্চি প্রভৃতির রেজিষ্ট্রি আফিস খুলিয়াছিলেন। সার জন শোর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাইয়া বলেন যে খৃষ্টান পাদ্রী মহাপ্রভুরা এদেশের ধর্ম্মোন্নতির জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই অথচ জনওয়েন স্মিথ প্রমুখ ব্যবসা করিয়া অন্যূন পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রত্যেকে দেশে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যভিচার ও অর্থলালসার স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যান করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউএর ৭০১৭নং পত্রের বিবরণে দেখা যায় যে, সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধবিভাগের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের বিধবা পত্নী কোম্পানির নিকট অর্থসাহায্যের দাবী করেন যে নবাব সিরাজদ্দৌলা যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার পতির পরামর্শে পালাইয়াছিল উহাতেই তিনি রাজ্যচ্যুত হন। বৃত্তি ও পেন্সনই কোম্পানির প্রধানাস্ত্র সেই সম্মোহনাস্ত্রে মুসলমান হিন্দু সকলকেই ইংরাজ কোম্পানি বশীভূত করিয়াছিল। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মুখ কাড়ি সেই পেন্সনেই হয় উহার লোভেই মুর্শিদাবাদের নবাব বিলাসে মুগ্ধ হইয়া রাজত্ব করিবার ধার ধারে নাই। তখন বিদেশী ইউরোপ বাসিগণের নিকট হইতে এদেশ বাসি লোকেরা অর্থ-ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত না সেইজন্য কলিকাতায় টাকা কর্জ্জ দেওয়ায় কারবার বেশ চলিত। বাঙ্গালায় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাহাদের কারবারের কুঠি ছিল তাহাদেরই স্থানীয় জমিদারগণের অবস্থাদির বিষয় জানিবার সুবিধা ছিল ও অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদের জমিদারীর উৎপন্ন দ্রব্য খরিদ করিবার ব্যবস্থা হইত। সেইজন্য সেকালের প্রধান ব্যবসায়ী ব্যবসার সঙ্গে তেজারতি কার্য্য করিতেন। তিনি প্রতি মোকামের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে স্থানীয় জমিদারগণের অবস্থার কথা জানিতেন। কাহার জমিদারী কোথায় বন্ধক আছে বা কোন জিনিস কোথায় ভাল উৎপন্ন হয় উহারও সন্ধান রাখিতেন। বোর্ডের কাগজে উল্লেখ আছে যে, নদীয়ার কলেক্টার ১৬ই মে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জানাইতেছেন যে, সেখানকার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাকী খাজনার টাকা ধার করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৯ই আগষ্ট ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যশোরের চাঁচড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠরায়ের জমিদারী নিলামের সময় ধার্য্য ছিল কিন্তু নিমাইচরণ মল্লিকের একদিন আগের দরখাস্তে উহা বন্ধ হইয়া যায়। আবার বর্দ্ধমানের রাজার উকিল ১৮ই জুন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বোর্ডে দরখাস্ত করেন যে তাঁহার জমিদারী নিমাইচরণ মল্লিকের নিকট বন্ধক আছে কিন্তু বর্দ্ধমানের কলেক্টার ঐ তারিখে উহা প্রকৃত নয় বলিয়াছেন। ইহাতে নিমাইচরণের নামের কি মূল্য ছিল উহা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার বড় বড় জমিদারেরা যে কেবল তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় নানারূপ নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি বা পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করিত উহা নয়, অনেক সময়ে তাঁহার নাম ব্যবহার করিয়া সম্পত্তির নিলাম স্থগিত রাখিবার

চেষ্টা করিত। বাঙ্গালার রাজা মহারাজা জমিদারেরা সর্ব্বদাই নিমাইচরণের বাড়ীতে যাইতেন। তাঁহার সেরেস্তায় অনেক সময় অনেক মূল্যবান তথ্যাবগত হইতেন। পূর্ব্বোক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৬ই মে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নিমাইচরণ মল্লিকের নিকট আসিয়া জানিলেন যে কোম্পানি তাঁহার চব্বিশপরগণার সম্পত্তি সকল বেচিয়া লইয়াছেন। ১০ই জুন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নিমাইচরণের পরামর্শে বোর্ডে উক্ত নিলামি সম্পত্তির উপর দাবী দাখিল করিয়া ২৩এ সেপ্টেম্বর কোম্পানির প্রাপ্য বাকি খাজনার টাকা দিয়া সম্পত্তি লাভ করেন। উহাতেই ঐ তারিখ হইতে বাকি খাজনার দাবির উপর সুদ লইবার ব্যবস্থা হয়। সেকালে বড় বড় জমিদারগণকে সময়ে হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে প্রতিদিন দুই তিন শত জরিমানা দিতে হইত। এই সকল কারণে বাঙ্গালার জমিদার রাজা মহারাজারা নিমাইচরণের নিকট হইতে যে উপকার পাইত উহা পরিশোধ করিবার সুযোগানুসন্ধান করিত। এই সূত্রে মহারাজাধিপতি বর্দ্ধমানের কথা উল্লেখযোগ্য। একদিন তিনি প্রাতঃকালে তাহাদের বাড়ীর পাশে কাছারি বাড়ীতে আসেন ও নিমাইচরণের সহিত দেখা করিতে যান। যাইবার সময় দেখিলেন যে তাঁহার আট ছেলেরা সকলে এক সঙ্গে পথ এটে বসিয়া চা খাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের আদর করিয়া পাশের বাড়ীতে লইয়া যান ও বলেন যে, আজ হইতে এ বাড়ী তোমাদের তোমরা এইখানে বসিয়া চা খাইবে। নিমাইচরণ সেই কথা শুনিয়া উহা লইতে অস্বীকার করেন। মহারাজা বলিলেন সে কি আপনার পুত্রের সহিত আমার পুত্রের প্রভেদ বিবেচনা করা ও আমাকে অপমান করা উচিত নয়। আপনার পুত্রেরা কোন প্রার্থনা করিয়া উহা লাভ করে নাই আমি তাহাদের প্রতি স্নেহ করিয়া দিতেছি। অগত্যা নিমাইচরণ না করিতে পারিলেন না কিন্তু আর ভবিষ্যতে মহারাজাকে যে অর্থদান করিতেন উহার উপর সুদ লইতেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সে সময়ে কি প্রজা কি জমিদার কাহারও বিশেষ উপকার হয় নাই। জমিদারীর দাম ছিল না বলিলেই চলে! নিমাইচরণ মল্লিকের নিকট বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম ইস্তাহার বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল উহা দ্বারা সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। *

মুটে তাহার মজুরী পাইয়াছে আর সে কিছুই চায় না উহাই তাহার যথেষ্ট মনে করা উচিত। সার জন শোর টিপু সুলতানের সন্তানগণকে কলিকাতা হইতে পাঠাইয়াছেন। টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি করায় ইংলণ্ডের তিন মিলিয়ান পাউণ্ড বা তিন কোটি টাকা লাভ হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। সার জন শোরের অক্ষয় কীর্ত্তি রেভিনিউ বোর্ডের রেকর্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে হুকুম দিয়া এদেশে ইউরোপ বাসিগণের কারখানা খোলার কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। কি দুঃখের বিষয়! এ কথা কোন ঐতিহাসিকের চক্ষে পড়ে নাই। যে হণ্টার সাহেব সেই রেভিনিউ বোর্ডের কাগজ পত্রের কথা পুস্তক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই তাহার ইতিহাসে এই কথা কেন যে প্রকাশ করিলেন ইহা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। উহাতেই ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ টি, এইচ, ইরান্টইকে প্রস্তাবিত নৌবহর নিকট খালের নক্সানুসারে কার্য্য করিবার জমি আদি কিনিবার কত টাকা লাগিবে উহার হিসাব দিবার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

সেকালে কলিকাতায় লাটসাহেবের দরবার প্রাতঃকালে হইত। তখন ইংরাজেরা প্রাতঃকাল হইতে বারটা পর্য্যন্ত কার্য্য, আহারান্তে বিশ্রাম দুই তিন ঘণ্টা করিয়া বৈকালে চাঁদপালের ঘাটে বন্ধুদের সহিত গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন একত্রে করিত। এ দেশের কোন লোক সেখানে খালি পায়ে শুধু

* ক্রোড়পত্র—"গ"

গায়ে যাইতে পারিত না সেজন্য শান্ত্রি পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। ৩৩নং কাশিপুরের গঙ্গার ধারের বাগান বাড়ীতে যেখানে হেষ্টিংসের ভাবি দ্বিতীয় পত্নী বাস করিতেন সেইখানে তৎকালের প্রধান বিচারপতি সার রবর্ট বেম্বার্ণ বাস করিতেন। আর বর্ত্তমান টিটাগড়ের কেলভিন মিলের গঙ্গার ধারের বড় বড় থামওয়ালা দোতলা বাড়ীতে লর্ড লেক থাকিতেন। গঙ্গারধারে বারাকপুরের বাগান বাড়ীতে কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলরা প্রায়ই তখন আহার বিহার ও বিশ্রাম করিতেন। সেইখানে সার জন শোর প্রধান সেনাপতির সহিত একত্রে ঐরূপ বিশ্রামাদি করার কোন দোষ দেখিতে পান নাই কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেল উহা করা যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া উঠাইয়া দেন। মুচিখোলার গঙ্গার ধারের বাগানে অনেক বড় বড় ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীরা বাস করিত। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডোজের বাৎসরিক উৎসবের কথা সংবাদ পত্রে আছে কর্ণেল মরে সাহেব উহার সভাপতি হন। কলিকাতার হেষ্টিংসের বিচারের সময় সত্তের জন লোক একহাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়া দেন ও ১৫ই অক্টোবর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ভিয়ার সাহেব তাঁহার বাড়ীতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচারে মুক্তিলাভ করায় আনন্দোৎসব করেন উহাতে সার জন শোর গবর্ণর জেনারেল উপস্থিত হন। হেষ্টিংস ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহা সমারোহে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীকে একলক্ষ টাকার ম্যারেজ সেটেলমেণ্ট করিয়া বিবাহ করেন ও সেই অর্থে বিলাতে ডেলিসফোর্ড অট্টালিকা চয়াম হাজার চারশত টাকায় খরিদ করেন। * ৩০এ মার্চ্চ ও ৪ঠা মে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাবাসি ও কর্ম্মচারিবৃন্দের পত্রের যাহা উত্তর ওয়ারেণ হেষ্টিংস দিয়াছিলেন উহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। শোর সাহেবের রাজত্বকালে কলিকাতায় কামান দাগার ধুম পড়িয়া যায়। ২১ মার্চ্চ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সতেরটি কামান দাগিবার সঙ্গে গবর্ণর জেনারেলির কার্য্য শোর সাহেব গ্রহণ করেন এবং ৯ই মে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে মন্তব্য কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কালেক্টারগণই জমিদারগণের ওয়ারিস নির্ণয় ও তাহাদের মধ্যে বিভাগাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া দিত ইহা রেভিনিউ বোর্ডের কাগজে দেখা যায়। ৫ই অক্টোবর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে নবাব আসফ উদ্দৌলার মৃত্যু ২১এ সেপ্টেম্বর হওয়ায় ৪৯টি কামান দাগা হয় ও পরদিন মধ্যাহ্নে মির্জ্জা উজীর আলির সিংহাসন লাভের জন্য কামান দাগিয়া কলিকাতাবাসির হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল। এইরূপে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজা উজীর নবাবাদির মৃত্যু ও সিংহাসনারোহনাদি কলিকাতায় কামান দাগিয়া সকলকে জানান হইত।

ভারতবর্ষের সহিত কলিকাতার সম্বন্ধ সূত্র এইরূপে ইংরাজ রাজত্বের রাজধানীতে সূচিত হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টে চোদ্দজন এটর্নি ও চারজন বারিষ্টার ওকালতি আদি ব্যবসারম্ভ করেন। চোর ডাকাত জোর করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় কিন্তু ইংরাজি আইন আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে এদেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা এটর্ণি ও বারিষ্টারের কথা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক বা সোপার্জ্জিত সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট করিত। কোম্পানির কর্ম্মচারিরাও তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। কোম্পানির কর্ম্মচারি লায়ন সাহেব কোম্পানির নিকট সিক্কা ১৪৭৭০০ দাবি করিয়া নালিশ করে। ১৩ই আগষ্ট ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার মীমাংসা হয়। ঐ বিচারে সকল বিচারপতিগণ একমত হন নাই, অধিকাংশের মতে

* Seton Ker's-Selections from Cal. Gaz. Vol. II. P. 449.

কর্ম্মের পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্ব নাই স্থির করিয়া পঁচিশ হাজার আটশত টাকার ডিক্রি দেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে। তিনি যে নির্ভীক ও স্বাধীন কর্ম্মচারি ছিলেন ইহা তাঁহার অভিযোগে প্রকাশ পায়। তিনি দলে যোগ না দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিলাতে সার ইলাইজা ইম্পে সাহেব তাঁহার বিচারের সময় আইনের কূট তর্ক, ভাষার মর্ম্মস্পর্শি কল কৌশলে ঐন্দ্রজালিকবৎ বিচারপতিগণকে মুগ্ধ করিয়া ছিলেন উহাতে তথাকার আইনজ্ঞ সুপণ্ডিত লর্ড মান্স ফিল্ড ইম্পের মুক্তিলাভে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিয়া ছিলেন যে তিনি জ্বালয় জ্বালয় অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন "You have passed safe over the coals" কিন্তু ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের হস্ত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। কারণ ফরাসি রাষ্ট্র বিপ্লবে ইম্পের খাটান ফ্রেঙ্কবণ্ডের অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। উহাতে তাঁহাকে লণ্ডনের বাড়ী বিক্রয় করিয়া হীনাবস্থায় সসেক্সে নিউইয়র্ক পার্কে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান হাইকোর্টে তাঁহার স্মৃতি কেটল ও জোফানির অঙ্কিত ছবিতে রক্ষিত হইয়াছে। আর একজন প্রধান বিচারপতি সার রবার্টচেম্বার্স তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বার্লিনের রয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণকে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করেন। সার উইলিয়াম জোন্স তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সমাধিস্তম্ভে যাহা লিখিত করা হইবে উহা স্বয়ংই স্থির করিয়া যান। কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের তাঁহার সমাধিতে লিখিত আছে যে, যিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিককে উচ্চাসন দিতেন, যিনি ভগবান ভিন্ন মৃত্যুকে ভয় করিতেন না তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু কলিকাতায় হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার গার্ডেনরীচের বাড়ী হইতে পদব্রজে বর্ত্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠের সম্মুখের হাঁসপাতালে যেখানে তখন বিচারালয় ছিল সেইখানে পণ্ডিত ও মৌলবীগণের নিকট সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আসিতেন। সেকালের ফৌজদারী কোর্টের বিচারকৌতুক ক্রোড়পত্রে * সাধারণ কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য দেওয়া গেল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির নূতন সনন্দ লাভ হয়। উহাতে এতদ্দেশীয় শ্রমজীবিগণের সহিত বিলাতের কল কারখানা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে তিন হাজার টনের অধিক মাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বা অন্যান্য বণিকগণ ভারতবর্ষে বিক্রয় করিতে পারিত না উহা উঠিয়া যায়। সেই জন্যই বোধ হয়, যাহাতে শ্রমজীবিগণ চাষাদি কর্ম্মে মনোযোগ দেয় ও জমিদারেরা তাহা করায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। যে সাহ আলম লর্ড ক্লাইবকে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়াছিল সেই মহাত্মা দিল্লির সিংহাসন হইতে সিন্ধিয়াধিপতি মাধোজীর কথায় ভারতবর্ষে গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। সেই মাধোজীর স্বর্গলাভ ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হয় ও তাঁহার পোষ্যপুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া সিংহাসনারূঢ় করেন। টিপু সুলতান গোবধের পক্ষপাতী ও হিন্দুদ্বেষী ছিলেন সেইজন্যই বোধ হয় তাহার পিতৃরাজ্য তিনি হারাইয়াছিলেন। টিপু সুলতান বোনাপার্টির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল আর মাহারাট্টারা দিল্লির সম্রাটকে লইয়া পুতুলখেলা করিতেছিল। কলিকাতা সভা যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন সেই সময়ে টিপুর সহিত সন্ধি করিয়াছিল পরে উহাতে আরকটের নবাব সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস কথা তুলিলে মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড মাকর্টনি গ্রাহ্য করেন নাই। ইংরাজ রাজত্বের সময় কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। উহাতে কলিকাতা কোম্পানির রাজধানী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর সবিশেষ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে

* ক্রোড়পত্র "ছ"।

নাই। সেখানকার গবর্ণরেরাই কার্য্য করিত সমগ্র লড়াই করিবার সৈন্য সামন্ত অর্থাদি সাহায্যের জন্য কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলের নিকট বলিয়া পাঠাইত। ভারতবর্ষের তখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে উহাতেও ইংরাজ রাজত্ব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। টিপু সুলতান দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ইংরাজদ্বেষী ছিলেন তিনি ইংরাজ যুবকগণকে হিন্দুস্থানী নৃত্যবালিকা সাজাইয়া এক দল করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন জেমস স্করী তাঁহার সেই অবরুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন উক্ত ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেকালের বীভৎস ঘটনার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা উচিত। দিল্লীর সম্রাটের চক্ষুৎপাটন রোহিলা গোলাম কাদির করে এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার নাক কান হাত পা কাটিয়া লোহার পিঞ্জরায় পুরিয়া সম্রাটের নিকট সিন্ধিয়াধিপতি প্রেরণ করা হয়। সে পথেই মারা যায় ও তাহার নাজীরকে হাতীর পায়ের তলে ফেলিয়া মারিয়া ফেলা হয়। দিল্লীর সম্রাটের সংসার খরচ মাহীটারা যোগাইত তাঁহার নিজের শরীর রক্ষা করিবার নিজের ত কোন ক্ষমতাই ছিল না। কোন সৈন্য সামন্তই ছিল না। দেশে সর্ব্বত্র অরাজক তখন ইংরাজ কোম্পানি তাঁহাদের গবর্ণর জেনারেল ও গবর্ণরগণ দ্বারা ভারতবর্ষের একস্থানের অধিপতিকে সাহায্য করিয়া অন্যের রাজত্ব ও অর্থ দখল করিতেছিল। ইহাতে বিশেষ যে কোন কৃতীত্ব বা বাহার ছিল উহা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই সকল গবর্ণর জেনারেল ও গবর্ণরগণ তাঁহাদের কৃতিত্বের পুরস্কার বা তিরস্কার বিলাতে গিয়া লাভ করিত। যে মহাত্মা বিলাতের মন্ত্রী লর্ড নর্থকে রোহিলাগণের সহিত ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ব্যবহারের তীব্র কটাক্ষপাত ও সমালোচনা করিয়াছিলেন সেই লর্ড মর্ণিংটন ভবিষ্যতের মারকিউস অফ ওয়েলসলি সার জন শোরের পর গবর্ণর জেনারেল মনোনীত হইয়াছিলেন।

সার জন শোর লর্ড টেনমাউথ হইলেন। ইনি সেকালের অতি প্রাচীন ইংলণ্ডের নামজাদা ঘরের পুত্র। উঁহার পিতা ও মাতা যেমন খ্যাতনামা তেমনি তাঁহাদের তিন পুত্ররাও তদ্রূপ ছিলেন। দাস ব্যবসায়ের বিপক্ষে বিলাতের মহাসভায় লর্ড মর্ণিংটন বক্তৃতা করিয়া তাঁহার বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত হইয়া কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলী করিতে আসেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই ভুবন বিখ্যাত ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা ও খ্যাতি উভয়ই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর লর্ড কাউলি ভ্রাতা গবর্ণর জেনারেলের গুপ্ত সম্পাদক (Private Secretary) হইয়া আসেন। সার জন শোর কর্ম্মত্যাগ করিয়া গেলে ও যে পর্য্যন্ত মর্ণিংটন কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মগ্রহণ না করেন সে পর্য্যন্ত লেফটান্ট জেনারেল সার আলিউরেড ক্লার্ক গবর্ণর জেনারেলির কার্য্য করিয়াছিলেন। বিলাতে তখন প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ বিবাদ এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানেও সেইরূপ চলিতেছিল; কিন্তু কলিকাতাবাসির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাই কলিকাতার বিশেষত্ব বলিতে হইবে। কলিকাতা আর ইংরাজ জমিদারের জমিদারী নয় ইংলণ্ডের রাজার রাজধানী উহার চৌহদ্দী তখনকার সেখানকার সেরিফ আদালতের গৃহে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়। কলিকাতার মিউনিসিপালিটির সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত :—

সদর রাস্তা, ওয়াটসনেরডক্ খিদিরপুর, আলিপুরে পোল ও রসাপাগলা দক্ষিণ টালির নালা, পশ্চিম গঙ্গানদী, উত্তর বাগবাজারের নালা (মাহীটা খাত) দমদমা ও চিৎপুরের পোল কর্ণেল রবার্টসনের বাগান জ্যাকপুর ও পাউডার মিলের বাজার এবং পূর্ব্ব বিজ্জিতালা, গোরস্থান, ধর্ম্মতলা জানবাজারের মধ্যে গোপীবাবুর বাজার, * বেলেঘাটার রাজা রামলোচনের বাজার, † বৈঠকখানার রাস্তা ও হালসীবাগান।

* গোপীমোহন ঠাকুরের তালতলায় বাজার। † বেলেঘাটায় আন্দুলের রাজা রামলোচনের বাজার।

জোসেফ ব্যারাটো সেকালের একজন নামজাদা পর্তুগীজ সওদাগর ও ব্যাঙ্কার ছিলেন, তিনি হেষ্টিংসের সুখসাগরের বাগানে চিনির কারখানা ও রস মদ চোলাই করিতেন। তাঁহার সহিত পর্তুগীজ ভাইসরয় ব্যারাটো ফ্রান্সিস ও আন্টনি পরিবারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ২৫নং ম্যাঙ্গো লেনে ব্যারাটোর ব্যাঙ্ক ছিল। তিনি ১২ই মার্চ ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মুর্গীহাটায় রোমান কাথলিক গির্জ্জার ভিত পত্তন করেন ও ২৭এ নবেম্বর ১৭৯৯ খৃঃ ভারজিন মেরী রোজারিও বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমান কাথলিকগণের সমাধি স্থান ৩০৭ অপার সারকিউলার রোডে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে করিয়াছিলেন। তাঁহারই সুখসাগরে হাতিশালা ও মুরগীর লড়াই দেখিতে কলিকাতা হইতে লোক যাইত। সেই সুখসাগরের রাস্তার দুইধারে নিমগাছের সার দেওয়া ছিল কলিকাতার গোপিমোহন ঠাকুরের সহিত ব্যারাটোর বন্ধুত্ব ছিল। পরস্পর নাচগান কুস্তিতে আমোদ প্রমোদ আহার বিহার একত্র করিতেন। পাদরীরা কলিকাতায় তাহাদের বসবাস করিতে না পারিয়া শ্রীরামপুরাদি স্থানে থাকে। পাদরী বর্ত্তমান কেরী টেনাণ্ট প্রভৃতির নাম বিখ্যাত হয়। টেনাণ্টের পুস্তকে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মিঃ জন ব্রিষ্টোকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক বার্ষিক দুই লক্ষ পাউণ্ড আয় ছিল বলিয়াছেন আর ঐ সূত্রে রামদাস ও নবকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতায় তখন তেরজন মোগল ব্যবসাদারদের কুঠী ছিল।

মুসলমান জাতির মধ্যেও জাতি বিভাগ যেন ছিল বলিয়া শোনা যায়। সৈয়দ ব্রাহ্মণ, পাঠান ক্ষত্রিয়, মোগল বৈশ্য ও শেখ শূদ্র বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষে পাঠান ও মোগল রাজত্ব যথাক্রমে শেষ হইয়া ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হয়। গুরু নানককে সুলতান ইব্রাহিম লোদি কারারুদ্ধ করেন ও বাবর তাঁহাকে মুক্ত করেন। নানকের আশীর্ব্বাদেই বাবরের রাজত্ব ভারতবর্ষে হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে এবং নানকের শিষ্যগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করায় উহার শেষ ও রঞ্জিৎ সিংহের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সত্য মিথ্যা যাহাই থাকুক না কেন কিন্তু ইহা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, কি মুসলমান, কি ইংরাজ রাজত্ব ভারতবর্ষে ধর্ম্মের জন্য স্থাপিত হয় নাই কেবল বিলাস বিভব অর্থাপবায় বা উহা শোষণ করিবার জন্য হইয়াছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুরু নানক কারারুদ্ধ হইয়া কারাগৃহে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিয়াছিল। তিনি মূর্খ নিগৃহীত বন্দিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া জীবনের সুখ-সম্ভোগ ও শান্তির নূতন পথ দেখাইয়া ছিলেন। আর খৃষ্টান পাদরীরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শ্রীরামপুরে তাহাদের খৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ গ্রন্থ ও ছাপাখানা করিবার চেষ্টা করিলেন। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ ও ব্যবধান। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ 'মেরেচো বেশ করেচো হরি বোলে নেচে যাও' বলিয়া প্রেমরসে জগাই মাধাইকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন আর নবকৃষ্ণ গির্জ্জা ও জয়নারায়ণ ঘোষাল * কাশীতে পাদরার হাতে বিলাতী বিদ্যালয় করিয়া দেশের ও দশের ধর্ম্মোন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহারাই ইংরাজ রাজত্বের রাজা মহারাজা গৌরবে মহিমান্বিত। সেই সকল যাত্রার দলের রাজা মহারাজার সৃষ্টি কলিকাতায় কোম্পানির মহারথীগণ করিয়া কলির অভিনয়ের মঞ্চ করিয়া যান। সেই অভিনয় দেখিতে ও করিতে বিলাত হইতে সেখানকার আভিজাত্য গৌরবশীল মহাত্মারা আসিতেন ও যাইতেন, তাঁহারা সকলেই যেমন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের উপদেশ মতে কার্য্য করিতেন। এদেশের পুরাতন কর্ম্মচারীরাই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সভার ডাইরেক্টার পদ গ্রহণ করিত ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মচক্ষে রাজ্যলাভ ও রাজত্ব করা যেন লক্ষ্য করেন নাই। ইহার

* ২৪এ এপ্রেল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের কাগজে প্রকাশ যে, উহার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল

উল্লেখ যেন সার জন শোর নবকৃষ্ণের গির্জ্জার জমি দান সম্বন্ধে করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। "The Company contributed but little: no great proof they think the morals of their servants connected with religion." সার জন শোরের মহত্ত্ব যেন ইহার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত—সত্য সত্যই ইহার জন্যই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মূল সত্য সার আইজাক নিউটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে শত সহস্র লোকে বৃক্ষ হইতে ফলের পতন দেখিয়াছিল। সে সময়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ কেহই খৃষ্টান জাতির অভ্যুদয়ের জন্য ভারতবর্ষে রাজত্ব ও দেশাধিকার করিবার অনুমতি দান করেন নাই; মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা ও অর্থ লাভ বিলাস ও বিভব এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও ক্ষমতা অর্জ্জন করা। সেইজন্যই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং আইন হইয়াছিল কিন্তু ফল বিপরীত হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙ্গালায় জমিদারি নিলাম হ্রাস হয় নাই বরং বাড়িয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দুই ক্রোর সাতাশি লক্ষ টাকার খাজনা বাকীর জন্য জমিদারি নিলাম করা হয় তখনকার বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার এক দশমাংশ খাজনার জমিদারী বাকী খাজনার দরুণ নিলাম হইয়াছিল। পুরাতন জমিদারগণের জমি জায়গা সম্পত্তি প্রায়ই গিয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নয় দশ বৎসর পরে সার হেনরি ষ্ট্রাচি যে প্রশ্ন কলেক্টারগণের নিকট পাঠাইয়া উত্তর পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে মেদিনীপুরের কলেক্টারের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"All the Zemindars with whom I have ever had any communication, in this and in other districts, have but one sentiment respecting the rules at present in force for the collection of the public revenue. They all say, that such a harsh and oppressive system was never before resorted to in this country;—that the custom of imprisoning landholders for arrears of revenue, was, in comparison, mild and indulgent to them;—that though it was, no doubt, the intention of Government to confer an important benefit on them by abolishing this custom, it has been found, by melancholy experience, that the system of sales and attachments, which has been substituted for it, has in the course of a very few years, reduced most of the great Zemindars in Bengal to distress and beggary, and produced a greater change in the landed property of Bengal than has perhaps ever happened, in the same space of time, in any age or country, by the mere effect of internal regulations." *

জমিদারগণের বাকীখাজনা গবর্ণমেন্ট নিলাম করিয়া আদায় করিতে পারিত কিন্তু জমিদারেরা তাহাদের পাওনা প্রজার নিকট হইতে সেরূপ কোন সহজ উপায়ে আদায় করিতে পারিত না উহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। উহাতেই সাতপুরুষের জমিদার পথের ভিখারী হইয়াছিল আর কোম্পানির উমেদারেরা জমিদার হইয়াছিল। অতি অল্প মূল্যে তখন জমিদারী বিক্রি হইত। বর্দ্ধমান আদালতে বাকী খাজনার ত্রিশহাজার মামলা হইয়াছিল। প্রজারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উপকৃত হয় নাই তাহারা বাকী খাজনার

* The Calcutta Journal, Vol. IV, d/- 15th July 1819, p. 202.

রায়তগণ ও নূতন জমিদারের অত্যাচারে জমি জায়গা ত্যাগ করিয়া পালাইয়াছিল বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণাম শুভ হয় নাই, সেজন্য কি লর্ড কর্ণওয়ালিস, কি স্যার জন শোর কাহারও সুখ্যাতি করিবার কিছুই নাই। সংসারে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, তখন জমিদারী বন্দোবস্ত যে কেমন করিয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে ইহা কি প্রহেলিকাময় নয়?

বাঙ্গালার পৈত্রিক স্বত্ব:—যাহাই হউক, হিন্দু মুসলমান মধ্যে যে প্রতিযোগিতা বহু-বর্ষব্যাপী ছিল, উহার মধ্যে কারণ ছিল, কিন্তু ইউরোপের জাতি মধ্যে সেরূপ কিছুই নাই সেজন্য তাহাদের বিদেশী বণিকাখ্যা হয় ও রাজত্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে চৈতন্যোদয় হয় নাই, উহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যের কথা অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছিল—উহাই ইংরাজ রাজত্বের মূল কারণ ও ঘোর কলির কথা, উহারই সূত্রপাত কলিকাতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হয়। কলিকাতায় ব্যবসা শেষ হইয়া সেই সময় হইতে যথার্থ রাজত্বারম্ভ ও করাদি আদায়ের ব্যবস্থা হইল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মিশ্রজাতির অভ্যুদয় ও উন্নতি হইয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়। পরাধীন বাঙ্গালী জাতি সেরূপ নয় বলিয়াই কেবল আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিবার জন্য জাতি ধর্ম লইয়া সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিদেশী কোম্পানির দাসত্ব করিবে, তথাপি স্বজাতির ও স্বদেশের সেবা করিয়া একত্র হইতে পারে নাই; ইহাই বিধাতার মহাশাপ। উহার জন্য মেকলে তিরস্কার করিয়াছেন ও অধ্যাপক মোক্ষমূলার সাহেব কিরূপ তীব্র কটাক্ষপাত দ্বারা বলেন ইংরাজ জাতি ভারতাধিকারের দ্বারা যেন পৈত্রিক স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন।

"It would have been next to impossible to discover any traces of relationship between the swarthy natives of India and their conquerors whether Alexander or Clive, but for the testimony borne by language. * * * * * * What authority would have been strong enough to persuade the Grecian army, that their gods and their ancestors were the same as those of king Porus or to convince the English soldier that the same blood was runing in his veins and in the veins of the dark Bengalees?"

রাজপুত:—মহাভারতের রাজারা আর্য্য হিন্দু ও বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ আছে যে 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ী, কেউ খায়না কারো বাড়ী' অর্থাৎ ভারতবর্ষে বারজন রাজপুত একত্র সদ্ভাবে থাকিতে পারে নাই, সকলেই পৃথক পৃথক হইয়া থাকিত ও রাজত্ব করিত; উহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। রাজপুত শব্দ রাজ পুত্রের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যাহাই হউক, রাজপুতানায় জলাভাব বিখ্যাত, সেখানে কেমন করিয়া রাজপুত্রের নিবাস হইতে পারে ইহা কি জিজ্ঞাসার বিষয় নয়? বাঙ্গালা দেশের আর একটি চলিত কথা আছে যে, "বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, জমি করবে যার মা বাপ আছে" অর্থাৎ গ্রামের মধ্যেই বাস করা ভাল আর চাষাদি কার্য্য জলাশয় ও লোকালয়ের কাছেই ভাল হয়, কারণ চাষিরা জলের সময় আল দিয়া জল বাঁধিয়া রাখিতে পারে গ্রামের লোকেরা আবাদের শস্য খরিদ করিতে ও রক্ষা করিতে পারে গ্রামের জলাশয়ের জলে ফসল ও আবর্জ্জনায় জমি উর্ব্বর হয়। বাঙ্গালা দেশে রাজপুত জাতি আছে। বিখ্যাত কর্ণেল টডসাহেব রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতেই রাজপুতেরা আপনাদের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহার সঙ্গে কিম্বদন্তীর অনৈক্য আছে, তিনি ইহাও উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন। জৈন ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর্ম্মবিবাদ উপস্থিত হইলে অগ্নিকুমারগণের উৎপত্তি হয়। মহামুণি ব্যাস অগ্নিকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি এবং দ্রৌপদী কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম ও কুরুকুল ধ্বংস করাইয়া ছিলেন, কিন্তু সেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি আবু শিখরে অগ্নি হইতে কিরূপে হয়? সেই অগ্নিকুলের চারি মূল শাখা, প্রমরা, পুরীহর, চালুক বা শোলাঙ্কি ও চোহান। তন্মধ্যে প্রমারেরা প্রাচীন ও হৈহয় রাজগণ প্রাচীন মাহেশ্বর নগরে ছিল কিন্তু পরে তাঁহারা ধারা ও মান্দু নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। উজ্জয়িনী বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের লীলা ভূমি। রামভোজ রাজারা সেই প্রমার বংশের মুখোজ্জলকারী, বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের গল্প বাঙ্গালা ও বেহার দেশে প্রসিদ্ধ। ইহাতেই বোধ হয় তিনি বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন বা তাঁহার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পুরীহর রাজপুতেরা করদান দ্বারা প্রমার নৃপতিগণের অধীনত্ব স্বীকার করেন। প্রমারেরাই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শোলাঙ্কি ও চোহান বংশ শৌর্য্য বীর্য্যে শেষে শ্রেষ্ঠ হন। জৈনদিগকে হিন্দু কবি ও ঐতিহাসিকগণ স্থানভেদে রাক্ষস, দৈত্য ও তক্ষক বলিয়া অভিহিত করিত। আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মের বৈদিক উপাসনা বিধির সহিত সেই রাজপুত জাতির পূজাদিরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। গৃহে অতিথির অভ্যর্থনা সর্ব্বাগ্রে 'মাম্মার পেয়ালা' অর্থাৎ সুরাপাত্র দিয়া করা হয়। বীভৎস হরগৌরী মূর্ত্তি—সর্ব্বাঙ্গে ভুজঙ্গ ভূষণ, করে শোণিত রঞ্জিত নরমুণ্ড, উরুদেশে উপবিষ্টা পার্ব্বতী উপাস্যদেবতা, তাঁহাকে উপাসকেরা পূজা করিয়া পানোন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করেন। মহাভারতাদিতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজাগণের এইরূপ পূজা পদ্ধতির উল্লেখ নাই। উপাস্যদেবতাকে সুরা ও মাংসশোণিত বলিদান রাজপুতগণের মধ্যে প্রচলিত। অনেকেই রাজপুতগণের সহিত জর্ম্মণ, স্কন্দনভীয় ও জিৎগণের উপাসনা আচার ব্যবহারের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই কি, রাজপুতজাতি যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে নাগপুর আবু আদি স্থানে গিয়া বসবাস এবং পরে তাহারাই মধ্য এসিয়া ও সুদূর ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করে বলিয়া বোধ হয় না? মহাভারতে জন্মেজয়ের সর্পসত্রে তক্ষকের রক্ষা আস্তিকই করেন, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ রক্তা ছিল ও অর্জ্জুন উলূপী নাম্নী নাগকন্যার পাণিপীড়ন করেন। আরও মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আগমন করেন, তখন হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকট কাবুল নদীতীরে পার্ব্বত্য তক্ষকেরা বাস করিত এবং মহাবীর তক্ষশীল আলেকজাণ্ডারের সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিল। সেই সেনাপতির নামানুসারে প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যালয় তক্ষশীলা প্রসিদ্ধ। রাজা জন্মেজয় সেই তক্ষশীলা অধিকার করিয়াছিলেন। মহাভারতের আস্তিক পর্ব্ব আধুনিক স্থির হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চীন ইতিহাসবেত্তারা তক্ষককে তুক্যাক বলিয়া ষ্ট্রাবো তকরী ও আবুলগাজী তুর্ক নাম দিয়াছেন। সেই তক্ষক বা তুর্কজাতি হইতে তৈমুর, আত্তিলা, চেঙ্গিস খাঁ, বাবর প্রভৃতির উৎপত্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন নাগাদি জাতি ও বিদেশী মুসলমান জাতি প্রভৃতির হৃদয়ে ব্যবসা হেতু প্রাচীন আর্য্যনিবাস ভারতভূমি অধিকারাকাঙ্ক্ষা হয় নাই। তক্ষকবংশীয় মোরিয়া এক সময়ে চিতোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গিহেলোট বংশের বাপ্পারাও সেই সিংহাসন উদ্ধার ও মধ্য এসিয়া অধিকার করেন। তিনিই উদীয়মান রাজপুত জাতির সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন, কবি চাঁদভট্ট তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বহু মুসলমানাধিপতির কন্যাও বিবাহ করেন ও তাঁহার সন্তানেরা সেশৌসেরা পাঠান আমি বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পারস্যরাজে রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে মুসলমানেরা সিন্ধু নদাতিক্রম করিয়া ভারত

সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভা।
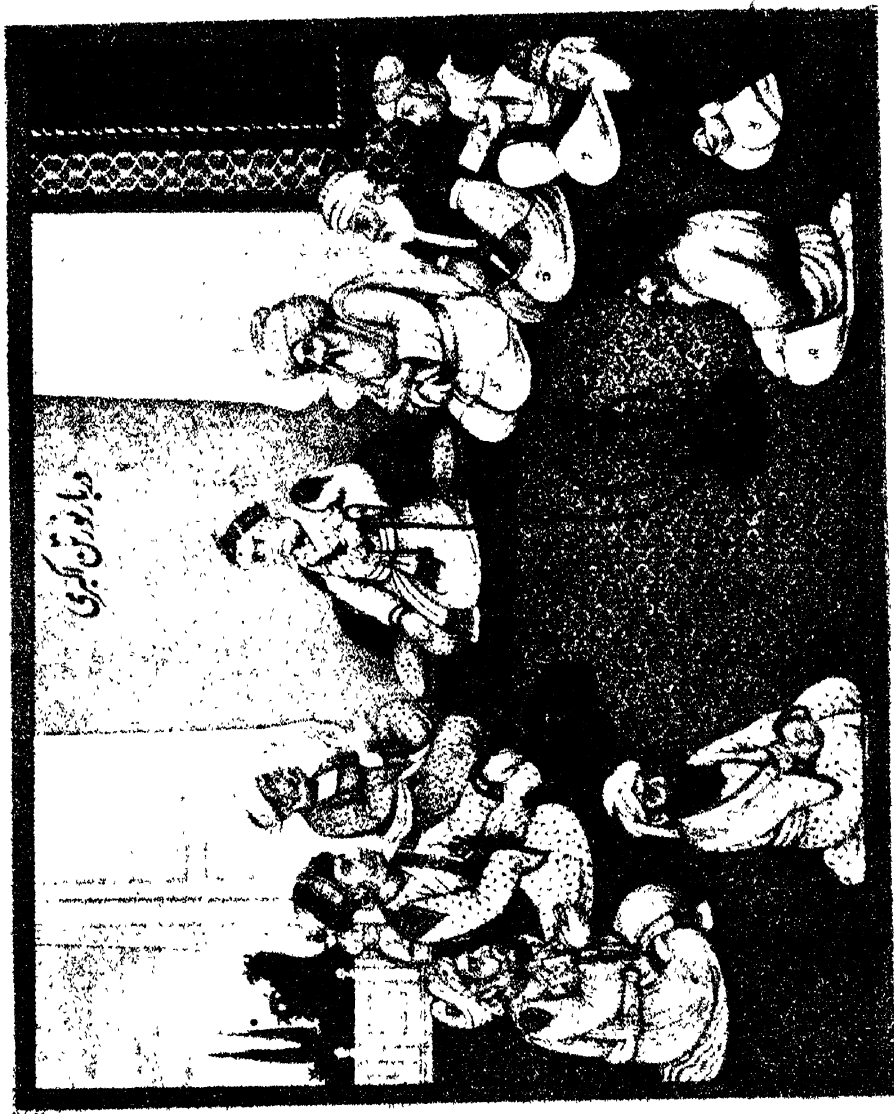
আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন ও খলিফা ওয়ালীদের সেনাপতি মহম্মদ বীন কাশিমকে পরাজিত করেন। দাহিররাজ বীন কাশিমের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার দুই পরমা সুন্দরী কন্যা খলিফা ওয়ালীদের নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহাদের সতীত্ব নাশে উদ্যত হইলে জ্যেষ্ঠা কুমারী মিথ্যা করিয়া পিতৃ-বধের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাদের সতীত্ব বীন কাশিম নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বলে। উহাতেই বীন কাশিম নিগৃহীত হন। মহারাজ বাপ্পারাও চিতোর ত্যাগ করিয়া ইরাণ রাজ্যে গমন করিলে খলিফা আব্বাসের প্রতিনিধি আলমনসুর তখন সিন্ধুদেশ ও ভারতের কিঞ্চিৎ পশ্চিম দেশের শাসনপদে প্রতিষ্ঠিত হন। মহাবীর বাপ্পারাও যেরূপ বীরত্ব ও বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেরূপ কোন রাজপুত করিতে পারে নাই। সেলিমের রূপবতী কন্যাই বাপ্পার সর্ব্বনাশ করিল। যবনীর প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তখনই তিনি হিন্দু সূর্য্যোপাধি ত্যাগ করিয়া 'মৌসিরা পাঠান' বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন। গিহ্লোট কুল চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত, বাপ্পাই অধিকাংশ শাখার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইসবগুল নামক সৌরাষ্ট্ররাজার কন্যার পাণি পীড়ন ও সেইখানের বাপমাতা দেবীমূর্ত্তি চিতোরে আনয়ন করেন। সেই দেবীর মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন ও আজ পর্য্যন্ত গিহ্লোটেরা তাঁহার উপাসনা করেন। রাজপুত জাতি হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে ভেদাভেদ দূর করিয়া রাজত্ব করেন ও পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ইহা ইতিহাসে ও প্রবাদে আছে কিন্তু শূকর মাংস ভক্ষণ করা প্রথা তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় সেই সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ভারতবাসির প্রতি ইংরাজদিগের মৌখিক আত্মীয়তা আছে আন্তরিক কিছুই ছিল না। সার জন শোরের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হয় উহা 'বাঁদরকে কলা দেখান' বলিলেই চলে। যত বেশী প্রণয় হয় তত বেশী ভোগ ভুগিতে হয়। জমিদারের স্বত্ব জমিতে কখনই ছিল না, রাজা উহা রক্ষা করে সুতরাং রাজাই উহার মালিক। সেই মালিকানা স্বত্ব জমিদারকে দিয়া সে যাহাতে তখন আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া খাজনা দেয় উহারই ব্যবস্থা ছিল। জমিদারেরা নিজের কাজ না করিয়া পরের কাজ করিত। নিজের পরিশ্রম দ্বারা নিজের উন্নতি কিসে হয় সে চিন্তা তাহাদের ছিল না। তাহারা জমিদারীকে কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য জ্ঞান করিয়া বিলাসে মগ্ন ছিল। ইংরাজ কোম্পানি কেবলমাত্র কলিকাতার জমিদারী ছাড়িয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমস্ত বাঙ্গালা বেহারের জমিদারী আরম্ভ করে। তখন বাঙ্গলাদির প্রজারা বসিয়া না থাকিয়া বেগার খাটিয়া দুই মুঠা অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, উহাতেই চলিত কথার উৎপত্তি—"বসে না থেকে, বেগারে যাই, বেগারে গেলে খেতে পাই।" আর জমিদারগণকে কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারিরা যেন এই ভাবে বুঝাইয়া দিল:—কি করিব, তোমাদের জমিদারী যে বিকাইবে সে ত আর নূতন কথা নয়, বসে খেলে যে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায় ইহা কি জান না 'বসে খেলে কুলায় না, করে খেলে ফুরায় না'। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্ত বাবুরা সকলেই জমিদারী করিয়া সম্পত্তিপন্ন হইতেছে আর তোমরা পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইতেছ নিজের দোষে? তোমাদের পুরুষানুক্রমে খাইবার সংস্থান করিবার জন্যই ত কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু তোমরা আপনার দোষে সমস্ত নষ্ট করিলে। এইরূপ কথাই তখন নিগৃহীত জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া শুনিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানির, জমিদার বা প্রজার প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ সুবিধা বা লাভ হয় নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নপাড়া প্রভৃতি তালুকের বিনিময়ে নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী দিয়াছিল, উহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিনা নবকৃষ্ণের জীবন চরিতকার সবিশেষ উল্লেখ করেন

নাই। সেই বিনিময়ের সময়ে বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতার পুরাতন অধিবাসি কর্ম্মচারিরা কোম্পানির নিকট উহার বিপক্ষে আপত্তি করিয়াছিল। নবকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ করিলে সহরের নূতন ও পুরাতন অধিবাসিগণের মানের লাঘব ও তাহাদের উপর অত্যাচার হইবে ইত্যাদি কথাও আপত্তির মধ্যে ছিল। সেই সুতানুটির সীমা উত্তরে বাগবাজারের খাল, দক্ষিণে রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে অপার সারকিউলার রোড ও পশ্চিমে ভাগিরথী নদী।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে হইতে কেবল কলিকাতা টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে হুকুম জারি হয়। কোন কিছু খবরের কাগজে বাহির হইবার অগ্রে উহা কোম্পানির সেক্রেটারির অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে এইরূপ আদেশ করা হয়। পাড়াগাঁয়ের কোন জায়গায় পুষ্করিণী বা ইটের পাঁজা পোড়াইতে হইলে জমিদারকে দরখাস্ত করিয়া কলেক্টারের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইত। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল্য কি সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। পরে জমিদারেরা ঐরূপ উপায়ে খাজনা কম করিয়া লইবার পথাবিষ্কার করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট আইন করিয়া বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্থানে কোম্পানি সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন অনুমতি দান করেন। সেই সকল কার্য্য যদি কোম্পানিকে নিজের অর্থে করিতে হইত তাহা হইলে কিছুই হইত না কিন্তু ভগবান যেন সেই সকল সুযোগ একের পর এক যোগাইয়া দিতেছিলেন। সুচতুর ইংরাজ কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারিরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ঐশ্বর্য্য বিলাস ব্যবসা ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছিল। সেই রাজস্বের সৌভাগ্যোদয় কলিকাতার সভার চক্রান্তে হইয়াছিল ও হইতেছিল। বাঙ্গালার ফৌজই সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিয়া জয়লাভ করিতেছিল। সেকালে ভারতবর্ষের রাজা, মহারাজা, সম্রাট, নবাব, উজীর প্রভৃতিরা মনে করিত যে ইংরাজ কোম্পানির সাহায্যেই তাহাদের মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাই ইংরাজের সাম্রাজ্য লাভের মূল মন্ত্র। সেইজন্যই কোম্পানি ইংরাজ সৈন্য রাখিবার ও করিবার যাবতীয় ক্ষমতা প্রার্থনা করেন ও ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা প্রদত্ত হয়। উহাই সার জন শোরের প্রধান কীর্ত্তি বলিলে বলা যায়। তিনি দেশী ও বিলাতি সৈন্য এক করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু আপত্তি হওয়ায় উহা হয় নাই। তিনি সৈনিক বীর না হইলেও সৈন্যদ্বারা রাজ্য রক্ষা করিবার বিধি ব্যবস্থা উপেক্ষা করেন নাই বরং উহার ভিত পত্তন করিয়া যান। তাঁহারই আমলে খৃষ্টান মিশনারি মহাপ্রভুরা এদেশে আগমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ভিত পত্তন করেন কিন্তু সেকালের বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা ও এখানকার উচ্চ কর্ম্মচারিরা রাজ্য লাভ ও উহা রক্ষা করা তখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারাপেক্ষা প্রধান কার্য্য মনে করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের আড্ডা কলিকাতায় না হইয়া শ্রীরামপুরে হইয়াছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির বাড়ী ঘরাদির অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লর্ড মর্ণিংটন, মারকুইস অফ্ ওয়েলেসলি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্লাইবের সময় দেওয়ানি লাভ করে কিন্তু উহার কার্য্যারম্ভ হেষ্টিংসের আমলে 'তোর শিল তোর নোড়া ভাঙবো তোর দাঁতের গোড়া' এই নীতিতে হয়। তৎপরে হেষ্টিংসই কোম্পানি ও বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের দুই কর্ত্তাদের মন রাখিয়া বিলাতী আইনের মারপেঁচে ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাত করিতে যান। অবশেষে গবর্ণর জেনারেলগণ ধৈর্য্য, বীর্য্য, কূট রাষ্ট্রনীতি, অধ্যবসায় ও কৌশলে ব্রিটিশ জাতির রাজত্ব জমিদারী বন্দোবস্তে স্বীকার করাইয়া ও দিল্লির সম্রাটের করাদি রহিত করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমকে বৃত্তিভোগী করেন। **পরকে স্বত্ব দান না করিলে নিজের স্বত্ব স্থায়ী হইতে পারে না** এই নীতিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল। জমিদারগণ উহাতেই প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে গোলামীতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থে জমি জায়গার উৎকর্ষ সাধন ও কোম্পানির আয় নিষ্কণ্টক করিবার পথ নিরূপণ করেন।

বাঙ্গালাদেশে ব্রিটিশ জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও অভ্যুদয়ের যে পথ পরিষ্কার হইয়াছিল একথা বলিতে হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যেন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সকল জাতি বিব্রত, আমেরিকা, ইউরোপ, এসিয়া সর্ব্বত্রই যুদ্ধ বিগ্রহে স্বার্থঘটিত চতুরতা, বীরত্বে ও সন্ধি বিগ্রহে তোলপাড় করিতে ছিল। সেই সন্ধিক্ষণে ভারতে ইংরাজ জাতির কানাই বলাই ভাগ্য পরীক্ষা করিতে শুভাগমন করেন ও সেইখানে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির শিক্ষা দীক্ষার হাতেখড়ি হয়। ওয়েলেসলি ভ্রাতারা যেসে লোক ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেনারেল মারকুইস পদবী লাভ করেন ও কনিষ্ঠ বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করিয়া ব্রিটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়া মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হন, উভয়েই যেমন বীর তেমনি রাষ্ট্রনীতি বিশারদ ছিলেন। সে সময় তাঁহারা যেন এক নূতন যুগারম্ভ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা পরম সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি, ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় ও গৌরবের প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তাঁহাদের জন্ম। ইউরোপে নেপোলিয়ানের জুজুর ভয় ও ভারতে টিপু, বর্গী ও মাহ্রাটার ভয় দূর করিবার জন্য যেন ভগবান তাঁহাদের অলৌকিক শৌর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি ও কৌশলে ভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার লাট সাহেবের বর্ত্তমান প্রাসাদ তাঁহারই সময় প্রস্তুত হয় ও তথায় প্রথম প্রবেশ শ্রীরঙ্গ পত্তনের বিজয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছিল। ৪ঠা মে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ সেই স্মরণীয় দিন যে দিন হইতে কলিকাতার লাট প্রাসাদে তদানীন্তন যাবতীয় গণ্যমান্য বরেণ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী একত্রে মিলিত হইয়া বিলাতি ধরণের নাচগান মজলিস উৎসব উপভোগ করিতে আরম্ভ করে। দুই ভ্রাতার কীর্ত্তি কলাপে কলিকাতায় বিজয়োৎসবের সময় বিলাতি রণবাদ্যের সহিত তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচগান ভোজাদিতে সহর তোলপাড় হয়। তখনই পৃথিবীর যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিজয়োৎসবের সঙ্গে যেন কলিকাতায় ব্রিটিশ আনন্দোৎসবের সূত্রপাত হয়। সার আর্থার ওয়েলেসলি ইউরোপে ফরাসিজাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নেপোলিয়ানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দমন করিয়া যেন "ডিউক্ অফ ওয়েলিংটন" নামে পরিচিত তেমনি তিনিও দক্ষিণাপথে আসাই, আরাগাই প্রভৃতি মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 'নাইট' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতে ফরাসি জাতির যে কিছু শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা সমস্তই তিরোহিত হয়। তিনি সিন্ধিয়ার ফরাসি সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া দিল্লির অকর্ম্মণ্য সম্রাট শাহ আলমকে উদ্ধার, টিপুর সংহার ও তাহার বংশধরগণকে কলিকাতায় অধিবাসী ও বৃত্তিভোগী করেন। তাঁহার মহীশূর রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ প্রাচীন হিন্দু রাজাকে দান করেন ও একাংশ নিজামকে দিয়া অপরাংশ ইংরাজ গবর্ণর জেনারেল ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষার জন্ম হস্তগত করিয়াছিলেন। মার্হাটা শক্তি সমূলে বিনষ্ট হইল, পেশওয়া প্রভৃতিকে শান্তিরক্ষার জন্য কোম্পানির সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে হইল। পাঞ্জাবের অসন্তুষ্ট সর্দ্দারগণ রণকেশরী রঞ্জিৎসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার অনুরোধ উপরোধ করিলেও, গবর্ণর জেনেরাল মূর্খ ছিলেন না, উহা তাঁহাকে উত্তেজিত করে নাই। মারকুইস অফ্ ওয়েলেসলির সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ভারতাধিকার করিবে এই আশঙ্কায় ইংরাজ জাতি সশঙ্কিত হন। মাহাট্টা ও টিপু সুলতান প্রভৃতি সেই মহাবীরের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবে এই চিন্তায় ইংরাজ জাতি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে। ওয়েলেসলি ভ্রাতারা সেই ভয় দূর করিয়া বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি কি ইউরোপে কি ভারতবর্ষে দৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ জাতির ব্যবসাদার নাম ত্যাগ করাইয়া রাজত্বের কীর্ত্তিধ্বজা জগতে ঘোষণা করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য কটক, পুরী ও বালেশ্বর দখল করিয়া দেওয়ানির স্বত্ব সাব্যস্ত করে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের দেওয়ানি উড়িষ্যা সম্বন্ধে নামে মাত্র ছিল, ওয়েলেসলি মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। ইহাই তাঁহার গৌরব ও পৌরুষ বলিতে হইবে। ওয়েলেসলি এদেশে যেমন টিপু ও মার্হাটা শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন তেমনি ইউরোপে তাঁহার ভ্রাতা ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করিয়া উভয়ে উভয় দেশের জুজুর ভয়ের শেষ করিয়া পুত্র কন্যাকে ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার গানে স্থানলাভ করিয়াছিল। ওয়েলেসলি হায়দাবাদের নিজামকে রাজত্ব দিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের পরম বন্ধু করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তখনও বীর ছিল যাঁহাদের নিকট ইংরাজ রণবীর ওয়েলেসলি ভারতের রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব শিক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব গৌরবার্জ্জন করেন। উহাতেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ানকে পরাজয় করিতে পারিয়াছিলেন। কোন জাতির অভ্যুদয় বা পতনের সময় বীর ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরতপুরের দুর্গাধিকার করিতে ইংরাজ সেনাপতি লেক প্রমুখ সকলেই পরাজিত হন। সাত বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ কৌশলাদি করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার শূন্য হইয়াছিল। রাজপুত বীর যশোবন্ত রাওএর নাম ও তাঁহার বাণী যথা :—"আমার রাজত্ব আমার ঘোড়ার জিনের উপর" উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের রণকেশরী রঞ্জিৎসিং তাঁহার বীরত্বে শিখজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলি তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের পুনরভ্যুদয় করিবার পাত্র ছিলেন না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারেন কিন্তু সেকালের যুদ্ধ বিগ্রহে বিলাতের ডিরেক্টারগণ বৃদ্ধি হারে সুদ ও বাটা দিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহারা অগত্যা বিরক্ত হইয়া যুদ্ধাদির জন্য ওয়েলেসলির কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারেন নাই সেইজন্যই ওয়েলেসলির রাজত্বকাল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী হয় নাই ;—১০ই মে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০এ জুলাই ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়া যায়।

বিলাতি বিলাস :—বিলাতের যে কেড্‌লষ্টন হলের নকসানুসারে কলিকাতায় লাট সাহেবের বাড়ী হইয়াছিল উহার জমি খরিদ করিতে আশি হাজার, বাটী করিতে তের লক্ষ এবং আসবাবাদি দ্বারা সাজাইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সেই সময় বিলাতি বিলাস বিভবের যে সুত্রপাত হয় তাহা নহে তবে

পূর্ণমাত্রায় পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ আছে। তখন লোকে খড়ের উপর কার্পেটে বসিয়া সকাল বেলায় তিন চার ঘণ্টা ঘোড়দৌড় দেখিত। বর্ত্তমানে যেখানে এসিয়াটিক সোসাইটি আছে সেইখানে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে শিবেলিয়ার ভিলিটাং ঘোড়া চড়িবার স্কুল খুলিয়াছিল ও ধর্ম্মতলায় যেখানে কুক কোম্পানির আড়গোড়া আছে সেইখানে ঘোড়ার আস্তাবল হইয়াছিল। তাঁহারই আমলে কলিকাতায় নূতন পাকা রাস্তা, উগ্রতে জল দিবার ব্যবস্থা, ড্রেনাদি প্রস্তুত এবং জোয়ারে বাড়িয়া গঙ্গার জলে যাহাতে সহর ভাসিয়া না যায় উহার যথারীতি ব্যবস্থা ও উন্নতি হয়।

মিউনিসিপালিটি :—তাঁহারই আমলে কলিকাতায় মিউনিসিপালিটির কার্য্য ইংরাজি ধরণের বৈজ্ঞানিক মতে সর্ব্ব প্রথম আরম্ভ হয়। এদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে ডাক্তার বৌটন হ্যামিলটন প্রমুখ মহাপুরুষেরা ইংরাজ জাতির ব্যবসা ও রাজত্বের সুবিধার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি কেহই কলিকাতার কোথায় কিরূপ ঘর বাড়ী, কসাইখানা, গোরস্থান, রাস্তা ড্রেনাদি দ্বারা সহরের উন্নতি করা উচিত সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ওয়েলেসলিই সেই সকল কার্য্যের মীমাংসা করিবার জন্য ত্রিশ জন সভ্য মনোনীত করিয়া কলিকাতায় মিউনিসিপালিটির আদি সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

ওয়েলেসলির নাম ও যশ চিরস্মরণীয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরে মৃতবৎসা দোষ নিবারণের জন্য জীবন্ত শিশুকে ভাসাইয়া দেওয়ার কুপ্রথা একদল সিপাই সৈন্য রাখিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। তিনি এই সকল হিতকর কার্য্য দ্বারা কোম্পানির উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন। সেকালে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের মাহিনার হার অল্প ছিল, তাঁহারা শিকার কার্য্যে উহা পোষাইয়া লইত। বন্য জন্তুরা যাহাতে প্রাণিহত্যা করিতে না পারে তজ্জন্য শিকারীদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত কিন্তু উহার অপব্যবহার হইতেছে দেখিয়া উহার হার অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হয়। সেকালের পণ্ডিতেরা হিন্দুর আইন প্রস্তুত করিবার জন্য বৃত্তি পাইত এবং কাহারও কাহারও বংশধরগণও উহা পাইত, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বোর্ডের কাগজে উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ওয়েলেসলি পণ্ডিতগণকে অর্থ সাহায্য দান করিতেন।

কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন। তিনি কার্য্যকালে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক সাত শত টাকা বৃত্তি পাইতেন ও পরে তিন শত টাকা পেনসন পাইতেন। তিনি নিজে ইংরাজি ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও দুই জন বাদি প্রতিবাদির ইংরাজি কথোপকথন বিচারালয়ে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির উদাহরণ দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার বাড়ীতে সস্ত্রীক সার উইলিয়ম জোন্স যাইতেন, ও তাঁহার বাড়ীতে কোম্পানির শাস্ত্রি পাহারা দিত। তাঁহার বিদ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উখড়া ও নবকৃষ্ণ হেদেপোতা তালুক দান করিয়াছিলেন। তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একশত এগার বৎসর বয়সে স্বর্গগমন করিয়াছিলেন। উঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুতে তিনি বিশেষ কাতর হইয়াছিলেন। উহা না হইলে তিনি ১২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার শ্রবণ বা দর্শন শক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি বাঙালীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যেমন আদর্শ, তেমনি পরমায়ু বিদ্যা, স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বাঙ্গালায় তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডলী বিদ্যমান ছিল ও কলিকাতায় তাঁহাদের পদার্পণ হইত। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের পুস্তকে কলিকাতার যেখানে যে অধ্যাপকের যে কয়জন ছাত্র টোলে পড়িত তাহার উল্লেখ এইরূপ আছে :—

হাতিবাগানে, ৺অনন্তকুমার বিদ্যাবাগীশের টোলে ১৫ জন ছাত্র, ৺রামকুমার তর্কালঙ্কারের ৮ জন ছাত্র,

৺রামতুষ্ট বিদ্যালঙ্কারের ৮ জন ছাত্র, রামদুলাল চূড়ামণি, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কারের টোলে ৪।৫ জন ছাত্র ছিল। বাগবাজারে, ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও রামকুমার শিরোমণির টোলে যথাক্রমে ১৫, ৬ ও ৪ জন ছাত্র ছিল। সিমলার রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, রমানাথ বাচস্পতি ও রামধন তর্কবাগীশের টোলে যথাক্রমে ৫, ৯ ও ৫ জন ছাত্র ছিল। আড়কুলির কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন ও পীতাম্বর ন্যায়ভূষণ টোলে ৫।৬ জন করিয়া ছাত্র পড়াইতেন। এতদ্ভিন্ন মলঙ্গা, ইটালি, তিরপাড়া, ঠনঠনে, হর্ত্তুকিবাগান, সভাবাজার, শিকদারবাগান, ঘোষালবাগান, টালা প্রভৃতি স্থানে দুই একটি টোলে অধ্যাপকেরা দুই পাঁচজন ছাত্র পড়াইতেন। কোম্পানি ও স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরা সেই সকল অধ্যাপকগণের সাহায্য করিত। সেকালে অধ্যাপকগণের ছাত্র সংখ্যা এত অল্প ছিল। কারণ সাধারণ বালক বালিকারা অধ্যাপকের টোলে বিদ্যাশিক্ষা করিত না তাহারা গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় বর্ণপরিচয়, শুভঙ্করী, চাণক্যের শ্লোক, গঙ্গার বন্দনা ও হাতের লেখাদি শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইত। যাত্রা ও কবির দলে পাঁচালী বা কথকতায় হিন্দুর ধর্ম্মের আদর্শ চরিত্র সকলের সাজ সরঞ্জামে হিন্দুধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বাস্বাদন করিত। ছড়ায়, গল্পে ও প্রবাদে সেকালের পুরাতন কথা শুনিত, বুড়ো ঠাকুরদাদা বা দিদিমা গল্পচ্ছলে তাহাদের সে সকল শিক্ষাদান করিত। কীর্ত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশিরাম দাসের মহাভারতের পদ্য তাহাদের কণ্ঠস্থ ছিল। আর তাহারা পরিশ্রম দ্বারা বা কপাটি খেলাধূলায় ব্যায়াম ও শরীর রক্ষা করিত। টোলে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যবসায়ী ছাত্রেরা সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্যাদি পাঠ করিত।

হেষ্টিংসের আমল হইতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবীগণের সমাজে প্রতিপত্তির সূত্রপাত হয়। ইহাতেই পাদরী মহাপ্রভুরা বিলাতি ধরণের বিদ্যালয় খুলিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে এদেশী ভাষা আদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খুলিয়াছিলেন। যে সকল খৃষ্টান ইউরোপীয় কলিকাতা-বাসিগণ বিলাস বিহার কুপ্রথায় মগ্ন হইয়া স্বজাতি আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ ও স্ব স্ব আচার ব্যবহার ভুলিয়া আপনাদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিত না, পাদরী মহাপ্রভুরা উহার কোন প্রতিকার না করিয়া, শেষে কেবল হিন্দুবালকগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ২০ মে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় লটারী দ্বারা ভাল ভাল গাড়ী ঘোড়া, আসবাব, বাড়ী বিক্রি করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ ভাগ্য পরীক্ষার পথ রহিত হওয়ায় কলিকাতা গেজেটে কোম্পানির কর্ম্মচারি-গণের বাড়ী ঘর বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সেকালের কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশ জমি জায়গা লটারী দ্বারাই লাভ করিত। তাহাদের নামে ক্যামাক ষ্ট্রীট, মিডিলটন রো প্রভৃতি রাস্তা আছে। খৃষ্টান বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয় ছিল। ঐরূপ শিক্ষালয় খিদিরপুরে বারওয়েল সাহেবের বাড়ীতে ও ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে বিচারপতি হিমেষ্টার সাহেবের বাড়ীতে ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ফ্রী স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় হাওড়ায় লেবেট সাহেবের এক শত ষাট বিঘা জমির উপর বাড়ী খরিদ করিয়া ইংরাজ সৈনিকগণের অনাথ বালক বালিকাগণের শিক্ষালয় করা হয়।

উপাসনা :—ওয়েলেসলি রবিবারে গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইতেন এবং তাঁহার মহাবীর ভ্রাতারও পাদরীদিগের ধর্ম্মোপসনা শুনিয়া চক্ষে জল আসিত। তাঁহারই সময়ে রবিবার ছুটির

দিন বাহাল হয়। কলিকাতায় তিন মাসে পঞ্চাশ খানি বাইবেল বিক্রি হয়। পাদরী মহাপ্রভুদের প্রস্তাব প্রতিপত্তি সেই সময় হইতেই বাঙ্গালায় পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হয়। তাঁহারা এদেশবাসিকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া স্বধর্ম্ম স্বাবলম্বন ও স্ববৃত্তি ভুলিয়া যাইতে হয় সেই শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অবলম্বন হইলেন ফিরিঙ্গি ছাত্রেরাও তাঁহারাই তাহাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইতেন। বাঙ্গালীরা তখন মূর্খ ছিল না তাহাদের মধ্যেও লোক ছিল তাহারা বিদ্যালয় করিয়া বাঙ্গালী বালকগণকে শিক্ষা দান করিতেন। কলিকাতায় কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামকমল সেন ইংরাজি শিখিতেন। উহাই বাঙ্গালীর প্রথম বিদ্যালয়।

আদম সোমারি:—১৮০২ খৃষ্টাব্দে আদম সোমারীতে কলিকাতায় পাঁচ লক্ষ লোক সংখ্যা ছিল। ঐ তালিকায় হিন্দুর বাড়ী ঘরের সংখ্যা ৫৬৭৬০, মুসলমানের ১৪৭০০, ইংরাজের ৪৩০০, খৃষ্টান পর্ত্তুগীজের ২৬৫০, আরমানির ৬৪০ ও চীনের ১০ খানা; সর্ব্বসমেত ৭৮৭৬০ খানা বাড়ী ছিল। ঢাকায় দুই লক্ষ, মুর্শিদাবাদে দেড় লক্ষ লোক ছিল, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে ১০০।১৫০ লোক ছিল। বর্দ্ধমানে ৫৩৯০০। চন্দননগরে ৪১৩৭৭। রাজমহলে ৩০০০০। গৌড়ে ১৮০০০। মালদহে ১৮০০০। চন্দ্রকোণায় ১৮১৪৫। নারায়ণগঞ্জে ২০০০০। পূর্ণিয়ায় ৩৩০০০। দিনাজপুরে ২৭০০০ লোক ছিল।

বারাকপুরে ৪০০০ হাজার সৈন্য থাকিত, উহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক মাসে কলিকাতায় দুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিবার জন্য বারশত সৈন্য বদলি হইয়া আসিত। শীতকালে কলিকাতায় ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দিয়া বারাকপুরে হইত। ওয়েলেসলির আমলেই বারাকপুরের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। সেখানে লাট সাহেবের বাগানে পশুশালা বাড়ী ঘর দস্তুরমত প্রস্তুত আরম্ভ হয় কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কার্য্য অনুমোদন না করায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। বারাকপুরের উন্নতিকল্পে ৩৪ লক্ষ টাকা খরচ হিসাব করিয়া লর্ড ওয়েলেসলি যে নক্সা করিয়াছিলেন, উহা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা নামঞ্জুর করায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ যেখানে আছে উহা ভাঙিয়া সেইখানে গাছ ঘর হইবার প্রস্তাব ছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আগরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ কোম্পানির রাজত্বের অধীন হইয়াছিল। লর্ড লেক সেখানকার বিখ্যাত ১৫ ফিট লম্বা সাড়ে ছিয়ানব্বই হাজার পাউণ্ড ওজনের কামান বিজয় স্মৃতিস্বরূপ কলিকাতায় জলযানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সেই অচল বিগ্রহ যমুনার গর্ভে শয়ন করায় কলিকাতায় আর আসিল না।

লক্ষ্ণৌ:—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে "লক্ষ্ণৌ" আসফউদ্দৌলার রাজধানী হয় ও তিনি উহার শোভা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার দানের কথা প্রবাদ হইয়াছে—"যিসকো নহি দেগা মৌলা; উসকো দে আসফ দ্দৌলা" অর্থাৎ ভগবান যাহাকে কিছু দেন নাই তাহাকে আসফউদ্দৌলা দিয়া থাকে। সেই আসফউদ্দৌলার আসবাবপত্র লইয়া কলিকাতার প্রাসাদ সজ্জিত করিতে বলিয়াছিলেন। ভগবান যেন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে অযোধ্যার বেগমের সম্পত্তি হরণের নিমিত্ত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। ওয়েলেসলি অমিতব্যয়ী আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতার অনুরোধ রক্ষা করেন। অর্থাৎ তাঁহার পৌত্র গাজিউদ্দিন হাজী যাহাতে পান উহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে লক্ষ্ণৌএর মার্টিন সাহেবের বাড়ীর বড় বড় ঝাড় ও আয়না খরিদ করিয়া উহা দ্বারা কলিকাতার লাটপ্রাসাদ সজ্জিত করা হয়।

সেকালে বাঙ্গালীরা সৈনিক বিভাগে কাজ করিত না, কারণ তাহাদের প্রাণ পশ্চিমের

লোকের মত অত অল্প মূল্যে পরের জন্য বিকাইত না। রাজপুতানার সম্বরহ্রদের নুন তখন প্রচলিত ছিল ও সমুদ্রের নুন লোকে ভালবাসিত। নুনের ব্যবসা অনেক বাঙালী করিত। তখন এক রোহিলখণ্ডে পঁচিশ হাজার তাঁতে ত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় বোনা হইত। কলিকাতার নিকট ক্যাম্বিস ও ছিট তৈয়ারি হইত। বাঙ্গালায় তখন পাঁচ কোটী গরু মহিষ ছিল। তখন দুধওয়ালা গরুর দাম পাঁচ টাকা ঐরূপ মহিষের দাম কুড়ি টাকা ঐরূপ ছাগলের দাম এক টাকা বলদ ৭।৮ টাকা, ভেড়া ৮০, ছাগল ॥০, পাঁঠা।০ ও এক টাকায় ত্রিশটি মুরগী বা দশটি হাঁস পাওয়া যাইত। গরুর চামড়ার ব্যবসা ছিল। পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের ব্যবসার মোট হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তখন বাঙ্গালায় এক কোটি দশ লক্ষ টাকার মাল ও সাড়ে তিয়াত্তর লক্ষ টাকার সোনা রূপাদি আসিত আর এখান হইতে দুই কোটি আশি লক্ষ টাকার মাল যাইত, কিন্তু নগদ টাকা বা সোনা এক কপর্দ্দকও যাইত না। বাঙ্গালার খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত সস্তা এবং লোকের মজুরীও সেইরূপ দেখিয়া সেকালের ইউরোপবাসিরা দেশ ছাড়িয়া এখানে আসিত এবং ব্যবসায় নবাব হইয়া দেশে ফিরিত। সেকালের লোকেরা সোনার মোহর বড় ব্যবহার করিত না, হারাইলে বা অচল হইলে লোকসান. ব্যবহারেও খইয়া যায়, সেইজন্য টাকা ও তামার পয়সা চলিত। জিনিষের বদলে জিনিষ খরিদ বিক্রি করিত। নুনের গোলা তখন বড় লাভের ব্যবসা ছিল। কোম্পানির ঐরূপ গোলা ভুলুয়া, চাটগাঁ, কটক, হিজলি, তমলুক, রায়মঙ্গল ও চব্বিশ পরগণায় ছিল। মাঝি মাল্লার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার ছিল।

সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বটে কিন্তু লোকে হাতের লেখায় সেই অভাব সুলভে পূরণ করিত। ৩২ হাজার লেখার দাম এক টাকা ছিল। হাতের লেখা মহাভারত ষাট টাকায়, রামায়ণ চব্বিশ টাকায় ও শ্রীমদ্ভাগবত আঠার টাকায় পাওয়া যাইত। পুঁথি লেখা তখন ব্যবসা ছিল আর অনেকেই উহা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত।

মহাত্মা ওয়েলেসলি কলিকাতায় মার্শম্যান প্রভৃতিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য জায়গা না দেওয়ায় তাঁহারা শ্রীরামপুরে গিয়া আপনাদের আড্ডা করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় প্রেস হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে মুদ্রিত পুস্তক স্পর্শ করিত না। আর্চার সাহেব ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এক স্কুল খুলিয়াছিলেন সেখানে বাঙ্গালীর ছেলেরা ইংরাজি শিখিতে যাইত না। সেকালে মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য লোকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিত। চাকরি করিয়া বড়লোক হইবার প্রবৃত্তি তখনও বাঙ্গালীজাতির ধ্যান ধারণার বিষয় ছিল না। কোম্পানির নুনের গোলায়, আদালতে কার্য্য করিবার জন্য ও ব্যবসার জন্য লোকে ইংরাজি শিখিত। রামরাম বসুর নিকট কেরী সাহেব বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন সেই মহাত্মাই খৃষ্ট চরিত্রাদি বই ছাপাইবার সহায়তা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সেকালে পাদ্রীকে পড়াইয়া. বা কোম্পানির কার্য্য করিবার পর বৃত্তি লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। আর অব্রাহ্মণ হিন্দুর জলস্পর্শ ও ছায়া মাড়াইলে জাত যাইত এরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারাই হিন্দুয়ানির গোর দিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারের অবসর দান করেন। সর্ব্বপ্রথম জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশিদাসি মহাভারত মিশনারী ছাপাখানায় শুদ্ধ করিয়া ছাপান। উহাতেই অনেকে মিশনারী মহাপ্রভুদিগকে বাঙ্গালা ভাষার মোহান্ত মনে করিতেন। সেই তর্কালঙ্কার মহাশয়েরই ছাত্র সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর বাচস্পতি প্রভৃতি ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর স্মৃতি শক্তির হ্রাসারম্ভ হয়।

শিক্ষা ও জাতীয়তা:—শত বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দুজাতির প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তখনও ছিল। দুঃখের বিষয় মেকলে সাহেব ফৌজদারী আইন করিতে গিয়া বাঙ্গালার কেবল খারাপ চরিত্রেরই সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ৺রামদুলাল সরকার ও ৺কৃষ্ণ পান্তির সততার কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজেরা বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণের সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমন কি বাঙ্গালার ডাকাতেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই সততার ও ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। সেকালের ডাকাতেরা দেশের বড় লোকদিগকে পত্রদ্বারা তাহাদের অভাবের কথা জানাইত ও তাহাদের বিশ্বাস করিয়া সেই অর্থ লইয়া যাইত। যখন পাইত না তখনই চুরি ডাকাতি করিত। ওঁড়গায়ের বিখ্যাত ডাকাতেরা কমলাকান্তের মায়ের নামে ও কৃষ্ণকান্তের সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে নিরাপদে ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তখন দেশের লোকের অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সেকালের চোর ডাকাতদেরও যেন স্বদেশ, স্বজাতি বলিয়া প্রাণের ভিতর মমতা ছিল। সেকালে কথক ও কবিওয়ালা, তর্জ্জাদি দ্বারা দেশের দুর্নীতির উপর লক্ষ্য করিয়া যে কটাক্ষপাত করিত উহাতে লোকের হুঁস হইত। ত্রুটী দোষ দেখাইয়া দিলে তখন লোকে ক্রুদ্ধ না হইয়া আনন্দিত হইত। গরীব কবিওয়ালাদেরও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছিল। তখন হিন্দুর কোন সামাজিক কর্ম্মে তাহারা আসিয়া সকলকে উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে যেন কি এক সহানুভূতি ও জাতীয়তার সৃষ্টি করিত; যাহা এখন সংবাদপত্র বা সংস্কারকগণ আইন করিয়া করিতে পারেন না। সেকালের বড় কবি ও পাঁচালীর লড়াইএর কথার উল্লেখ অবান্তর হইবে না। উহাতেই সেকালের হিন্দু সমাজের চিত্রের নমুনা পাওয়া যাইবে।

একদিন মহারাজা নবকৃষ্ণ কবিওয়ালা হরুঠাকুরের গান শুনিয়া নিজের গায়ের দামী শালের জোড়া তাঁহাকে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ঢুলিকে দিয়া ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের ব্যবহৃত শাল লয় না ইহা প্রকাশ্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। সেই হইতে তিনি আর উক্ত মহারাজার বাড়ীতে পাঁচালী বা কবির গান করিতেন না, উহার বিচার করিতেন। সেই হরুঠাকুরের পাচালীর গুরু ছিল তাঁতী রঘুনাথ দাস তাহাকে তিনি যথেষ্ট মান্য করিতেন।

সেকালের কলিকাতার জমিদার বড় লোকদের আকার, ইঙ্গিত, ধাঁজ ও ধরণ সেকালের কবির গানে পাওয়া যায়। যথা:—

"আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই। নই কবি কালিদাস তবে খোসামুদের মাথা খাই।
বাবু তো, লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী। বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না, সে'বাটাতো হাঁড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি। মাপ কর গো রাম বাবু, দুটো সত্য কথা বলি॥
মেঘের মত মুন্সী বাবু মসীর ন্যায় কালো। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায় চেহারা খানা ভালো॥
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফলে পান খেতে পাই। লক্ষ্মীছাড়া বাসী মড়া, যার পানের কড়ি নাই।"

কবিওলারা সমাজের ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য সভায় সমাজের বড় বড় লোকদের দুটো মিঠেকড়া টিপ্পনি দিয়া শোধরাইবার জন্য কেমন বাহবা লইত উহা দেখান গেল। সেকালের বড় লোকেরা আজকালকার মত তলে তলে কাহারও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিত না। হরুঠাকুর সিমলায় থাকিত ও ভোলা ময়রা তাঁহার চেলা। শালখের রাম বসু যেমন বিরহ গানের রাজা, হরুঠাকুর তেমনি সখী সম্বাদে ছিল। এখন যেমন ঘোড়দৌড় ফুটবল খেলায় ভিড় হয়; জল, রৌদ্র, বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া চলিয়া

যায়, তখন তেমনি ফুল আকড়াই, হাফ আকড়াই, কবি, পাঁচালী ও কথকতায় লোকে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া শুনিত। হরুঠাকুরের গান গাহিয়া আজও ভিখারীরা ভিক্ষা লইয়া থাকে—"হরিনাম লইতে অলস করো না, রসনা যা হবার তাই হবে। ঐহিকের সুখ হলো না বলে, কি ঢেউ দেখে তরী ডোবাবে॥"

মিষ্টার চার্লস গ্র্যাণ্ট কোম্পানির পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি শেষে কোম্পানির ডাইরেক্টর ও মেম্বার অফ পার্লামেণ্ট হইয়া একখানি পুস্তক লেখেন এবং বিলাতের সেই মহাসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করান :—

"That it is the peculiar and bounden duty of the British Legislators to promote by all just and prudent means the interest and happiness of the inhabitants of the British dominions in India; and that for these ends such measures ought to be adopted as may gradually tend to their advancement in useful knowledge and to their religious and moral improvement."

কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধ দল যাহার দিকে কোম্পানির কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরগণ ছিলেন তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন উহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

'That the Hindus had as good a system of faith and of morals as most people and that it would be madness to attempt their conversion or to give them any more learning or any other description of learning than what they already possessed."

অর্থাৎ হিন্দুদের শিক্ষাপ্রণালী ও ধর্ম্মবিশ্বাস যাহা আছে উহাই ভাল, উহার আর সংস্কারের কোন প্রয়োজন নাই। উহাতেই বিলাত হইতে উলবারফোর্স সাহেব খৃষ্টান মিসনারী স্কুলমাষ্টার গ্রাণ্ট সাহেবের প্ররোচনায় পাঠাইবার প্রস্তাব আদৌ উত্থাপিত করিতে পারেন নাই। বিলাতের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরের ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রেরিত পত্রে উল্লেখ আছে যে, রাজত্ব মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয় ও যদি কখনও মিসনারী মহাপ্রভুরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা যেন কোন প্রকারে গ্রাহ্য করা না হয়।

বাঙ্গালায় মার্সম্যান, ওয়ার্ড, কেরী সেই জন্যই প্রথমে (কলিকাতায়) কোন কিছু করেন নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পাদ্রী শোয়ার্টজ সাহেব বিদ্যাশিক্ষা দানের অগ্রণী হইয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ ১৭ই এপ্রিল গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত করেন ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারী লর্ড কর্ণওয়ালিস বেনারসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পত্র বেনারসের রেসিডেণ্ট ডানকান সাহেবকে পাঠান। ইহাতেই দেখা যায় যে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য তখন পর্য্যন্তও কিছু করেন নাই।

রামকমল সেনের অভিধানের ভূমিকায় অন্দীরাম দাসের স্কুলের কথা উল্লেখ আছে, যেখানে হিন্দু বালকেরা প্রত্যহ পাঁচ ছয়টি কথা শিক্ষা করিত। মহারাজা নবকৃষ্ণ ও তাঁহার কর্ম্মচারী ইংরাজী জানিত ইহা ক্লাইব ও কর্ণওয়ালিসের সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধের পর মুসলমানদিগের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী গির্জ্জার ক্ষতি পূরণের টাকায় ও মিষ্টার কনস্টেনটাইন প্রদত্ত ধন সম্পত্তির দ্বারা "ওল্ড ক্যালকাটা চ্যারিটি স্কুল" নামে একটি

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় *। পরে ইহা কলিকাতা ফ্রী স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহার পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ফ্রী স্কুল সোসাইটির সৃষ্টি হয়। ইহারাই বিনা বেতনে খৃষ্টান বালকগণকে শিক্ষা দান করিত। ইহার নাম হইতেই কলিকাতার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের নামোৎপত্তি হইয়াছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তাবিত কলেজ বিলাতে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরগণ অনুমোদন না করায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেসলির সেই প্রস্তাবানুযায়ী এদেশের সিভিলিয়নগণের শিক্ষার জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে হ্যালিবারি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইখানে দুই বৎসরকাল শিক্ষানবিসী করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে কোম্পানির কর্ম্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইত। †

মারকুইস ওয়েলেসলি যে কেবল যুদ্ধ করিয়া কোম্পানির রাজত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন উহা নয়, তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের স্বভাব চরিত্র, বিদ্যা বুদ্ধি যাহাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারই সেই উদ্যমে সিবিলিয়ান কর্ম্মচারিগণের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বিলাতে হ্যালিবারি কলেজ হইয়াছিল। যে দিল্লী, আগ্রা মুসলমান রাজত্বের রাজধানী ছিল ওয়েলেসলি উহা কলিকাতার অধীন করিয়া ইংরাজ রাজত্বের ও রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। সেকালের এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীষণ গুপ্ত চক্রান্ত ও উৎকোচাদি চলিতেছে দেখিয়া ওয়েলেসলি উপযুক্ত অবসরে মোগল সম্রাটকে বন্দি, মারহাট্টা শক্তি ধ্বংস ও টিপুর সর্ব্বনাশ করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ রাজত্ব বিস্তার করিলেন। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে কোম্পানির ধনাগার শূন্য হইয়াছিল, সেই অপরাধে বিলাতের ডিরেক্টার মহাপ্রভুরা ওয়েলেসলির উপর বিরক্ত হন ও উহাতেই তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহারা আবার লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর জেনারেল মনোনীত করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণওয়ালিসের ভাগ্যে রাজত্ব করা হইল না। তিনি তাঁহার অস্থি পঞ্জর রাখিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীশূর যুদ্ধে কোম্পানির লাভ হইয়াছিল। টিপু সুলতানের রাজত্বের আয় হইতে তাঁহার বংশধরগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য বার্ষিক ২৪০০০০ প্যাগোডা বা ছিয়ানব্বই হাজার পাউণ্ড এবং শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য সামন্তের খরচার হিসাবে ৫৩৭০০০ প্যাগোডা বা দুই লক্ষ পনের হাজার পাউণ্ড লাভ করিলেন। সেই হইতে টিপু সুলতানের বংশধরেরা কলিকাতাবাসি হইলেন। টিপুর বংশ বৃদ্ধির অভাব ছিল না। পরিণীতা পত্নীর তিন এবং তদ্ব্যতীত আরও ১৭টী সন্তান ছিল, ইহা ছাড়া ২৪টি তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোকগত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ডফ সাহেব বলেন যে, বাজীরাও যাহাতে ইংরাজগণের সহায়তা না করেন সেজন্য সে টিপুর নিকট হইতে মোটা ঘুষ আদায় করিয়াছিল। 'টিপুর সিংহাসন হাতীর দাঁতের ছিল মণি মুক্তাযুক্ত সোনারূপার থাম ও চাঁদোয়া বাঘের উপর ছিল ও সম্মুখের সিঁড়ির রূপার ধাপ ছিল। যুদ্ধের জয় চিহ্নস্বরূপ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিতরণ করা হয়। উক্ত চাঁদোয়ার মধ্যে যে উমার মূর্ত্তি ও হীরা, পান্না মাণিক খচিত সোনার পায়রা ছিল উহা বিলাতের রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে উপহার

---

* এই স্কুলের বাটীই পরে কোর্ট হাউসে পরিণত হয়।

† "The Marquis of Wellesley, impressed with the 'sloth, indolency, low debauchery and vulgarity', which too often grew upon the younger servants of the Company, decided that they should have a proper education in Calcutta."

পাঠান হইল। উহার মূল্য ষোল শত পাউণ্ড হইবে অনুমান করা হয়। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ কোম্পানির সমস্ত মহীশূর রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লাভ হইল কিন্তু উহাতে মিল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মনস্তুষ্টি হয় নাই। তখন প্যাগোডার মূল্য আট শিলিংএর অধিক ছিল। নিজামের রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যে সৈন্য রাখা আবশ্যক উহার জন্য যে রাজস্ব কোম্পানির লাভ হইয়াছিল উহার বার্ষিক আয় ছিল ১৭৫৮০০০ প্যাগোডা বা ৭০৩২০০ পাউণ্ড। মার্টিন সাহেব উক্ত মিলের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন:—"The English acquired a small territory, says Mill, with the obligation of defending a large one." "This is not correct, in as much as the Company were previously bound, both by considerations of honour and policy to protect their ally in time of need; and by the new compact they did but secure themselves against pecuniary loss in so doing." *

মহীশূরের যুদ্ধে ইংরাজদের লাভ ভিন্ন লোকসান হয় নাই কারণ তাহারা তখন কালিকটের মাল আমদানি রপ্তানি করিতে ছিল। ইউরোপে বহুকাল হইতে কালিকটের মালের সুনাম ছিল ও সেইজন্য কলিকাতার নামই যেন ইংরাজ কোম্পানির লক্ষ্মী ছিল এবং সেই নাম নবাব সিরাজদ্দৌলা আলিনগরে পরিবর্ত্তন করিলে যে পর্য্যন্ত না ঐ নাম পুনর্প্রাপ্ত হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসা বন্ধ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল। মিরজাফরের গুপ্ত সন্ধির মধ্যে আলিনগরের নাম পরিবর্ত্তন একটি প্রধান সর্ত্ত ছিল।

অযোধ্যার উজীর আলি যাঁহাকে কাশীতে বন্দি করিয়া রাখা হয় সেখানকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট চেরী সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহার দুই জন সঙ্গিসহ হত হন এবং সেখানকার লোকেরা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার স্ত্রী পরিবারকে হত্যা করিতে যায় কিন্তু উহা করিতে পারেন নাই। জয়পুরের রাজা সেই উজীর আলিকে ধরিয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে তিনি বন্দি হন। ওয়েলেসলি ভীরু অযোধ্যার নবাব সাদত আলির সহিত যে বন্দোবস্ত করেন তাহাতে তাঁহার রাজত্বে ১৩০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্য রাখিবার কথা স্থির হয় ও উহার খরচার জন্য দুয়াব ও রোহিলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী যে প্রদেশ লাভ করেন উহার বার্ষিক আয় এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার চারশত চুয়াত্তর টাকা ছিল। ওয়েলেসলি তাঁহার ভ্রাতা অনারেবল হেনরি ওয়েলেসলিকে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর ও তিন জন সিবিলিয়ান ইংরাজ কর্ম্মচারীর সভার সভাপতি মনোনীত করিয়া সেই রাজত্বের শাসন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। ইহাতেই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ ওয়েলেসলিকে পক্ষপাতীত্ব দোষে কলঙ্কিত করেন। তখন অযোধ্যার নবাব যে কর আগরার পাঠান সর্দ্দারকে দিতেন উহা সেই সন্ধিতে কোম্পানি লাভ করেন। এই সন্ধিতে রাজা ছত্রশাল ভগবন্তসিং প্রমুখ রাজা ও জমিদার-গণ স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহী হন, কিন্তু শেষে ১৮০২৷৩ খৃষ্টাব্দে বশীভূত হন। এই ছত্রশাল হিন্দু রাজা বুন্দেলের পুরাতন রাজবংশের শেষ বীর। সেই ছত্রশাল রাজার বীরত্ব কাহিনী এইরূপ কীর্ত্তিত হয়:—

"বালপনমে তহোঁর খানকে পুত্র সমেত নিগল গয়ো ভাই, যোয়ান ভয়ো তব তাহি সময় গয়ো, বজ্জবংশ সমেত চ্যবাহি, এহি ভাত প্রতাপ বড়হেও নৃপকো, শুনি ঔরঙ্ শা রহৌ ঘবড়ায়ি, থায়ে

* Martin's The Indian Empire V. I. p. 385.

ম্লেচ্ছনকে ছোকরা, প্যয়তো ডোকরাকো, ভকার ন আয়ি।" অর্থাৎ বাল্যে ম্লেচ্ছ তাহোর খানকে পুত্র সমেত হত্যা, যৌবনে বঙ্গাধিপতির সবংশ ধ্বংস এইরূপে প্রতাপ বাড়াইয়া ঔরঙ্গজেবের বংশের গৌরব নাশ এবং ম্লেচ্ছ ছোকরাকে হত্যা করিয়া তাহার পেট ভরে নাই ও ঢেকুর উঠে নাই। ইনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মার্হাটার অধীনতা স্বীকার করেন। সেই জন্য ছত্রশাল রাজা প্রথম পেশোয়া বাজীরাওএর নিকট যে পত্র দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করেন উহার উত্তর এখনও প্রবাদ স্বরূপ লোকের মুখে ব্যক্ত হইয়া থাকে। যথা:—

"যো গজপর বিতি গ্রহেয়, সো আব বিতি আয়,
বাজিজাৎ বুন্দেলকি রাখ বাজি লায়।" *

বাজিরাও উহার উত্তর দিলেন:—

"বিনা মৌত মরিহো নহি এহি আমারি শিখ;
যো বঙ্গজসে ভাগিহো ত ঘর ঘর মাঙ্গিহো ভিখ্।"

অর্থাৎ পরমায়ু না ফুরাইলে মৃত্যু হইতে পারে না, এই আমার শিক্ষা; আর যদি তুমি বঙ্গাধিপতির ভয়ে পলাতক বা অধীনতা স্বীকার কর তবে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে ইহা নিশ্চিত জানিও।

ইহাতে সেকালের রাজা ও মহারাজারা যে মূর্খ ছিলনা ও তাহাদের অন্তরে যে স্বাধীনতার আদর্শ ছিল ইহাই প্রকাশ হয়। যাহাই হউক, এই সকল যুদ্ধে জয় লাভ ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজার সহিত শান্তি স্থাপন জন্য কলিকাতার লাট প্রাসাদে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার এক মহোৎসব হইয়াছিল। উহাতে লাট প্রাসাদে আলো ও দরজার সম্মুখে জয় ঘোষণা করিয়া নানা রঙের তিন হাজার ফুকা শিশি দেওয়া বিজয় তোরণ তৈয়ারি করা হইয়াছিল। উহার বিস্তৃত বিবরণ ১২ই মার্চ্চ কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছিল এবং উহা 'খ' ক্রোড়পত্রে দেওয়া গেল।

বোম্বাইএর ধনী মহাজন সার চার্লস ফর্ব্বেশ বিনা ডিসকাউন্টে কোম্পানির কাগজ গ্রহণ করিয়া দেশবাসিগণের মনে কোম্পানির রাজত্বের অটলত্ব প্রমাণ করিয়া নাইট উপাধি লাভ করেন।† ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৩এ নবেম্বর বোম্বাই গেজেটে প্রকাশ যে, মেস্‌র্স মাকোনিকি ক্রফোর্ড কোম্পানি সেখানকার গবর্ণরের নাম ডনকান ছিল বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এ দেশের কাঠে সাড়ে তিনশত বা চারশত টনের জাহাজ তৈয়ারি করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বেই ওয়েলেসলি একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, যে সকল বিলাতের লোক সিন্ধিয়ার অধীনে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেছে তাহারা ঐ কর্মত্যাগ করিয়া কোম্পানির ফৌজে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাদের যাহারা যে বেতন পাইতেছিল তাহারা সেই বেতনই পাইবে। এই চতুরতায় অনেকে কোম্পানির সৈন্য বিভাগে যোগদান করিয়াছিল। ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব অহল্যাবাইকে বিলাতের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়াছেন।‡ রাণী ভবানী ও অহল্যাবাই দান, ধ্যান ও সংকীর্ত্তিতে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। রাণী ভবানী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন

---

* ইহার অর্থ:—এখন গজকচ্ছপের যুদ্ধের ন্যায় বুন্দেলের দুরবস্থা, উহার মান মর্য্যাদা বাজিরাও তুমি সাহায্য করিয়া রক্ষা কর।

† Martin's The Indian Empire, Vol. I, page 403, footnote.

‡ Ibid, page 391.

নাই কিন্তু ভগবান অহল্যাবাইকে কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা করেন। তাঁহার পতি খাণ্ডে রাওএর মৃত্যুতে যুদ্ধক্ষেত্রে কন্যা সতীদাহে প্রাণ ত্যাগ করেন। পতিপুত্রহীনা কন্যা মাতার শতানুরোধ শ্রবণ করেন নাই।

উহাতেই অহল্যাবাই এর শেষ জীবন দুঃখময় হয়। অহল্যাবাই নিজ কন্যা মুক্তাবাইএর সেই বীভৎস সতীদাহ দৃশ্য নয়ন গোচর করিয়া অগ্নিতে ঝাপ দিতে গিয়াছিলেন এবং তিনি তিন দিন জলগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারই শাঁপে সতীদাহ যেন ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া যায়। তিনি ভারতবর্ষের তীর্থ পর্য্যটন ও সৎকর্মে দুই কোটী টাকা ব্যয় করেন, নানা স্থানে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় রহিয়াছে। তিনি কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তার সংস্কার করেন। মার্হাটা রমণীরত্ন অঙ্গ সৌষ্ঠবে, বর্ণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী না হইলেও চরিত্রে ও ধর্মকর্মে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। মার্টিন সাহেব বলেন :—

"Like our great Elizabeth, the fitness of her ministers proved the judgment of the selector.·········The history of the life of this extraordinary woman, given by Sir John Malcolm, affords evidence of the habitual exercise of the loftiest virtues; and it is difficult to say, whether manly resolve or feminine gentleness predominated, so marvellously were they blended in her character." *

"......the personal reverence paid to her memory as more than a saint, as an Avatar, or incarnation of the Deity."

"A blessing rested on the efforts of Ahalya Bye despite the fettering power of heathen darkness. Indore grew beneath her sway, from a village to a wealthy city; bankers, merchants, farmers, and peasants, all throve beneath her vigilant and fostering care." †

ইহাতেই অহল্যাবাই যে রাজ্ঞী এলিজাবেথ অপেক্ষা উচ্চ সে কথা বলা বাহুল্য। তিনিই আর যে ইন্দোরের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী সে কথা মার্টিন সাহেবও স্বীকার করেন।

সেই মার্হাটা জাতির পতনের সময়ও অহল্যাবাই রাজ্ঞীর ন্যায় ইন্দোরের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি করিয়াছিলেন। ইংরাজ কোম্পানি প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সুরাটে যে অতি কষ্টে একটি কুঠি খুলিয়াছিলেন সেই কোম্পানি ওয়েলেসলির রাজত্ব কালে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উহার অধিপতি হইয়া সেইস্থান দখল করিল। কলিকাতায় উহার বিজয়োৎসব হইল। কলিকাতা ব্রিটিশ জাতির স্পর্শমণি, ও ওয়েলেসলির সময় হইতে সেইখানের গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির রাজত্বের ভিত পত্তন ও রাজত্বারম্ভ করেন বলা যাইতে পারে। ওয়েলেসলিকে ইংরাজ রাজত্বের আকবর বলিলেই হয়।

ওয়েলেসলিই মার্হাটা খাত বন্ধ করিয়া সারকিউলার রোড় পাকা করিয়া গাড়ীতে করিয়া সকালে বেড়াইবার রাস্তা করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সময়ে কোম্পানি কটক ও বালেশ্বর অধিকার করেন; তৎপূর্ব্বে উড়িষ্যার দেওয়ানি কাগজে কলমে নামমাত্র ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর সেণ্টজন গির্জ্জায় আসাই যুদ্ধের সম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পাদরি ব্রুডিনের বক্তৃতা শুনিয়া ভগবৎ প্রেমে ভবিষ্যত ডিউক অফ ওয়েলিংটনের চক্ষে জল আসিয়াছিল ও যেন উহাতেই কলিকাতার নামের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। কারণ তিনি কলিকালের কল্কী অবতার ইউরোপের নেপোলিয়ান অসুরকে সেণ্টহেলেনায় বদ্ধ করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলি কোম্পানির রাজত্ব তিন গুণ করিয়াও বিলাতের কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন

* The Indian Empire, Vol. I, p. 391.
† Ibid., p. 392.

যে যখন ব্যবসা করিবার টাকা নাই তখন লড়াই করিয়া দেনা বাড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমান শাসনকর্ত্তার কার্য্য নয়। সেইজন্য তাঁহাকে বিলাতে ফিরিয়া আসিতে বলা হয় ও তৎপরিবর্ত্তে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পাঠান হয়। উহার ৩০ বৎসর পরে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের মহাসভা ওয়েলেস্‌লির কার্য্যকলাপের প্রশংসাস্বরূপ ২০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তিনি মারকুইস্ উপাধি, নাইট্ গারটার ও সেণ্ট পেটিক প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ মেডেলাদি লাভ করেন। ইংরাজ জাতির ভারতাধিকার করিবার যোগ্যতা আছে উহা তিনিই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজে আডামস্, মেট্‌কাফ্ ও বেলী পরীক্ষা দিয়া অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারলীর কার্য্য করিয়াছিলেন। গভর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ মারবেল প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন ও লর্ড লেকৃকে দেড় হাজার পাউণ্ড মূল্যের তরবারি উপহার দিবার জন্য কলিকাতা অধিবাসিগণের এক সভার বিজ্ঞাপন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেটের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অতিরিক্ত পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ৭ই এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজেও ঐরূপ এক সভায় গ্রানাইট্ স্তম্ভদ্বারা গভর্ণর জেনারেলের স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, ৩০শে জুলাই মারকুইস্ অফ্ কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় আসেন ও ওয়েলেস্‌লি বারলো সাহেবের সাধারণ ভোজে যোগদান করিয়া মহোৎসাহে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার সেই বিদায় গ্রহণ দেখিবার জন্য কলিকাতাবাসির অত্যন্ত অধিক জনতা হইয়াছিল।

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাতে ওয়েলেসলির শাসনকালের কোন লোক তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া কার্য্য করিতে না পারে সেই জন্যই অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার লিপিতে কে শর সন্ধান করিতে পারে? ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, ৫ই অক্টোবর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ৬৭ বৎসর বয়সে গাজিপুরে সমাধিস্থ হন আর ২৬শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতা অধিবাসিগণের এক সভা হইয়াছিল। যে বারলোর ভয়ে কর্ণওয়ালিসকে পাঠান হইয়াছিল, কর্ণওয়ালিসের মৃত্যুর পরে তিনিই সেই শূন্য সিংহাসন লাভ করিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণের সহিত যুদ্ধ হইলে ইংরাজেরা কোচিনের দুর্গ ও বাড়ীঘর যাহা ছিল ধ্বংশ করেন।

মিষ্টার থ্যাকারকে কলিকাতার রাস্তা নির্ম্মাণের নক্সার হিসাবে টাকা দিবার জন্য ২৪ পরগণার কলেক্টারের উপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের, ২রা এপ্রিল তারিখের বোর্ড অফ্ রেভিনিউর চিঠি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ থ্যাকার সাহেব কলিকাতার রাস্তাদি প্রস্তুত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে ২৮শে মে বোটানিকেল্ গার্ডেন (উদ্যান) বড় করিবার জন্য বর্দ্ধমানের কলেক্টারের সহিত চিঠিতে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ড্রান্‌বি, ডেভিড্, কেল্‌সো, রস্, রাম্‌জে প্রভৃতি সাহেবের নীলকুঠি, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরে ছিল তাহারও উল্লেখ আছে। যেখানে ঘোড়াচড়া শিখান স্কুল ছিল ঐ স্থান ২৪ পরগণার কলেক্টারকে এসিয়াটিক সোসাইটির সভা গৃহ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবার কথা ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ১০ই মে তারিখে উল্লিখিত হইয়াছে। ৬ই আগষ্ট উক্ত কলেক্টারকে বারাকপুরের নূতন রাস্তার জায়গার দাম নবাব দিল্‌ওয়ারজান্‌কে দিবার কথা ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ওয়েলেস্‌লি কলিকাতার উন্নতি ও তথায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ইংরাজ রাজত্বের যেমন প্রতিপত্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করেন তেমনি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহদ্বারা স্থানাধিকার করিয়া উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার কর্ণেল্ ম্যালিসন্ সাহেব বলিয়াছেন যে কেবল তাঁহারই

প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার লাট-প্রাসাদের মধ্যে স্থান পাইয়া বিরাজ করিতেছে আর অপর সকলের প্রতিমূর্ত্তি উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে জল, রৌদ্র ও ধুলায় মলিন হইয়া রহিয়াছে। বিলাতের মহাসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে কিছু গণ্ডগোল হয় নাই উহা নয় তবে ক্লাইব হেষ্টিংস প্রমুখের পূর্ব্ব বিচারের যে অভিজ্ঞতা হয় উহাতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ও মহাসভার সভ্যগণ তদনুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন নাই। মারকুইস্ অফ ওয়েলেস্‌লি ধনবান ছিলেন না, বা এদেশ হইতে ধনবান হইয়া যান নাই, সেইজন্যই বোধ হয় তাঁহার তেমন শক্র হয় নাই ও পরে ২০ হাজার পাউণ্ড পারিতোষিক লাভ করেন। তিনি সম্মান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতি মূল্যবান, যথা:—যখন সম্মান, ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য কলাপের পুরস্কার স্বরূপ, তখন উহা ততদূর আদরের হয় না, কিন্তু যখন উহা জাতি বিশেষের আদর্শ স্বরূপ কাহাকেও উহা অর্পণ করা হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে উহার উপর সকল লোকের লক্ষ্য পড়ে তবেই উহা তখন অমূল্য হয়। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা সেই কথাতেই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। কলিকাতায় কর্ণওয়ালিসের নিয়োগবার্ত্তা তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী টকার সাহেবের মুখে তিনি শ্রবণ করেন, আর উহা যে কর্ণেল্ মন্‌সনের পরাজয় ও পলায়ন দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল উহাও তিনি জানিতেন।

তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্পণ্যতার জন্য ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুইবার পদত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা মঞ্জুর না করিয়া এক বৎসর থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান এতই উচ্চ ছিল যে তিনি উচ্চ পদ বা অর্থ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর পতনে কোলার জেলা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে ২১ দিন যুদ্ধের পর ইংরাজেরা সেইখানের নন্দী দুর্গ হস্তগত করেন। সেই কোলার ওয়েলেসলি মহীশূরের রাজাকে দান করেন সেইখানে ভবিষ্যতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐস্থানে স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হয় ও ইউরোপের কোম্পানি সেই খনি হইতে প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছেন। ওয়েলেসলি সেই সময় যে উহা দেখিতে পান নাই উহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। তিনি যদি তখন উহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোম্পানি তাঁহাকে আজীবন বাঙ্গালা দেশের গভর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া কোষাগার শূন্য ও ঋণ বৃদ্ধি করায় বিলাতে ডিরেক্টার সভা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া সদ্বিচার করেন নাই। সুখের বিষয় তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহারা আপনাদের ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলিকেই ভারতের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রথম পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে তিনিই কলিকাতার লাটপ্রাসাদ নির্ম্মাণ ও কলিকাতাকে ভারতবর্ষের রাজধানী করিবার মূল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ওয়েলেসলির রাজত্বে কোম্পানির আয় ৮০,৫৯,৮৮০ পাউণ্ড হইতে ১,৫৪,০৩,৪০৯ পাউণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু ঋণের সুদ তিন গুণ বাড়িয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ৩১ মিলিয়ান পাউণ্ড হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লর্ড মিণ্টো।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই লর্ড মিণ্টো বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় আসেন ও স্যার জর্জ্জ বারলো মাদ্রাজের গভর্ণর হন। বারলো সাহেব বাঙ্গালায় গভর্ণর জেনারলী করিয়া বিশেষ যশ লাভ করিতে পারেন নাই। মাদ্রাজে তাঁহার শাসনকালে ইংরাজ কর্ম্মচারীর বৃত্তি হ্রাস হওয়ায় তাঁহারা বিদ্রোহী হয়। তজ্জন্য লর্ড মিণ্টোকে সেইখানে যাইয়া উহা মিটাইতে হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনারেল ওয়েলেসলি বিলাতে ফিরিয়া যান আর তিনি এখানে আসেন নাই। তাঁহার ভ্রাতার প্রতি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে অবিচার করেন উহাতেই তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই ভেলোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, উহাতে ৩৫০ জন বিদ্রোহী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও ৫০০ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়। উহাতে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ও প্রধান সেনাপতি সার জন ক্রেডক্‌কে বিলাতে ডাকিয়া পাঠান হয়। সেই বিদ্রোহে টিপু সুলতানের বংশধরগণেরাও লিপ্ত ছিল। তাহারা সেই ভিলোরে থাকিয়া কর্ণওয়ালিসের অনুগ্রহে প্রাপ্ত তাহাদের রাজত্বের আয়ের অংশ বৃত্তি স্বরূপ ভোগ করিত। সেই বিদ্রোহের সময় ইংরাজেরা মাথায় বালিশের নীচে পিস্তল রাখিয়া নিদ্রা যাইত। সেই সময় সেইখানে সার জর্জ্জ বারলো গিয়াছিলেন। টিপু সুলতানের বংশধরেরা কলিকাতায় আসিলেন। তখন ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজাকে তাঁহার ভ্রাতা প্রকাশ্য দরবারে হত্যা করায় ঐ উভয় রাজবংশের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি হয় উহাতে প্রায় সকলে বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল যে সকল শিশু সন্তান অন্তঃপুর মধ্যে ছিল তাহারাই রক্ষা পাইয়া পরে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অন্ধ সম্রাট শাহ আলম ৮৩ বৎসর কাল কর্ম্মভোগ করিয়া শেষে সমাধিস্থ হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর শাহ সেই সিংহাসনে বসিয়া সম্রাটের পূর্ব্ব শক্তি পুনরুদ্ধার করিবার বৃথা চেষ্টা করেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিষ্টার মেটুনের তিরস্কার তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তাঁহাকে গুলি মারিতে যাইয়া এলাহাবাদ দুর্গে সপুত্রে বন্দী হন। কোম্পানি তাঁহার ভরণপোষণের জন্য মাত্র ১৭ হাজার টাকা বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ট্রাভাঙ্কোরের রাজা তখন নাবালক ছিল বলিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে উহা গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে ফিরাইয়া লইবার বৃথা চেষ্টা হইয়াছিল।

রাজস্থানে উদয়পুরের রাণা অজিত সিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ লইয়া জয়পুরের জগৎ সিংহ ও যোধপুরের মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভীষণ বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাহাতে কুমারী কৃষ্ণকুমারী বিষ পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন, উহাতে পিতার মান ও রাজ্য রক্ষা করেন। তাহার মাতাও কন্যার শোকে প্রাণত্যাগ করেন। আবার রাজস্থানে হোল্‌কারের অন্নে প্রতিপালিত আমীর খাঁ, সেনাপতি সাজিয়া রাজপুতগণের উপর অত্যাচার ও সেইরূপ আর এক হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি কতকগুলি পিণ্ডারী লইয়া বেরারের রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তখন মিণ্টো আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না।

তখন কর্ণেল ক্লার্ক আমীর খাঁর রাজধানী সিরোঞ্জী অধিকার করিলেন, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের আদেশ যেন যুদ্ধে অর্থ নাশ করা না হয়, সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমীর খাঁর পশ্চাদানুসরণ ও শত্রুর সম্পূর্ণ বিনাশ না করায় বেরার পুনরায় পিণ্ডারী ও পাঠানেরা দখল করে ও রাজধানীর এক তৃতীয়াংশ অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দেয়। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের কন্যা মুক্তা বাইয়ের সতীদাহ ও উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিষপান ভারতবর্ষের পরাধীনতার মূল কারণ। এই কৃষ্ণকুমারীর কথায় বাঙ্গালার কৃষ্ণকুমারীর কথা মনে পড়ে, তবে সেই কৃষ্ণকুমারী ও বাঙ্গালার কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ! উহাতেই বুঝা যায় যে ভগবানের অভিসম্পাতে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাতেই কলির অবতার কল্কিরাজ। কলিকাতার ইংরাজ গভর্ণর জেনারেলকে ভারতের ভবিতব্যতার ইতিকর্ত্তব্যতা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিত। উহাতেই কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ভারতের রাণা, রাজা, মহারাজা সকলের উপর কর্তৃত্ব করিত। ইংরাজের সৈন্যবল, বুদ্ধি ও অর্থে সকলেই বশীভূত হইত। সেখ, মোগল, পাঠান, রাজপুত, শিখ, মহারাট্টা, বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই একে একে খৃষ্টান ইংরাজ জাতির করায়ত্ত হইল। ভারতবর্ষের ভাগ্য পঞ্জিকা ইংরাজ গণৎকারেরা কলিকাতায় বসিয়া গণনা করিত ও ভগবান যেন তাহাদের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত করিয়া দিতেন; আর গভর্ণর জেনারেলরা সেই ভগবানের যেন খেলার পুতুল বলিয়া বোধ হইত। ভারতবর্ষের ইতিহাস অপেক্ষা সেই কলিকাতার কথার মূল্য অধিক। সেইজন্য কলিকাতার কথা বলিতে গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা 'ত আসিয়াই পড়ে' অধিকন্তু ইউরোপাদির কথাও উল্লেখ করিতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে লর্ড মিণ্টোর পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। ইনিই সার ইলাইজা ইম্পের অভিযোক্তা, সার গিল্‌বার্ট ইলিয়াট্, ইনিই পরে কালের করাল গতিতে বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন ও শেষে এখানে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার পুত্র কলিকাতায় কার্য্য করিত এবং তিনি হেষ্টিংস্ ও ইম্পের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় নন্দকুমারের বিচারে ইন্টারপ্রিটারের কার্য্য করিয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হন। ১৭৯৪ হইতে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার গিলবার্ট ইলিয়ট কলিকাতার ভাইসরয় পদে কার্য্য করিয়া লর্ড উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বোর্ব্বো, মরিয়া ও যাবা দ্বীপাধিকার করেন। তিনিই মেটকাফকে রঞ্জিৎ সিংএর নিকট, মালকলমকে তেহারাণে এবং মনষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনকে কাবুলে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের কলিকাতা সমাজের একজন সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন অথচ তিনি কলিকাতা অপেক্ষা বারাকপুরে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, ১২ই জুন তাঁহার বিবাহের সম্বাৎসরিক উৎসব বিলাতি নাচ, গান, বাজনা, ভোজ ইত্যাদিতে বারাকপুরে অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন।

তিনি সেকালে কলিকাতার এলবাব পোষাক ও জাঁকজমকের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কলিকাতার সান্ধ্য ভ্রমণের কথায় লিখিয়াছিলেন যে উহা বড়ই বিরক্তিকর কারণ বারজন সহিস মাছি তাড়ান চামর হাতে করিয়া ঘোড়ার পাশে পাশে দৌড়ায় আর পাল্কিতে গেলে ত্রিশ জন লোক দুই লাইন বন্দি হইয়া রূপার আশা শোটা ও চামর লইয়া আগে আগে যায়। তাঁহার শাসনকালে *তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন হয় নাই, তবে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে স্থাপিত আছে। তাঁহারই আমলে কলিকাতার টাউনহলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় ও সেণ্টজন গির্জ্জা শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করে। ডাক্তার লেডনের উপদেশ মত পাদরী কেরি মার্শমান ল্যাট

সাহেবের সহিত দেখা করেন ও তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারা যাহা করিতেছিলেন উহাও তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। বিলাতে তখন মিশনারিগণের বিরুদ্ধে মিঃ টুইনিং ও মেজর স্কট ওয়েরিং কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করেন ও তাহাদের যাহাতে বিলাতে ফিরাইয়া আনা হয় সে তদ্বির হইতেছিল। তজ্জন্য বাপটিষ্ট মিশনারি সোসাইটির সেক্রেটারী, ফুলার সাহেব বিলাতে মারকুইস অফ ওয়েলেসলির শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ডিরেক্টার সভায় তাঁহার যতদূর ক্ষমতা আছে তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিবেন এবং কোনরূপ অন্যায় বিচার যাহাতে না হয় উহার ব্যবস্থা করিবেন। উহাতেই ২৩এ ডিসেম্বর ডিরেক্টার সভায় টুইনিং সাহেব মিশনারি মহাপ্রভুগণকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্যারি সাহেব যিনি তখন কোর্ট অফ ডিরেক্টার সভার সভাপতি, তিনি মিশনারিগণের পরম বন্ধু ছিলেন। আর লর্ড মিণ্টো ভারতের অধীশ্বর গবর্ণর জেনারেল হইলেন। উহাতেই মার্শমান সাহেব কলিকাতায় দুই হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়া বাইবেল ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী বৌবাজারে গির্জ্জা খোলা হইল। উহা কেরি সাহেবের গির্জ্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ, রোল্ট সাহেবের নক্সায় তিন হাজার দুই শত পাউণ্ড ব্যয়ে উহা তৈয়ারি করা হয়। তন্মধ্যে সতের শত পাউণ্ড চাঁদায় উঠে ও বাকি শ্রীরামপুর মিশনারিরা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও উড়িয়া আদি সকল ভাষায় বাইবেল ছাপান হয়, ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে হিন্দুগণের শাস্ত্রাদির কথা ছাপাইলেন, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বাইবেল সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন লোকের জনতা ঘোড়দৌড়ের মাঠে গির্জ্জায় উপাসনা করিবার অপেক্ষা শতগুণ অধিক হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমেরিকাবাসিগণ মার্শমান সাহেবের বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রশংসা স্বরূপ সেখানকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টার অফ ডিভিনিটি উপাধি দান করিলেন। মার্শমান সাহেব ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত হইলে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ রাত্রে ভগবান মিশনারিগণের ছাপাখানা অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। তখন দমকল ছিল না উহাতে সাত হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভগবানের নিকট ধন্যবাদ দান করে, কলিকাতায় হিন্দু সমাজে দোল * দুর্গোৎসবের সময় যেমন হিন্দুরা আনন্দিত হয় ও উৎসবে মাতিয়া উঠে তখন ঠিক সেই ভাব হইয়াছিল, কিন্তু বিলাতে তজ্জন্য চাঁদা আদায় হইতে আরম্ভ হইল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর আগ্রার দুইজন মিশনারিকে সেখানে যাইবার ও থাকিবার অনুমতি দান করা হয়, আর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন দুইজন মিশনারিকে এদেশ হইতে বহিষ্করণ আদেশ দেওয়া হয়, পরে আটজনের প্রতি সেইরূপ আদেশ হইয়াছিল। কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট মার্টিন সাহেব পাদরি তাড়াইবার জন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমেরিকা হইতে পাদ্রিরা আসিতে আরম্ভ করে ও তাহাদিগকে তাড়াইবার ব্যবস্থায় কলিকাতা তোলপাড় হইতে থাকে। পাদরির বাড়ীতে পুলিশ পাহারা দ্বারা নজরবন্দি রাখা হইত। সেই সব অত্যাচারের জন্যই মিণ্টোর কলিকাতায় প্রতিমূর্ত্তি হয় নাই আর পাদরির উপর অত্যাচারই যে তাঁহার প্রধান কলঙ্ক ইহা মার্শম্যান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ফল ভাল হয় নাই।

ইজারা বিলি:—বিলাতে কোম্পানির ইজারা বিলির সময় পাদরির উপর আর যাহাতে

* 'ঘ' ক্রোড় পত্রে আছে

অত্যাচার না হয় সে ব্যবস্থার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা কোম্পানি ও ইংরাজ জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিলাতের মহাসভায় সর্ব্ববাদি সম্মতি ক্রমে হয় নাই, খাইশটি ভোটের আধিক্যে পাশ হইয়াছিল। সার চার্লস ফরবস্‌, সিডনে স্মিথ, লসিংটন, মার্শ, প্রেনডারগাষ্ট, কীন প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন ও মিশনারিগণের দোষ দেখাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। তেমনি লর্ড কাসলরে, উইলবারফোর্স প্রমুখ খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণের দেবতা হইয়াছিলেন। উহাই ইংরাজ জাতির মহত্ত্বের লক্ষণ ও উহাতেই যে ভারত সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছিল। প্রেনডারগাষ্ট বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কেরির বর্ক্তৃতায় হিন্দুর ধর্ম্মের উপর গালিবর্ষণ করায় উহাতে শ্রোতৃবর্গ এইরূপ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিল যে যদি পুলিশ না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি হইত, সেকালে মিশনারি মহাপ্রভুরা হিন্দুর ধর্ম্মের উপর অযথা গ্লানি কুচ্ছা করিয়া বালক ও মূর্খগণকে খৃষ্টান করিতেন উহারই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এদেশে থাকা যুক্তি সঙ্গত নয় মনে করিয়াছিল এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়, আরও ভাবিয়াছিল যে ঐরূপ মিশনারিগণকে প্রশ্রয় দিলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। অনেকের ধারণা ছিল যে, মিশনারিরাই ভিলোরের বিদ্রোহের কারণ। নূতন ইজারার সর্ত্তের মধ্যে, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের কথার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য শক্তি আর রহিল না, বিলাতের মাঞ্চেষ্টার ও লাঙ্কেশায়রের ব্যবসারম্ভ হইবার পথ পরিষ্কার করা হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির সহানুভূতি ও ডেনমার্কের রাজার বদান্যতায় কলিকাতায় বাপটিষ্ট মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ও বারজন ব্রাহ্মণ ও ষোলজন কায়স্থ খৃষ্টান হইয়াছিল। তখন চিৎপুর রোডে ছোট একটি গির্জ্জা ছিল।*

এই একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষতিবৃদ্ধি কি হইয়াছিল সে কথা রবিনসন সাহেব তাঁহার পুস্তকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, যে একচেটিয়া ব্যবসা করিয়া কোম্পানি রাজস্বলাভ করিয়াছিলেন, উহার স্বত্ব লোপ হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছিল উহার পূরণ রাজ্য লাভে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ রাজ্য লাভ করিতে কোম্পানিকে নিজের গাঁট হইতে এক কপর্দ্দকও খরচ করিতে হয় নাই। উহা কি যথেষ্ট নয়? এখন যাহাতে ব্রিটিশ জাতি সেই ব্যবসা ভারতবাসীর সঙ্গে করিয়া লাভবান হইতে পারে উহারই ব্যবস্থা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ইজারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ভারতের পণ্য দ্রব্য বিলাতে যাওয়ায় সেখানের সোনারূপার মুদ্রার বিনিময় মূল্য অধিক হওয়ায় উহার প্রতিকার করা তখন সকলের ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়াছিল।

* * * "It is wise to remember that the monopoly of the East Indian trade was responsible for the growth of that great and mighty corporation, which did actually win India for Great Britain. It is therefore possible to claim that, even if the nation lost somewhat financially because the Eastern trade was closed, this loss was amply compensated by the acquisition of India without the payment of a single shilling from the national treasury."

* * * "The Company endeavoured with all the means at its disposal to

---

* J. C. Marshman's "The Story of Carey Marshman, & Ward" p. 144.

promote a trade with India which should benefit its shareholders, the English nation, and India itself."

* * * "The fact that the trade consisted almost entirely in importing Indian goods to England caused a disastrous disarrangement of the rate of exchange: the gold and silver coins did not bear a determinate relation to one another, and silver, in particular, became very scarce. The theory of exchange was ill-understood, and the position was complicated by the large remittances continually sent to Europe. In fact, the commercial relations of India and England presented entirely novel characteristics, and it is for this reason that the Indian trade appears to have been conducted upon very uncertain principles. In some cases enormous profits were made, and in others considerable losses incurred." *

এই বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) খেলায় একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় ভারতবাসিদের ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার পথ বন্ধ হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি বাঙ্গালায় ব্যবসা আদির বিলি বন্দোবস্তে এক বৎসরে ১৪,২৬,৫৫৯ টাকা খরচ করেন। কলিকাতা হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি মালের হিসাবে নীল, তুলা, তামাক, চিনি ও পশমাদি যাইত ও চিনি একমণ ১৮৷৹ শিলিং ও তুলা একসের ৬ পেন্স দরে বিক্রি হইত এবং ৫২,৫৩,৪৮৯ পাউণ্ড নীল ১৯,৭২,৩২৮ পাউণ্ডে বিক্রি হইত। আলু ফুলকপি আদি নূতন খাদ্যদ্রব্য এবং নীল আফিমাদির চাষে ধান গমের চাষ কমিয়া যায় ও দাম বৃদ্ধি হয়। কলিকাতায় তখন তেরটি বাজার এবং রোম ও গ্রীক দেশীয় স্থপতি বিদ্যার অনুকরণে বাড়ী আদি তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। তিনি এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন ও শিক্ষার জন্য বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। তিনিই এদেশ হইতে খৃষ্টান পাদরিগণকে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ভুটান, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে যাইবার অনুমতি দান করেন। ভারতবর্ষের দ্রব্য কিনিবার ক্রেতা একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় এক বিনিময়ের (এক্স চেঞ্জের) কৃপায় পণ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হয় নাই এবং ব্যবসায় সুবিধাও হয় নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ২৮এ মার্চ্চ কোম্পানির সিপাই/ সৈনিক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা ও তাহাদের পত্নী পুত্র এদেশের জমি জায়গায় অল্প খাজনায় জমা পাইত। উহাতে তাহারা কোম্পানির বড়ই বাধ্য হইয়াছিল।

মিউনিসিপালিটি :—লর্ড মিণ্টোর আমলেই মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। ১৮১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাড়ী ঘর আদির খাজনা আদায় একলক্ষ ছিয়াশি হাজার তিপ্পান্ন টাকা ও সহরের সাফ রক্ষণাবেক্ষণ, আমলা খরচ, আদি এক লক্ষ আটাত্তর হাজার দুশ ছেবট্টি টাকা বাদে মোট মুনফা সাত হাজার সাতশত সাতাশি টাকা। মদ বিক্রির লাইসেন্স আদায় মোট ১,৫০,৯৪৮৲ টাকা, তাড়ি ২৬,৯৯৭৲ টাকা, গাঁজা ৯,০০৪৲ টাকা, ইংরাজ মদের ভাঁটি হইতে ৭২,১৭২৲ টাকা, বাজার হইতে ১২,২০৫৲ টাকা, জরিমানা দিগর ৯,৮৬৮৲ টাকা, টালির নালা হইতে ৫৮,০০২৲ টাকা, নূতন নালা হইতে ৯,৩৩৪৲ টাকা আদায় হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় কোম্পানির প্রায় নয় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা কষ্টম ডিউটি আদায় হইত, আর বাঙলায় নূনের ব্যবসায় কোম্পানির ঐরূপ

Robinson's "The Trade of the East India Company" pp. 178-9.

টাকা খরচা বাবে ব্যস্ত থাকিত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া জেলের উন্নতি করেন। কলিকাতা, আলিপুর ও চব্বিশ পরগণায় জেল ছিল ও সেখানে যথাক্রমে পাঁচ শত, নয় শত ও আড়াইশত কয়েদি ছিল। তখন কয়েদিগণকে দিয়া কাজ করাইয়া ব্যবসারম্ভ হয় নাই। তখন চোরের শিশুহত্যা করিয়া গহনাপহরণ করিত। উহার জন্য দণ্ডবিধি ও জেলের উন্নতি করা অবশ্যক হইয়া পড়ে।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক:—১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক করিবার প্রস্তাব হয় এবং কোম্পানি ঐ মূলধনের পঞ্চমাংশ দশ লক্ষ টাকা সরবরাহ করিবেন স্থির হয়। ঐ ব্যাঙ্ক দশ টাকা হইতে দশ হাজার টাকার নোট বাহির করিবে। বিলাতের তৃতীয় জর্জের নিকট হইতে, লর্ড মিণ্টো উহার সনন্দ আনাইয়া দেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে ডিরেক্টারগণের প্রথম সভা হইয়াছিল। কোম্পানির একাউণ্টাণ্ট জেনারেল মিঃ এস, সি টকার উহার প্রথম সভাপতি এবং শরটন সাহেব সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তখন কোন ব্যক্তি এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যাঙ্কের সেয়ার খরিদ করিতে পারিত না এবং ব্যাঙ্ক কোম্পানিকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ধার দিতে পারিত এই নিয়ম ছিল। সেই সময় হইতে "তোর কড়ি মোর বুদ্ধি কলায় করি আয়" এদেশে ব্যাঙ্কে এই ব্যবসা বিলাতি নিয়মে আরম্ভ হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি সার উইলিয়াম জোন্সের নক্সানুযায়ী কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহ নির্ম্মাণের রীতিমত কার্য্যারম্ভ হয়। দিল্লির সম্রাটের নামডাক ভারতবর্ষে যাহা কিছু ছিল উহা সমস্তই লোপ হইল। মেটকাফ সাহেব মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত দেখা করিয়া ইংরাজ রাজত্বের সীমা শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আসেন কিন্তু এলফিনষ্টোন সাহেব বহু মূল্যবান উপঢৌকন কাবুলের অধিপতি সুজা উলমূলককে দিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল না। তিনি কেবল তাঁহার হীরক খচিত বেশভূষা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ডাকাতি:—লর্ড মিণ্টো, বাঙ্গালায় ডাকাতের দল যাহারা পৈত্রিক ব্যবসার মত ডাকাতি করিত উহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই আমলে অজয়গড়ের পরাক্রান্ত পলাতক দস্যু-অধিপতি লক্ষ্মণদেব নাট্যাভিনয়ের মতন উক্তি করিয়া কলিকাতায় আত্ম সমর্পণ করে। তাহার সেইকথা লোকের মুখে মুখে ব্যাপ্ত হইয়া কলিকাতা তোলপাড় করিয়াছিল। সেকালের ডাকাতের সর্দ্দারের মুখে সুন্দর কথা শুনিয়া সকলেই, অবাক হয় ও উহার স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের অসাধারণ জীবন বিসর্জ্জন ততোধিক সকলকে চমৎকৃত করে। যখন লক্ষণদেব পলাইয়া যায় তখন ইংরাজ প্রহরীগণ উহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলে, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত লক্ষণের শ্বশুর বাজীরাও, কন্যা ও স্ত্রীর অনুরোধে শিশু, কন্যা ও স্ত্রী সকলের জীবন নাশ করিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন করে। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে ধৃত হওয়া অপেক্ষা জীবন ত্যাগ শ্রেয়স্কর জ্ঞান ছিল। লক্ষণের কথা এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে,

"মানুষের রাজ্য, সম্পদ, স্ত্রী ও পুত্র হীন হইয়া দীনভাবে গোপনে জীবন যাপন করা অপেক্ষা উহা ত্যাগ করাই ভাল"। লাট সাহেবকে তিনি এই বলিয়া আত্ম সমর্পণ করেন যে, "হয়, আমার রাজত্ব ফিরাইয়া দাও, আর নয়, কামানের মুখে রাখিয়া গোলা দিয়া উড়াইয়া দাও"। তাঁহার সেই অভিনয় ব্যর্থ হইল, তাঁহাকে আজীবন কারাগারে বদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। সেকালের হিন্দুরা বা মুসলমানরা কাপুরুষ ছিল না। তাহারা শরীর রক্ষা অপেক্ষা মান রক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করিত। দিল্লির সম্রাট সাহ আলমের পুত্র ইংরাজ রেসিডেণ্টের অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে হত্যা করিতে গিয়া বন্দি হন। লক্ষণদেব গোপনে থাকিয়া ডাকাতি করা অপেক্ষা ধরা দিয়াছিল।

শিখ গুরু নানক।

স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা ও উদাহরণ তাহাকে বিহ্বল করিয়াছিল। তখন পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ এক যুগ পরিবর্তনের সময় আসিয়াছিল। তাঁহারই আগ্রহে মিথিলায় সংস্কৃত বিদ্যালয় বাঙ্গালা আদি ভাষার চর্চা, উহার ব্যাকরণ অভিধান প্রকাশিত ও নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত করিবার জন্য মিশনারি মহাপ্রভুরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। লাট মিণ্টো প্রকাশ্যে উহার পৃষ্ঠ পোষক না হইলেও অন্তঃশীলা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন।

ধর্ম্ম প্রভাব :—বিলাতে ইঙ্গার বিলির পূর্ব্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, সার জন শোর প্রমুখ গবর্ণর জেনেরেলেরা মিশনারি মহাপ্রভুদের আনুকূল্যে সাক্ষ্য দিয়া ভারতে খৃষ্টান রাজ্য বিস্তারের পথ পরিষ্কার করেন। ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম যাজকেরাই ধর্ম্মের প্রাণ রক্ষা করিয়া রাজত্ব বিস্তার ও উন্নতি করেন। শিখ ধর্ম্মের সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দ নানকই করেন। বুদ্ধই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতায় যতই খৃষ্টান পাদরীগণের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল, ততই তাহাদের উপর লোকের সহানুভূতি জন্মাইল ও বিলাতের খৃষ্টানগণের সহানুভূতিতে চাঁদা উঠিতে লাগিল মহাসভা আইন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিল।

ঔরঙ্গজেবের সময় শিখগণের সেই দুর্দ্দশা একদিন হইয়াছিল, সুতরাং ফকিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ঔরঙ্গজেবকে চমৎকৃত করে। তেগ বাহাদুরকে মারিয়া ফেলেন। গুরু গোবিন্দের দুই পুত্র খড়্গ বাহাদুর ও জোরাবর সিংকে দেওয়ালের মধ্যে গাঁথিয়া হত্যা করেন। পাঞ্জাবে সেই শিখ ধর্ম্মের রাজত্ব রঞ্জিত সিং প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতায় খৃষ্টান পাদরীগণের প্রতি অত্যাচারই খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের ও রাজত্বের মূল হইয়াছিল। খৃষ্টানগণকে কোনরূপ জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় নাই কেবল কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। কেহ যে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে কোন পাদরী থাকিলে পোর্ট পুলিশ উহাকে নামাইয়া লইত। শিখদের প্রবাদ মুসলমান ধর্ম্মস্থান নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শিখ হইয়াছেন। প্রবাদ যে, ঔরঙ্গজেবের পুত্রের অন্নপ্রাশনে যে বিরাট মুসলমান সম্মিলন ও নামাজ হয় উহাতে ঔরঙ্গজেব গিয়াছিলেন। জুম্মা মসজিদের মৌলবী ভাবিয়াছিল যে, সে সেই উৎসবে সম্রাটের নিকট যাহা পাইবে উহাতে তাহার কন্যার বিবাহ দিবে। ধর্ম্মস্থান যোগবলে উহা জানিয়া ছিলেন, তিনি সেইখানে উপস্থিত হইয়া উহার মনের কথা উহাকে নামাজ করিতে বলিলে উহা করিবেন না এ কথাতে ব্যক্ত করেন "যে তেগ মকয়ে জায় উ মেরা পাণ্ডবো লোহগড়ে জায়" যেখানে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন উহা খনন করায় বহু অর্থ লাভ হয়। ঔরঙ্গজেব দেখিয়া অবাক, ভাবিলেন এই লোক জীবিত থাকিলে সকল মুসলমান শিখ হইবে, তৎক্ষণাৎ তিনি উহার শিরশ্ছেদ করিলেন। সেই মহাত্মার সমাধি সেই জুম্মা মসজিদের নিকট দেখা হইল যে যাহাকে সে শিখ নয় উহাই প্রমাণ করিবার জন্য, এরূপ কোন পরমার্থ দীক্ষার জন্য হত্যার উদাহরণ খৃষ্টান জাতির মধ্যে নাই বোধ হয়। বিলাতের বিশপ কোলম্যান প্রমথের ন্যায় কলিকাতায় কাহাকেও জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় নাই। মিশনারি বিদ্যালয়ে সঙ্গদোষে সুকুমার মতি হিন্দু বালকেরা মূর্খতা, অনভিজ্ঞতা ও প্রলোভনে পড়িয়া খৃষ্টান হইতে থাকে। কাশীতে জয়নারায়ণের রাজাদের কলেজে মিশনারি মহাপ্রভুরা পড়াইতেন উহাতে হিন্দুস্থানীরা ছাত্রদের ও বালকগণকে সাবধান করিবার জন্য ছড়া করে, উহা অতি মূল্যবান :—

"ঈশাকো ঈশ্বর কহে, ঈশাহি অজ্ঞান তব ঈশ্বর কেয়সে হুঁয়া সব মেনে হুয়া প্রাণ"

"মন্দিরমে পূজা করেহ, মসজিদমে মাথা টেক, গির্জ্জামে বাইবেল পড়েছে, পরব্রহ্ম হায় এক।"

"ইশু উপাসক যাতকৈ চিরকাল গির্জ্জা ঘর।" ধ্রুবপদ "কৈ গির্জ্জামে যাত যাত শিখিনে কে কারণ
কৈ গির্জ্জামে যাত যাত শিখনে উচ্চারণ
কৈ গির্জ্জামে যাত মিলে বৈসে সুন্দর নারী কৈ গির্জ্জামে যাত দেখাবন সুরত প্যারি।"
"বেদ মন্ত্র স্মৃতি পাড়না কৌই, এ, বি, সি পর ধ্যান লাগা কলিকাল করাল আয়নকো, হোটেলমে মাস খান লাগা
আর্য্য সনাতন ধর্ম্মকো ছোড়কো, গির্জ্জাঘরমে নর জান লাগা সাবাস্ ইংরাজ রাজকো, সবকেই খৃষ্টান হোন লাগা।"

নকুলে বাঙ্গালীর উপর ছড়া ছিল :—

"ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি, যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল, নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল
রাতারাতি বড় লোক হইবার তরে, ঘরছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।"

কলিকাতা শুধু বাঙ্গালার কেন সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের ব্যবসা ও থাকিবার স্থান বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সেইখানেই বিলাতি শিক্ষা দাক্ষা পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয়। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে ও শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে বাবর আদব ও সেকালে লোকের বাবুগিরির উপর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। সিমলার লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস যাহাকে লোকে সাধারণতঃ 'লকে কাণা' বলিয়া আদর করিত খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় রসসাগর কবির লড়াই এর প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন উহা উল্লেখ যোগ্য : —

"মিছে তোর জারিজুরি, যশের আশ্বাস, কবির লড়ায়ে তোর কিসের উল্লাস ?
গালাগালি দিয়ে গেল সারাটি জীবন, মন সাফ করে ফেল শিয়রে শমন।
ভেবে দেখ মনে ভাই নৃত্যগীত ধন ছেড়ে যেতে হবে সব শমন সদন
দিনে রেতে যে জন্মান্ধ দেখতে সে না পায়, একগ্যাছে তবু তোর জ্ঞান হোল না হায় !"

৺নিমাইচরণ মল্লিক :—কলিকাতার ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য দিক্পাল নিমাইচরণ মল্লিক একাত্তর বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে ত্রিরাত্র বাস করিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ ২৪এ অক্টোবর শনিবার স্বর্গগমন করেন। কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের সংবাদ পত্রে যাহা কিছু বাহির হইয়াছিল তাহা যতদূর সংগ্রহ করা গিয়াছে উহা 'গ' ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল, তবে সেকালের বাঙ্গালার সেই বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ধর্ম্মাত্মার মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র মতিলালের তেজস্বিতা ও স্পষ্ট সত্যবাদিতার কথা উল্লেখ যোগ্য। তিনি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে অজস্র অর্থ দান করেন। তাঁহার ন্যায় ধনী ও ব্যবসায়ী বাঙ্গালা কেন ভারতবাসির মধ্যে বিরল ছিল ভারতের সর্ব্বত্রই কেন ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও বিলাতে কারবার করিতেন। তাঁহার ব্যবসা ও কারবার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আইনানুসারে এক উইল পত্র করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে ম্যানেজার করিয়া যান। অপর ছয় পুত্রকে তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য অর্থদান করেন। কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই কিন্তু জ্যেষ্ঠ দুইজনকে কর্ত্তা করায় তাঁহারা যে অতুলসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে ইহা কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের মনে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। উহা মঙ্গলের কথা নয় ইহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই উহাতেই সর্ব্বনাশ হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস তখনও বাঙ্গালা ব্যবসায়ীর সম্পূর্ণ ছিল তজ্জন্য সেকালে গঙ্গাতীরে হিন্দু বাঙ্গালী যাহা বলিবে উহা রক্ষা করিবে, ইহা সকলেরই স্থির বিশ্বাস, উহারই বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃগণ যাহাতে তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে তজ্জন্য জ্যেষ্ঠ দুই সন্তান রামগোপাল ও রামরতন পিতাকে অনুরোধ করেন। মুমূর্ষু পিতা সেইরূপ করিল, চক্ষুলজ্জায় সকলেই 'যে আজ্ঞা';

হাঁ' হাঁ' বলিয়া চলিয়া গেল ; কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ মতিলাল নিরুত্তর, তিনি শেষে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে যাহা করিয়া গিয়াছেন উহা রক্ষা করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়। অর্থই অনর্থের মূল, সেকালে গঙ্গাতীরে পিতৃবাক্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করার ফল বিপরীত হইল। জ্যেষ্ঠ দুইজনের কৌশল ব্যর্থ হইল। পাঁচ ভাইয়ে মতিলালকে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার অনুরোধ উপরোধ করিল কারণ মতিলাল 'যে আজ্ঞা হাঁ' একথা বলে নাই কিন্তু মতিলাল অচল ও অটল হইয়া বলিল যে সে একলা ওরূপ মামলা রুজু করিবে না। ৺নিমাইচরণ মল্লিকের ছেলেরা মামলাবাজ হইয়া পড়ে। শেষে সকলে মিলিয়া ছয়জনে মৃত্যুর * তিনদিন পরেই মামলা রুজ্ করেন। কেবল গবর্ণর জেনারেলের কথা অপেক্ষা পুরাতন নামজাদা বাসিন্দাদের কথায় সেকালের কলিকাতার সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কলিকাতায় মল্লিক, ঠাকুর ও শোভাবাজারের রাজাদের কথা বলিলেই চলে। গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং ও গুডল্যাড সাহেবের অনুগ্রহে রাণী ভবানীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে কলিকাতা এখন আর নাই। তখন আর কোম্পানির বেনিয়ান মহাপ্রভুদের মা কালীর কাছে মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য জোড়া পাঁঠা বলিদান ও ধুমধাম করিয়া পূজার্থ বহু অর্থব্যয়, গান, ফুল আকড়াই, কবির গান, তর্য্যার লড়াই দিয়া আমোদ প্রমোদের সেদিন ছিল না। ইহাদিগকে লোকে হিংস্র পশু ব্যাঘ্র ও ভল্লুক অপেক্ষা যে ভয় করিত সে দিনও আর নাই।

"বাঘ ভালুকে নাহি ভয়, ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়।"

রাজা নবকৃষ্ণের দান ধ্যান ছিল ইংরাজের কলিকাতার সেণ্ট জন গির্জ্জা ঘরের জন্য, মুসলমানের মাদ্রাসা কলেজের জন্য, বারুদখানা তৈয়ারির জন্য আর যাহাতে এদেশের জাত, ধর্ম্ম, প্রাণ, স্বাধীনতা যায় সেইজন্য। সেই সকল মহাত্মারাই এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জারিজুরি ভাঙিয়া দিয়া কোম্পানির বেতন ও বৃত্তিভোগী করিয়াছিলেন। বারওয়েল সাহেব রাজা রামকৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী ও একজন নামজাদা মহারাণীকে বেশ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু সেদিন আর নাই, বিলাতের ডিরেক্টারগণ উহার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিল। মিশনারি স্কুলে বিলাতি ধরণের লেখাপড়া আরম্ভ হওয়ায় সেকালের পণ্ডিতগণের নিষ্কর জমি ভোগ করার পথ বন্ধ হইয়াছিল। সেই সময় লেখাপড়া শিক্ষা করা টাকা রোজগারের জন্য ইহাই সকলের লক্ষ্য হইয়াছিল। টাকা দিয়া শিক্ষা করিয়া গুরুভক্তির বিসর্জ্জন হইয়াছিল। কোম্পানির মুলুকের চিহ্ন সেই সবে লক্ষিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় মুড়ি মিছরির একদর হইয়াছিল। জমিদার প্রজায় শত্রুতা হইয়াছিল। সেই সময় ইংরাজেরা আমেরিকা হারাইয়া হাতে কলমে বুঝিয়াছিল যে, গায়ের জোরে দেশ অধিকার ও উহা রক্ষা করা যায় না। সেইজন্যই ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা যে নীতিবিগর্হিত কর্ম্ম তাহা সেকালের কর্ত্তব্যপরায়ণ ইংরাজগণের অন্তঃকরণে স্থান পাইয়াছিল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি তাহাদের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রকাশ পাইত। দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন না করিলে মৃত পিতার সদ্গতি হয় না, ইহা সকল বাঙ্গালীই বিশ্বাস করিত, বিবাহাদি শুভকর্ম্মে দশ জনের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ না লইলে মঙ্গল হয় না ইহাও সেকালের লোকের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। ইহাতেই কলিকাতায় শ্রাদ্ধ ও বিবাহ কর্ম্ম অতি সমারোহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সম্পন্ন হইত। বাঙ্গালার যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইত. বর্দ্ধিষ্ণু রাজা মহারাজা হইতে সামান্য নিরন্ন ভিক্ষুক সেই মহোৎসবে যোগদান করিত। সেই সকল উৎসবে পরস্পরের

* F. W. Macnaghten's Considerations on the Hindoo Law, p. 340.

মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি ও জাতীয়তার মূল সম্বন্ধ হইত। কলিকাতায় ঐরূপ শুভ সম্মিলন, দান ধ্যানের কথা ও ৺নিমাইচরণ মল্লিকের শ্রাদ্ধের কথা বিখ্যাত গ্রন্থের সুলেখক ভোলানাথ চন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করা যাইতেছে :—

"Each of the eight sons got up a silver Dan Sagar. They also distributed eight lacs of rupees to the poor. One Brahman who had a hand in the distribution coolly appropriated a cart-load of silver to himself. This was the Sradh that gave currency to the saying Chotta and Burra Kangali Bidaya. It arose thus: There was a house with a large compound in the north-eastern quarter of the town. Though payment was going on from morning to dewy eve the Kangalis shewed no diminution in number. Coming to know that they were being privily let in again through a back door, proper guard was taken and a de novo payment was made. A few surplus bags remained after distribution, and their contents were scattered broadcast on the compound for the Burra Kangalis." *

মহারাজা নবকৃষ্ণের মাতার শ্রাদ্ধ বড় মহাসমারোহে হইয়াছিল বটে কিন্তু সে শ্রাদ্ধের বিদায় কলিকাতার বড় ছোট কাঙালী পায় নাই, ইহাই ৺নিমাইচরণের শ্রাদ্ধের বিশেষত্ব ছিল। এইবার তাঁহার পৌত্রের বিবাহের কথা উক্ত চন্দ্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন উহাই দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে চিৎপুর রোডের দুই মাইল রাস্তায় গোলাপজল ছড়ান হয় ও যাহার ধুম দেখিবার জন্য সেই সময় লোকে প্রত্যেকে ত্রিশ চাল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধও সেইরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

"Babu Nimai Charan had eight sons. Almost all of them were equally famous like him. The marriage of his grandson and Sradh ceremony of his wife were performed with such great eclat that they have passed into proverbs. On the occasion of the celebrated Ram Rutton Mullick's son's marriage the Chitpore Road for two miles was sprinkled with the best rose water and sightseers paid Rs. 30 to 40 terrace hire for witnessing the procession. (The following is the description of an eyewitness of the most magnificent sradh.)" †

এইবার মহারাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র ও পৌত্রের বিবাহের কথা যাহা তাঁহার জীবন চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন উহা দেওয়া গেল। উহাতে পরস্পরের কার্য্যের তারতম্য সম্যক উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

"নবকৃষ্ণের চতুর্থ বা সর্ব্বপ্রধান কার্য্য মাতৃশ্রাদ্ধ :—এই সংবাদ প্রচার না হইতে হইতেই নানাস্থান,

---

* National Magazine January 1897.—Old Leaves Turned Back

† Ibid.

হইতে ভাট, ফকির, কাঙ্গালী এবং অপরাপর অর্থপ্রয়াসী লোক পঙ্গপালের ন্যায় ক্রমাগত তাঁহার সদনে আসিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মহানগরী ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইল। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ব্যতীত কাহার সাধ্য তাহাদিগকে আহার প্রদান করে? নবকৃষ্ণ এই সকল কাঙ্গালীদিগের জন্য যে সকল পর্ণকুটীর প্রস্তুত এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা পর্য্যাপ্ত হইল না; ক্রমে বাজারের তণ্ডুল, ফলমূল, তরকারি, ফুরাইয়া গেল, দেশের কদলী বৃক্ষ সকল পত্র শূন্য হইল, কুমারটুলির হাঁড়ি কলসী নিঃশেষ হইল তথাচ কাঙ্গালীদিগের আহারের কুলান হয় না; এমত সময়ে নাগরিক এবং উপনগরস্থ ভদ্রলোকেরা স্ব স্ব ভবনে তাহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল—অসংখ্য দর্শকবৃন্দ সভার শোভা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা পরিবেষ্টিত; উপরে চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান, প্রবেশ দ্বারে সৈনিক পুরুষেরা প্রহরী, প্রাঙ্গণ মধ্যে বিপ্র এবং শূদ্রদিগের বসিবার পৃথক্ পৃথক্ আসন, একদিকে গায়কেরা হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছে, অপরদিকে বারানসী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিতণ্ডায় কোলাহল করিতেছেন; সম্মুখে দ্বাত্রিংশটী কাঞ্চন এবং রজত ষোড়শ, তৈজসগুলি অনতিতুঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করিতেছে। শাল বনাত প্রভৃতির স্তূপ দর্শনে দর্শকদিগের মনে হইল, বুঝি বড় বাজারের দোকান সকল শূন্য হইয়াছে। গজ, অশ্ব, সবৎসধেনু, শিবিকা, শয্যা, ছত্র, পাদুকা, আসন প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সভার অনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি তরল দ্রব্যের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্ন এবং পক্বান্নের স্তূপ দেখিলে এক একটী দেউল বলিয়া ভ্রম হয়; বহু সংখ্যক হালুইকর ব্রাহ্মণ এবং মোদক অনবরত মেঠাই সন্দেশাদি প্রস্তুত করিতেছে; এবং তণ্ডুল, দ্বিদল, ময়দা প্রভৃতি আড়তের ন্যায় রাশীকৃত ঢালা রহিয়াছে। এতদূর জনতা সত্ত্বেও শ্রাদ্ধটী সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ভূকৈলাশ রাজবাটীর পূর্ব্বপুরুষ নবকৃষ্ণের মিত্র দেওয়ান গোকুল ঘোষাল মহাশয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের ভার গ্রহণ করেন।

নবকৃষ্ণের পুত্রোদ্বাহ:—১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে খানাকুল নিবাসী কুলীন শ্রেষ্ঠ রামানন্দ (বসু) সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র রাজকৃষ্ণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। পাত্রীটী সিমুলিয়াতে আনীতা হইয়াছিল। প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান প্রাড্বিবাক এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা বরযাত্র হইয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের সম্মান বর্দ্ধন করেন। নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব পঞ্চ হাজারী এবং মহারাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব সাহ হাজারী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এই মর্য্যাদানুসারে তাঁহার প্রথমে তিন সহস্র এবং তৎপরে চারি সহস্র অশ্বারোহী সওয়ার ব্যবহারের যে সত্ত্ব ছিল তাহা তিনি কেবল এই সময়ে কার্য্যে পরিণত করেন, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান এবং বরের সহগামী হয়। * * * * পুত্রের বিবাহের কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণ তাঁহার পৌত্র রাধাকান্তের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন।"

* * * "নবকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তারকেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী কুলীন সমাজ, গোপীনাথপুরের গোপীকান্ত সিংহ চতুর্দ্ধরীর বংশে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোপীকান্ত সিংহের পরলোক গমনের পর ধনের খর্ব্বতা নিবন্ধন তাঁহার উত্তরাধিকারীরা গোষ্ঠীপতিত্ব সংরক্ষণে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন না। এদিকে নবকৃষ্ণ অসীম সমৃদ্ধিশালী এবং অতুল সম্রান্ত হওয়ায় সহজেই গোষ্ঠীপতিত্বের লোলুপ হইয়াছিলেন।

গোপীকান্তের পৌত্র রামকান্ত, নবকৃষ্ণের নিকট এক সময়ে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা পরিশোধ করিতে সক্ষম হন নাই; সুচতুর নবকৃষ্ণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করণাভিপ্রায়ে তাঁহার দুহিতার সহিত স্বীয় পৌত্রের বিবাহ এবং গোষ্ঠীপতিত্ব মাল্যের মূল্য স্বরূপ ঋণের টাকা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। রামকান্ত ঋণমুক্ত হওনাশয়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং জাহ্নবী স্নানের ভাণ করিয়া কলত্রাদি সহ প্রথমে সালিকায় আসিয়া উপনীত হন এবং জ্ঞাতিদিগের ভয়ে তথা হইতে শোভাবাজারে আসিয়া কন্যাটিকে যথাবিহিত সম্প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণ বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং কুলাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন; আদান প্রদান এবং অন্যান্য কার্য্যানুসারে তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইলে এবং তৎপূর্ব্বে মেলকাটী (*) প্রণালীতে তাঁহার পৌত্রের সহিত গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধ্বরীর প্রপৌত্রীর উদ্বাহ সুসম্পন্ন হওয়ায় সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্য্য মহাশয়েরা মহারাজা নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার এবং বরণ করিলেন। নবকৃষ্ণ দ্বাবিংশতি পর্য্যায়ের একজাই করেন এবং এই সময় হইতে তাঁহার বংশের কেহ কোন সামাজিক কার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলে গোষ্ঠীপতির (†) বংশোদ্ভব বলিয়া অগ্রে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান করা হয়; কিন্তু এই প্রথাটি এক্ষণে এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে।" ‡

উক্ত গ্রন্থকার নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলেন এবং রাণী ভবানীর জীবন চরিত লেখক তাঁহার পতি মহারাজ রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়াছেন সেকালে এইরূপ শ্রাদ্ধে, বিবাহে লোকে কিরূপ খরচ করিত উহার বিষয় জানিতে পারা যায়। ঐ সকল শ্রাদ্ধে লোকের সৌভাগ্যোদয় হইত বলিয়া বড় কাঙ্গালীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারি মহারাজা সুখময়ের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কিম্বা মহারাজা নবকৃষ্ণের শ্রাদ্ধের কথার কোন উল্লেখ নাই। মহারাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে চার হাজারী মসনবদারী ও 'মহারাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল ৺রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐরূপ সাত শত সতীদাহ বাঙ্গালায় হইয়াছিল। পাদ্রী মহাপ্রভুরা উহা উঠাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের মত ছিল যে "দেশে এই প্রথা জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে গেলে তাহার উপর লোকের আরও ঝোঁক হইবে ও তাহারা মনে করিবে যে কোম্পানি তাহাদিগকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজি শিক্ষাই ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিবে।"

* মৌলিক গোষ্ঠীপতির কন্যার সহিত মৌলিক পাত্রের বিবাহকে মেলকাটা প্রণালীর বিবাহ বলে। এই বিবাহে কন্যাকর্ত্তার গোষ্ঠীপতিত্ব নষ্ট হয় এবং বর বংশের গোষ্ঠীপতিত্ব জন্মে।

† ১২ পর্য্যায় শ্রীমন্ত রায়। ১৩ পঃ পুরন্দর বসু খাঁ। ১৪ পঃ কেশব বসু খাঁ। ১৫ পঃ শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাস। ১৬ পঃ দয়ারাম পাল। ১৭ পঃ রামভদ্র পাল। ১৮ পঃ কিঙ্কর সেন ভেয়ে। ১৯ পঃ গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধ্বরী। ২০ পঃ কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে হরিনারায়ণ সিংহ চতুর্ধ্বরী। ২১ পঃ কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে রামকান্ত সিংহ চতুর্ধ্বরী। ২২ পঃ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

‡ কলিকাতাস্থ শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবন-চরিত।

দেশে তখন বহু বিবাহ প্রথা খুব প্রচলিত। অনেক বৃদ্ধ যুবতী বিবাহ করিত। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বড় কম। তাহাদের জাতি ও চরিত্র রক্ষা করিবার জন্য সহমরণ প্রথা দেশে ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইয়াছিল। শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতির পুত্রোৎপাদন ভিন্ন আর কোন কাজ যে আছে, তাহা লিখিয়া যান নাই বা ব্যবস্থা করেন নাই। সেইজন্য দেশে হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে এই কথা প্রচলিত আছে :—

"মরবে মাগী উড়বে ছাই, তবে তার বালাই গাই।" *

"স্ত্রিয়া চরিত জানে না কোই, মরদ মারকে সতী হোই।" †

সহমরণের বিরুদ্ধে মিশনারীদের কাগজে যেমন প্রবন্ধ বাহির হইত, তেমনি রামমোহন তাঁহার কাগজে উহার পোষকতা করিয়া শাস্ত্রে সহমরণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া দেশের লোককে বোঝাইতে চেষ্টা করিতেন। রামমোহন যে খালি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন তাহা নয়, স্কুলও করিয়াছিলেন। উহা জোড়াসাঁকোর কমল বসুর বাড়ীতে হইয়াছিল। উহা শেষে হরনাথ মল্লিকের বসত বাড়ী হইয়াছিল। এই স্কুলে হিন্দুর ছেলেরা বড় কেহ যাইত না। ছেলেরা রাস্তায় দল বাঁধিয়া গান গাইত, তাহাতেই তাহার উপর লোকের নজর পড়ে।

"খানাকুলের বামুন একটা করেছে স্কুল, জাতের দফা হলো রফা থাকবে নাক কুল।"

সেকালের পাদ্রীরাও রামমোহনের ঐ স্কুলের উপর বড় সন্তুষ্ট ছিল না। একথা হিবারের বইএ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামমোহনের সঙ্গে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে খবরের কাগজ ছাপাইত। এই সহমরণ লইয়া উভয়ের মতভেদ হওয়ায় পৃথক কাগজে উহার জবাব দিতে লাগিলেন। লাট আমহার্ষ্টের পত্নী সহমরণ যাহাতে উঠিয়া যায় সেজন্য পতিকে দিয়া এক আইন জারি করিলেন যে, নিঃসন্তান সহমৃতার ধন সম্পত্তি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিবেন। সহমরণ করিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার অভিমত জানাইতে হইবে। আর যাহারা এই সহমরণের প্রশ্রয় দিবে বা যাহাদের বংশে হইবে তাহারা কোম্পানির চাকরী পাইবে না। রামমোহন কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিল, আরও এই সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি কোম্পানির গবর্ণর ও পাদরীদের বড়ই প্রিয় হইয়া পড়িলেন।

উহার পরে হিন্দু কলেজের ছেলেরা হেনরী ভিভিয়ান্ ডিরোজিও ও হেয়ার সাহেবের শিক্ষায় প্রকাশ্য ভাবে অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে লাগিল। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইল। রামমোহন ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সমাজে ও কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্ম গেল গেল রব পড়িয়া গেল। রামকমল সেন হিন্দু কলেজ হইতে উক্ত ডিরোজিওকে ছাড়াইতে গেলেন, কিন্তু উইলসন, হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ‡ জন্য তাহা পারিলেন না। উক্ত সেনকে মিণ্টের ও ব্যাঙ্কের দেওয়ান করিয়া কোম্পানি বশ করিয়া ফেলিল। ডিরোজিও নিজে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। গৌরমোহন আঢ্য হিন্দুর হিন্দুয়ানি বজায় রাখিবার ও ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য পাঠশালা ও বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। সেইখানেই দেশের যাবতীয় বড়লোকের

---

* বাঙ্গালা চলিত কথা।

† হিন্দুস্থানী চলিত কথা।

‡ কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ।

ও মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা পড়িত। ডিরোজিওর ছাত্রেরা * সকলেই কোম্পানির বড় চাকরীয়া ডিপুটি কলেক্টর হইল। দেশের কোন দিকে ঝোঁক কোম্পানির তাহা বুঝিবার বাকী রহিল না। দেশে রাজার উৎসাহে দেশের দুরবস্থায় লোকের ঝোঁক হিন্দুয়ানির দিকে কমিয়া গেল; এইরূপে যুগ পরিবর্ত্তন হইল। সেকালের কলিকাতা ও হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্রমে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে কোনদিকে যাইতেছিল উহার যাহা কিছু আর বলিবার আছে উহা এখানে বলা উচিত। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও সহমরণ প্রথা, বহু বিবাহ ও দুশ্চরিত্রতা যেমন প্রশংসার কথা ছিল তেমনই আর্য্য মুনি ঋষিরা দেশের ও দশের দুঃখ দূর করিবার জন্য, রাজা মহারাজারা বহুবিবাহ করিতে পারে ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহারা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না কারণ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক ছিল। ইংরাজ ও ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত এদেশের লোকের ভাব বিনিময় হওয়ায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজ জাতির রাজত্ব ও গুণের আদর করিতেন। তিনি কিন্তু রাজা রাজবল্লভের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার বিবাহে মত দিতে পারিলেন না। তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পোষকতা করিয়াছিলেন। বৈদ্য ও পিরালীগণকে উপবীত ধারণ করিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি উহা রোধ করিতে পারিলেন না। সেকালের লোকেরা আজকালের শিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র ও সততায় কোন অংশে হীন ছিলেন না। তাঁহারা আর্য্য রীতিনীতির পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরাধীনতায় তখনও হিন্দু সমাজে প্রাচীন আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তখনও বিলাসিতা প্রবঞ্চনার সামগ্রী হইয়া পড়ে নাই। ইংরাজ কোম্পানির রাজত্বকালে তাঁহারা বুদ্ধি ও কৌশল করিয়া এমনই রাজত্ব আরম্ভ করেন যে, উহাতে এদেশে বিদেশী খৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, বিলাসিতা ও সঙ্কীর্ণতা লোকের হৃদয়াধিকার করে। যে সংযম হীনতা মুসলমান রাজত্বের সময় আরম্ভ হইয়াছিল উহা ইংরাজ রাজত্বে ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রমুখের বেনিয়াণগণের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠে। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু, কাশিনাথ ও দেবী সিংহ প্রমুখের নাম স্পষ্ট বক্তা স্বর্গত ৺চণ্ডীচরণ সেন জলন্ত অক্ষরে সাহিত্য ক্ষেত্রে উপহার দিয়া গিয়াছেন। এখন যেমন সাধারণ লোক ও শিক্ষিত লোক সভা সমিতিতে বর্ক্তৃতা করিয়া রাজার দোষগুণ দেখাইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন তেমনি হিন্দুরা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সকলের সহিত একত্রে কথকতা, নাচগান, যাত্রা, কবি ও তর্য্যার লড়ায়ে আহার বিহার করিয়া আনন্দানুভব করিত ও নামজাদা হইয়া পড়িত। উহাতেই সেকালে শ্রাদ্ধ ও বিবাহে যে টাকা খরচ করিত এখন কাউন্সিল ও মিউনিসিপাল সভায় যাইবার জন্য ভোট সংগ্রহে সে টাকা খরচ করে। সেকালের সামাজিক সম্মিলনে ব্যক্তিগত আত্ম-মর্য্যাদার কোনরূপ হ্রাস হইত না কিন্তু কোম্পানির রাজত্বের ভোট সংগ্রহে ব্যক্তিগত আত্মমর্য্যাদার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

তখনকার লোকের প্রাণে সঙ্গীত ছিল উহা কবির লড়ায়ে বা গানের আসরে আনন্দানুভব করিত। পশ্চিম হইতে লোকে গান বাজনা শিখিয়া আসিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালি মির্জ্জা প্রভৃতির নাম হিন্দুর বারমাসের তের পার্ব্বণে জাহির হইত। সহরের বড় বড় লোকেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক

* চন্দ্রশেখর দেব, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ার মুনসেফ ও রাধানাথ সিকদার সার্ভে আফিসে কাজ করিতেন।

। কুস্তির পালোয়ানেরা বড়লোকের বাড়ীতে আকড়া করিয়া তাঁহাদের পুত্রগণকে পাড়ার লোকের পুত্রগণের সহিত ব্যায়াম শিক্ষা দান করিত। মহারাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় যেমন খাইতে পারিতেন তেমনি বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। জমিদারগণের সন্তানেরা লাঠিখেলা ও কুস্তি শিক্ষা করিত। মেটিয়ির রামদীতা প্রতিষ্ঠাতা জমিদারও সেইরূপ একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। বড় বড় নৌকা একলা উঠাইয়া ফেলিতেন। সেকালে দেশের লোক যেমন খাইতে পারিত তাহাদের শরীরে তেমনি শক্তি ছিল। সেকালের কবিওয়ালা কীর্ত্তনীয়া, পাঁচালী যাত্রাওয়ালা গায়কাদি যে সকল গান গায়িত উহা মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলেও লোকে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। এখনকার উচ্চ শিক্ষিত সমাজ উহার আদর করিতেছে ও উহা শিক্ষা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। সেই সেকালের শুভসম্মিলনের মধ্যে যে আত্মীয়তা, যে সহানুভূতি, যে ভাববিনিময় আদান প্রদান হইত উহা ইংরাজিশিক্ষার অভিসম্পাতে একেবারে আর নাই। হায়! ঐ সব উৎসব এখন হাড়ি, মেথর, ডোম, কুলি, রাজমজুর ও মুটের কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজনে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তখনকার জাঁকালো শ্রাদ্ধ বিবাহের উৎসবে কলিকাতায় বহুদূর দেশ হইতে গুণী গায়ক কীর্ত্তনীয়া বাজিয়ে ঐ উৎসবের পূর্ব্ব হইতে আসিয়া মহলা দিয়া পরীক্ষায় মনোনীত হইত, উহা শুনিতে লোক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিত। এইরূপে ভাল গুণী গায়কাদি কলিকাতায় বসতি করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ইংরাজ রাজত্বে ততদূর হয় নাই যতদূর সেকালের সমাজিক কার্য্যে হইত। পাড়াগাঁয়ে বারোয়ারিতে এখনও ঐরূপ লোক সমাগম হইয়া থাকে ও তখনও হইত। পল্লীতে পল্লীতে তখন গঞ্জ হাট ছিল ও সেই থানের মাল বিক্রির উপর বৃত্তিতে ঐ সব বারোয়ারি হইত। সেকালের সমাজের ত্রুটী সকল মাটির পুতুল করিয়া লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা সেকালের মহাজন ও জমিদারেরা করিত। ব্রাহ্মণ সজ্জন দরিদ্র নারায়ণের দুঃখ দূর ও পূজা হইত। বাঙ্গালার সেই একদিন আর এই একদিন! কি আকাশ পাতাল প্রভেদ!!! এখন যেমন ফুটবল খেলা দেখিতে লোকে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র মানেনা, পুলিশের ঠেলাঠেলি লোকের ঠেসাঠেসি ও টিকিট কিনিতে কষ্টানুভব করেনা তেমনি সেকালে কবি, পাঁচালি, যাত্রা, গানে কলিকাতায় লোক নরনারী ভাঙ্গিয়া পড়িত। সেই সব উৎসবও নাই, সে সব লোকও নাই! এখন উহার জল্পনা ও কল্পনা করিয়া সুখানুভব ভিন্ন আর কিছুই নাই!!!

কলিকাতার ডেকার লেনে মুরের এসেম্বলি গৃহে সেকালের বড় বড় ইংরাজদের আহার বিহার ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল। সেই খানেই লর্ড মিণ্টোর বিদায় অভ্যর্থনার নাচ গান হইয়াছিল। কলিকাতার উহা 'রিজেণ্ট পার্ক' বলিয়া মিস্ ইডেন উহার আখ্যা দিয়াছিলেন। কলিকাতার ব্যবসাদারেরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রকাশ্য সভায় পুলিশ ও ময়লা পরিষ্কারক বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ব্লিয়ট সাহেবকে চুরি ডাকাতি নিবারণ করার নিমিত্ত একখানি সুন্দর নৌকা উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে। কর্ণেল স্লিমান বলেন যে, তখন ইংরাজেরা ধর্ম্মতলা ও চিনাবাজারে থাকিত। বেণ্টিক স্ট্রীটে যেখানে গোরের পাথরের স্মৃতি ফলককারী লিলুইন কোম্পানির কারখানা ছিল, সেই বাড়ীতে লর্ড মিণ্টো কিছু দিন ছিলেন শোনা যায়। রাজা রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবের অধীনে কার্য্য করিবার সময় বাইশ বৎসর বয়সে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। এইরূপ ইংরাজ ও হিন্দু জাতির সেকালের কলিকাতায় উৎসবাদির বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বেনারসে বাড়ীর উপর ট্যাক্স হওয়ায় উহার প্রতিবাদ হইয়াছিল। লর্ড মিণ্টোকে ভুটানাঞ্চলের সীমানা অধিকার মীমাংসা করিবার জন্য নেপাল রাজার দাবির উত্তর

আসিবার পূর্ব্বেই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অর্থনাশকারী বিবাদ ও যুদ্ধের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। বিলাতের কর্ত্তৃকপক্ষগণ * পিণ্ডারিরা ও আমির খাঁকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতের হুকুম প্রার্থনা করায় মিণ্টো সাহেবকে বিলাতে ফিরিয়া যাইতে বলেন। রমেশ দত্তের ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়া পুস্তকে লর্ড মিণ্টোর শাসনের সুখ্যাতি নাই † "During his administration the unwisdom of the exclusive policy began to manifest in the increase of crime all over the country. Robbery increased to a fearful extent, life and property in the British dominions became unsafe, and the country was kept in perpetual alarm." অর্থাৎ দেশে চোর ডাকাতের ভয়ে ইংরাজ রাজত্বে সকলেই সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে জড় সড় ছিল। উহা নিবারণের জন্য বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুইজন ইংরাজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন, উহাতে লোকে চুরি ডাকাতি অপেক্ষা অধিক প্রপীড়িত হয়। সন্দেহ করিয়া বা মিথ্যা সংবাদে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালায় দুই হাজার একাত্তর জন লোককে দুই বৎসর কাল বিনা বিচারে জেলে আবদ্ধ রাখা হয় এবং উহাদের মধ্যে অনেকেই জেলে মারা যায়। লর্ড মিণ্টো ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে বিলাতে যে মন্তব্য পাঠান উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, রীতিমত শিক্ষা দীক্ষার অভাবই চুরি ডাকাতির মূল কারণ, সেইজন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাই চুরি ডাকাতির সর্ব্বোত্তম প্রতিকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোম্পানির মোটা বেতন লইয়া কলেজের অধ্যাপনা করিতে চায়না এবং স্কুল কলেজে শিক্ষক ও ছাত্রের উপস্থিতি হিন্দুর আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধ। তিনি ভাগলপুর ও জৌনপুরে কলিকাতার মাদ্রাসার ন্যায় মুসলমান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করেন। উহাতেই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আইনে ৪৩ সেকসনে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বিদ্যোৎসাহে খরচ করিবার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার টাউন হল কর্ণেল জন গার্ষ্টিনের কথা অনুসারে ওয়েলসলির সময় আরম্ভ হইয়া মিণ্টোর সময় শেষ হয়। উহা স্মৃতি, চিত্র বা মূর্ত্তি মূর্ত্তাকৃতি রক্ষার স্থান হইয়াছে। সেই খানে কলিকাতার বড় বড় সভাদি হইতে আরম্ভ হয়। ঐখানে সেরিফ সভা আহ্বান করেন। সেরিফ গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় ঘোষণা উহার দক্ষিণ দিকের বড় সিঁড়ির ধাপের শেষ বাতানে দাঁড়াইয়া করিয়া থাকেন। উক্ত টাউন হল ৮০ ফিট ও ৩০ ফিট লম্বা ও চওড়া এবং দোতালার বড় হল ১৭২ ফিট লম্বা ৬৫ ফিট চওড়া, মধ্যে দুসারি থাম দেওয়া ভাগ করা, পশ্চিমদিকে বাজা বাজাইবার স্থান ও পূর্ব্বদিকে উচু করিয়া পাটাতন আছে উহার উপরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভার সময় বসিয়া থাকেন। ‡

লাট মিণ্টো পূর্ব্ববর্ত্তী লাটের রাজ্যাধিকার দৃঢ়ীকৃত করেন তজ্জন্য তিনি কোন যুদ্ধবিগ্রহ করেন নাই, সেইখানেই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় হয়।

---

* L. J. Trotter's History of India. P. 293 † (P. 41.) ‡ Ibi (P. 42).

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লর্ড ময়রা।

৪ঠা অক্টোবর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রাতঃকালে রাজকার্য্য প্রাসাদে গ্রহণ করেন। তিনি আসিবার পথে মাদ্রাজে নামিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরি তাঁহার কন্যা মারশিয়নেস বিউট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি নয় বৎসরকাল গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করেন। তিনি ঐ দুই পদ দুইজন দ্বারা পরিচালিত হইলে কার্য্যের অসুবিধা হইবে বলিয়া এক করিয়া লইয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি মাহিনার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার সেই মহত্ত্বের পুরস্কার কোম্পানির বিলাতি কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার অবসর গ্রহণকালে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাকে দুইদফায় ষাট হাজার ও কুড়ি হাজার পাউণ্ড বৃত্তি পুরস্কার দান করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বিলাতে আরল উপাধি পাইলেন বটে, কিন্তু উহা তিনি বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। যাহাতে এ দেশের কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ খৃষ্টধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কর্ম্ম করে, এই দৃষ্টি রাখিবার ভার খৃষ্টান পাদরিগণের উপর ছিল সেই জন্যই বোধ হয় যেন তাহারা ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া উহার অন্ধি সন্ধির মধ্যে কোথায় ধর্ম্মের প্রত্যবায় হইতেছে উহা দেখিয়াছিল; কিন্তু তখন তাঁহাদের হাতে অন্য কর্ম্ম আসিয়া পড়িল। কিসে এ দেশবাসী চুরি-ডাকাতি মিথ্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান জাতির খৃষ্টধর্ম্মের মূল মন্ত্র শিক্ষা করিতে পারে ও উহাতে দীক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বিদ্যালয়, গির্জ্জা ও রাস্তায় পথে ঘাটে বক্তৃতায় বা বাইবেল বিতরণ করিয়া করিতে হইবে। সেই জন্যই মহাত্মা গবর্ণর জেনারেলের লাট প্রাসাদে ফ্রিমেসনদের অভিনন্দন পত্র ৮ই নবেম্বর লর্ড ময়রা গ্রহণ করেন। উহাদের প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। লালবাজারের মোড়ে তখন লোকদিগকে পিলুড়িতে সাজা দেওয়া হইত ও লাট সাহেব স্বয়ং জেলের পরোয়ানা সহি করিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হইতে পোষ্টে সেরিফের পরোয়ানা যাইবার ব্যবস্থা হয়। আগরায় একজন কর্ম্মচারি উহা জারি করিত। সেকালে কলিকাতার রাস্তায় ও টাউন হলে ফ্রিমেসন গণের শোভাযাত্রা ও ভোজ মহোৎসব অতিসমারোহে সুসম্পন্ন হইত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এ দেশের জমি জরীপ কার্য্যারম্ভ হয়, কিন্তু উহার নক্সা তৈয়ারি করিবার আফিস কলিকাতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হয় ও ফ্রিমেসনেরা ১২ই ফেব্রুয়ারি কষ্টম গৃহের ভিতপত্তন করিয়াছিল। সেই সময় হইতে কোম্পানির খৃষ্টান ফ্রিমেসনের দলের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। কোম্পানির উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারীরা সেই দলের কর্ত্তা হইত। খৃষ্টান সমাজ সেইখানে আহার বিহার ও মন্ত্রণা কারবার সুবিধা লাভ করিত। তাঁহাদের গুপ্ত কথা ও সঙ্কেত এক যে মহতী সম্প্রদায় সংগঠিত করিল, যাহা দ্বারা খৃষ্টান জাতির একতা ও শক্তি সমর্থিত হয়, সেই সভার কেন্দ্র কলিকাতা হইল। লর্ড ময়রা মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সে নামের যৎকিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে, কারণ ওয়ারেণ হেষ্টিংস দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে এক সঙ্গে এক হাতিতে যাইবার সময় সম্রাটের পিছনে বসিয়া যান, আর মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে সমান আসন দান দ্বারা তাহার মান্য রক্ষা করিতে না চাওয়ায়, তাঁহার ঐ আস্পর্দ্ধা পত্রী পাঠাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জানুয়ারী হেষ্টিংস বেগম সমরুকে তাঁহার পত্নীর সহিত দিল্লিতে যাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দরবারে গিয়া উপহার দিবার ভয়ে সে কার্য্য

করিতে সম্মত হন নাই। ভরতপুরের যুদ্ধে জয়লাভ হইবার পরই কোম্পানী এ দেশের মালিক হইয়াছিল। এক হেষ্টিংস দিল্লির সম্রাটকে করদান বন্ধ করিয়া দেন, আর মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল সেই দিল্লির সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করা ন্যায্য মনে করেন নাই। কালের কি অপার মহিমা। লর্ড ময়রা তাঁহার ডায়েরিতে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করা বড়ই কষ্টকর, খাবার ও শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা শরীর রক্ষা করিবার সময় পাওয়া যায়না বলিয়াছেন অথচ ফিরিঙ্গিচেনী ও সোণামুখী বড় বড় বজারায় গার্ডেনরীচ্ প্রভৃতি স্থানে জ্যোৎস্নালোকে বিহার করিতেন ও ভাল লাগিত বলিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অর্থের স্বচ্ছলতা দেখেন নাই, তথাপি ডিরেক্টারগণের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য এখানকার তাঁহার সভাসদগণকে কোন মতে সম্মত করাইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে বিলাতে তিন লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইলেন। যখন তিনি বিলাত ত্যাগ করেন সেইরূপ সোণার দাম থাকিলে উহার মূল্য চার লক্ষ পাউণ্ড হইবে লিখিয়াছেন। ইহাতেই তখন এখান হইতে টাকা পাঠাইয়া কিরূপ কোম্পানির লাভ হইত উহার বিলক্ষণ উদাহরণ রহিয়াছে। তিনিই কলিকাতার রাস্তাদির উন্নতি করিবার সময় জব চার্ণকের আমলের বৃক্ষটী ভূমিসাৎ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক পচিশ হাজার টাকা রাস্তা করিবার জন্য খরচাবস্ত হয়, বৃক্ষটী বর্ত্তমান শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখে ছিল। সেই খানে জব চার্ণক বারাকপুর হইতে আসিয়া বিশ্রামাদি করিতেন। তখন কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের অন্য বিশ্রাম করিবার স্থান ছিল না। ১৭ই আগষ্ট ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ষাড় বাহির করিয়া দিবার আইন হইয়াছিল। ২৪শে মার্চ্চ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা যে জোর করিয়া লোক ধরিয়া কুলীর কাজ করাইয়া লইত, উহা আইন করিয়া নিষেধ করা হয়। লাট সাহেব ময়রা সেকালের নদীর সফর চার শত নৌকা সঙ্গে করিয়া করিতেন। পুরাতন মিশন গির্জ্জার পমেসন সঙ্গে থাকিতেন, লাট সাহেব কলিকাতায় থাকিবার সময় সেই গির্জ্জায় উপাসনা করিতেন। পাদরী বুকেনান্ ভারতে নেপোলিয়ানের আক্রমণ ও জয় করিবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সেখানে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠান অপেক্ষা পাঁচশত পাদরী পাঠাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই লাট সাহেব পাদরী সঙ্গে বিদেশে সফর করিতে যাইতেন, কারণ উক্ত পাদরী মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে সাত বৎসরে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য মরিয়া যাইবে, কিন্তু পাদরীদের কথা ও মন্ত্র লোকের কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয়াধিকার করিবে উহা কি যুদ্ধে, কি শান্তিতে, সকল সময়েই কার্য্য করিবে ও পুরুষানুক্রমে সেই কার্য্য চলিতে থাকিবে। ইনিই কার্ডমিণ্টার পরম শত্রু ছিলেন। ডিরেক্টার সভার সভাপতি গ্রাণ্টসাহেব কাণ্টবেরির * আর্কবিশপ প্রভৃতি তাঁহার মুরব্বী ছিল; সুতরাং তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে বিলম্ব হয় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিতের সংখ্যা ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাতাইশ জন মাত্র ছিল, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ১৬১ জন হইয়াছিল। লাট সাহেবের ডায়েরিতে আছে যে একজন খেতে পায়না তাহার গলা কাটিবার দরখাস্ত করিয়াছিল; আর শ্রীমান সাহেবের পুস্তকে দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পাইলে লোকে জলে ডুবিয়া সেই কষ্টের শেষ করিত উল্লেখ আছে। লাটসাহেবের কাছে একজন দরখাস্ত করে যে, মুর্শিদাবাদের কালিবাড়ীর ব্রাহ্মণ তাহাকে মায়ের কাছে বলি দেয় নাই, অতএব হুকুম দেওয়া হউক যে, যাহাতে সে ঐ কার্য্য করে। দেশের যখন এইরূপ দুরবস্থা তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখানে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে; ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বড়ই গৌরবের কথা। সেকালে লোকে জগন্নাথের রথের চাকায়

* Calcutta Old & New P. 144.

নীচে, কালীর মন্দিরে আত্মহত্যা করিয়া স্বর্গে যাইবে বিশ্বাস করিত। সেই অন্ধ বিশ্বাস যাহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য চেষ্টা পণ্ডিত পাদরীগণ ও গবর্ণমেণ্ট আরম্ভ করিলেন ও বিলাতি ধরণের বিদ্যালয় হইল। তাঁহাদের গির্জ্জা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা গির্জ্জা ও আবাস স্থানে সহর ও পল্লীগ্রাম ক্রমে ক্রমে গুলজার হইয়া গেল। অন্নাভাবে অনাথ বালক বালিকাদিগকে পাদরী মহাত্মারা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এদেশে বসন্ত রোগের টিকা দেওয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সেকালের রেকর্ডে দেখা যায় যে, এদেশে অস্ত্র চিকিৎসা নাপিতেরা করিত, বড় বড় ফোড়া তাহারা নরুণ দিয়া অস্ত্র করিত, আর মালেরা চক্ষুর ছানি তুলিত। বেদেরা আজও জোঁক ও সিঙ্গা আদি দ্বারা বাতাদির চিকিৎসা করে। একজন মুসলমান মাসে এগার জন লোককে ও অন্য একজন ঐরূপ পাঁচ জন লোকের ছানি কাটিয়া ভাল করিয়াছিল। লাট সাহেবের ডায়েরিতে কোম্পানির খাজনা লুটের কথা আছে ও কোম্পানির শান্তি রক্ষা করিবার উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত ছিলনা উহা ও আছে।

"The army, well disciplined, is insufficient in number, for the ordinary defence of the Frontiers, and for internal duties. The escort of treasure (produce of land revenue) from the several districts to Calcutta, requires incessant detachments, and fairly wears out the troops. This service cannot be alleviated by the substitution of Burkendauzes or armed police. A trial of this was made not a month ago, The party was surprised at night by a body of dacoit and gang robbers · Two of the guards was killed, 15 wounded and the treasure was carried off by the banditti. At Calcutta there is no cavalry (so necessary for checking tumult in a populous city) but Governor-General's body-guard of 125 men. Another troop does not exist between Calcutta and Sultanpur, a distance of 600 miles. The whole of the district between Hughly and Raghoji Bhonsla's territory is totally devoid of troops and unprotected. None can be spared to it from the pressing demand of other quarters." —*

অর্থাৎ কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরেলের ১২৫ জন বডি-গার্ড সৈন্য ব্যতীত আর কোনও রূপ অশ্বারোহী সৈন্য সামন্ত ছিলনা। কলিকাতা হইতে সুলতানপুরের ৬০০ মাইলের মধ্যে কোনও রূপ সৈন্য সামন্ত ছিল না, সুতরাং ঐ সকল স্থানে শান্তি রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। সৈন্য সামন্ত নিয়োগ সেকালে ঐ জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা হইত না, কারণ তাহাদের নিয়োগের জন্য যাহারা কোম্পানীকে অর্থদান করে, তাহাদের সম্মুখে তাহাদের ভয় নিবারণের জন্য হাজির রাখিতে হইত।

মুসলমান আমলের শাসনকালে হিন্দু, শিখ মারাট্টা প্রভৃতি জাতিকে মুসলমান করিবার চেষ্টা প্রকাশ্যভাবে হইয়াছিল; উহার মধ্যে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না। আকবরও অনেক ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিয়াছিলেন, † কিন্তু তিনি রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের নিকট হইতে ধর্ম যাজন দ্বারা রাজ্যশাসন করিবার কূটনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। উহাতেই তিনি বলবান রাজপুত জাতিকে যৌন সম্বন্ধ দ্বারা, বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতিকে কর্ম্মচারী করিয়া এবং বীরবল, তোডরমল প্রভৃতিকে মন্ত্রী করিয়া, মানসিংহাদিকে সেনাপতি করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়া,

* (pp. 123 Private Journal of Marquis of Hastings.)

† (Mallison's Akbar pp 162.)

ছিলেন। তিনি 'দিন ইলাহি' ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; হিন্দুর প্রাচীন প্রয়াগ নাম বদলাইয়া উহার নাম ইলাহাবাদ করিয়াছিলেন। ঐ নাম তখন হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বীরবল আদির সাহায্যে হিন্দুর মনে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়াছিলেন যে পূর্ব্বজন্মে তিনি মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী ছিলেন। অক্ষয় বটের কূপে রাজদ্রোহ হইয়া ইলাহি ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই জন্যেই তিনি ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সিরাজও একদিন সেই উদাহরণ আলির বংশধর মীরজাফরকে দিয়া কলিকাতার নাম আলিনগর করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু মীরজাফর ত আর বীরবল নহে, ফল বিপরীত হইল। সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট করিয়া ইংরাজ দেশের রাজা হইল।

আকবর সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন, নিজে রাজপুত রমণীগণের মধ্যে ঐ প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কোম্পানি রাজত্ব করিয়া সেই সহমরণ প্রথার মূল পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা হেষ্টিংসের আমল হইতেই আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ ও রাজারা বেকেট, বিশপ ক্র্যানমার, সাভোন রোলা, উল্‌সি প্রভৃতিকে একদিন নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়াছিল, আর হিন্দুদের স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায় জাতিকুল ও সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনায় নিজের আন্তরিক দুঃখে জ্বলিয়া নিঃশেষ হওয়া অপেক্ষা একেবারে অগ্নিতে জ্বলিয়া মরা ভাল বিবেচনা করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। সেই সহমরণাদিকে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের কলঙ্ক এদেশের বিদেশী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মনে ঘৃণা জাগাইয়া দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া, কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইংরাজী ধরণের শিক্ষা দীক্ষা পাদরী মহাপ্রভুরা এদেশে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সহমরণ প্রথা মুসলমানগণ মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয় কারণ ২৯এ জুলাই ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একজন মুসলমান রমণীকে তাঁহার পতির কবরে জীবন্ত সমাধিস্থ করিবার উল্লেখ আছে ও চন্দননগরে একশত বৎসরের বুড়ো বুড়ীর সহমরণ বৃত্তান্ত ১লা সেপ্টেম্বর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বতুতা যাঁহাকে দিল্লির সম্রাট মহম্মদ তোগলক বিচারপতি করেন তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলিয়াছেন যে, হিন্দু বিধবাগণ আর্য্যরীত্যানুসারে জীবন যাপন করিলেও লোকে অযথা কুৎসা নিন্দা করিতে ছাড়িত না সেই জন্যই তাঁহারা সহমরণে প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর মনে করিত। মারকুইস হেষ্টিংস সহমরণের উপর তীব্র কটাক্ষপাত তাহার ডায়েরীতে করেন ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর জয়পুরের রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পত্নী দুই বাঁদির সহিত সহমৃতা হন ও ১৩ বৎসরের স্বামীর মৃত্যুতে ১০ বৎসরের পত্নীর সহমরণ ক্রিয়ার কথা তাঁহার ১লা অক্টোবর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ডায়েরীতে আছে। যে কিছু দেশাধিকার করিবার বাকী ছিল উহা সম্পন্ন করিয়া ইংরাজ সৈনিক পুরুষগণের অধীরা স্ত্রী ও অনাথ পুত্র কন্যাগণের বিলাতে পাঠাইবার সুবব্যবস্থা করিয়া সুখ্যাতি ও পুণ্যার্জ্জন করেন। তাঁহারই আমলে কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ডরোড ময়দানের চতুর্দ্দিকে বড় বড় রাস্তা ও বাগানাদির সূত্রপাত হয়। তাঁহারই সময়ে হিন্দুস্থানের মানচিত্র যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল উহা ডেলহাউসির আগমন কাল পর্য্যন্ত প্রায়ই একরূপ ছিল। কলিকাতার ময়রা ষ্ট্রীট ও লাউডান ষ্ট্রীট লাট ও লাট পত্নীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাঁহারই আমলে বিখ্যাত লটারিসভা নিযুক্ত কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কার্য্যের সহায়তা পূর্ণ মাত্রায় করিয়াছিল। কলিকাতার প্রথম লর্ড বিশপ মিডলটন সাহেব ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

নেপাল যুদ্ধ :—লর্ড ময়রার রাজত্বকালে নেপাল যুদ্ধ সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। উহা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের

নবেম্বর মাসের শেষ দিনে প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হয় ও জেনারেল অক্টারলনি ও লর্ড ময়রা ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যথাক্রমে ব্যারণ ও মারকুইস উপাধি লাভ করেন। সেই যোদ্ধার নামে স্মৃতিচিহ্ন কলিকাতা ময়দানের গৌরব রক্ষা করিতেছে। সার ডেভিড অক্টারলনির দরবারে নেপাল দরবারের দূত হাঁটু গাড়িয়া সম্মান দান করে। এই যুদ্ধের ব্যয়ভার অযোধ্যার নবাব গাজি উদ্দিনের নিকট হইতে খয়ের গড়ের বিনিময়ে এককোড় টাকা আদায় করা হয়। সেই হইতেই উজীরের রাজা উপাধি হইয়াছিল। যোদ্ধা অক্টারলনির বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড পেনসন লাভ হইল। নেপালের সন্ধিতে ইংরাজেরা সিমলা, মসুরী, নইনিতাল, কুমায়ন, ঘারওয়াল প্রদেশ সকল লাভ করিলেন। সিকিমের রাজা অধীনতা স্বীকার করিল।

পিণ্ডারি যুদ্ধ:—আমীর খাঁ নামক এক হোলকারের প্রধান সেনাপতি যাঁহার অত্যাচারে রাজপুতগণ প্রপীড়িত, কৃষ্ণকুমারী বিষ পান করেন সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আফগান, জাঠ ও মার্হাট্টাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বহুতর অত্যাচার করিতেছিল। সেই দলের নেতা আমীর খাঁকে দমন করিবার জন্য লর্ড ময়রাকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ সৈন্য সংখ্যা ইংরাজ রাজত্বে কোন যুদ্ধে সমাবেশ হয় নাই। সেই হইল কোম্পানির কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে ময়রা সাহেব স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। কলেরা প্রভৃতি মহামারিতে ইংরাজ বাহিনীর বহু সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। সেই সৈন্যের সংখ্যায় ভীত হইয়া পলাতক দস্যুবৃন্দগণকে বশীভূত ও প্রধান নেতা আমীর খাঁকে টঙ্কের নবাব করিয়া শান্ত করিলেন। উহাতেই পিণ্ডারি উপদ্রব নিবৃত্ত হইল। সুচতুর লাটসাহেব খবর পাইয়াছিলেন যে এই সকল বিদ্রোহের মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে। ইংরাজগণকে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ব্যাপারে বিব্রত দেখিয়া পুণার পেশওয়া, নাগপুরের ভোঁসলা এবং ইন্দোরের হোলকার প্রমুখ মার্হাট্টা রাজাগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মার্হাট্টাগণের মস্তকোত্তোলনের সেই শেষ উদ্যম ব্যর্থ হইল। বাজিরাও কানপুর বিঠুর নামক স্থানে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগী হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হইল।

মার্হাট্টা যুদ্ধ:—পিণ্ডারি যুদ্ধ শেষ করিয়াই প্রথমে বাজিরাও পেশওয়াকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া নাগপুর উদ্ধার করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মেহিদপুরে হোলকারকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়া পেশওয়ার রাজ্য ইংরাজ রাজত্ব ভুক্ত করিলেন। রাজপুতনার সমস্ত রাজাগণকে অধীন করিয়া ইংরাজ রাজত্ব নিষ্কণ্টক করিলেন। লর্ড ময়রা উহাতেই মারকুইস অফ হেষ্টিংস নামের সার্থকতা করিলেন কিন্তু হেষ্টিংস নামের কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। পামার কোম্পানীর সহিত তাঁহার ভাগি জামাতা সার থমাস রম্বোল্ড সংশ্লিষ্ট ছিল এবং সেই কোম্পানিই কার্ণাটিক ঋণ দান ব্যাপারে হায়দারাবাদ গবর্ণমেণ্টকে ১৭।১৮ টাকা হার বার্ষিক সুদে ছয় সাত লক্ষ পাউণ্ডের উপর দিতে হয়। সেই পামার কোম্পানির চাল চুলা কিছুই ছিলনা, সেই টাকা দেওয়া হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ হয় অথচ ছয় লক্ষ পাউণ্ড টাকার দাবী উইলিয়াম পামার কোম্পানি তাহাদের ১৮২০ খৃষ্টাব্দের হিসাবের পাওনা বলিয়া দাবি করে। সে সময়ে লাটসাহেবের সেক্রেটারী * চার্লস মেটকাফ সাহেব হায়দারাবাদের রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং তিনি অতি সতর্কতার সহিত সে বিষয়ে লাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ

---

* Martin's 'The Indian Empire' V. I. P. 421.

করেন। উহাতে লাটসাহেব কোন প্রতিকার না করিয়া বড়ই বিরক্ত হন। কলিকাতায় সেই পামার কোম্পানীর আফিস ছিল ও তাঁহার সেই আফিস দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। টাকার বাজারে আগুণ লাগিয়া যায়। ষাট ক্রোড় টাকার মধ্যে কেবল দুই ক্রোড় টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল। উহাতেই লাটসাহেব ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহার সভার সভ্য জনআডাম্ সাহেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া যান। বিলাতে গিয়া মারকুইস হেষ্টিংস উহার জন্ম কৈফিয়ত, নাকাল ও অপমানিত হইতে হয়। সেই পামার কোম্পানীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

জন্ পামার:—বর্ত্তমান লালবাজারের পুলিশ আফিস সেই পামার সাহেবের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত হয়। ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সেক্রেটারী উইলিয়াম পামার দিল্লির এক নবাবজাদিকে বিবাহ করেন।* তাঁহাদের সন্তান জন পামার। তিনি তাঁহার সেই বাড়ীতে কলিকাতার† দুইজন গবর্ণর জেনারেলের আতিথ্য স্বীকার করাইয়াছিলেন। তাঁহারই বিরুদ্ধে জন আডম সাহেবের রাজত্বকালে কলিকাতা জারনালের সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বকিংহামকে দেশান্তরিত করা হয়। কলিকাতার টাউন হলে তাঁহার মার্ব্বেল মুখাকৃতি স্মৃতি রক্ষিত আছে। সেই পামার কোম্পানির আফিস দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় ১৮৩০ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতার ‡ ছয়টি আফিস দেউলিয়া হওয়ায় সতের মিলিয়ান পাউণ্ডের ক্ষতি হয়। হায়দারাবাদের পামার কোম্পানীর সহিত সারজর্জ্জ বেরিমান বম্বোল্ডের দুই সন্তান অংশীদার ছিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ও মাদ্রাজের বড় বড় কর্ম্মচারীগণের $ সম্বন্ধ ছিল। উহাতে কলিকাতার ৺গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিকের অনেক টাকা ক্ষতি হয় ও সেই সূত্রে সুপ্রীমকোর্টে মামলা হইয়াছিল। পামার সাহেব দেউলিয়া হইবার ছয় বৎসর পরে আবার আফিস খুলিয়াছিল, কিন্তু ২২এ জানুয়ারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হওয়ায় তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। তিনি কলিকাতার দরিদ্র প্রতিপালক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেই নিমিত্তই তাহার মুখাকৃতি টাউন হলে স্মৃতিস্বরূপ রক্ষিত হয়। প্রধান বিচারপতি সার চার্লস এডয়ার্ড গ্রে তাঁহার দেউলিয়া হইবার সময় তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও এতদ্দেশীয় তাঁহার দেনদারেরা অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার ব্যবসা ও আফিস রক্ষা করিবার দরখাস্ত করায় উক্ত প্রধান বিচারপতি পূর্ব্বোক্ত সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

কোম্পানীর রাজস্ব:—১৮১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে ১৭২২৮০০০ পর্য্যন্ত ছিল, ১৮২২।২৩ খৃষ্টাব্দে উহা ২৩১২০০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর যুদ্ধ হওয়ায় ১৮১৭—১৮২১ খৃষ্টাব্দে ঐ হিসাবে গড়পড়তা বার্ষিক খরচ ২৭৭০০০০ পাউণ্ড ও ১৮২২।২৩ খরচ ৮৪১৫০০০ হইয়াছিল। ভারতের ঋণ ১৮১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭০০২০০০ ছিল, ১৮২২।২৩ খৃষ্টাব্দে উহার উপর ২৩৮০০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি হইয়াছিল। মারকুইস হেষ্টিংসের সময় শাসন প্রণালীর বিশেষ কোন উন্নতি বা সংস্কার হয় নাই। তবে কলিকাতায় তাঁহার পত্নী বিলাতের বড় ঘরের কন্যা ছিলেন তজ্জন্য তিনি ইংরাজ জাতির পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গৌরবের সহিত সকল কার্য্য অতি সমারোহে করিতেন। তাঁহারই আমলে মহাবীর ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মান মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয়। সেই শুভ একাদশ বৃহস্পতির সময় ভারতবর্ষে মারকুইস হেষ্টিংস যে কিছু কণ্টক যেখানে ছিল, উহা মুক্ত করিয়া ব্রিটিশ রাজত্ব যেন একপ্রকার নিরাপদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়।

* Calcutta Old and New P. 5ib. † Ibid P. 336. P. 491. ‡ P. 570; $ P. 548.

তাঁহার ডায়েরি হইতে কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি বলেন যে, এদেশবাসীরা ইংরাজী শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। ডাক্তার হেয়ার কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি পলতা বারুদ খানার নিকট ইংরাজী শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষক পাওয়ায় দিনের বেলাকার স্কুল খুলিয়াছেন ও তিন জন ব্রাহ্মণের ছেলে ছাত্র হইয়াছে। আরও তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বরের ডায়েরিতে কাশীবাসী জয়নারায়ণ ঘোষালের বার্ষিক বারশত টাকা আয়ের কোম্পানির কাগজ দান দ্বারা ইংরাজী শিখিবার বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (P. 70) উহারই পূর্ব্বের দিনের ডায়েরিতে কাশীর অধ্যাপকগণ সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রদত্ত বিদ্যালয় করিবার আসল অনুমতি পত্র দেখাইয়া উহার প্রতিলিপি লাট সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি উহার তৈয়ারি করায় মূল্যোপযোগী অর্থ দান করিবার উপদেশ তাঁহার কর্ম্মচারিকে দিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজা তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে ১লা সেপ্টেম্বর নজর দান পূর্ব্বক খিলাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩০এ আগষ্ট দিল্লির সম্রাট সাহ আলমের পৌত্রেরা মির্জ্জা খুরম বকথ্ প্রমুখ দেখা করিয়াছিল। তাঁহারা যে ঘরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তিনি সেই ঘরে গিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও হাত ধরিয়া চৌকিতে বসাইয়াছিলেন। ২০এ আগষ্ট সমস্ত কাশীতে তাঁহার শুভাগমনের জন্য পথ ঘাট ও বাড়ীতে আলো দেওয়া হয় ও তিনি সেখানে গিয়ে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়াছিলেন। ৩১এ আগষ্ট অমৃতরাও ও বিনায়করাও অতি সুন্দর গাড়ি ও ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহারা দিল্লির সম্রাট পৌত্রের ন্যায় অনলঙ্কৃত ছিল না। তাঁহাকে পেশওয়ার ভ্রাতা নজর দিয়াছিল। লাটসাহেব অমৃতরাওকে বিলাতি বন্দুক ও বিনায়ক রাওকে নূতনাবিষ্কৃত জুনলা পিস্তল উপহার দিয়াছিলেন। উহাতে উহারা বড়ই সন্তুষ্ট হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাশীতে সৈন্যসামন্তের কুজকাওয়াজ হইয়াছিল। লাটপত্নী প্রাসাদে গিয়া কাশীর মহারাণীর সহিত দেখা করিয়া নাচগান শুনিয়াছিলেন। তিনি যে মুক্তাহীরার উপহার লাট পত্নীর জন্য আনিয়াছিলেন, উহা ধন্যবাদের সহিত ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নর্ত্তকীরা পাখরা পাখরা নাচিয়াছিল, উহা লাটপত্নীর মনোনীত হয় নাই। তিনি আগরাতে আকবরের সমাধি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সাজাহানের তাজমহল হইতে মারাটারা রূপার রেল চুরি করে এই কথা বলিয়াছেন। নুরজাহান মমতাজমহলাদির স্মৃতিস্তম্ভ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া ও আকবরের প্রশংসা করিয়া আকবরের স্মৃতি কোন জাতি বা দেশ বিশেষের নয়, সমস্ত মনুষ্যজাতির এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি সাধারণকে তাঁহার মত কার্য্য করিতে শিক্ষাদান করিতেছে।

"The memory of Akbar does not belong to a particular race or country, it is the property of mankind. All that can promote the recollection of one who employed power to benefit his kind, must interest man; in as much as the reverance paid in such a reminiscence says, "Go and do likewise to those on whom the comfort of millions depends."

তিনিই সেই সকল প্রাচীন স্মৃতিমন্দির রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আদেশ দান করেন। উহাতেই সকলেই তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয় ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করে। তিনি হিন্দুর তীর্থস্থানাদিও ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। লাটপত্নী ১লা জানুয়ারি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বারাকপুরে স্কুল খুলিয়াছিলেন। উহাতে আশি জন এদেশী বালক, ষোল জন ইউরোপবাসী ও ফিরিঙ্গি বালিকারা পড়িতে আরম্ভ করে।

কোম্পানির কোন গবর্ণর জেনারেল তাঁহার ন্যায় দেশে লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম মন্দিরাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসেন নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর সহিত যেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন, তেমনি মেলামিশি করিয়াছিলেন। তিনি ভরতপুরের রাজার সহিত দেখা করিয়া কথায় কথায় মাহারাটাগণের সহিত বিবাদের কথা তুলিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্য সামন্ত দ্বারা তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত, ইহা তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন। সেখানেও দরবার করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল মারকুউস হেষ্টিংস দরবারী ছিলেন। তজ্জন্য তিনি কলিকাতায় অধিক সময় থাকিতেন না। তিনি তাঁহাদের রাজত্বে গিয়া তাহাদের নিকট হইতে নজর, স্পর্শ ও খিলাৎ দান করিয়া তাহাদিগকে বন্ধুত্বচ্ছলে বশীভূত ও ইংরাজ রাজার অধীন করিয়াছিলেন। দিল্লির সম্রাট আকবরের ন্যায় মারকুউস হেষ্টিংস ছলে, বলে, কৌশলে, সামদান, ভেদাদি নীতিতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরীতে দিল্লির অধিপতিকে রাজা বলিয়াছেন ও উহার সহিত দেখা কেন করেন নাই এবং তিনি কেমন করিয়া মেটকাফ সাহেবকে দিয়া তাঁহার তরফে কেবলমাত্র রিকেটস্ এডাম্ ও স্থইন্‌টন সাহেবকে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিল্লির রাজার মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে কিরূপ নজরাদি দিবার উপদেশ দিয়াছিলেন উহা দেওয়া গেল।

January 22nd—The King tried a variety of modifications as to the particular form in which his suzerainty over the Company's territories was to be asserted; but at length, after Mr. Metcalfe's assuring him that the more or the less of the distinctions to be shown to me could have no effect where my resistance was to the admission of any foreign supremacy over our dominions His Majesty at length gave up the hope of a meeting. This procedure on my part was dictated not more by the tenure of the recent Act of Parliament which declares the sovereignty of the Company's possession to be in the British Crown, than by a clear conviction of our impolicy in keeping up the notion of a paramountship in the king of Delhi. It is dangerous to uphold for the Mussulmans a rallying point sanctioned by our own acknowledgment that a just title of supremacy exists in the King of Delhi. Were the two elder brothers of Prince Jahangeer to die before the king, their issue becomes by the Mohamedan law cut out from the succession. Jehangeer would then, according to the principle of primogeniture, which we have maintained, ascend the throne whensoever his father should die. We should then find that we had invested a young vigorous man, who cherishes the deepest animosity towards us, with unquestioned rights to call on the native sovereigns for support against our oppressive encroachments on his rule. We should have difficulty in making out a good case consistently with our own theory; and the practical part of the business might be no less embarassing. The house of Timour had been put so much out of sight, that all habit of adverting to it was failing fast in India; and nothing has kept up the floating notion of a duty owed to the imperial family but our gratuitous and persevering exhibi-

tion of their pretentions—an exhibition attended with much servile obeisance in the etiquettes imposed upon us by the ceremonial of the court. I have thence held it right to discountenance any pretention of the sort either as it applies to us or to any of the native princes. It is now decided that I do not go to Delhi. A deputation will immediately proceed thither to offer my compliments to His Majesty.

January 25th—The deputation to the King of Delhi was, however, despatched. It consisted of Mr. Ricketts, Mr. Adam, and Mr. Swinton, secretaries of Government; Mr. Thomson, private secretary; Major Doyle, military secretary; Honourable Major Stanhope, first aide-decamp; and my nephew, the Honourable William Moore. These gentlemen were instructed to present nuzzurs on their own individual account, as had been done to me by the members of the King's deputation at Moradabad, but they were not to offer any nuzzur from me. It used to be the etiquette for the Resident on particular occasions to present to the King a nuzzur from the Governor-General, as a homage from the latter to his liege lord. This custom I have abrogated: considering such a public testimony of dependence and subservience as irreconcilable to any rational policy."

বেনারসের কলেজের আদর্শে কলিকাতায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন যে, নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কলেজ করিবেন তদনুসারে শেষে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির হয়।

একজন * ইউরোপীয় সম্পাদকের কর্তৃত্বে চৌদ্দ জন পণ্ডিত একশত ছাত্র লইয়া ঐ কলেজ স্থাপিত হয় এবং উহাদের জন্য বার্ষিক অনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে ধার্য্য হয়। প্রথমে ঐ কলেজের উদ্দেশ্য ছিল দুই প্রকার প্রথমতঃ হিন্দুদিগের দেশীয় জ্ঞানের অনুশীলনী এবং দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন। কার্য্যকরী সমিতিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ২১শে আগষ্ট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একটি মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"কার্য্যকরী সমিতির এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা বিদ্যাপীঠের প্রধান উদ্দেশ্য। উপরন্তু মহামান্য লাট বাহাদুরের অভিমতানুসারে সমিতিকে অপেক্ষাকৃত অধিক আবশ্যকীয় আর একটি কার্য্য করিতে হইবে,—যাহাতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এ কথা মনে করা একেবারেই অযুক্তিকর নয় যে, হিন্দু সমাজের উচ্চ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যদি তাহাদের নিজেদের দেবভাষার মধ্য দিয়া ইউরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ক্ষুদ্রতর শিক্ষামন্দিরের সাহায্যে যে প্রচার কার্য্য আশা করা যাইতে পারে, তাহার তুলনায় অনেক বেশী কাজ হইবে।"

* Sharp's Selections from Educational Records Part I. P. 79—81.

যাহা হউক সমিতি হইতে প্রথম স্থির করা হইল যে, সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ আছে, মাত্র সেই সব গ্রন্থ লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা হইবে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে হ্যারিংটন সাহেব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্র কর্ত্তৃপক্ষকে প্রেরণ করেন এবং ঐ সঙ্গে বিনামাশুলে দার্শনিক যন্ত্রাদি আনাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধীনে উহা রাখিবার জন্য কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারসের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঘূর্ণমান চৌকী ইত্যাদি অভিনব যান্ত্রিক দ্রব্যাদির আমদানী হওয়ায় নিজেদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর নিকট হইতে ঐ সমস্ত যন্ত্রাদির পেটীরা উন্মোচন এবং কার্য্যোপযুক্ত করিয়া সাজাইবার খরচা আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য একজন অধ্যাপকের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঐ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছিল। লাট বাহাদুর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে সমিতিকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সমিতি দ্ব্যর্থ ঘটিত ভাষায় তাহার উত্তর দিয়াছিল। যদিও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ঐ সমস্ত পরীক্ষাগুলি ছাত্রদের নিকট আনন্দপ্রদ এবং জ্ঞানগর্ভ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা বিজ্ঞানশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা যত দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্তই কম।

শিক্ষাপ্রচলনের এই চেষ্টা কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ডিরেক্টারগণ লাট বাহাদুরের মন্তব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ মন্তব্য যে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছিলেন। পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন কমিটি ইঁহাদের নিজেদের কার্য্যের পোষকতা করিয়া ১৮ই আগষ্ট তারিখে লাট বাহাদুরকে এই বলিয়া একখানি পত্র দেন যে, জনমত এই নূতন প্রণালীর একেবারে বিপক্ষে এবং প্রাচ্য শিক্ষাই তাহাদের একমাত্র আদরের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণের মত যে একেবারেই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপক্ষে ছিলনা তাহার প্রমাণ আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট প্রেরিত পত্রে এই বিষয় উল্লেখ আছে যে, হণ্ডমেল বলিয়াছেন 'ভারতীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অবোধ্য বিষয় এই যে দেশীয় জনসাধারণ পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র এবং পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে কিন্তু যে সমস্ত ইংরাজ ভদ্রলোকগণকে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারাই পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।' সম্ভবতঃ এই দুইটী মন্তব্য সত্য। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ দেশের নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকবৃন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীই ছিলেন রক্ষণশীল, তাঁহারা এবং এই সমিতি এই নব্যপন্থীদের বহু বাধা প্রদান করিয়াছিল। ডিরেক্টারগণ তাহাদের মত সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় ছিলেন এবং লাট বাহাদুরও তাহাদের কথায় সায় দিয়াছিলেন। সমিতি অধিকাংশ বাঙ্গালীর এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মতানুসারে ঐরূপ অভিনব এবং সম্পূর্ণ নূতন পন্থা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা যাহাতে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সন্তানগণের মধ্যে প্রবেশ করে সেই জন্য কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলিকাতায় তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সংখ্যা অধিক ছিল। উহা প্রথম ছাত্র সংখ্যা দ্বারা অনুমাণ করা যায়। কারণ তখন যাঁহারা গোড়া ছিল তাঁহারা তাহাদের পুত্রগণকে বিলাতি ধরণে শিক্ষাদান করিতে সহজে সম্মত হন নাই। ওই

অক্টোবর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পত্র যাহা জে, এইচ, হ্যারিংটন, জে পি, লারকিনস্, ডবলিউ, বি, বেলি, এইচ, সেক্সপিয়ার, হোল্টমেকিঞ্জি, এইচ, টি, প্রিন্সেপ, এ, ষ্টারলিং, এইচ, এইচ, উইলসন ও জে, সি, সি, সদরলাণ্ড শিক্ষা সভার সভ্যগণ লাট সাহেবকে যাহা লিখিয়াছিলেন, উহাতে দেখা যায় যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২১এ আগষ্ট তারিখে গবর্ণমেন্ট গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী সংস্কৃত কলেজ আরম্ভ হয় ও উহার সঙ্গে হিন্দুকলেজ করিবার কথা আছে। তখন হিন্দুকলেজ ও স্কুল ছিল, কেবল উহার বাড়ী হয় নাই। গবর্ণমেন্ট হইতে উহার খরচা সরবরাহ করা হইত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে কার্য্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার হিন্দু কলেজের কার্য্যাধ্যক্ষ ও পৃষ্ঠপোষকগণ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং তদনুসারে গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একত্রে প্রস্তুত করিবার সংকল্প করেন। উহার ব্যয় ৮৫৯৬১ টাকা হইবে। হেয়ার সাহেবের নিকট জমি খরিদাদির ব্যয় বাবদ ৩৩৫০০ টাকা দেওয়া হয়, মোট ১১৯৪৬১ টাকা ব্যয় হইবে। কাপ্তেন বক্সটনের নক্সানুসারে বরন এণ্ড কোম্পানির দ্বারা উহা প্রস্তুত করা হইবে স্থির হয়। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা পরিষদের সভ্যগণ হিন্দু স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যে পর্য্যন্ত না ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, সে পর্য্যন্ত হিন্দু দার্শনিক শ্রেণীতে যোগদান করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। উহার গূঢ় উদ্দেশ্য যে কি, উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার নিকট হিন্দুর দার্শনিক শিক্ষা পরাস্ত হইবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট সুপ্রীম কোর্ট ও সংস্কৃত ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের হিন্দু মুসলমান জাতি যাহাদের কথায় সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত উহাদিগকে এইরূপে হস্তগত করেন। এ কথা উক্ত সভা সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

"The diffusion of sound practical knowledge amongst the able and respectable individuals, of whom its members will consist of men, who by their brahminical birth, as well as by their learning, exercise a powerful influence on the minds of every order of the community, can not fail to be attended with beneficial effects." *

ইহাই জন আডাম সাহেবের গবর্ণর জেনারেলী কালে প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী হইতে লর্ড আমহার্ষ্টের আগমনের পূর্ব্ব সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। জন উইলিয়াম রিকেট কলিকাতায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পেরেণ্টাল একাডেমি নামে ফিরিঙ্গিদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উহাই শেষে ডডটন কলেজে পর্য্যবসিত হয়। হেষ্টিংসের আমলে খবরের কাগজের ডাকমাশুল সিকি করিয়া দেওয়া হয় ও তাঁহাকে ফ্রি মেসনেরা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর তারিখে মহাসমারোহে বিদায়াভিনন্দন দান করেন।

লাট হেষ্টিংস সাহেবের পত্নীর অভিমত ও আনুকূল্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এদেশের বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তক সেই সভা নির্দ্ধারণ করিত। বাঙ্গালীর মধ্যে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, রসময় দত্ত, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভার সভ্য ছিলেন। ঐ সভা তিন মাসে এককালীন ৯৮৯৯ টাকা চাঁদা ও বার্ষিক ৬০০০ টাকা সাহায্য দান প্রতিশ্রুতি করাইয়াছিলেন। ঐ সভার তদন্তে প্রকাশ যে, তখন কলিকাতায় ১৯০টী পাঠশালায় ৪১৮০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ

* Ibid P, 87.

করিত। শ্যামবাজার, জানবাজার, ইটালি প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল পাঠশালাগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া চারজন ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় পরিচালিত করা স্থির হয়। সেই চারজন অধ্যক্ষের নাম "রাধাকান্ত দেব, রামচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ দত্ত ও উমানন্দন ঠাকুর"। গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে সেই সকল ছাত্রগণের পরীক্ষা ও তাহাদের পারিতোষিক বিতরণ করা হইত। গুরুমহাশয়েরাই অধ্যাপনার গুণানুসারে পুরস্কৃত হইতেন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের মাহিনা মাসিক আশি টাকা, সেক্রেটারির মাহিনা তিনশত ও লাইব্রেরীয়ানদের দুইশত কুড়ি টাকা ছিল। ছাত্রেরা মাসিক বৃত্তি পাইত,; ৫০জন মাসিক ৮ টাকা, অন্য ৫০জন ঐরূপ ৫ টাকা পাইত এবং মাসিক পারিতোষিক বিতরণে এক শত টাকা খরচ হইত। শোভাবাজার রাজবংশের রাধাকান্ত দেবকে লোকে সেকালে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিত। তিনি হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব করিতে মনোনীত হন। রামদুলাল দে তাহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। গঙ্গাসাগর তীর্থের উন্নতিকল্পে কলিকাতায় ৫ই অক্টোবর ১৮২০ ও ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮২২ যে সভা হয় উহাতে রাধাকান্ত দেব, রামদুলাল দে ও রসময় দত্ত প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট মহাশয়ের বাড়ীতে হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথম সভার অধিবেশন ৪ঠা মে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হয়। উক্ত বিচারপতি মহাশয়কে রাধাকান্ত দেব হিন্দুর পক্ষ হইতে বিদায় অভিনন্দন ২৬এ ডিসেম্বর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দান করেন। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রলোকেরা কলিকাতার প্রথম লর্ড বিশপ মিডলটনের মৃত্যুতে ১১ই জুলাই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমাধি যাত্রায় যোগদান করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট হইতে "ডায়না" নামক কলের জাহাজ কলিকাতা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ঘণ্টায় ১৪ মাইল করিয়া যাতায়াত আরম্ভ করে। বাঙ্গালা খবরের কাগজ বেঙ্গল গেজেট, সমাচার দর্পণাদি বাহির হয়। রাধাকান্ত যেমন নবকৃষ্ণের কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইরূপ লালাবাবু গঙ্গাগোবিন্দের কুল উদ্ধার করেন। লালাবাবুর নাম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বাঙ্গালার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের "লালাবাবু"।

লালাবাবু:—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও কোম্পানীর অধীনে বর্দ্ধমান জেলায় সেরেস্তাদারী ও উড়িষ্যায় সরকারী মহাল বন্দোবস্তে দেওয়ানী করিতেন। সেইখানেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয়। রাহুন, সায়ার চবিস্কুদ জমিদারী অল্প মূল্যে খরিদ করেন। তৎপরে অনুপসহর নামক জমিদারী আলিগড় ও বলন্ধর সহরে খরিদ করিয়া বৃন্দাবন মথুরাদি স্থানে ঐ জমিদারীর বন্দোবস্তের জন্য গমন করেন। প্রবাদ যে, তিনি ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিলেন হঠাৎ এক রজক-কন্যার কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল "বাবা, বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাওনা"। রজককন্যা তাহার পিতাকে ভাঁটিতে আগুন দিয়া কাপড় সাফ করিবার কথা বলিতেছিল কিন্তু বিবেক লালাবাবুকে উহা অন্যভাবে আঘাত করিল। এইরূপ অনেক কথা তাঁহার সংসার বৈরাগ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাজপুতনায় গমন করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহাকে ধৃত করান। তাঁহার দান ধ্যানে মথুরা ও বৃন্দাবনবাসী তাঁহাকে লালাবাবু বলিত অর্থাৎ কায়স্থ জাতিকে পশ্চিমে লালা বলে। উহাতেই তাঁহারা ঐ নামে তাঁহাকে পরিচিত করে। তাঁহাকে যখন ধৃত করিয়া লইয়া যায় তখন বহু সংখ্যক বৃন্দাবন ও মথুরাবাসী দিল্লীতে তাঁহার সঙ্গে যায়। মেটকাফ সাহেব তখন দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি উহার রহস্যানুসন্ধান করিবার জন্য তাহার অধীনস্থ বাঙ্গালী শান্তিপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ রায়কে লালাবাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে, লালাবাবুকে ধরিয়া আনিয়া কি অহিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিল্লীর

সম্রাটের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মহাত্মার বৈরাগ্য সেই অভাবিত অত্যাচারের ফলে দ্বিগুণ উদ্বেলিত হইয়াছিল; তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সেখানে বিগ্রহের সেবাদির জন্য জমিদারী কিনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক প্রসিদ্ধ সিদ্ধ বাবাজি কৃষ্ণদাস মোহান্তের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত বাবাজি তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তাঁহাকে মাধুকরী ব্রতাবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, উহাতেও গুরু তাঁহাকে মন্ত্র দিতেছেন না দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হন, তখন গুরুর মুখে শুনিলেন:—

"বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ
তৃণাদপি শ্লোকেতে লেগে গেল বাদ।"

তিনি ধ্যান করিয়া দেখিলেন সত্যই তাঁহার মন হইতে অভিমান যায় নাই। তিনি বৃন্দাবনে মথুরার শেঠগণের সহিত জায়গা লইয়া ভয়ানক মামলা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি তাঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যাইতেন না। সিদ্ধ গুরু উহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। পরদিন সেইখানে ভিক্ষা করিতে গেলেন। শেঠ স্বয়ং স্বর্ণথালায় করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নামিয়া আসিয়া ভিক্ষা দিতে গেলেন ও বলিলেন 'আজ আপনার মামলায় যথার্থ জয়লাভ হইল"। লালাবাবু সে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, ও ভিক্ষা লইলে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারিবেন না। সাধারণ বৈষ্ণবের যে ভিক্ষা তাঁহার জন্যও সেই ব্যবস্থা করিলে ভিক্ষা লইবেন। উহাই হইল। তাঁহার যশোগানে বৃন্দাবন মুখরিত হইল। গুরু আদর স্নেহালিঙ্গনে তাঁহাকে বৈষ্ণব করিলেন। শেঠদের সহিত মামলার মীমাংসা হইল ও মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি কৃষ্ণচন্দ্রমা বিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়ণী কলিকাতায় ৪নং রসেল ষ্ট্রীটে থাকিতেন। পতির ন্যায় পত্নীও দান ধ্যান ও কাশীপুরের ঠাকুর বাড়ীতে গোপালজীউ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তবে তিনি উপযুক্ত পতির উপযুক্ত পত্নী ছিলেন না। তিনি পূর্ণবিষয়ী ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতীত্বের জন্য বিখ্যাতা হন। তাঁহার কার্য্য কর্ম্ম সমস্তই বিনোদীলাল ঠাকুরের পরামর্শানুযায়ী হইত। কলিকাতার রাসমণি ও মহারাণী স্বর্ণময়ীও সেইরূপ ধনা খানসামা এবং রাজীব রায় দেওয়ানের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। উহাতে কলিকাতায় ছড়া আছে:—

"ঠাকুরে বিনোদীলাল, চাকরে ধনাই, দেওয়ানে রাজীব রায় বলিহারি যাই।"

এখন যেমন নরনারীর সুখ্যাতি সৎকর্ম্ম সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তখন, তেমনি ছড়ায় লোকের মুখে উহা দেশে ব্যাপ্ত হইত। বাঙ্গালার লালাবাবু, বৃন্দাবনের বৈরাগী, মন্দির নির্ম্মাতা শেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী গোয়ালিয়রের একজন ঘোড় সোয়ারের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ইহলীলা সম্বরণ করেন। মহারাণী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, লালাবাবু পালাইতে গিয়া তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। লালাবাবু রাজা মহারাজা কিছুই ছিলেননা কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়নী নামে পরিচিতা। তিনিই পাইকপাড়া রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেই চলে। শ্রীরামপুরের রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া টাকীর রায় চৌধুরী বংশের ভগবান বসু রাণী কাত্যায়নীর পুত্র শ্রীনারায়ণের পক্ষে ২৩৮০০৲ টাকায় ত্রিপুরায় ভুলুয়া পরগণার অবশিষ্ট বার আনা অংশ খরিদ করেন ও উহার চার আনা অংশ গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বে ছিল। নীলাম ঘটিত হইয়া গেলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেনামিতে উহা পুনরায় খরিদ করা হয়। উক্ত ৪নং রসেল ষ্ট্রীটের বাড়ী ও জগদীশপুর নামক জমিদারী দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট পাওনা টাকার

পরিশোধে রাণী কাত্যায়নী লইয়াছিলেন। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নোয়াখালির জমিদারীর দশ আনা অংশ খরিদ করেন। তিনি রেলুড়ে অন্নমেরু দান করেন, উহাতে তাঁহার বংশধর পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেন উল্লেখ করিয়াছেন। লালাবাবুর বংশ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

গৌরাঙ্গ

রাধাগোবিন্দ সিংহ—রেজা খাঁর কানুনগো

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, জন্ম ১১৪৬ সাল। মৃত ১২০৬ সাল।

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জন্ম ১১৬২ সাল। মৃত ১২১৫ সাল।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, জন্ম ১১৮২ সাল। মৃত ১২২৮ সাল।
পত্নী কাত্যায়নী মৃত ২রা ভাদ্র ১২৭৫ সাল

শ্রীনারায়ণ জন্ম ১২১৫ সাল। মৃত ১২৪৩ সাল।

তারাসুন্দরী (১ম) দুই পত্নীর দুই পোষ্যপুত্র করুণাময়ী (২য়)

রাজা প্রতাপচন্দ্র, জন্ম ১২৩৪ সাল। মৃত ১২৭৩ সাল।

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, জন্ম ১২২৩ সাল। মৃত ১২৬৭ সাল।

গিরীশ, পূর্ণ, কান্তি ও শরৎচন্দ্র

ইন্দ্রচন্দ্র

একমাত্র পূর্ণচন্দ্রই রাজা উপাধি লাভ করেন। পরবর্ত্তী বংশধরগণ দুই জন ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন কিন্তু লালাবাবুর গুণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিল। পোষ্যপুত্র রাধাকান্ত দেব যেমন কি গবর্ণমেণ্ট, কি হিন্দু উভয়ের নিকট সৌহার্দ্দ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, লালাবাবুর বংশধর রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সেরূপ কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজার রাজবংশের মুকুটমণি তেমনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কুলপ্রদীপ ছিলেন লালাবাবু, স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। কৃষ্ণ নামের যেন কি গুণ আছে। আর রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপান্তি সামান্য দরিদ্র অবস্থা হইতে জমিদার চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসু সেইরূপ ছিলেন। বিদ্বান কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যো ও কৃষ্ণ পাল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মাথা হেঁট হইয়াছিল ও পাল প্রথম দীক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া উহার জীবন চরিত লিখিয়া ওয়ার্ড সাহেব ৭ই মার্চ্চ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হইয়া শ্রীরামপুর পবিত্র করিয়াছিলেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য মারকুইস হেষ্টিংস ২০০০৲ টাকা, রাজা বেনারেস্ ৫০০০৲ টাকা প্রভৃতি অর্থ সাহায্য দান করিয়া চল্লিশ হাজার টাকার অধিক টাকা তোলেন। জে, পে, লারিকশন সাহেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি ফ্রিমেসনদের কর্ত্তা স্বরূপ ২৪শে জুলাই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে দুর্গের মধ্যে সেণ্টপিটার গির্জ্জার ভিত্ত পত্তন করেন। তাঁহার নামে রাস্তা কলিকাতায় আছে। মারকুইস হেষ্টিংস ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মৃতি রক্ষা করিয়া গেলেন। হেষ্টিংস নামের যথার্থই মাহাত্ম্য আছে।
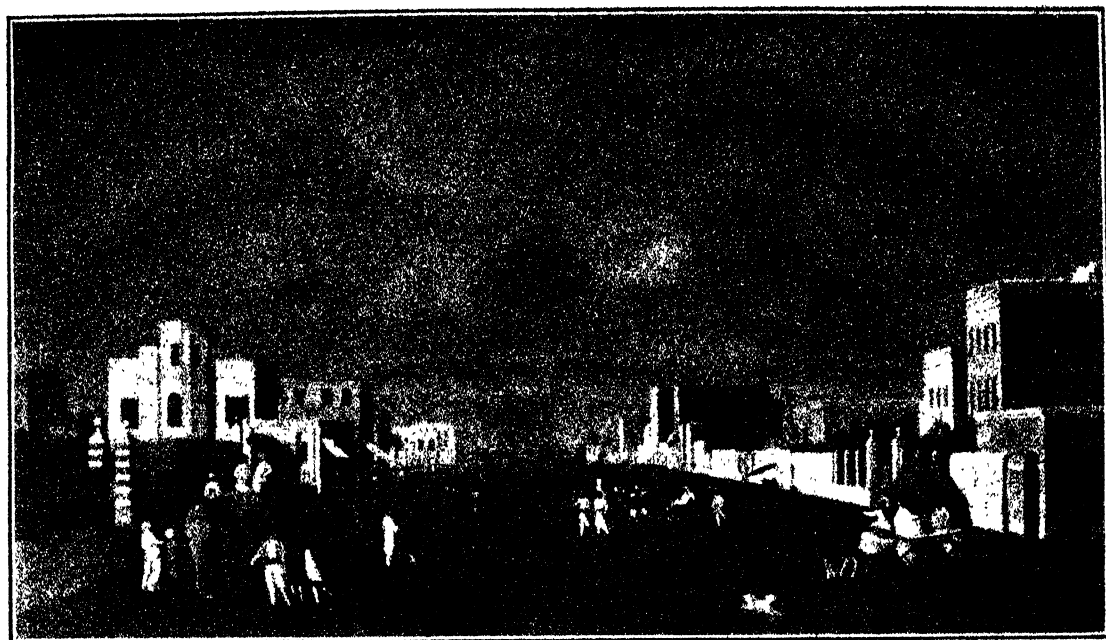
ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট্
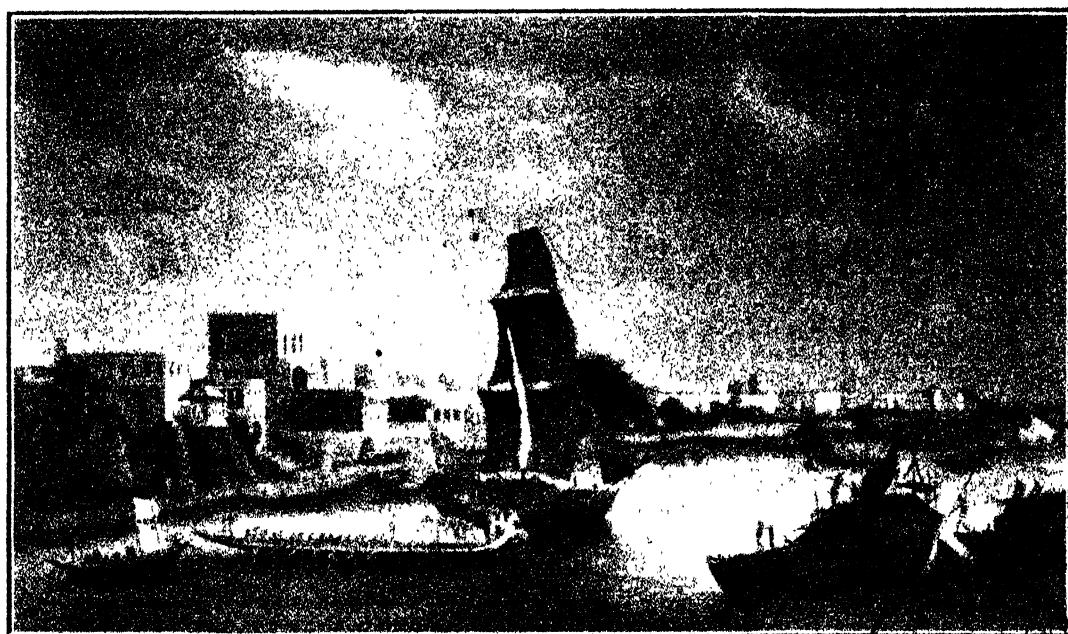
১৭৮৮।

কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট ও গঙ্গার ধার

১৭৮৮।

চিকিৎসা আরম্ভ :—ডাক্তার জেমিসন ও ব্রিটন প্রমুখ ডাক্তারেরা সিপাহিগণের চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের, পাটনা, কলিকাতায়, রসা পাগলায় (ভবানিপুর) প্রভৃতি স্থানে পাগলের চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা ও মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনে পঁচিশ ত্রিশজন ছাত্রকে নিযুক্ত করিয়া উহা কেমন করিয়া করিতে হয় শিক্ষা দিয়া, তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করাইতেন। ব্রেডস সাহেব রসা পাগলায় পাগলা গারদের ডাক্তার ছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে উপরিউক্ত ডাক্তারগণ অন্যান্য স্থানে এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেডস সাহেব কলিকাতায় রসা পাগলায় ২১২ জন রোগীর চিকিৎসা করিতেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্তদেব কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃতাভিধান, শব্দকল্পদ্রুম বিনামূল্যে বিতরণ করেন। উহাতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। রামগোপাল মল্লিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্ভুলভাবে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ও মূর্ত্তি-বাগানে শিবস্থাপনা করিয়া হিন্দু কলেজের সভায় যোগদান করার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা খৃষ্টানাপেক্ষা অধম হইয়াছিল। উহা ডিরোজিও প্রমুখ ফিরিঙ্গি শিক্ষকগণের কীর্ত্তি বলিলে দোষ হয় না।

মারকুইস হেষ্টিংসের বিদায় অভিনন্দনে হিন্দুনেতা রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মাদিতে হস্তক্ষেপ করিয়া সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেন নাই তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ কিন্তু এই প্রস্তাব সভায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, অধিকাংশের অভিমতানুসারে হইয়াছিল। ইহাতেই দেখা যায় যে, তখন হইতেই হিন্দুসমাজে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা প্রবলভাবে চলিতেছিল। হেষ্টিংস জেটি, রাস্তাদি করিয়া যেমন ব্যবসাদারদের প্রিয় হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দুগণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করায় তাঁহাকে ঐকথা বলিয়া অভিনন্দন দান করা হইয়াছিল। ঐ সময় হিন্দুগণের মধ্যে যদি কিছু নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার দেখা গিয়াছিল উহার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি সমাজের নেতাগণ সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। সাধারণ ব্যক্তিগত হিসাবে কোন জাতি বা ব্যক্তির কোনই দোষ ছিল না। ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষায় উহার মধ্যে যে আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছিল উহার সংস্কার করিবার জন্য লোক প্রস্তুত হইতেছিল, উহাতেই লাট অভিনন্দন সভায় সকলে একমত হইতে পারে নাই।

বিলাতি বিলাস :—হেষ্টিংস যখন তাঁহার সখের সোণামুখি ও ফুলচারি বজরায় ভ্রমণ করিতেন, উহা যেখানে লাগিত সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। হুগলি চুঁচুড়ায় মেয়েছেলেরা ও পুরুষেরা শাঁখ বাজাইয়া ও উলু দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিত। একদিন হঠাৎ ঐ সময় বৃষ্টি হওয়ায় মেয়েদের মাথায় পুরুষেরা ছাতা ধরে নাই বলিয়া লাট হেষ্টিংস (ময়রা) দুঃখ করিয়াছিলেন। তখন একটী ইলিস মাছের দাম এক পয়সা ছিল। তিনিই লাট দরবারে ফিরিঙ্গিদের মেয়েরা উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে বিবাহ করিলে যে, বিলাতে যাইতে পারিত না সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে বা পত্নীকে কাহারও নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ করিতে দিতেন না। সেকালের কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারিগণের দুর্ব্যবহার, তিনি তাঁহার ব্যবহারের দ্বারা সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বাহিনীতে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার হাজার লোক যাইত। একদিন মড়কে পাঁচ শত লোক মরিয়া গেলেও তিনি উহাতে ভয় পান নাই। কলিকাতায় ফিরিঙ্গি জাতির দুর্দ্দশার কথা পাদরি উইলিয়াম কেরী তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছেন যে, এদেশের মেয়েদের সহিত ইউরোপবাসির সম্বন্ধে পুত্র কন্যা হইতেছে, উহাদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, উহা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সেকালে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনা-

নুসারে এই সকল ফিরিঙ্গিরা কোম্পানির অধীনে কোন বিভাগে কোন কাজ কর্ম্ম পাইত না সুতরাং তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা কেবলমাত্র দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার কার্য্যে উপযুক্ত বলিলে বলা যায়, কারণ তাহাদের অন্তঃকরণে উচ্চাভিলাষ ছিল না। একথা যে শুধু তাঁহার অভিমত উহা নয়, তিনি মাদ্রাজের স্কুল বেলের Tractও উল্লেখ করিয়াছেন। * ইউরোপবাসিগণের বিলাসিতার ফলে পুত্রাদির অন্নের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজি শিক্ষার জন্য খৃষ্টান পাদরী ও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অর্থ ব্যয় করা যুক্তি সিদ্ধ মনে করেন। লর্ড টেনমাউথ (স্যার জন শোর) বিলাতের বাইবেল সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি ও ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানির ইজারা বিলির সময় সাক্ষী দিয়া পাদরীদের উপর অত্যাচার বন্ধ ও তাহাদের দ্বারা ভারতবাসির আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করেন। উহাতেই রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা উহা করিয়া হিন্দুজাতির ও বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। যে সময়ে কলিকাতাদি স্থানে শিক্ষা পরিষদ এদেশবাসির শিক্ষা দিবার জন্য হইয়াছিল, সেরূপ বোধ হয় না। খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গি মহাপ্রভুদের কার্য্যের সুবিধার জন্য উহা হইয়াছিল বলিয়া এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উক্ত গ্রন্থকার যিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন বলেন যে, যে সময়ে ব্যবসা করিয়া অন্ন সংস্থান করা সহজ বেশ অসুবিধাজনক হইত না, শিক্ষকতা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পথা অপেক্ষা ভাল ছিল। ইংরাজ জাতির মধ্যে যাঁহারা এদেশে সেকালে শিক্ষা দান কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে আদৌ গৌরবান্বিত মনে করিতেন না, বরং অপমানসূচক জ্ঞান করিতেন।

"In Calcutta in particular the children of half a million of people might soon be taught to read, write and keep accounts, a circumstance which would prepare them for the perusal of such books on morality and religion as the respectable society already noticed, might deem it expedient to put into their hands. There hitherto, it must be acknowledged, has been found some difficulty in procuring sober and diligent Europeans who, in India, were willing to confine their prospects of advancement to the irksome and in that country, labourious drudgery of teaching. The notion of making large fortune by pursuing the cotton, silk, or indigo business, however uncertain, has had always sufficient attraction to withdraw men of education from a station of life that has too often been regarded as unimportant and even degrading." "The number of children born to Europeans by native women, is every year increasing and to provide employment for them, has already become a matter of serious consideration, by the present regulations of the East India Company this class of young men is excluded from the service of Government in every capacity whether civil or military. Their education, as well as their limited ambition, seems to point them out as the most eligible persons for the instruction of the native

* Indian Recreations, V. III. P. 283.

race of youth. Their number is already so considerable as to produce, perhaps, a sufficient supply for every appointment of this nature, which either piety or benevolence of the age is likely to suggest. Their continual increase, must soon render them capable of affording an adequate supply of teachers for almost the whole of the British subjects in India, although established on the extensive scale above proposed."

ইহাতে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা করিয়া বাঙ্গালির ছেলেদের মাথা খাইয়াছিল। তখনকার বনিয়াদি বড় মানুষেরা তাহাদের ছেলেদিগকে হিন্দুস্কুলে পাঠাইত না ও উহার সাহায্যদান করে নাই; তাঁহারা ফিরিঙ্গি শিক্ষক ঘর বাড়ীতে রাখিয়া, সাহেব ইংরাজি লেখাপড়া জানা এইরূপ এ দেশীয় লোকের দ্বারা তাহাদের পুত্রদিগকে ইংরাজি শিখাইত। সে কথা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন। উহাদেরই গৌরমোহন আঢ্য সেই সকল বনিয়াদি বড় লোকদের ছেলেদের জন্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রভৃতি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

'The natives have no aversion to commit their children to the tuition of Europeans; they are rather ambitious that their offspring should acquire the accomplishment of reading and writing English, though foreign language, as the means of enabling them to prosecute successfully some lucrative branch of trade, and of introducing them as clerks and agents into the employment of the British. A Hindu of rank will not, it is confessed, allow his children either to eat or sleep in the same apartment with Europeans, but he is known to permit them freely to remain at a day school, which for the abovenamed branches of education is sufficient. It is asserted by persons practically acquainted with this subject, that the desire of the people after education is so strong, that several have at present with much expense, placed their children under the tuition of Europeans ; and that there are many more taught by such of the natives themselves as understand the English language." (P. 281)

ইহাতেই পাদরি ফিসার সোয়ার অবলম্বিত বাঙ্গালার রাজা নবকিশোর ইংরাজী শিক্ষার প্রশংসা করিয়াছিলেন। মল্লিক বংশের সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং ইংলণ্ডের আইন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সাধারণকে শিক্ষোপদেশ দিতেন। সাহেব জজ, বিলাতি ব্যারিষ্টারের মধ্যে জটিল মকদ্দমার উদ্ভব হওয়ার জন্য কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। সেকালে কলিকাতার নিকট উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের শিকার পার্টিতে তাঁহাদের বীরত্ব ও বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার পুস্তকে (৩৬৫।৩৬৭ পৃষ্ঠা V. III) সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাদাখোঁচা পাখী শিকার করিবার জন্য সমুদ্রের নিকট কতকগুলি লোক রাখিয়া যান, হঠাৎ তাহারা এক নিদ্রিত ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়ে। ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ বন্দুক বাহক ভৃত্যটীকে মারিয়া ফেলে কিন্তু শিকারিরা সেই হতভাগ্য ব্যক্তিটীকে বাঘের মুখ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ছোট গুলি দ্বারা কিছুই করিতে পারে নাই। শেষে সেই ব্যাঘ্রকে কেমন করিয়া মারা হয় উহা "কলিকাতা জার্ণাল" হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। শিকারীরা সেই সংবাদ পাইয়া হাতীতে চড়িয়া বাঘ

রাতে গল সেই সকল হাতির উপর শিকারীগণকে দেখিয়া বাঘ পালাইল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সকল হাতির মধ্যে একটি হাতির মাথায় লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে। সৌভাগ্য ক্রমে মাহুতের সাহসে সেই ব্যাঘ্র ডাঙ্গসের ঘা অস্থির হইয়া যেমন মাটিতে লাফাইয়া পড়িল, অমনি শূকর মারিবার বর্ষার দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সেই ব্যাঘ্র কে মারিয়া ফেলা হয়। ইংরাজ শিকারীরা কলিকাতায় ব্যাঘ্র শিকার এইরূপভাবে করিত। সেইখানেই রাজত্ব লাভের হাতে খড়ি, ও বিলাতের রাজচিহ্ন সিংহ ও ব্যাঘ্রের সংমিশ্রণে হইয়াছিল। (৩৮৯।৩৭০ পৃষ্ঠা Vol. I) সেই সেকালের বাঘ শিকারের তৈল চিত্র ও মাটির তৈয়ারি দৃশ্য বিক্রি হইয়া থাকে। কলিকাতার সন্নিকট বনজঙ্গলে বাঘ শূকর শিকার করিয়া ইংরাজ জাতি বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন ও ফিরিঙ্গি জাতি দ্বারা এদেশের শিক্ষালয়ে অধ্যাপনার পথাবিষ্কার করিয়াছিল। যেমন গুরু, তার তেমনি সেবক হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীরা বলিয়া থাকে –

"ঈশ্বরসে সেবক বড়া, চারো যুগ প্রমাণ, সেতু বাঁধ রঘুবর গায়েও, কুদ গ্যয়ে হনুমান।"

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে সংস্কৃত উর্দ্দু মিশ্রিত কবিতা ছিল, সেকালে ইংরাজি বাঙ্গালায় কবিতা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখাইবার জন্য নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ দুইটি কবিতা দেওয়া গেল :—

"দৃষ্টাচিত্র বিচিত্রতাং তরুলতাং, মৈথা গিয়া বাগমে, কশ্চিত এ কুরঙ্গ সা নয়নী, গুল তোড়তিথি খড়ি,
উর্দ্ধে ভুধনুধা কটাক্ষ বৈশথে, ঘায়ে ন কিয়াথা মুয়েতৎ সিন্দাম করেমোহঙ্ক জলধৌ হায়দর গুজারে শুকুর।
বৈরাম খাঁর পুত্র খান খানান নবাব প্রণীত প্রবাদ।

O শ্যাম going মথুরায়, গোপিগণ পশ্চাৎ ধায়, বলে your Okroor uncle is a great rascal.

"গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী" গীত রচনা করিয়া কলিকাতার হিন্দু যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার পক্ষ হইতে লোকে গান ধরিল। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "কালি প্রসাদী হেঙ্গাম ও হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান সামাজিক পরিবর্ত্তন অনেক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে"। (৩৪ পৃষ্ঠা) "সাহেবেরা গোমাংসভোজী; দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরাও তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগ দেন। বাঙ্গালীরা গোমাংসভোজী হইলে আরো ভয়ানক হইয়া উঠেন।" (৪২ পৃষ্ঠা) "একজন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল বলিতেন যে, প্রত্যহ এবেলা অৰ্দ্ধসের আর ওবেলা অর্দ্ধসের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এক মৰক রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল খেতে বাধ্য হইলেন।" (৪৪ পৃষ্ঠা।) "আকবর বাদসাহ তাঁহার রাজ্য মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সমুদায় হিন্দুবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।" (৪৫ পৃষ্ঠা) ইংরাজি বিদ্যালয় ও শিক্ষায় হিন্দুজাতির কি অধঃপতন হইয়াছিল! পাশি শিখিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে একশ্রেণী যাহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেখাপড়ার কার্য্য করিত উহারাই পতিত হইয়াছিল। সেখানকার কায়েতেরা নৌকায় গেলে হিন্দুস্থানীরা খাবার ফেলিয়া দিত ও কেহ কেহ কলমা পর্য্যন্ত পড়িত শোনা যায়। প্রসিদ্ধ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেহারে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কাগজে সেরূপ লিখিয়াছিলেন। তাহাদের নামে ঐরূপ ঘৃণার ছড়া হিন্দুস্থানী ভাষায় চলিত আছে যে, তাহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করিত না। "কায়েৎ কি বাচ্চা, কভি নাহি সচ্চা" ইত্যাদি। বাঙ্গালাদেশে কায়েস্থেরা জাতি বিচার প্রায় করিত না, উহাদের

বৈষ্ণব কায়স্থ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে 'জাত হারালে বৈষ্ণব', কেহ বলে কায়েত; কিন্তু কলিকাতায় কায়স্থ জাতি গোড়া হিন্দু। সুবর্ণ বণিকজাতি সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহারা রাজা বল্লাল সেনের বিষ নয়নে পতিত হন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আস্থা ছিল। পোস্তার রাজারা ইংরাজী চালচলন ও খাওয়া দাওয়া করিতেন। মল্লিকেরা উহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। একদিন নিমন্ত্রণে বৈদ্যনাথ কতকগুলি সুবর্ণবণিককে পিকবক্সের রুটি খাওয়াইয়া প্রশংসা লাভ করেন কিন্তু যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উহা জানিতে পারে তখন তাঁহার বাড়ীতে উহা উদ্গার করিয়া চলিয়া আসেন। গৃহে আসিয়া প্রায়শ্চিত্তাদি করেন। পোস্তার রাজারা দরমাহাটায় থাকিতেন তবে রাজা বৈদ্যনাথ ও নরসিংহের বাগান বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের দুই ধারে সম্মুখে সম্মুখে ছিল। সেইখানে ভবিষ্যতকালে রামলীলা হইত। দুই বাগানই প্রায় শতাধিক বিঘা বিস্তৃত ছিল। বিস্তৃত বিল পুষ্করণী সজ্জিত কুঠি সংলগ্ন বাগান তাঁহাদের বংশধরগণের এখনও বর্ত্তমান আছে। কতকাংশ বিক্রি হইয়া গিয়াছে ও সে বিলাসউদ্যান ও প্রাচীন গৌরবের কোন চিহ্নই নাই। স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অন্যের সম্পত্তি হইয়াছে।

পাদ্রী হিবার সাহেব বড়ই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কি আশ্চর্য্য! কলিকাতায় ও পাড়াগাঁয়ে দাগা ষাঁড়েরা ব্রাহ্মণের মত সকলের নিকট আহারাদি পূজা গোঁসাইএর মত পাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, আর আতুর অনাথেরা পথের ধারে অনাহারে বিনা ঔষধ পথ্যে মারা যায়, কেহ কোন খোঁজ খবর লয় না। কুকুর শেয়াল তাহাদের সৎকার না করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে তাহারা গঙ্গালাভ করে। একথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলে লোকে তখন তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়াছিল যে, আপনার দুঃখ যখন লোকে দূর করিতে পারে না, তখন যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ লোকের খোঁজ রাখিয়া কি হইবে অর্থাৎ "হাটের লোক শোবে কোথা, তার জন্য তোমার মাথাব্যাথা" এই চলিত কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। তিনি কলিকাতার বাবুদের কথার প্রতিবাদ আপনিই করিয়াছেন। উহা তিনি পোস্তার রাজাদের কথায় বলিয়াছেন।

পোস্তার রাজবংশ:— কলিকাতায় ও বাঙ্গালা দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে সুবর্ণবণিক জাতিই স্থাপিত করিয়াছিল উহার পরিচয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে 'সংবাদ ভাস্করে' ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল, উহা প্রকাশ করা আবশ্যক যথা:—

"৺নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী এতদ্দেশে গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন। প্রথম সময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যতছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল, কেবল মহাবল এক জন গোরা খালাসী ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে আসিল, নকুধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। মৃত প্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই এই গোরা বহুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজী ভাষা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজীতে ইংরেজেরা নকুধরকে দোভাষী করিলেন। কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছিলেন, নকুধর দিয়াছেন, নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন। সেই নকুধরের দৌহিত্র সুখময় নামক ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই

রাজা সুখময় রায় বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" মাহারাজা সুখময়ের ৪র্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় কাশী হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে কর্ম্মনাশা নদীর উপর ২১২ হাত লম্বা এক সেতু ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজা সুখময়ের পুত্রেরা প্রায় সকলেই সাধারণের হিতকর কর্ম্মে দান ধ্যান করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকাতার সৌখিন বাবু হইতে রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজা সুখময় লক্ষাধিক টাকা * ব্যয় করিয়া পুরীর রাস্তা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার পুত্রদের কথা লাট সাহেবের দরবারে পাদ্রী হিবার বলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত পরিচিত হন ও এইরূপ লিখিতেছেন। ঢাকার নবাবদের অপেক্ষা কলিকাতার বাবুদের সাজ পোষাক ভাল ছিল। তাহারা বেশ ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা বলিত ও তীর্থ যাত্রীগণের জন্য রাস্তা পুল ঘাটাদি করিয়া দিত। মহারাজা সুখময়ের সন্তানেরা সেইরূপ কর্ম্মে যেমন সুখ্যাতি ও উপাধি লাভ করেন, তেমনি দেখিতেও বেশ সুন্দর, উন্নত বপু ও বলিষ্ঠ ছিল। ২৮এ মে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের † কৌমুদী সংবাদ পত্র ২৪এ মে মঙ্গলবারে মহারাজা রামচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করে। সুতরাং তাহার সহিত বোধ হয় পাদ্রী হিবারের পরিচয় হয় নাই, তাহা হইলে তিনি যে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন, উহার উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন। তবে তিনি যে এলাহাবাদও গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গিয়া যাত্রীর দুঃখ দূর করিবার জন্য বৈদ্যনাথে কর্ম্মনাশার উপর পুল করিয়াছিলেন, উহার উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্মীকান্তধর (নকুধর), ক্লাইবের অর্থসরবরাহকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রভুর বংশ হইতেই পোস্তার রাজার বংশলতা নিম্নে দেওয়া গেল :—

লক্ষ্মীকান্তধরের কন্যা পার্ব্বতী দাসী রঘুনাথ পালকে বিবাহ করেন। তাঁহারই পুত্র মহারাজা সুখময় পোস্তার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। লক্ষ্মীকান্তধর ৮ই জুলাই ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির নিকট হইতে খেলাৎ লাভ করেন। কন্যা দেবসেবার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন উহা আদালতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্টের ডিক্রি অনুযায়ী ৫৩৬৩১।৶১০ টাকা আদালতে জমা হয়।

মহারাজা সুখময় রায় (পালোপাধি, রাঁঢ়ি)।
|
স্ত্রী ইন্দ্রাণি

মহারাজা রামচন্দ্র	রাজা বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র	রাজা বাহাদুর বৈদ্যনাথ	রাজা বাহাদুর শিবচন্দ্র	রাজা বাহাদুর নৃসিংহচন্দ্র
	নাগরমণি,		শিবসুন্দরী যোগমায়া	সরস্বতী চুণিমণি

রাজা বৈদ্যনাথ ও নৃসিংহচন্দ্র সেকালের কলিকাতায় বাবুগিরির চূড়ান্ত করেন। বৈদ্যনাথ বদনচন্দ্র ও নৃসিংহকে নরসিং বলিয়া লোকে সম্ভাষণ করিত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বৈদ্যনাথ বদনচন্দ্র নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। (৪০ পৃষ্ঠা, নাগরমণি বৃন্দাবনে অতিথিসেবা ও কুঞ্জবাড়ী করিবার জন্য উইল করিয়া নৃসিংহের উপর ভারার্পণ করেন। ঐ কর্ম্মের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। কোম্পানির ২।৫।১৮২৬ খৃষ্টাব্দের দরবারে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা বাহাদুর, বৈদ্যনাথ ২৮।২।১৮২১ খৃষ্টাব্দের দরবারে ঐ উপাধি লাভ করেন, অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। ইহাঁদের সেকালে প্রভাব প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল।

* Ward's Hindu Mythology V. II P. 84. † Bengal Hurkara 30-5-1826.

লোকে যে বলে "সাতখুন মাপ" সে ইহাদের কথায়, কলিকাতায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। যোড়পত্রে উহার সবিশেষ উল্লেখ করা হইবে। লাট আমহার্ষ্টের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, লোকজনের কোম্পানির সেনাপতিরা ও রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে ভোজাদি উৎসবে বড়ই আপ্যায়িত হইতেন। ১১ই জুন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের যুদ্ধ জয়লাভের পর সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ারের অভ্যর্থনা ভোজ রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে হইয়াছিল। রাজা বৈদ্যনাথ কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্ব্বকোণে চার্চ্চ মিশনারিদের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। লাট পত্নী আমহার্ষ্ট ও বিলাতের শিক্ষিতা কুমারী কুক সেই কার্য্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা নরসিং প্রথম শ্রেণীর সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার বাগানে পশুশালা, নানাজাতীয় ফল ও ফুলের চাষ ও কলম করিয়া বুলবুল পাখীর লড়াই, ঘুড়ীর পেঁচ প্রভৃতি সখে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। উহাতে কবিওয়ালা সেকালের বাবুদের প্রতি যে কটাক্ষপাত করেন, উহা উল্লেখযোগ্য :–

'দুর্গা পূজা ঘণ্টা নেড়ে খোবা হলে বাজে ঢাক, কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুল্লেন কিনা কাক
বিষয় কর্ম্ম গোল্লায় গেল লড়িয়ে কেবল বুলবুলী, প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায়! মারা গেল লোকগুলি।"

পশ্চিমে রাসলীলা, বৃন্দাবনে ও অন্যত্র রামলীলার প্রচলনই অধিক। পোস্তার রাজারা তাহাদের বাগানে রামলীলা করিত, উহাতে উহাঁরা যে রামভক্ত ছিলেন উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুবর্ণ বণিক জাতির ভক্তি দেখিয়া মনে হয় তাহারা আদি পশ্চিমদেশ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিল। নিত্যানন্দের বংশধরেরা নয়নচাঁদের পত্নীর গুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন পুত্রের নাম গৌর, নিমাই ও রাধারমণ রাখা হইয়াছিল। মহারাজা সুখময়ের ছেলেদের নাম রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নৃসিংহ ছিল। উহাতে তিনি যে আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তাহা প্রমাণ হয়; কিন্তু কুলদেবতা ত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি।

মহারাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র ও ঔরসপুত্রের নামে ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবতায় তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বোধ হয়।

মহারাজা নবকৃষ্ণ ঔরসপুত্রের প্রতি পক্ষপাতী হওয়ায় পোষ্যপুত্র ও ঔরসপুত্রের মধ্যে মামলা হয় ও উহার নিষ্পত্তি আদালতে পরস্পরের সম্মতিক্রমে সমানাংশে বিভাগ করার ডিক্রী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুপ্রীমকোর্ট করিয়াছিলেন। এই মামলা নিষ্পত্তির সম্বন্ধে এইরূপ শোনা যায় যে, ভ্রাতারা মামলা করিয়া ফিরু টাকা কম হওয়ায় উকিলেরা ঐ থলে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, উহাতে রাজকৃষ্ণের প্রাণে আঘাত লাগে ও সেই থলে উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং ভ্রাতার প্রার্থিত অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া মামলা নিষ্পত্তি করে। রাজকৃষ্ণের বিবেকের প্রশংসা সেকালে সকলে করিয়াছিল কারণ সে ভাইকে গিয়া বলে "আমার জ্ঞান হইয়াছে, তুমি আমার বাবাকে বাপ বলিয়া অর্দ্ধেক বিষয়ের দাবী করিতেছ কিন্তু উকিল কৌন্সিলকে সেই টাকা দিয়া কেন একজন অংশীদার বাড়াইব ও আমাদের ভাগের অংশ হ্রাস করিব। যা চাও তা নাও,

আর আমি মামলা করিব না"। উকিল কৌন্সিলিগণ রাগান্বিত হইয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের খঞ্জনী ও বিলাস নাম্নী দুই পত্নী দ্বারা খোরপোষের দাবী করিয়া পুত্রদের নামে নালিশ করে। নবকৃষ্ণের উইলে রাজকৃষ্ণের উপরই পত্নীগণের ভরণপোষণের ভারার্পণ করিয়া যান, কারণ তিনি প্রায় অধিকাংশ সম্পত্তিই ঔরসপুত্রকেই দিয়া যান। রাজকৃষ্ণ জবাবে বলিল, তাহারা বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহারা উহার দাবী করিতে পারে না, অধিকন্তু যখন বিষয় সমানাংশে ভাগ করা হইয়াছে তখন মহারাজার পত্নীর ভরণপোষণের জন্য উভয় পুত্রকেই সমানাংশে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় পত্নীগণের মামলা টিকিল না, আপোষ নিষ্পত্তির বিভাগ রহিয়া গেল।

মামলাবাজী:- এইরূপে মামলায় কলিকাতার প্রবীণ সর্ব্বস্বান্ত ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে সেকালের লোকেরা কলিকাতার প্রসিদ্ধ গৌর ও নিমাইচরণ মল্লিককে কিরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি করিত উহার উদাহরণ তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি সালিসীতে প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি লোকে উইলপত্রে পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি গৌর মল্লিক দ্বারা করাইবার উপদেশ আছে। আদালতে মামলা করিবার পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা আছে। গোকুলচন্দ্র কারফরমা তাঁহার পুত্রগণকে তাঁহার উইলে (যাহা সুপ্রীমকোর্টে দাখিল হয়) সেই কথা বলিয়াছেন, উহার তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতায় কারফরমার লেন আছে।

"Should there arise any dispute amongst yourselves on any account, and should you disagree in any business you will make it known to Sreejut Gourchurn Mullick or to any respectable person and he will settle the same and you will abide by such settlement. You will never resort to the court on your own private disputes. The person who attempts to resort to the court is not fit for to remain in my Surcar but will receive from it the sum of current (500) five hundred rupees for subsistence and clothing and retire and have no concern whatever with Surcaree property grounds etc." *

ইহাতেই সেকালের লোকের সুপ্রীমকোর্টের বিচারের উপর কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল উহা প্রকাশ পায় এবং আদালতে নালিশ করার উপর সেকালের লোকের কিরূপ বিরক্তি ছিল, উহাও জানা যায়। গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র জগমোহন মল্লিকের নামে কলিকাতার লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর উইল করিয়া যান, সেই উইল লইয়া আদালতে বহুদিন ব্যাপী মামলা হয়। এই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের তারামণি, ভগবতী, ও দিগম্বরী নামে তিন পত্নী ছিল। ৭ই নভেম্বর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। জগমোহন মল্লিক তাঁহার মৃত্যুকালে বৈষ্ণবদাস মল্লিককে এক্জিকিউটর করিয়া যান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঠাকুরের ছোট পত্নী দিগম্বরী, উক্ত বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও অপর দুই পত্নীর নামে নালিস করেন। সেই মামলা ডিসমিস হইয়া যায়। সেকালে ইংরাজ কোম্পানীরা হিন্দুর উইলে এক্জিকিউটর হইতেন। রাসবিহারী শর্ম্মার উইলে পামার কোং, ড্রুস ও মেকিন্টস কোম্পানী ঐরূপ হইয়াছিলেন। দেবনাথ সান্যাল উক্ত রাসবিহারী শর্ম্মার জামাতা ও তাঁহার পত্নী কনকমণি প্রভৃতি যে নালিস করেন উহাতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা আছে। ড্রুস্ সাহেবের পত্নীকে ৫ হাজার ও তাঁহার ৪ কন্যাকে ৮ হাজার টাকা দিবার

---

* F. W. Macnaghten's Considerations on Hindu Law. Appendix LIX.

কথা আছে। সেই রাসবিহারী শর্ম্মার পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা সান্যালেরা তাঁহার বাড়ী পাইয়াছিলেন। এখন উক্ত বাড়ী বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বংশধরেরা খরিদ করিয়াছেন, উহা ক্রমে আপার চিৎপুর রোডে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ী' বলিয়া খ্যাত হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব ঃ—মুর্শিদাবাদের নবাব নাইজাম্ আপনার ভরণ পোষণের জন্য তখন বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা মাসহারা পাইতেন। এই মাসহারার টাকা লর্ড মিণ্টো, ময়রা ও আমহার্ষ্ট সকলেই উহা নূতন উত্তরাধিকারীগণ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিবার সময় কলিকাতা সভার মারফতে স্বীকার করিতেন। ইহাতে মুর্শিদাবাদ কলিকাতার অধীন হইয়া পড়ে এবং নবাব নাইজাম বৃত্তিভোগী সাজান পুতুল স্বরূপ একের পর এক সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাঁহাদের সহিত দেশের ও দশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। দেওয়ানি গ্রহণকালে মুর্শিদাবাদের নবাব নাইজামের সহিত ১৯শে মে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হয় উহার সর্ত্তে বার্ষিক একচাল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত একত্রিশ টাকা নয় আনা বৃত্তি ছিল। ২১শে মার্চ্চ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মণি বেগম ও রেজা খাঁর সময় উহা একত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার নয় শত নিরানব্বই টাকা নয় আনা হয়। সেকালের গবর্ণর কার্টার সাহেব ঐ বন্দোবস্তকে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল ও আপনাদের কর্ম্মের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ উহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হন নাই ও উহা বার্ষিক ষোল লক্ষ করিবার কথা বলেন। তদনুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ষোল লক্ষ টাকা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদের নবাব নাইজামের ঐ সংক্রান্ত কথা হয়। তাঁহার ২২শে সেপ্টেম্বর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পত্রে উল্লেখ আছে। তৎপরে ওয়েলেসলির সময় ২৫এ ডিসেম্বর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নিজামত সরকারের ব্যয় সংকোচ সভা মণি বেগমের বৃত্তি বার্ষিক এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ও তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। লর্ড মিণ্টো ২৬শে মে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নূতন নবাবকে তাঁহার ষোল লক্ষ টাকা বৃত্তি বজায় রাখিয়া চিঠি দিলেন বটে কিন্তু মণি বেগমের মৃত্যুর পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নিজামতের ব্যয়ের ঋণ পরিশোধের জন্য যে কেবল মণি বেগমের বৃত্তি ১৪৪০০০৲ টাকা বন্ধ করিলেন উহা নয়, সেই বেগমের পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি নবাব নাইজামের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট উহা মঙ্কটন সাহেবকে দিয়া দখল করিলেন। সেই সকল টাকা হইতে উক্ত সাহেবের নূতন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সৌভাগ্যের বিষয় উহা সুপ্রীমকোর্টে বিচারের জন্য যায় নাই তবে মুর্শিদাবাদ আদালতের প্রবীণ বিচারপতি নিজামতের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কেবল পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া বিলাতে প্রায় একশত বৎসর পরে বাহির হয়। উহা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"But in 1813 after the death of Munee Begum, the suggestion of the select committee of 1802 was put into operation by the Governor General and the Nawab began to see the true intent and object of the Government of India and the hopelessness of extricating the Nizamut from debt so long as that Government determined to carry out the policy which had been instituted ostensibly for the purpose of releasing the family from pecuniary difficulties but which was really producing the opposite result; for the funds set apart for paying Nizamut debts and building expenses but diverted into another channel and His Highness the Nawab was not only compelled to abandon

his right as heir-at-law to the future annual allowance (£ 14,400) of Munny Begum which ought to have reverted to him after Her Highness' death but was also deprived of other private property of enormous value and monies ammounting to upwards of £ 20000 which were found in Her Highness' palace after her decease and authoritatively taken possession of by the Government officials notwithstanding the remonstrances of His Highness and the wishes of the Governor General expressed in the instructions furnished to Mr. Mouckton wherein while ascertaining the available assets appertaining to the Nizamut that might be set apart for the purpose of the new appointment, he was guarded against depriving His Highness of the private property of the deceased Begum to which he was the legitimate heir. In thus curtailing the Nizamut annuity by coercion the East India Company exercised might against right openly violating their aggreement under the Formaun of the Emperor of Delhi "to provide for the expenses of the Nizamut," "besides departing from the solemn obligations expressed in the sacred treaty of 1770" * * * The continued pressure put upon the Nawabs by the Government of India as before stated began to tell to their prejudice and in 1816 the Government accounts of the Nizamut got into such inextricable cofusion that Mr. Edmondstone foreign secretary to the Government proposed a Minute for introducing a new system of management into the financial department of the Nizamat Agency Fund by diverting the accumulations of Munny Begum Stipends from their intended objects which the Nawab was in a manner forced to give his reluctant assent to. This fund was established for the payment of the salaries of the Governor General's Agent at Murshidabad and of their office establishments." *

অক্টারলোনী মনুমেণ্ট:—১৪ই জুলাই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্যর ডেভিড অক্টারলোনী মিরাটে মারা যান। তাঁহার স্মরণার্থ কলিকাতায় স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালী ও ইংরাজ সকলেই সাহায্য দান করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মাঠের উপর প্রসিদ্ধ অক্টারলোনী মনুমেণ্ট হইয়াছিল। উহা চুনার পাথর দ্বারা তৈয়ারী, মাঝে গোল সিঁড়ি, ১৫২ ফিট উচ্চ, প্রস্তুত করিতে ৩৫০০০৲ টাকা খরচ হয়। উহার উপর উঠিলে কলিকাতার সমস্ত সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা খুলিবার সময় চারিদিকে শ্যাম্পেন(?) করা হইয়াছিল ও জনতা রাত্রি ৯টার সময় ভাঙ্গিয়াছিল। ঐ মনুমেণ্টের গায়ে শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে অক্টারলোনির স্মৃতিকথা উল্লিখিত হইয়াছে।

* Indian Records with a commercial view of the relations between the British Government and the Nawab Nazim of Bengal, Behar and Orissa published, by G. Bubb London—pp. 50—52.

"কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইউরোপীয়গণের সহিত দৈনন্দিন ব্যবহারে এবং তাঁহাদের বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া দেশবাসীগণ বুঝিতেছেন যে, ব্যয়সাধ্য নৃত্যগীত এবং মূল্যবান্‌ীয় সুরা ইত্যাদিতে তাঁহাদের অধিকৃত বিপুল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া বা নিমন্ত্রিত লোকদের ব্যয়সাধ্য ক্রীড়া কসরত প্রদর্শন করাইয়া কোন লাভ নাই। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এই অসার লোকাচার শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে,—অধুনা ইহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কতকগুলি দেশীয় ভদ্রলোক পূর্বে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বার্ষিক ভোজ দিতেন, অধুনা তাঁহারা নিজেদের দুর্বুদ্ধির বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই অনর্থক অর্থব্যয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপকারিতা তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। ঐ অর্থে তাঁহারা দেশীয় দীন দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিজেদের সহরকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সজ্জিত করিতে পারিবেন। উপস্থিত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর দমদম রোডে ইউরোপীয় স্থপতিগণের—পরিচালনায় সম্পূর্ণ ইংরাজী ধরণে উদ্যান পরিবেষ্টিত একখানি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন। আমরা আশা করি অপর সকলে তাঁহার ঐ আদর্শ দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করিবে।"

বেঙ্গল হরকরা ২৫।১০।১৮২৬

কলিকাতায় সংবাদপত্রে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ যাহাতে ছাপা না হয় তজ্জন্য নূতন আইন জারি হয় উহার বিজ্ঞাপন ১১এ এপ্রিল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই বৈশাখ সন ১২৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

হুগলী জেলার ও কালনায় নৌকা যাতায়াতের মাঝিগণের উপর প্রত্যেক দাঁড়ের উপর চার আনা কর নির্দ্ধারিত হয়। উহার বিজ্ঞাপন প্রকাশ ২৮এ আগষ্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হয়।

কলিকাতার টাউন হলে কলিকাতার যে নূতন ষ্টাম্প বিষয়ক আইন ও ট্যাক্স বসাইবার আইন সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার সভাস্থান রাধাকান্ত দেব, রূপলাল, বৈষ্ণব দাস, রামগোপাল ও রামরতন মল্লিক, মিঃ কে, পামার, আলেকজাণ্ডার, কলবিন্, কে, জি, গর্ডন, রামমোহন রায়, রুস্তমজি, কাবাসজি, হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শেরিফের নিকট আবেদন করেন। ১২ই মে ১৮২৭।

ইহারা সেকালের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেন জানিতে পারা যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩—১৮২৮)

লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের সম্রাটের আসন অধিকার করেন। এদেশে দিল্লির সম্রাটের ও মুসলমান রাজত্বের যে কিছু প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রম বা আড়ম্বর ছিল তাঁহার সময়ে সমস্তই শেষ হইয়া যায়। তিনি শুভক্ষণে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় পদার্পণ করেন ও পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলের সন্ধি-কার্য্যের সদ্ব্যবহার করিয়া ভরতপুর ও বর্ম্মা যুদ্ধে জয়লাভ করেন। উহাতেই তাঁহার আর্ল্ উপাধি ও সেনাপতি লর্ড কম্বর মিয়ার ভাইকাউণ্ট হইয়াছিলেন। তিনিই সিমলায় গবর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মবাস স্থির করিয়াছিলেন। ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গনাশ করিয়া দুর্জ্জনশালকে সপরিবারে কাশিবাস করান ও শরণাপন্ন বলবন্ত সিংহকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ম্মার যুদ্ধের সন্ধিতে কোম্পানির আসাম, আরাকান ও টেনাসারিম প্রদেশ ও এককোটি টাকা যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন কাছার, মণিপুর প্রভৃতি স্থানের ভবিষ্যত অধিপতিগণকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত করাইতে হইবে স্থির হয়। এই যুদ্ধে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র যাত্রায় জাতিনাশ হইবে বলিয়া আপত্তি হইয়াছিল ও বারাকপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইলে সেখানকার প্রধান সেনাপতি পেজেট সাহেব কলিকাতা হইতে সৈন্য লইয়া গিয়া দমন করেন। উহাতে বার জন সিপাহির ফাঁসি দণ্ড হয়। নেদারলণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধিতে মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর স্থান সুমাত্রা ও বেনকুলেনের পরিবর্ত্তে লাভ হয়। মার্হাটা শক্তির আর কোন চিহ্ন ছিল না। দৌলতরাম রাম সিন্ধিয়ার মৃত্যু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হইলে তাঁহার প্রিয়পত্নী বাইজা বাইকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইয়াছিল। একশত বৎসর অতীত হইবার পর কি অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ্চ তারিখের পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা কুঠীর অধ্যক্ষ জন রসেল সাহেব লিখিতেছেন :—

"The request of the smallest particle of sand Russel, President for the **East** India Company with his forehead at the command on the ground and **reverence** due from a slave."

সেই সম্মান সূচক সৌজন্য দ্বারা ইংরাজ রাজত্ব কলিকাতায় সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই একদিন, আর আমহার্ষ্টের রাজত্ব সময়ের আর একদিন! মুসলমানগণের মধ্যে অনেক পীর ফকির অনেক বাঘ কুমীরকে বশীভূত করিতে পারিত বলিয়া সাধারণের নিকট হইতে পূজা সিন্নি লাভ করিত। সুন্দর বনে লোকে জালানিকাঠ, মোম, মধু ও নুনের জন্য বেলেঘাটার খাল দিয়া যাতায়াত করিত। মাঝি মাল্লা ব্যবসাদার জন মজুরগণের উপর মুসলমান পীর ফকিরগণেরা যৎকিঞ্চিৎ প্রভুত্ব ও অর্থলাভ করিত। তখনকার জন মজুরেরা প্রতিদিন ৪।৫ পণ কড়িতে কাজ করিত। মুসলমান জাতির অজ্ঞতা দূর করাণের জন্য তাঁহারই আমলে দিল্লি ও আগ্রায় কলেজ হইয়াছিল। তখন চিৎপুরের টিপুর বংশধরগণকে কোথাও যাইতে হইলে অনুমতি লইতে হইত। সেই সময়ের মুর্শিদাবাদ দরবারের রহস্যজনক

ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। সেকালে মুর্শিদাবাদের নবাবাপেক্ষা নকিবদের উপাধি বিতরণকালে দু পয়সা প্রাপ্য ছিল, উহা না পাইলে কিরূপে অপমান করিত সে কথা প্রবাদ হইয়াছে।

মাকুজঙ্‌ বাহাদুর :—কাঁথির জগমোহন দালালের বংশধর দিল্লির সাহ আলমের মির মুনশী নিত্যানন্দের পুত্র জগদিন্দ্র বনোয়ারি লাল কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোড তৈয়ার করিতে একলক্ষ এবং বর্ম্মাযুদ্ধে তিনলক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ উপাধিদান কালে নকীব তাহার নিকট হইতে আপনার ন্যায্যগণ্ডা না পাওয়ায় উহার নামোল্লেখ যেন ভ্রমক্রমে "মাকুজঙ বাহাদুর" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল। আজও সেই কথা তস্কবায়দিগকে উপহাসচ্ছলে লোকে ব্যবহার করে, এমন কি খবরের কাগজে উপহাস করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোড়ামির জন্য কলিকাতার হিন্দু, খৃষ্টান্‌, মুসলমান সকলেই বিখ্যাত। মিন্টো লাটসাহেব হইয়া যখন উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যান তখন খৃষ্টান মহারথীগণ তাহাকে দিয়া এস্তফা ও বিলাত হইতে বরতরফ দুইই একসঙ্গে করাইলেন। কলিকাতায় ওহাবি দলের প্রধান প্রচারক মৌলবী ইসমাইল রাজবিদ্রোহসূচক বক্তৃতা ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল একথা কোম্পানির কর্ম্মচারীরা তাহাদের অধ্যক্ষদের কর্ণগোচর করিয়াছিল কিন্তু সে উক্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই, উহা শিখদিগের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়া দিত। সেকালের রাজত্বের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিলক্ষণ ছিল। পাদ্রী হিবার ১১ই অক্টোবর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন ও সেকালের কলিকাতার অনেক বিবরণ তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গের সহিত কলিকাতার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন, এমন কি, তাঁহার অনেক সময় কোথায় আছেন, উহার ভ্রম হইত লিখিয়াছেন। সেই সময় হইতে রুশিয়ার ভারতাক্রমণের ভয় আরম্ভ হয়।

গৃহ ও সংস্কার :—সেকালের ইংরেজদের বাড়ী ঘর উঁচু উঁচু, রং সাদা ও চড়াই, বাদুড়, চামচিকিতে ভরা ছিল। দেশের বড় লোকদের বাড়ী ঘর গ্রীস দেশের মত বড় বড় থাম ও বারান্দা দেওয়া হইয়াছিল, ঘর ইংরাজি আসবাবে পূর্ণ। ১৮২৩ খৃঃ ১৮ই নভেম্বর কলিকাতার চিৎপুর রোডে, গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিকের নূতন বাড়ী খোলার উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়। পাদ্রী মহাপ্রভু বাঙ্গালী দিগকে পৌত্তলিক বলিয়া তাহাদের নাচের নিমন্ত্রণে নিজে না গিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আলো, খাওয়া দাওয়া, বাড়ীর আসবাব আদি, আদর অভ্যর্থনার খুবই সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; কিন্তু নাচওয়ালিরা যে প্রায় উলঙ্গ হইয়া নাচে, বাড়ীতে চারিদিকে রাবিস পড়িয়া আছে, সাফ করা হয় নাই প্রভৃতিতে কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই ও নিজের দেশের রীতি নীতি প্রসংশা করিতে ভোলেন নাই। দুঃখের বিষয় উক্ত রূপলাল মল্লিক বিনা অনুমতিতে শাস্ত্রী পাহারা রাখায় তিরস্কৃত হইয়াছিলেন বলিয়া এক আজগুবি কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ অনুমতি পত্র তাঁহার ছিল ও এখনও গ্রন্থকারের নিকট আছে।

মাথা নেই যার মাথা ব্যথা :—হিবার সাহেব ঠাকুর গোষ্ঠীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের খুড়া হরিমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র উমানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। হরিমোহনের বাগানে হিবার সাহেব তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত ঠাকুর মহাশয় কোম্পানির নিকট হইতে 'রাজা' খেতাব পাইবার উমেদার ছিলেন। তাঁহার নাতিদের ইংরাজী পোষাক পরান ছিল। ঠাকুর মহাশয় তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন অথচ ইংরাজী আচার ব্যবহার অনুকরণ

করিতেও ছাড়েন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের অন্দরে কোন এক মুসলমান বিজেতা অন্যায় করিয়া ঢুকিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা "পীরালী" হইয়াছিলেন। পীরালী ব্রাহ্মণের পৈতা সেই হইতে নাই। এইরূপ উল্লেখ ভিবার সাহেব করিয়া গিয়াছেন। লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" পীরালীদের 'ঠাকুর' ও পৈতার ব্যবস্থা ঘটকদের অনুগ্রহেই হইয়াছিল লিখিত আছে ও ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ "রায়রেঁয়ে" ও বড়ই কৃপণ ছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ আছে:—

"পিরউল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।"

৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের জীবনী লেখক ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ ইসবপুরের শূদ্ররাজা শুকরামের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া "পীরালী" হইয়াছিল, বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাদিগকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাহার প্রমাণ ভট্টনারায়ণের সময় হইতে পীরালীদের পর্য্যায় মেলে না বলিয়াছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রামমোহন রায় ও নলডাঙ্গার রাজারা ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া তাঁহাদের যে পর্য্যায় পাওয়া যায়, তাহার সহিত উহা মেলে না। মিত্র মহাশয় উক্ত দ্বারকানাথের জীবনীতে এই কথা লিখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সেকালের পীরালীদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাও লিখিয়া থাকিবেন। খুলনা জেলায় বাগেরহাট পরগণায় খাঁজাহান আলির একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য মহম্মদ তাহির নাম গ্রহণ করিয়া "পীরালী" নামক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ও উহা তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে। যাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই "পীরালী" হইয়াছিল এই জন্যই ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির ভিতর পীরালী ছিল, উহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে শোনা যায়। ওয়ার্ড সাহেবের বইএ দেখা যায় যে, রাজা রাজবল্লভ অজস্র টাকা ব্রাহ্মণদের দিয়া বৈদ্যদের পৈতা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, কোন পীরালী * এক বড় মানুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজের বাড়ীতে আনিবার জন্য অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক কলিকাতার স্বনাম ধন্য বুদ্ধিমান রামদুলাল সরকার যাহা বলিতেন তাহা বড়ই সত্য যে, "জাত আমার বাক্সের ভিতর।" সেকালে জাতের মারামারি কলিকাতায় খুব ছিল। কায়স্থরা পীরালীদিগকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করিত। এই সম্বন্ধে শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত গোপীমোহন ঠাকুরের একটা ঠাট্টা তামাসার কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা রাজকৃষ্ণের মুসলমানী আদব কায়দা ও বিবি ছিল। তিনি গোঁড়ামায় বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মা তাঁহাকে নগর সংকীর্ত্তনে বাহির করাইয়াছিলেন। তাহাতে গোপীমোহন ঠাকুর তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজা কত খেলাই খেল্লে।" তখনি তাহার উত্তর আসিল, "তাত সত্যি, তোমার কিন্তু কি হিন্দু, কি মুসলমান, কোন দলেই পাইলাম না।" গোপীমোহন নিজের পৈতা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ আমি যেখানে যাই সেখানে তোমার যাইবার অধিকার নাই," বলিয়া

* "Haree Krishna Raya, a Peer-alee Brahmun, expended more than a lac of rupees in the marriage of his eldest son, entertaining the Nawab, and most of the Rajas of Bengal."

(Ward's Hindoo Mythology Vol. III, Page 178).

লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেই শোভাবাজারের রাজারা কালীপ্রসাদ দত্ত, বিবি আনরকে রাখিয়াছিল বলিয়া তাহাকে জাতে ঠেলিতে গেলে রামদুলাল সরকার "জাত আমার বাক্সর ভেতর" বলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম:—সমাজের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা তখন খৃষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়। * রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেই চলে। তাঁহারা অপরিণতবয়স্ক ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ যাহাতে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে উহার পথরোধের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন কিছুই নয়, রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের সারসঙ্কলন করিয়া সময়োপযোগী হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া দেন নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজ করিয়াছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথ (ওরফে বদনচাঁদ) ব্রজনাথ ধর প্রমুখ সুবর্ণ বণিকেরা তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম না হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন।

কিন্তু কালের করাল গতি কে রোধ করিতে পারে? উপনিষদের উপদেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থিপঞ্জর, উহার সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংস্কৃত হওয়ায় আদি নববিধান পৃথক হইয়া যায়। শেষে সকল ধর্ম্মের সার বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মের পরিবারে উপাসনা মন্দিরে করা প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া পড়ে, সেজন্য কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির জীবনী ক্রোড়পত্রে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল।

জাতি বিচার নাই, এবং বিবাহ ইত্যাদি খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুকরণে উহার মধ্যে অনেকাংশে স্থান লাভ করে। অগত্যা হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদিগকে অতি সন্দিগ্ধচিত্তে দেখে ও উহা হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম বিবাহ রীতিনীতি হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়াছিল। বিলাতি ধরণে পরস্পরের অভিমতানুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ করা আরম্ভ হয়, উহাতে ব্রাহ্মণ জাতির মর্য্যাদা লোপ হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা খড়্গহস্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে সুবিধাবাদী ধর্ম্মযাজনশীল বলিয়া শ্লেষ ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ইহাতেই শিক্ষিত হিন্দুসমাজ গোঁড়া হিন্দুজাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়ায় খৃষ্টান পাদরি মহাপ্রভুরা আসর জমকাইয়া বসিল। বিলাত গমন করিলে জাতি নাশ হয়, ইহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোঁড়া সনাতন হিন্দুসমাজ স্থির করিয়া রাধাকান্তদেব প্রমুখ কলিকাতার সেকালের সংস্কৃত নবীন করেন। বড় লোকগণকে ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল, উহাতে ভয় পাইয়া পিরালি ঠাকুর গোষ্ঠির মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করাই যেন ভগবানের ইচ্ছা, উহা বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি নিস্তেজ ও অধীন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মবলই জাতির প্রধান অবলম্বন। মহম্মদ, গুরুগোবিন্দ, নানক প্রমুখ সকলেই ধর্ম্মে সকলকে এক করিয়া বলবান মুসলমান ও শিখজাতি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেরূপ কিছুই করেন নাই, উহাই বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সেরূপ কোন কিছুই করেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম কালে এরূপ রূপান্তরিত হইবে। ব্রাহ্ম সমাজকে এরূপ রূপান্তরিত করিবার মূল কারণই হিন্দুর গোঁড়ামি, হিন্দুরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা ও হেয় জ্ঞান করায় উহা পৃথক হইয়াছিল। তাহারা

* ক্রোড়পত্র 'ক'।

উন্নতিশীল ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিল, বিলাতি ধরণের শিক্ষালয় ও ডিরোজিও প্রমুখ শিক্ষকগণই বাঙ্গালী যুবকগণকে নষ্ট করিয়াছিল। খৃষ্টান মিশনারি স্কুল কলেজে দরিদ্র হিন্দুসন্তান শিক্ষালাভ ও শিক্ষকগণের যত্নে ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা ও শিক্ষোন্নতির জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারাই আবার পাদরি হইয়া লোহার ফলকের মধ্যে বাটের মতন হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক মিশনারি মহাপ্রভুদের কৃপায় কামিনী ও কাঞ্চনের লোভে বিবাহ বা উচ্চপদ লাভ করিবে ভাবিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ ও উহাকে গোপনে বিবাহ করায় পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি সেকালের প্রধান উকিল হইয়াও পুত্রকে ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না।

সেইখানে খৃষ্টান রাজত্বের আইন কানুনের মারপেচ লক্ষ্য করা যায়। উহাতেই যতীন্দ্রমোহনের সৌভাগ্যোদয় হইল। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর গোঁড়া হিন্দুর রীতিনীতি অনুযায়ী আচার ব্যবহার ও আহার না করিলেও হিন্দুজাতির ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল উহার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ তাঁহার জীবদ্দশায় ও উইলে দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিদায় করিতেন, পুত্র কন্যার বিবাহ হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী দিবার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। কুলীনের ছেলে আনিয়া জামাতা করিতেন, উহার জন্য অর্থ ব্যয় বা উহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার জন্য বৃত্তিদান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে অবস্থিত। তাঁহার কাছারী বাড়ী Tagore Castle হইয়াছে ও তাঁহার অর্থে বংশাবলী মহারাজা উপাধি স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লাভ করেন। তিনি গুণগ্রাহী শিক্ষিত বড়লোক ছিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষকে বাধ্য করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সৌজন্যে আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সততায় মহর্ষি হইয়াছিলেন, তিনিও পুত্র কন্যার বিবাহাদি আদ্য হিন্দুমতে করিয়াছিলেন, তিনি সবর্ণে সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। সেইখানে পিরালি ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুর হিন্দুত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান। বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া উহা দেশী, বোম্বাই, কি আফ্‌গানসে স্পষ্ট জানা যায় সেইরূপ কলিকাতার পিরালি ঠাকুর গোষ্ঠী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের আধ্যাত্মিক সমুন্নতি বিদ্যাবত্তা ও কবিত্বে তাঁহারা যে হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ কখন কোন সময়ে হিন্দুসমাজ করে নাই ও করিতে পারে না।

* ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে বেনারসের এক কায়স্থ কালীপ্রসাদ ঘোষের জাতিপাতের সহিত উহাকে পিরালি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও সেইসঙ্গে পিরালি সম্বন্ধে এক নূতন কথা বলিয়াছেন, উহা উল্লেখ

---

* "A Nawab of the name Peer-alee is charged with having destroyed the rank of many Hindoos, Brahmins and others and from the persons have descended a very considerable number of families scattered over the country, who have been branded with the name of their oppressor. These persons practise all the ceremonies of the religion, but are carefully avoided by other Hindoos as out-casted. It is supposed

ন্না করিলে সেকালে জাতের কড়াকড়ি কিরূপ ছিল উহা বুঝিতে পারা যায় না। কলিকাতা ও বাঙ্গালাদেশে জাতের কথায় 'বজ্র আটুনির ফসকা গেরো' দেখিতে পাওয়া যায়; সেইজন্য বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান জাতি দীন ইলাহি, সহজিয়া, আউল, বাউল, সাই, দরবেশ পীরাদির সংশ্রবে মিশ্রিত হইয়াছিল, তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ যৌন্ত যবন হরিদাস প্রভৃতিকে বৈষ্ণব করিয়া হিন্দুর মধ্য হইতে গোড়ামী ও মূর্খতার প্রশ্রয় দেন নাই, সেইরূপ খানজা আলি খাঁ, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ পিরালি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। উঁহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধ ছিল না, বরং কুসংস্কার দূর করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্য ও চেষ্টা হইয়াছিল। উহাতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পতিত করিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্রমে হীনাবস্থা হইতেছিল। তখন খৃষ্টানজাতি তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দরিদ্র হীন জাতিগণকে ও ভদ্রবংশের অজ্ঞ বালকগণকে নানারূপে মুগ্ধ করিয়া খৃষ্টান করিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় পাদরি মহাপ্রভুরা উহা পুস্তক করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু ঐতিহাসিকগণেরা সেদিকে কেন যে লক্ষ্য করেন নাই, বুঝিতে পারা যায় না, ইহা অতীব রহস্যময় বলিতে হইবে!

হিন্দুকলেজ :—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানধ্যান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন বলিলেই চলে। কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় শোভাবাজার রাজাদের, ঠাকুর গোষ্ঠির, মল্লিক গোষ্ঠির, এক একজন গোপিমোহন দেব ও হরিমোহন ঠাকুর, ৺নিমাইচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র রামগোপাল ও ডবলিউ, সি, ব্লাকেয়ার সাহেব

---

that not less than fifty families of Peer-alees line in Calcutta, who apply Brahmin priests to perform the ceremonies of the Hindoo religion for them. It is said that Raja Krishna Chandra Raya was promised five lacs of rupees by a Peer-alee, if he would only honour him with a visit of a few moments : but he refused."

"In the year 1801 the mother of Kalee Proshad Ghosha, a rich Kaystha of Benares who had lost caste by intercourse with Musulmans and was called a Peer-alee, died. Kalee Prosad was much concerned about presenting the offerings to the manes and after much entreaty and promise of rewards at last prevailed upon eleven Brahmins to perform the ceremonies in the night. A person who had a dispute with these Brahmons informed against them and they were immediately abandoned by their friends. After waiting several days in vain hoping that his friends would relent one of these Brahmans suspending a jar of water from his body drowned himself in the Ganges :—Some years ago Rama a Brahmin of Trivince having by mistake married his son to a Peer-alee girl and being abandoned by his friends died through grief. In the year 1803 Shiva Ghosha, a Kaystha married a Peer-alee girl, and was restored to his caste till after seven years, and he had expended 700/- rupees." (Ward's Hindoo Mythology Vol. III P. 147)

লইয়া একটি ক্ষুদ্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয় উহাতে দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও লেফটান্ট ফ্রান্সিস আরভিন সেক্রেটারি ও জোসেফ বারোট কোষাধ্যক্ষ হইয়া কার্য্যারম্ভ করে। উহা ৪ঠা মে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের বাড়ীতে হয় ও ছয় হাজার পাউণ্ড চাঁদা উঠিয়াছিল। এই সভা লাট সাহেবের বাড়ীতে না হইয়া প্রধান বিচারপতির বাড়ীতে হইবার বিশেষ কারণ ছিল। কোম্পানির রাজত্বে কলিকাতার সব বড়লোকের ঘরে মামলা ঢুকিয়াছিল উহাতে গবর্ণর জেনারেল অপেক্ষা প্রধান বিচারপতির মান্য তখন অধিক ছিল। ২০শে জানুয়ারি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ সর্ব্বপ্রথমে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী মাসিক আশি টাকা ভাড়া করিয়া খোলা হয়। কান্তবাবুর উত্তরাধিকারী হরনাথ কুমার তাঁহার অপার চিৎপুর রোডের বাড়ী ঐজন্য দিতে চান নাই। সেকালের বিদ্যোৎসাহী বাঙ্গালীগণের নামোল্লেখ করা আবশ্যক:—রাজা হরনাথ কুমার, কালিমোহন ঘোষাল ও বৈদ্যনাথ রায় প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা ছাত্রগণের বৃত্তির জন্য দান করেন কিন্তু জোসেফ ব্যারোটোকে কোষাধ্যক্ষ করায় চাঁদার টাকা তাহার ব্যবসায় নষ্ট হইল। তখন কোম্পানি সেই টাকা নিজে দিয়া সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ নিজস্ব করিলেন। তাঁহাকে কোষাধ্যক্ষ করায় মল্লিকেরা আপত্তি করে ও উহা অগ্রাহ্য করায় তাঁহারা ঐ বিষয়ে চাঁদা দেন নাই। লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শুভ ২৫শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪টার সময় ফ্রিমেসনেরা অতি সমারোহের সহিত হিন্দু কলেজের ভিতপত্তন করিয়াছিলেন। কোম্পানির রাজত্বে নামে ও কাজে কত প্রভেদ এইখানেই লক্ষ্য করা যায়। এইজন্যই মল্লিকেরা এই শুভকর্ম্মে সর্ব্বপ্রথমে যোগদান করিয়া শেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। সংসারে মানবের মনুষ্যত্ব তাহার কর্ম্মে প্রচ্ছন্ন থাকে না। মানব জীবন্ত কি মৃত, তাহার উদ্যোগে প্রকাশ হয়, এইজন্যই সংস্কৃত কবিরা বলিয়াছেন যে, অশ্বের পরীক্ষা বেগে, মাতঙ্গের মত্ততায়, নারীর চাতুর্য্যে এবং পুরুষের উদ্যোগে হইয়া থাকে:—

"অশ্বস্য লক্ষণং বেগে, মত্তং মাতঙ্গ লক্ষণং চাতুর্য্যে লক্ষণং নার্য্যা উদ্যোগং পুরুষ লক্ষণং।"

সেইরূপ দেশেরও বিশেষত্ব আছে। পশ্চিমাঞ্চলের লোক শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, বাঙ্গালার সকলেই প্রায় শ্রীকৃষ্ণ, নয় শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। এসম্বন্ধে তুলসীদাসের দোঁহা আছে:—

"তুলসী মস্তক যব্ নুয়ে ধনুষ বাণ লিয়ে হাত, পণ এহি মেরা ঠিক হ্যয়, পুরা করক্কে নাথ।
কঁহা মুরলী, কঁহা চন্দ্রিকা, কঁহা গোপিন্‌কো সাথ, তুলসী ভকতকে কারণ, কৃষ্ণ ভয়ে রঘুনাথ।"

পশ্চিমের লোকেরা এবং রাজা মহারাজারা হিসাব করিয়া কাজ করিত না, ভগবানের উপর নির্ভর করিত, মনে করিত তিনি কোন না কোনরূপে চালাইয়া দিবেন। এই অদৃষ্টবাদির লক্ষণ তুলসিদাসের দোঁহার মধ্যে আছে। সেকালের দোঁহা ছড়া লোকের রুচি ও মতিগতির পথ অনুসরণ করিত, সেইজন্য উহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

"খরচা পুরা পঞ্চাশ কো, আমদ ষোলসের তুলসী মালিক রাম হ্যায়, করিহেঁ কোন ফের।"

অর্থাৎ যেখানে আমদানি ষোল মাত্র, খরচা পঞ্চাশ, ভগবান রামই তুলসী দাসের ভরসা, তিনি কোন না কোন উপায়ে তাঁহার অভাব পুরণ করিবেন। বাঙ্গালার জমিদার ও কলিকাতার ধনীদিগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলের লোকের বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য নাই, কারণ বাঙ্গালার আদিম অধিবাসি বাঙ্গালায় অতি অল্পই ছিল। ৺নিমাইচরণ মল্লিক তাহার উইলে পুত্রগণের নামের অগ্রে রামশব্দ রাখিয়াছিলেন শুকদেবও তাঁহার পুত্রগণের নামের শেষে সেইরূপ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা যে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের আদি কুলদেবী শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী, পরে শ্রীকৃষ্ণরায়জিউ ও

গোপাল জীউ ঐরূপ বাঙ্গালায় অবস্থানকালে হইয়াছিল। বাঙ্গালায় কবি, হাফ আখড়াই, যাত্রা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কিন্তু পশ্চিমে যে উহা নাই সেকথাও নয়। পশ্চিমের লোকেরা সুরদাসের কৃষ্ণ-ভজন ও তুলসীদাসের রামচন্দ্রের প্রতি অচলা ভক্তিতে তাঁহাদিগকে ভগবানের ভক্তাবতার বলিয়া পূজা করে। উক্ত দুই ভক্তের মধ্যে সুরদাস ও তুলসীদাস সম্বন্ধে যে ছড়া কবিতা আছে উহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে:—"সুর সুরজ, তুলসী শশি, উড়ুগণ * কেশোদাস, অব কে কবি, খদ্যোৎসম যহাঁ তহাঁ প্রকাশ"।

অর্থাৎ কবিগণের মধ্যে সুরদাস সূর্য্যসম, তুলসীদাস চন্দ্র, কেশোদাস তারকা, আর বর্ত্তমান কবিগণ জোনাকি পোকা মাত্র, যেখানে সেখানে আবির্ভূত হইয়াছে।

লর্ড আমহার্ষ্টের জ্যেষ্ঠপুত্র ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুরে মারা গেলে কলিকাতাবাসীগণ গবর্ণর জেনারলকে তাঁহাদের সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে ইংরাজি চাল-চলন ক্রমশই প্রবেশ করিতে-ছিল। লর্ড আমহার্ষ্টের পর বাঙ্গালার লেফটানেণ্ট গবর্ণর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলির পিতা উইলিয়ম বাটার-ওয়ার্থ বেলি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ নাগাদ জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাস কাল তিনি গবর্ণরের পদে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম গবর্ণর জেনারল পদ শেষ হইয়া যায় ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল পদের নূতন সৃষ্টি হইল।

কলিকাতা সেই সময় হইতেই ব্রিটীশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল।

সেই সময়ে পারস্যদেশে রুশিয়ানরা আক্রমণ করে এবং সেইখানের রাজা (শা) ইংরাজকে সালিসি মানিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহা রুশিয়ার অধিপতি অগ্রাহ্য করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পারস্যের সীমা দখল ও তাঁহাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। ঐ সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখানে বা বিলাতে কোন দ্বিরুক্তি করেন নাই ও তখন হইতেই রুশিয়া ভারত আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কারম্ভ হয়।

সিন্ধু নদের উপর নিয়মিতভাবে জাহাজ চালাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ যাহাতে ক্যাস্পিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলিতে ইংরাজের ব্যবসা বেশ পূর্ণমাত্রায় চলিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে সিন্ধু নদের উপর ব্রিটীশ রাজের সম্পূর্ণভাবে অধিকার থাকে। তাঁহারা জানিতেন যে, সিন্ধুদেশকে আয়ত্ত রাখিলে পারস্য এবং রুষ সীমান্তের যে কোন আক্রমণই সহজে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ময়রা ষ্ট্রীট কলিকাতার রাস্তায় তাঁহার স্মৃতি বর্ত্তমান ও তাঁহার পত্নীর নাম লাউডেন ষ্ট্রীটে আছে। লর্ড ময়রা চলিয়া গেলেও লর্ড আমহার্ষ্ট আসিবার পূর্ব্বে মিঃ জন্ আডম্ সাহেব ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেলের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা কলিকাতা জর্ণালের সম্পাদক মিঃ সিল্ক বকিংহামকে কোম্পানির কর্ম্মের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে সমালোচনা করায় নির্ব্বাসিত করা হয়। উহাতে মিঃ জন পামার প্রমুখ ঐ কর্ম্মের প্রকাশ্য সভায় প্রতিবাদ করেন। মিঃ জন আডামের ছবি লাট প্রাসাদে আছে। সিল্ক বকিংহামই বিলাতে গিয়া সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন ও উহা পরে ফলবতী হয়। আডম্ সাহেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বিলাতে যাইবার পথে মারা যান।

---

* তারা।
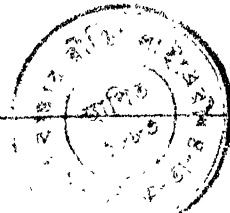
দশম পরিচ্ছেদ

নূতন যুগ।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বিশেষত্বঃ—রাজা বল্লালসেন দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহাকেও বাঙ্গালার হিন্দু সমাজশাসনকে ভয় করিয়া চলিতে হইত ও এমনকি, তাঁহার প্রিয়পুত্র পর্য্যন্ত বিরোধী হওয়ায় তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। অবশেষে তিনি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৌলিন্য মর্য্যাদা এবং ইতর ব্যক্তিগণকে সমাজে স্থান দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণকে কৌশলে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিনি সেই কৌলিন্য মর্য্যাদা যে পূর্ব্বপুরুষের মান্য আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানী আদব কায়দা, পোষাক, উপাধি সমাজে কতকাংশে প্রবেশ করে। ইহা যাহারা মুসলমান রাজ সরকারে কার্য্য করিত বা রাজসম্মানে সম্মানিত, উহাদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সম্মান লাভ সেকালে মুসলমান উচ্চ কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান উপায় বলিয়া উহা লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোম্পানির আমলে ইংরাজি ধরণের লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ আদির পরিবর্ত্তন হইতেছিল। উহার উপর সেকালে কবি ও সংবাদ পত্র ওয়ালারা তীব্র কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করিত না। ইংরাজি শিখিয়া নামের প্রথম অক্ষর দিয়া উপাধি বিকৃত করিয়া লেখেন ও আপনার পরিচয় দেন যথা:—'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'বানরজী' হইয়াছেন। মুসলমানগণের রাজত্বকালে লোকে ঐহিক বিলাস বিভব সুখাদিতে বঞ্চিত হইয়া পারলৌকিক ধর্ম্মান্ধতায় মুগ্ধ হইয়াছিল, সেইজন্যই দয়াল মহাপ্রভু প্রেম প্রবাহ দ্বারা বাঙ্গালীর মৃত হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা সঙ্কীর্ত্তনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থে ভক্তি স্রোত অক্ষরে অক্ষরে সাক্ষ্য দেয়। অমর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখের গানে হৃদয়ে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোম্পানির রাজত্বের সময় সমাজপতি ছিলেন। তিনি কৌতুক বিলাসের অশ্লীলতায় মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার রাজত্বাদায় করিবার ক্ষমতা বা দেশের দুঃখ দূর করিবার কোন ক্ষমতা বা চেষ্টা ছিল না। তাঁহার সভার মহাকবি বিদ্যাসুন্দরের রচনায় সেকালের কুপ্রবৃত্তির উদাহরণ অশ্লীলতার চূড়ান্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আর গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামীতে খেউড়ের প্রশ্রয় বাড়িয়াছিল। কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ কয়েক জন ধনী ব্যক্তিরা তাঁহারই পদানুসরণ করেন। সংস্কৃত নাটকাভিনয় বঙ্গ দেশের কুনীতির উচ্ছেদ ও সুরুচির প্রবর্ত্তন করে ও যাত্রায় মহাভারত রামায়ণের উৎকৃষ্ট চরিত্রগুলি সমালোচিত হইতে আরম্ভ হয়। কবির ও ভাড়ের খেউড় ক্রমে ক্রমে সমাজের বহির্ভূত বিষয় হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জার লড়াইও লোকে সমাদর করিত না। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের দোষের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যবিস্তার এক অপূর্ব্ব কাহিনী। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীই মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আর বাঙ্গালী সংবাদ পত্র লেখকেরা কোম্পানির কর্ম্মচারিদের এবং শাসন ও ব্যবসায়ের দোষগুণ স্পষ্ট করিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করে। ইংরাজ জাতি সুদূর ইউরোপবাসী

হইলেও মোগল মুসলমান জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর মনে তাহাদের চিত্তের জঙ্গম শক্তির আঘাত করিয়াছিল। যেমন আকাশের মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা ভূমিতলে পড়িয়া শস্যোৎপাদন করে তেমনি ইউরোপীয় বণিকগণ বাঙ্গালী প্রতাপ, সীতারাম প্রমুখ কয়েকজনকে রাষ্ট্রনীতিতে মানবের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা কেমন করিয়া করিতে হয় উহা শিখাইয়াছিল। হিন্দুজাতি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের উল্লেখ করিয়া নিত্য নূতন অসম্মান মুসলমান রাজত্বকালে শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছিল, নন্দকুমার উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন হারাইল। 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' একথা **প্রতাপ ও সীতরাম** শিরোধার্য্য করে নাই, বরং সেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া সেই সিংহাসনাধিকারীকে অস্থির ও চিন্তিত করাইয়াছিল, সেইখানেই বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। ইউরোপবাসির মধ্যে যে মহত্ত্ব ছিল উহার সন্ধান কেবল মূর্খ বাঙ্গালীই পাইয়াছিল। জাতীয়তা, স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা হিন্দু জাতির ছিল না একথা মনে করা মহাপাপ, তবে সে সকল কালের করালগতিতে অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়াছিল, উহা কাল পূর্ণ হইলে এক এক কলা করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছিল। তখন ইউরোপের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, আমেরিকাতেও সেইরূপ সুতরাং ভারতেও পরিবর্ত্তন ফ্রেঞ্চরেভোলুশন নয় বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা মত স্বাতন্ত্র্য আদির জন্য যুদ্ধ দ্বারা পরিবর্ত্তন হয় নাই অথবা দাসত্ব মোচনের জন্য জাতি বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্ররোচনায় বাঙ্গালীরা দণ্ডায়মান হয় নাই। সেই ব্যাপার ইটালিতে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির বাণীতে কীর্ত্তিত। বাঙ্গালায় চিরকাল নৃশংস হত্যা ও অত্যাচার দ্বারা প্রবল ব্যক্তি সিংহাসনাধিকার করিয়া আপনার শাসন পাকা করিত। সাধারণ লোক ধর্ম্মের নিয়মকে মান্য করিয়া চলে আর যে উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে সেই অসাধারণ, ইহাই কলির নিয়ম।

ইংরাজ মাহাত্ম্য:—ইংরাজ জাতি বণিকবেশে এদেশে আসিয়া যত কিছু অপকার করিয়াছে, সেই সমস্তই এই এক উপকার করায় ডুবিয়া গিয়াছে। তখন ইংরাজ জাতি শত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও আপনার উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সুসিদ্ধ ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মান লাভ করিতে হয় উহা জব চার্ণকের সময় হইতে পরবর্ত্তী গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরেলগণের কার্য্যকলাপে বর্ত্তমান। তাঁহারাই হিন্দু বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছিল যে, কর্ম্মফলে কাহারও অসম্মান শিরোধার্য্য করা ও দৈবক্রমে বা জন্মান্তরে উহার প্রতিকার হইবে, ইহা মনে করা **মনুষ্যত্ব** নয়। রাষ্ট্রীয় অগৌরব লাঞ্ছনা দূর করার জন্য **অধ্যবসায়, শিক্ষা ও উদ্যম** আবশ্যক। যেমন রোগ শান্তির জন্য বিজ্ঞানানুযায়ী চিকিৎসার আবশ্যক, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া **৺রক্ষা কালী** প্রভৃতি পূজা করিলে চলিবে না, তেমনি স্বাধীনতা লাভ ও অত্যাচারীকে দমন করিতে হইলে সৎসাহস ও মনের বলের সঙ্গে **স্বজাতির উন্নতির চেষ্টা ও রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাদীক্ষা** করিতে হইবে। সেই আর্য্য শিক্ষাদীক্ষা মুসলমান রাজত্বকালে লোপ হইয়াছিল, উহার পুনরুদ্দীপন ইউরোপের বণিকগণের কার্য্যকলাপে—দেশের পর দেশ লাভ করিয়া দেখাইয়াছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালী জাতি সেই সকল বণিকগণের পক্ষপাতী হইয়া স্বদেশের কর্ম্মকর্ত্তাগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। **স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের শাসন ফলেই শত সহস্র অসহায় হিন্দু জাতিচ্যুত হইয়াছিল।** ঘটক মহাপ্রভুরা **অর্থলোভে** শ্রেণীগত কৌলিন্যাধিকারের মাপকাঠি করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভূদেব হইয়াছিলেন, সাত খুন মাপ, স্মৃতি শাস্ত্রে অপূর্ব্ব কথাও আছে, আর রাজা বিনা পারিশ্রমিকে লোককে খাটাইয়া লইবে ও শাস্তি দিবে। মুসলমান রাজত্বকালে এইসব সম্বন্ধে বিশেষ কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই।

ইংরাজি শাসনের সময়েই ইংরাজি আইন কানুনে অবলীলাক্রমে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের ফাঁসি ও কলিকাতার সকল আইনের সামঞ্জস্য করিয়া বিচার ও মুসলমান রাজত্বের শাসন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়—সেইখানেই কলিকাতার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়। তখনই ব্যক্তি ও জাতিগত ভেদে অপরাধীর শাসন দণ্ড ব্যবস্থা দূর হইয়াছিল এবং সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির নিমিত্ত দুর্দ্দান্ত রাজা হইতে সামান্য প্রজাকে আইনের মান্যরক্ষা করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিচার ইংলণ্ডকে রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিল। গ্লাডষ্টোনের বজ্র স্বর ব্রিটিশজাতিকে কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ও তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে। সেই ইংরাজিশিক্ষা কলিকাতায় প্রথমারম্ভ হয়। সেই-খানেই কলিকাতার মাহাত্ম্য।

ব্যবসা:—ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ভূমির জন্য সেই দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এদেশে ইউরোপবাসী ব্যবসায়ীরা নীলের চাষ করিত। প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় দেড় কোটী টাকার নীল উৎপন্ন হইত। উহাতে দেশবাসীর দুঃখ ঘোচে নাই বরং বাড়িয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, মফস্বলে যে সকল প্রজারা নীলের চাষ করিবার জন্য দাদন গ্রহণ না করিত তাহারা কেমন করিয়া বিপদে পড়িত। নীল-কুঠির সাহেবেরা খালাসি রাখিত, তাহারা তাহাদের গরু নীলের চাষের ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। চাষিরা উহাকে খালাস করিতে গিয়া নীলকুঠির সরকার লোকজনকে ঘুষ ও ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ দিতে হইত ও দাদন লইতে বাধ্য হইত। সে হিসাব আর মিটিত না, গোলমাল করিলে বাকিদার বলিয়া ধরিয়া রাখিত ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহাদের আর অব্যাহতি ছিল না। ইউরোপবাসী ব্যবসা-দারেরা প্রভূত লাভের সহিত এদেশের জমিদার হইয়াছিল। সেকালে যে সকল স্থান উর্ব্বরা ছিল না সেখানে লবণের ব্যবসায় শস্যাপেক্ষা অধিক লাভ হইত, কিন্তু লিবারপুল হইতে লবণের আমদানি হওয়ায় উহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বিজ্ঞানমতে বাষ্পীয় জাহাজ কল-কারখানার ভারতবাসীর উপকার হয় নাই, চাষাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। বাষ্পীয় জাহাজাদিতে দেশে দাড়ি মাঝিদের অনিষ্ট হইয়াছিল। বিলাতী কলের সূতা দরে সস্তা ও হাতে কাটা সূতা অপেক্ষা ভাল হওয়ায় এদেশের তাঁতিরা উহাতেই কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে। উহাতে দরিদ্র গৃহস্থের সূতা কাটায় যে সামান্য আয় ছিল উহা বন্ধ হয়। সেকালে গৃহস্থের মেয়েরা গৃহকর্ম্মের অবসর মত প্রত্যহ সূতা কাটিত ও তাঁতিরা বাড়ীতে আসিয়া চরকার সূতা এক টাকায় তিন তোলা ও সরু আসনা সূতা দেড় তোলা করিয়া লইত। তাহারা অগ্রিম দাদনও দিত। বিলাতি সূতার দর তিন চার টাকা সেরে বিকাইত। ইহাতেই তখন দেশের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

উন্নতি:— তিন মাস বাইস দিনে ১০ই ডিসেম্বর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় বাষ্পীয় জাহাজ প্রথম যাত্রায় আসে। ১০ই ডিসেম্বর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, বিলাত হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে ভারতবর্ষের ম্যাপ প্রস্তুত হইয়াছে উহার মূল্য ১০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়। কলিকাতা নগরের প্রত্যেক রাস্তা গলির নক্সা বৃহৎ বৃহৎ বাটীর স্বামীর নামের সহিত মেজর সক সাহেব প্রস্তুত করেন। ৯ই জুলাই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরের শোভা বৃদ্ধির জন্য ১লা জানুয়ারি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট লটারি খেলা আরম্ভ করেন। এক একখানি টিকিটের দাম ১০০৲ টাকা ও উহা বাঙ্গাল বেঙ্ক বিক্রয় করিত ও লটারি কমিটির আজ্ঞানুসারে একজন সুপারিনটেনেডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিল। লটারিতে কোম্পানির কর্ম্মচারি ও ইংরাজাদি বন্ধুগণের কিরূপ সৌভাগ্যোদয় হইত 'খ' ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল।

ভাগিরথী তীরে নূতন রাজপথ ২৫ হাত প্রশস্ত, দুই পাশে পাকা নর্দ্দমা এবং গঙ্গার জল কল-দ্বারা উঠাইয়া সমস্ত সহরে বিলি বন্দোবস্ত; আর গঙ্গার পাকা পোস্তার উপরে ঘাসের চাবড়া দিয়া সুশোভিত, করা হয়। কলিকাতার সহিত মফঃস্বলের ব্যবসার সুবিধার জন্য বহু খাল, সেতু ও পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মফঃস্বলবাসি ব্যবসায়ীরা সেই সকল পথও নিজ ব্যয়ে করিয়াছিল। যশোর হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত যশোর জিলার বকচর নিবাসী সুবর্ণবণিক কালীপদ পোদ্দার করিয়াছিল। কলিকাতায় রাস্তাদি প্রস্তুত ব্যাপারে অনেক জন মজুর খাটিত ও তখন উড়ে বেহারারা বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা রোজগার করিত। পরিশ্রমের মূল্য অধিক ও জিনিষের দাম বাড়ায় কলিকাতায় কড়ির ব্যবহার উঠিয়া যায়। চাষীর মাহিনা তিন গুণ বাড়িয়াছিল। নগরের জন মজুরের দাম ডবল হইয়াছিল, কারিকরদের সম্বন্ধেও সেই কথা। তদনুসারে জমিদারেরা রাজস্বও বৃদ্ধি করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট ৫২নং ওল্ড্ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে বিশ হাজার টাকার সওদাগরি মাল ও নগদ সোণা রূপা ত্রিশ হাজার টাকার বীমা হইত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিয়ান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী অগ্নি বীমার আফিস খোলে। ১৮২২।২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি এবং চারি কোটি আশি লক্ষ টাকার আমদানি হইত। ১৮২২।২৩ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি এবং চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার আমদানি হইত।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে জিনিষের মূল্যের তালিকা।

গাওয়া ঘৃত	১/০ মণ	২৭৲ টাকা;	ভয়সা ২১ টাকা কম।	
চিনি	ঐ	৯।১০;	মিছরি	১৫৲
ভাল অড়হর ডাল	ঐ	১।০;	মুগ	২॥০
বালাম চাউল	ঐ	১।০;	ভাল চাউল	২৲ বা ৩৲
নারিকেল তৈল	ঐ	১০৲ বা ১২৲;	সুপারি ১/০	৩৸০
হরিদ্রা	ঐ	৩৲;	তামাক ঐ	৩৲ হইতে ৬৲
কর্পূর	ঐ	৫০৲।		

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হিন্দুজাতির দশবিধ সংস্কার অতি সমারোহে সম্পন্ন করিত। উহা সেকালের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইত। উহাতে সেকালের আনন্দোৎসব আচার ব্যবহারাদির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার কিঞ্চিদংশ অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক। হিন্দু সমাজে ইংরাজী ধাঁজ ধরণ ও তাহাদের সহিত মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার দিন দিন কলিকাতার উৎসবে বাড়িতেছিল কিন্তু মুসলমান আমলের নর্ত্তকীর আদর ও রোজগার কমে নাই বরং বাড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উহার পৃষ্ঠপোষকতা, বোধ হয়, রাজারা ও ধনী ব্যক্তিরা করিতেন।

সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলিঃ—বেঙ্গল হরকরা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ ১৫ই মার্চ্চঃ—দয়াল চাঁদ আঢ্য তাঁহার ভাগিনেয় রাজেন্দ্র মল্লিকের কর্ণবেধ উৎসবোপলক্ষে কিরূপ আয়োজন করিয়াছিল উহার উল্লেখ নিমন্ত্রিত ইউরোপীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত। "বাটীর বাহিরে যেরূপ আলো দেওয়া হইয়াছিল ভিতরের আড়ম্বর উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। লাল ভেলভেট পাতা পথের উপর দিয়া ভিতরে যাইবার ব্যবস্থা, চারিদিকে স্বর্ণ খচিত ফুলের মালা ও ফুলে সুসজ্জিত, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যে যেন স্বর্গের নন্দন কানন বলিয়া ভ্রম হয়। নর্ত্তকী গায়িকার সংখ্যা অধিক না হইলেও

যে দুইজন নাচিতেছিল তাহারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী **নিকির গান ও রূপের বর্ণনা** তাহার সঙ্গিনী সঙ্গে মানাইয়াছিল গোলাপের সহিত পদ্মের বর্ণ যেন মিশ্রিত হইয়া অনুপম কপোলে উজ্জ্বলাভা বিকীর্ণ করিতেছে চক্ষু হইতে আনন্দ উৎস বিস্ফুরিত হইতেছে, অন্যটিকে ইউরোপের রুবিন পক্ষীর মত সুন্দর মনে হয়, তাহা যেন কন্দর্পের শর লইয়া ক্রীড়া কন্দুক করিতেছিল। যাহা যেরূপ হওয়া উচিৎ উহা সেইরূপই হইয়াছিল সুনির্ব্বাচিত সম্মিলনীতে সুমিষ্ট সুরা লেহ্য পেয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সহিত নৃত্যাদিতে যথারীতি আদর আপ্যায়নে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট, কিছুরই ক্রটি ছিল না। ইউরোপবাসীরা টেবিলে বসিয়া ভোজন করে তাঁহারা দয়াল চাঁদ আঢ্য ও তাঁহার ভাগিনেয়র দীর্ঘজীবন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা কামনা করিয়া মদ্য পান করিয়াছিল ও হিন্দুরা অন্দরে গিয়া ভোজনাদি করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ ১৫ই মার্চ্চ রাত্রে শ্রীযুক্ত মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগান বাটিতে তাঁহারা ঐ নিকির যে নাচগানের বিরাট মজলিস হয় উহার বিবরণ বিলাতের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হইলে বিলাতের অক্টোবর মাসের 'এসিয়াটিক জর্ণালে' বাহির হয়, উহাতে বেগমজান ও হিন্দুলে বাইজির নাচের ও গানের প্রশংসা আছে। সেই বাগানের ছাতের উপর আলসিয়ার পাশে বসিবার ব্যবস্থা আছে। রাত্রের জ্যোৎস্নায় সেখানে নাচ হইত। **৺রূপলাল মল্লিকের বাড়ীতে** গত সোমবার ৩রা অগ্রহায়ণ সন ১২৩০ সালে রাসলীলা উপলক্ষে নাচ হইয়াছিল সকলের মুখে এই একই কথা যে, এমত নাচ আর কোথাও হয় নাই।

গৃহপ্রবেশ ঃ—১১ই ডিসেম্বর ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২৩০ সাল বৃহস্পতিবারেই শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর নূতন গৃহ প্রবেশোপলক্ষে সাহেব বিবিগণের নাচ গান ভোজন ও নানা সঙ দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বহুরূপী গরু সাজিয়া ঘাস খাইতেছিল। ইহা ২০শে ডিসেম্বর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উহাতেই কলিকাতা মিউনিসিপালিটি তাঁহার নামে রাস্তার নাম ভূষিত করিয়াছেন। সেইখানেই বাৎসরিক মাঘোৎসব ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাসমারোহে করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরও উহার নিকট অবস্থিত। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বেলগাছিয়া বাগানেও সাহেব বিবি লইয়া অনেক ইংরাজি ধরণের উৎসব তখন মহাসমারোহে করিয়াছিলেন। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে রাজপুত্র উপাধিতে ভূষিত করিতেন। কলিকালের রাজোপাধি অপেক্ষা তাহার সম্মান রাজ-দরবারে ও ইংরাজ জাতির নিকট অত্যধিক ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালী জাতির বড়লোকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার পুত্রকে ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযাজকতা করিতে হইয়াছিল। সেই বসত বাটিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব তীর্থস্থান স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। ৺দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি উপাধি মণ্ডিত ও মহিমান্বিত।

সংবাদপত্র ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ ১লা অক্টোবর ঃ—যাঁহারা বিগত বিশ বৎসরকাল কলিকাতায় বাস করিতেছেন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ধনীগৃহে উৎসবাদি দেখিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে আজ-কালকার ভদ্রাসন বাটীর সৌন্দর্য্য কি বাহিক, কি আভ্যন্তরীণ আসবাব পত্রে অতীব সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরই নূতন নূতন ধরণের নূতন বাটী নূতন নূতন আসবাবে সুসজ্জিত হইতেছে। চুচুড়ার গঙ্গার ধারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ী যেন সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণের বলিয়া বোধ হয়। বৈঠকখানা দীর্ঘে ও প্রস্থে ৭৫ ও ৪০ ফিট হইবে, মেঝের উপর ব্রসেল কার্পেটের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ ও বেনারস হইতে সুন্দরী নৃত্যগীতকুশলা গায়িকাবৃন্দ ও বিদূষকাদির দ্বারা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আনন্দবর্দ্ধন ও আহারাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা এপ্রেল, কৌমুদী:—রামদুলাল সরকার গত ১লা এপ্রেল শুক্রবার বেলা দুইটার সময় ৭৩ তিয়াত্তর বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পত্নী বিদ্যমান ছিল, তিনি তাহাদিগকে সহমৃতা হইতে উপদেশ দিয়া যান নাই। এজন্য 'বেঙ্গল হরকরুতে' ১০ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার প্রশংসা বাহির হয়। তন্মধ্যে তাহার জীবনীর সংক্ষেপ বিবরণও ছিল। তিনি বিগত ছাব্বিশ বৎসরকাল কলিকাতার কোন এক এজেন্সী আফিসে বেণিয়ানী করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন ও যুক্ত রাষ্ট্রের বহু গণ্যমান্য ব্যবসাদারাদির সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় ও পরিচয় ছিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই মে:—শনিবার বৈকালে রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে কুস্তি লড়াই হইয়াছিল। উহাতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঠাকুরেব বৈদ্যনাথ নামক একজন শ্রীযুক্ত পামার সাহেবের পালোয়ানের সহিত লড়াই করে। সাহেবের পালোয়ান ভীষণ বলবান হইলেও বৈদ্যনাথের কাছে কুস্তির মারপেঁচে দুই বার হারিয়া যায়। বৈদ্যনাথ বাবু আনন্দে তাহার সহিত কোলাকুলি ও আপনার গাত্রের বস্ত্র তাহার মাথায় শিরোপা করিয়া দেন। এই সকল মল্ল যুদ্ধে চাঁদার টাকা হইতে পরাজিত ব্যক্তি অপেক্ষা জেতা দ্বিগুণ অর্থ পাইয়া থাকে। এইরূপ কুস্তির লড়াই চৈত্র মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি শনিবারে হইত।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ, ১১ই জুন, কৌমুদী:—রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিবার জন্য বর্দ্ধমান হইতে এক দরিদ্র বৈষ্ণবী ১২শ বর্ষ বয়স্কা বালিকাকে সঙ্গে করিয়া আসে কিন্তু বিলম্ব হওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া তাহার সুন্দরী কন্যাকে রাজা রাজকিষণ রায়ের নিকট বিক্রয় করিয়া অর্থ লইয়া গৃহে গমন করে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ ২৫শে, জুন কৌমুদী:—গত ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার রাজা রামচন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান ধ্যান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, একজন নিমন্ত্রিত মাননীয় গোস্বামীকে তাহার পাওনাদার সেরিফের পেয়াদা দ্বারা গ্রেপ্তার করে, সেই সংবাদ নিমন্ত্রিতকারী কুমার রাজনারায়ণ রায়ের নিকট পৌছিলে তিনি সেই টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করেন।

১লা মার্চ্চ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ, বেঙ্গল হরকরু: ইউরোপীয় বাদ্যগণসহ অসংখ্য অনুচরবর্গ লাল কাপড় মোড়া রৌপ্য যষ্টিদণ্ড সুশোভিত শোভাযাত্রা বাহির হয়। বাঙ্গালী গায়কগণ শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর ও কৃষ্ণরায়জীর গুণ গান করিয়া সদর রাস্তায় লইয়া যাইতেছিল। কলিকাতার মল্লিক বাবুদের কুলদেবীর পালাদারদের বাড়ী হইতে যাইবার সময় এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। সাধারণ ভক্তবৃন্দ সেই সময় দেবদেবীর স্তুতি গানে আনন্দ লাভ ও কৃতার্থ হয় আর আটিবল সাহেব 'হরকরুর' সম্পাদককে ইউরোপীয় বাদ্যকরগণ তাহাদের নিজেদের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মবাদীর মিছিলের সহিত যোগদান প্রকাশ্যভাবে করা অতীব গর্হিত কার্য্য বলেন। এমন কি, ঘটনাটি খৃষ্টধর্ম্মযাজীব বিশ্বাসযোগ্য বিষয় হইতে পারে না বলিয়া গাত্রদাহ শীতল করিয়াছেন। কলিকাতায় গভর্ণমেন্ট গেজেটে এই সংবাদ বাহির হওয়ায় তিনি গভীর দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ ও কুণ্ঠিত হন নাই।

ইহাতেই দেখা যায় যে, সেকালে কলিকাতার রাস্তায় উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে পূর্ব্বে কোন বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু উহার সূত্রপাত যেন সেই সময় হইতেই নীচমনা ব্যক্তিগণ আরম্ভ করে। সেজন্য মুসলমান জাতির শাসনকর্ত্তারা আদৌ দোষী বা দায়ী নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল।

১লা ডিসেম্বর, বেঙ্গল হরকরু:—শনিবার রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বারাকপুর রোডের বাগান বাটীতে এক মহোৎসব হয়। লার্ড বাহাদুর ও অন্যান্য অভ্যাগত মণ্ডলীর ভোজের পর মেসার্স গুন্টার ও হুপারের হস্তে ছিল। উৎসবে পালোয়ানের লড়াই ও পশু পক্ষীর লড়াইএর সঙ্গে দুইটী বেলুন ছাড়া হইয়াছিল।

২৯শে জুন, ১৮২৬, বেঙ্গল হরকরু:—প্রত্যেক এটর্ণি অফিসে একজন সরকার, কেরাণি ও বেনিয়ান থাকিত উহারা কতকগুলি শিক্ষানবীশ কর্ম্মচারি, দালাল, গুপ্তচর ও আইন ব্যবসায়ী লোক লইয়া কার্য্য করিত; দালালেরা শতকরা দশ টাকা হারে কমিশন পাইত। বেনিয়ানের অর্থ ঋণ দান করিয়া সেকালের কারবারে অংশ পাইত। (ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে গৃহীত) 'এ' ক্রোড়পত্রে বিবরণ আছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ, ৫ই মে: গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগান বাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যে তিনটি শবের মধ্যে কোন উত্তম মধ্যম ও অধম প্রশ্ন করে উহা লইয়া এক সখের যাত্রা হয়। জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলি ভদ্রসন্তানেরা উহা করিয়াছিল। লোকে সঙ্‌ ও নানা রাগ রাগিণীর আলাপ দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে জানুয়ারি:—গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মল্লিকের বাড়ীতে আখড়া গানের যুদ্ধ হয়। উহাতে নন্দকুমার শেঠ হাজি সাহেবের সঙ সাজিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে কবিতা সঙ্গীতের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

বাগবাজারের দলে হরচন্দ্র বসু ও জোড়াসাঁকোর দলে বৃন্দাবন ঘোষাল ও রামলোচন বসাক দলপতি হইয়া প্রথমতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসম্বাদ, পরে খেউড়, ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল। সে রণে রসিক বিচক্ষণ লোক সমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, যেহেতু গায়কগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তাল মান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কেনা সুখী হইয়াছিলেন? কবিতা যুদ্ধ শুরু যে এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গীত শুনা গিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে, কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয়। বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিন দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের জয় পরাজয় হেতুক শ্রীযুক্ত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন। তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজার বাসিদিগের জয় কহিয়া দিবার তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়পতাকা স্বরূপ জয়ঢোল বাজাইয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৭ই আগষ্ট ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ: গত শনিবার দুইটা বাজিতে দশ মিনিটের সময় ২৮০ টন ওজনের একটী সুন্দর জাহাজ হাওড়া ডক কোম্পানি জলে ভাসাইয়াছেন। জন পামার সাহেব ডকের ম্যানেজার জন এ, কুরীব সাঁর নামে জাহাজের "ফ্যানী" নামকরণ কার্য্য সমাধা করেন। পূর্ব্বে এরূপ সুন্দর ছোট বাণিজ্যের জাহাজ প্রস্তুত হয় নাই। সমুদ্র গমনের পক্ষেও জাহাজখানি মনোনীত হইবে। সমাগত লোকের শুভেচ্ছার সহিত বন্দুকের আওয়াজের সহিত জাহাজখানি জলে চলিতে আরম্ভ করে। সে এক অভিনব উৎসব—সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ও অল্প বাতাস বহিতেছিল, সকলে বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়াছিল কিন্তু উহা হয় নাই। দিনটি বড়ই সুন্দর ছিল।

যমালয়ে হিন্দুর কর্ম্মাকর্ম্মে সুবিচার চিত্রগুপ্তের খাতায় হয়, আর অন্যান্য জাতির কবরস্থানের স্মৃতিমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদ পত্রের মধ্যে যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মৃত্যু

তারিখাদি ও "ঠ" ক্রোড়পত্রে এবং নামজাদা ব্যক্তিবর্গের বিষয় কিঞ্চিৎ সার উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সেকালে খবরের কাগজে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা বা স্মৃতিসভার ছিল না। তখন লোকেরা মন্দির ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, দোল দুর্গোৎসবাদি, পুণ্যময় পুরাণ পাঠাদি সৎকর্ম্মে বৃত্তি দ্বারা স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যাইত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পূর্ব্ব ও পরজন্ম বিশ্বাস করিলেও বর্ত্তমানে জীবদ্দশায় সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। বিলাতি ধরণে মৃত্যুর পরে সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা পুত্র পৌত্রের হস্তে অর্পণ করিতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুর পর যে অর্থ থাকে উহাতে পুণ্য সঞ্চয় করিলে পিতামাতা, না, তাহাদের কৃতি পুত্র পৌত্র সেই পুণ্যের অধিকারি? সে বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার এখন অতি অল্প লোকই করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে লোকের চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি আদি ভিন্নরূপ হইয়াছে। বারমাসে তের পার্ব্বণ হিন্দুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে যেন অনুষ্ঠিত হইত। উহাতে জাতীয়ভাব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। পূজার সময় অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া দীন দরিদ্রগণের অভাব দূরীকরণ ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ক্ষমতানুসারে করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইতেন না। **ইহাই বাঙ্গালী হিন্দুর বিশেষত্ব, বাঙ্গালার গৌরব।** বাঙ্গালায় দুর্গা পূজা বৎসরে দুইবার আশ্বিন ও চৈত্র মাসে হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্ত্তিক, সরস্বতী ও লক্ষ্মী পূজায় শক্তিমান পুত্রলাভ, বিদ্যালাভ, সৌভাগ্য লাভাদির অনুষ্ঠান বাঙ্গালায় যেরূপ হয়, যেরূপ ভারতবর্ষের অন্য কোথায় হয় না। এখন সে সব আর নাই বলিলেই চলে। কলিকাতায় কোম্পানির রাজত্বকালে অর্থের অপব্যবহার নানারূপে হইত, তন্মধ্যে মামলাবাজি একটি প্রধান বলিলে চলে। কি বনিয়াদি বড় মানুষ, কি নূতন সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি কেহই উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইউরোপবাসি ব্যবসায়ীরা সেরূপ ছিলেন না। সেকালে কোম্পানির আদালতে সূক্ষ্ম বিচারের যেমন প্রশংসাও ছিল তেমনি অনেকে ধূর্ত্ত উকিলগণের পরামর্শে মামলায় ভাগ্য পরীক্ষা করিত ও শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইত।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ঃ—সেকালে লোকে বন্ধকি কারবারে সেরিফের নিলামে উক্ত সম্পত্তি স্বল্প মূল্যে খরিদ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড়মানুষ হইতে চাইত। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার যাবতীয় ধনীগণকে রহস্য বিদ্রূপে বা তাঁহাদিগের পিছু লাগিতে ছাড়িতেন না। তিনি চাঁচড়ার রাজার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অল্প মূল্যে পুত্রের নামে সেরিফের নিলামে খরিদ করিয়া উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মামলায় উহা বজায় রহিল না। উহাতেই তাঁহার বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। দুর্গাচরণের পুত্র শিবচন্দ্রের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি তাঁহার সেই স্বভাব ভাল করিতে গিয়াছিলেন ও শেষে নিজের দোষ স্বীকার এক অপূর্ব্ব ঘটনায় করেন। সেকালের লোকেরা ক্রোধী হইলেও নিজের দোষ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিত। তখন কলিকাতার ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা সেবাদাসীকে পত্নী স্বরূপ মনে করিত না, তাঁহারা তাহাদের নাচ গানে সৌন্দর্য্যে মনস্তুষ্টি করিত। শোনা যায় যে, শিবচন্দ্রেরও সেইরূপ এক উপপত্নী ছিল। সে যাহাতে তাহার বাড়ীতে রাত্রে যাইতে না পারে সেজন্য তাহার সম্মুখে দুর্গাচরণ বিছানা করিয়া শয়ন করেন। পুত্র অগত্যা পিতাকে নিদ্রিত ভাবিয়া উলঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেলে পিতা উহার পশ্চাদনুসরণ করেন। শেষে পুত্রের উপপত্নীকে পুত্রবধূ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুন্দরী দেখিয়া নিজের দোষ ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লন। তিনি কোথায় পুত্রকে ত্যাগ করিতে গিয়া তাঁহার উপপত্নীকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন। বাগবাজারের পক্ষির দল শিবচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তি। সেকালে কলিকাতায় নেশায় লোকের সর্ব্বনাশ হইত।

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গি ডিরোজিও প্রমুখের শিক্ষায় মদ ও বিলাতি খাবার কলিকাতায় প্রচলন করে। আর উহার উপর যেন শ্লেষ করিয়া পক্ষির দল ছড়া কবে ও বাগবাজার গাঁজা গুলির জন্য বিখ্যাত ছিল। শিবচন্দ্র আপনার বাড়ীতে উত্তম দুগ্ধ ছানার সহিত গাঁজা গুলি আফিমের বন্দোবস্ত করিয়া ছড়া ও গানের দলকে পক্ষির দল বলিয়া জাহির করেন। উহাদের ছড়া উল্লেখযোগ্য যথা;—

"দেবের দুর্ল্লভ দুগ্ধ ছানা, তা না হলে গুলি রোচেনা, কচুঘেচুর কর্ম্ম নয়রে যাদু।
শুঁড়ির দোকানে গিয়া, ট্যাক টাক ফেলে দিয়া, ঢুক করে মেরে দিলে শুধু॥"

সেকালে লোকে কোম্পানির নুনের গোলা, পরমিট, আদালত, টাকশাল প্রভৃতি সকল স্থানেই কর্ম্ম করিয়া দুপয়সা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিত। উহাতে যেরূপ অর্থলাভ হইত তদ্ভিন্ন কলিকাতার ধনী ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধের দান আদি ক্রিয়াতেও লোকে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিত। ৺নিমাইচরণ মল্লিকের শ্রাদ্ধে ছোট কাঙ্গালী ও বড় কাঙ্গালীর কথা প্রবাদ হয়।

ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সেই শ্রাদ্ধের পর টাকশালের কর্ম্মচারি রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় কলুটোলায় ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী করিয়া বাসারম্ভ করে। কষ্টম হাউসের দেওয়ান তারাচাঁদ দত্তের নিকট রামজয়ের পুত্র ভবানিচরণ চাকরি করিতেন। তিনিই ৺নিমাইচরণ মল্লিকের সন্তান গণের নিকট হইতে অর্থ লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। উহাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ জন্য কিঞ্চিতার্থ পোস্তার রাজাদের নিকট হইতে ৺ভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেন। ভবানিচরণও দূতিবিলাস নামক ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করিয়া কোন পরিবারকে গঞ্জনা দিয়াছিলেন। সেকালে তিনি ভাটের ন্যায় নড়ালের কালিশঙ্কর রায়ের গুণ পয়ার ছন্দে রচনা করিয়া অর্থ লাভ করেন। পোস্তার রাজাদের নিকট হইতে অর্থলাভ করিয়া হিতোপদেশ পুস্তক প্রকাশ করিয়া এক নূতন ব্যবসা ও অর্থোপায়ের পথ আবিষ্কার করেন। ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কোম্পানি আয়ের উপায় শিক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা দেবপূজা ত্যাগ করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইয়া অনেকে কলিকাতায় বড় মানুষ হইয়াছিল আর কোম্পানি হিন্দু তীর্থযাত্রিগণের নিকট হইতে করাদায় করিয়া বিলক্ষণ অর্থলাভ করিত। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার পাইওর সাহেব ১৭ বৎসরে দক্ষিণের ত্রিপেটি তীর্থের সহিত পুরী, প্রয়াগ ও গয়া হইতে সর্ব্ব সমেত ৯০২২১৫০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল বলেন। **প্রয়াগ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫ হাজার, পুরী হইতে ৫১ হাজার ও গয়া হইতে ১৯ হাজার টাকা কর আদায় হইত।** উক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহাতে কোম্পানির তীর্থযাত্রীর দলবৃদ্ধি হইয়া আয় বৃদ্ধি হয় সেজন্য শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমচন্দ্রিকাদিগ্রন্থ প্রচার করেন। কলিকাতার রাস্তায় সেকালের নামজাদা লোকেদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সুরতিবাগানে তারাচাঁদ দত্তের নাম, বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মুখোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, উহা শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল কেবলমাত্র ১১২০ টাকায় খরিদ করেন। সেকালে ব্রাহ্মণের ভিটা খরিদ করিতে কেহই সাহস করিত না।

দলাদলিঃ—কলিকাতার বড়লোকগণ একতা ছিল না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ করিয়া মনান্তরের সৃষ্টি করিত ও যাহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিত তাহাদের সহিত ও মামলা করিত। কলিকাতার ঠাকুর গোষ্টির সহিত ছাতু লাটু বাবুদের ঐরূপ মামলা হয়। পাথুরিয়াঘাটার বৈষ্ণবদাস মল্লিক ঠাকুর বাবুদের পরম হিতৈষী ও অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। শ্রীহরলাল ঠাকুরের পিতাকে উক্ত মল্লিক মহাশয় ঋণ দান করিয়া রক্ষা করেন। আর

পুত্রের তালুক ও বাগান কলিকাতার ছাতু ও লাটু বাবুরা খরিদ করিলে উক্ত মল্লিক অন্য কয়েকজন সঙ্গে লইয়া উক্ত বিক্রয়নামা সিদ্ধ কি না এই প্রশ্ন করিয়া এক নালিশ ও উক্ত ঠাকুর মহাশয়কে দিয়া বেনামি বলিয়া আরজি দাখিল করেন। সেই মামলার নিষ্পত্তি প্রাপ্ত জুরি ছাতু ও লাটু বাবুর তরফে মীমাংসা করেন। এই ছাতু ও লাটু বাবু বিখ্যাত রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ। এই জয়লাভ তাঁহাদের পুত্রের বিবাহের সময়ে হয়। এইরূপে কলিকাতায় মামলা করিয়া ধনী সন্তানেরা অর্থের অপব্যবহার ও অযথা দলাদলি হিংসা দ্বেষের সৃষ্টি করিত।

লাট দরবার:—সেকালের কলিকাতার লাটদরবারে উপাধি ও খিলাত দানের ব্যবস্থা ছিল। উহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতার গণ্য মান্য বংশের সন্তানেরা পিতার মৃত্যুর পর খিলাত লাভ করিত। পোস্তার রাজারা, মল্লিক বংশের রূপলাল মল্লিক ও শ্যামবাজারের গুরুপ্রসাদ বোসের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঘ' ক্রোড়পত্রে উহার বিবরণ দেওয়া হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে ভারতবর্ষের সহিত একচেটিয়া ব্যবসা করিবার ক্ষমতা শেষ হইয়া যায় কিন্তু চীনের সহিত একচেটিয়া ব্যবসা করার স্বত্ব বজায় ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় হইতেই এদেশে রাজত্ব করিবার লক্ষ্য আরম্ভ হয়, সেই উদ্দেশ্য সকল খিলাত ও উপাধি দান দ্বারা সিদ্ধ হয়। ওয়েলেসলিই ইহার পথ পরিষ্কার করেন। আমহার্ষ্টের সময়ই প্রথম উপাধি ও খিলাত দান আরম্ভ হয়। সেই সময় কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পরিচয় ঐ দরবারের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়।

লাট আমহার্ষ্ট রাজা রঞ্জিৎ সিংহের দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার সেইরূপ প্রতিনিধির সহিত দেখা করিয়াছিলেন। লাট আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় বেড়াইয়াছিলেন ও দরবার করিয়া সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের সহিত দেখা করিতেন। উহাতে কোনরূপ ভীত হন নাই বরং তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া সকলের সহিত মেলামেশা করিতেন। দিল্লীর সম্রাট পত্নী, পেশাও পত্নী, বায়জা বাই প্রমুখ সকলের সহিত লাট পত্নী মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতে আপন মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ আর কোন লাট সাহেব করেন নাই, ইহাই লাট আমহার্ষ্টের বিশেষত্ব বলিতে হইবে। লাট পত্নী সেকালের ভারতবর্ষের সেই সকল মহিলাবর্গের শোচনীয় অবস্থা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখা হইবে না জানিতে পারিয়া দুঃখে তাঁহার মাথার হীরক মণ্ডিত টুপী, হাতের আংটী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শেষে তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া ফকির হইবেন স্থির করেন ও কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারেন নাই; উহা আমহার্ষ্টের জীবনী লেখক ১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। সেকালে লাট সাহেব যেন দেবতা হইয়াছিলেন ও অকর্ম্মন্য নবাব, রাজা, সম্রাট সকলেই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আপনাদের মনের দুঃখ জানাইতে পারিলে যেন কৃতার্থ মনে করিত। সেইজন্যই লাটসাহেবেরা এত দরবার করিত ও খিলাত উপাধি দিয়া মান্য দান করিত। কলিকাতার দরবার অন্যান্য স্থানীয় দরবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। কলিকাতা দরবারে ভারতের সামন্তগণ ও তাঁহার প্রতিনিধিগণ সম্মানিত হইত।

চীনে লাট আমহার্ষ্ট ছিলেন ও তিনি সেখানকার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বাঙ্গালার লাটগিরিতে পাইয়াছিলেন। ওয়েলেসলিই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দেশসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, আর লাট হেষ্টিংস সেই সকল স্থানকে নিরাপদ করিয়াছিলেন, যাহারা উৎপাত করিত তাহাদের নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমা-

ঞ্চলের নদ নদী ও খাল দ্বারা ক্ষেত্রের উন্নতি সাধন করা লাট আমহার্ষ্টের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। যমুনার খাল তাঁহারই আমলে আরম্ভ হয়। তাঁহারই আমলে কোম্পানির কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য দ্বারা শিক্ষা পরিষদ করা স্থির হয়। মিশনারি মহাপ্রভুরা যে কার্য্য এতদিন করিতেছিলেন উহা কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তারা করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় ইংরাজী ধরণের গাড়ী ঘোড়া বাড়ী ঘর আচার ব্যবহার এদেশের বড়লোকেরা করিতে আরম্ভ করে। অনেকেই ইংরাজী শিখিয়া কথাবার্ত্তা ও তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে ইংরাজী পোষাক পরাইতে থাকে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে কলিকাতায় লাট পাদরীর থাকিবার বন্দোবস্ত হয়। হিবার সাহেব সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার রোজনামচায় অনেক তথ্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, বর্ম্মার যুদ্ধ বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা প্রশংসিত না হইলেও মগের উৎপাত নিবৃত্তি হইয়াছিল। আবও আরাকান ধানের চাষের জন্য ও টেনেসিরাম কাঠের জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। উহা প্রাপ্ত হওয়ায় কোম্পানির বিশেষ লাভ হইয়াছিল।

লাট আমহার্ষ্ট দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করাইয়াছিলেন ইহা তাঁহার জীবনী লেখক (পৃঃ ১৯৪) অতি শ্লাঘার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন :—

"As you are my friend, as you are my protector,
As you are my master I ask you to sit down."

বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তারা বারাকপুরের ফৌজ বিদ্রোহের জন্য লাট আমহার্ষ্টকে কেন ঐ কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হইবে না সেজন্য কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠান। উহার জবাব পঁহুছিতে ছয় দিন লাগিয়াছিল। তিনিই লাট সাহেবদের সিমলা গ্রীষ্মাবাস স্থির করেন ও সেইখান হইতেই গৃহে গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার পতির শাসনকালের ঘটনাবলী তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন।

স্বাস্থ্য :—তৎকালে মফস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণালাগা' কহিত, যাহারা তথায় অল্প কাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা মাটী আনিয়া লোনা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা পোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, এ কারণ তিনি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন, তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল এবং ক্রমশঃ বল এক কালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে তাহা যেমন জীর্ণ হইয়া যায়, তাঁহার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পরদিন হইতেই তাঁহার শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।*

কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ :—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক জন শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমান বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিং বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, মুসলমানদের জন্য একটী মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন করা হউক ; উদ্দেশ্য যাহাতে ছাত্রগণ মুসলমান আইন শিখিয়া সরকারী কাজের উপযুক্ত হইতে পারে। বড়লাট বাহাদুর সম্মত হইলে অক্টোবর মাস হইতে স্কুল

---

* দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র রায় সে সময়কার কলিকাতার স্বাস্থ্য অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চলিতে লাগিল। ইহার জন্য মাসে ৬২১৲ টাকা ব্যয় হইতেছিল। বড়লাট বাহাদুর স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কিছুকাল পরেই বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে ৬৬৪১৲ টাকার একখণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। এবং পরবর্ত্তী এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বড়লাট বাহাদুর নিজ ব্যয়ে স্কুল চালাইয়াছিলেন। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে 'চার্চ্চ অব স্কটল্যাণ্ড জেনানা মিশন' প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা কলেজ নির্ম্মিত হয়; কিন্তু উক্ত স্থান অস্বাস্থ্যকর ও ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতাতে—বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ারে বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। জমি ক্রয় ও কলেজ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১৪০৫৩৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে নিয়মিতভাবে কলেজ বসিতে থাকে।

ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ:—সে সময়ে যে সকল সিভিলিয়ান পুরাতন হালিবরি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহারা যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন, তখন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাষা, রীতি, নীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন্য তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। অনেক সময়ে অজ্ঞতাবশতঃ উৎকোচজীবি নিম্নতম কর্ম্মচারীদের আশ্রয় লইতে হইত, অনেক সময়ে বিচারকার্য্যে ভ্রম প্রমাদ করিয়া ফেলিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি এই অভাবটী দূর করিবার চেষ্টা করেন, লর্ড ওয়েলেসলির ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বী গবর্ণর জেনারেল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্য্যে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাতে একটী কলেজ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে স্থাপন করিলেন। ঐ কলেজ স্থাপন করিলেই পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন, তখন বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিল না, কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামক উড়িষ্যাদেশীয় কলেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম্ কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত," কেরী প্রণীত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ," রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "লিপিমালা," মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বত্রিশ সিংহাসন" ও "রাজাবলী," চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত "তোতার ইতিহাস," হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" আদি ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে অধিকাংশই ভাষা পারস্য শব্দ বহুল ও দুর্ব্বোধ ছিল।

হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ:—হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরার সহিত সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অনুমান ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা আপনার একটী পুত্রকে (নিজ গর্ভজাত কি পালিত জানা নাই) তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিবার জন্য পাঠায়, ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে কি না, এই বিচার উঠে, কারণ কলেজে তাহাকে ভর্ত্তি করা হইবে কি না এই বিষয়

লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটীর মধ্যে মতভেদ ঘটে, সেই মতভেদ সত্ত্বেও বালকটীকে ভর্ত্তি করাতে সহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর ৺রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের অগ্রণী হইয়া, ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' নামে এক কলেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটীস্থ সুপ্রসিদ্ধ ৺গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন।

মিঃ ম্যালেট পুণা হইতে বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহোদয়ের নিকট এক রিপোর্ট পাঠান। লাট বাহাদুর উক্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া ১৭৮৮ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে * ফোর্ট উইলিয়াম হইতে পত্রের উত্তরে মিঃ ম্যালেটকে লেখেন: "আপনি মাহ্রাট্টা প্রদেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আশা করি আপনি উহা বাঙ্গালাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া ও বাঙ্গালাদেশের উৎপন্ন পণ্য যাহাতে মাহ্রাট্টা দেশে বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা প্রদেশের রাজস্ব আদির বৃদ্ধি হয়, তৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। তিনি মিঃ ম্যালেটকে আরও অনুরোধ করেন, তিনি যেন যে সমস্ত লোক মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে উত্তর পশ্চিম হইতে পলাইয়া পুণায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বা যাহারা বরহণপুর ছিট্ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছে, এবং বিশেষ কোন শিল্পে পারদর্শী ও যাহারা বঙ্গদেশে প্রচলিত শিল্পসমূহের উন্নতি করিতে সমর্থ, সেইরূপ লোকদিগকে সত্বরে ব্রিটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন, এইরূপ আদেশ করেন।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ এসিয়ার বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহাতে ব্রিটিশ বণিকগণের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্র স্থাপিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, উহাতে যে শুধু কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল উহা নহে, সাম্রাজ্যও অধিকারে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে পাঞ্জাব, বর্ম্মা, সিন্ধু দেশের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কলিকাতার ব্যবসায়ীগণের দুর্দ্দশা:—কলিকাতার ব্যবসায়ী এবং এজেন্টগণের পাঁচটী আফিসের এক কোটী ৭০ লক্ষ ষ্টার্লিং ক্ষতি হইয়াছিল, উহাতে বাঙ্গালার দরিদ্র আমানতকারী ও ব্যবসায়ীগণের সর্ব্বনাশ হয়।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মেকলে সাহেব কলিকাতা পৌঁছান এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লেখেন,— "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটী বড় বড় আফিসের ধ্বংস হইলে তখন সভ্যজগতে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, ব্যবসা বাণিজ্যের বিপর্য্যয়ে বাঙ্গালার ইংরাজ সমাজের অর্দ্ধেক লোকের সর্ব্বনাশ এবং বাকী অর্দ্ধেকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা ঋণগ্রস্ত, কাজে কাজেই জন সাধারণ এখন খুব সাদা সিদা ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, মোটা চাঁদা, খাবারাদির ধূমধাম, রাজসিক চালন চলন, যাহা কিছুকাল পূর্ব্বে ছিল কলিকাতায় হিবার ও অন্যান্যেরা দেখিয়াছিলেন, উহা আর নাই ও শুনা যায় না। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমি খুব ভাগ্যবান

* Pub. O. C. 22 Ap. 1789, No. 26.

যে, আমি এমন সময় এদেশে আসিয়াছি যখন সাধারণ দুরবস্থার ফলে প্রত্যেককে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইতেছে।"

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক:—১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের প্রথম সভা হয়। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সনন্দ বলে এবং বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। বড় লাট লর্ড মিণ্টো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসা রহিত করেন। কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল না যে, ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, কারণ উক্ত ব্যাঙ্ক অবাধ বাণিজ্যের সাহায্য করিবে বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিল। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল মাননীয় এস্. জি, টাকার ডিরেক্টার বোর্ডের প্রথম সভাপতি এবং মিঃ মর্টন সি, এস, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা, প্রতি অংশ দশ হাজার টাকা হিসাবে ৫০০ অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু কেহ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কে একাধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তজ্জন্য নিয়ম করা হইল যে, কেহই এক লক্ষ টাকার উপর অংশ ক্রয় করিতে পারিবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দশ লক্ষ টাকার অংশ ক্রয় করে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের অনুমতি পাইল কিন্তু নিয়ম হইল যে, ব্যাঙ্ক কোন সময়ই গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর দাদন দিতে পারিবে না।

নোট জাল এবং নিম্ন পদস্থ অসাধু কর্ম্মচারীগণের দ্বারা তহবিল তছরুপাত সত্ত্বেও অচিরেই ব্যাঙ্কের উন্নতি হইয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টাকার তাগাদা ও অভাব এত বেশী হইয়াছিল যে, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পরিচালকবর্গ ব্যাঙ্কের মূলধন দ্বিগুণ করিবার জন্য তদানীন্তন বড় লাট লর্ড হেষ্টিংয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল এবং ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ জে, ডবলিউ শেরারের পরামর্শ মতে বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। তবে মূলধনের চারিগুণ পর্য্যন্ত নোট প্রচলন করিতে পারিবে বলিয়া অনুজ্ঞা দিলেন। ১৮২৪ সালে একটী বড় রকম রহস্যপূর্ণ প্রতারণার ফলে ব্যাঙ্ক উক্ত বৎসর শতকরা ২॥ টাকার বেশী লভ্য বিতরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী বৎসর বর্ত্তমানে যে স্থানে ব্যাঙ্ক আছে তথায় নিজের বাড়ী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজ কিশোর দত্ত নামে এক ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার চায়। যখন কোম্পানীর কাগজগুলি সেক্রেটারী মিঃ জে, এ ডারিন সি, এসের নিকট উপস্থিত করা হয় তিনি উহাতে জুচ্চুরি আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কাগজগুলি ঠিক আছে বলিয়া একাউণ্টাণ্ট জেনারল মত প্রকাশ করিলেন। রাজ কিশোর দত্ত ৩॥ লক্ষ টাকা লইয়া হাসতে হাসতে চলিয়া গেল। পরে জানা গেল যে, কাগজগুলি জাল, কিন্তু প্রতারণা এরূপ বিজ্ঞতার সহিত করা হইয়াছিল যে, তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক সেক্রেটারী মিঃ এইচ, পি, প্রিন্সেপ বলিতে পারিলেন না যে, সহি তাঁহার নিজের নয়। উহাতে সুপ্রীমকোর্ট এবং বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল উভয়ে উক্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ব্যাঙ্কের ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করিল এবং সমস্ত দোষ কর্ম্মচারীগণের ঘাড়ে চাপাইল।

১৮৩২ সালের দুর্ঘটনার ফলে কতকগুলি নীলের এজেন্সী দেউলিয়া হয়। পামার এণ্ড কোং ২৬ লক্ষ, আলেকজেন্দার এণ্ড কোং ৩৪ লক্ষ, ম্যাকিনটস্ কোং ২১ লক্ষ, কলভিন্ এণ্ড কোং ১২॥ লক্ষ, কাটারবেন এণ্ড কোং ১৩॥ লক্ষ টাকার জন্য দেউলিয়া হয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অত্যন্ত সমস্যায় পতিত হয় এবং পরে বাধ্য হইয়া কতকগুলি নীলের কুঠী পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। উক্ত নীলকুঠীগুলি

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক ছিল। বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, পরে বিদ্রূপ করিলেন কিন্তু পরিচালকবর্গকে কাজ করিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। বড়লাট বাহাদুর যাহা ভাবিয়াছিলেন নীলের কুঠী সকল হইতে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সভা পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ অনুযায়ী 'ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিলেন; বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সর্ব্ব প্রথম বেসরকারী লোক মিঃ টমাস ব্রেকেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিল। তিনি পূর্ব্বে আগ্রা ব্যাঙ্কে ছিলেন। ব্যবসায়ীগণের আন্দোলনের ফলে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

সেভিংস ব্যাঙ্ক:—১৮১০ খৃষ্টাব্দে এদেশে গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল ও একচুয়ারীর দ্বারা ব্যাঙ্ক সকল পরিচালিত হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় প্রেসিডেন্সী নগরে সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ ধরণের একটী ব্যাঙ্ক শ্রীরামপুরে খুব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে জেলাস্থ গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারীর অধীনে কালেক্টর ও বিভাগীয় পে মাষ্টারদের তত্ত্বাবধানে দেশের সর্ব্বত্র বহু সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল নাম মাত্র ব্যাঙ্ক সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উহা একটী পৃথক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত এবং একচুয়ারীর দ্বারা পরিচালিত হইত। তখন পোষ্টাফিসের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর আদেশ অনুসারে কালেক্টরী এবং পে মাষ্টারদের কোষাগার হইতে টাকার আদান প্রদান হইত।

সর্ব্বকার্য্যে লটারীর প্রচলন:—অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে লটারীর ব্যবস্থা হইল। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে কি দাতব্য, কি বৈজ্ঞানিক, কি অন্য ব্যাপারে টাকার প্রয়োজন হইলেই লটারীর সাহায্য গ্রহণ করা হইত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জর্জ্জ গীর্জ্জার কেরাণী মিঃ চার্লস্ ওয়েষ্টন লটারীতে 'টেরিটীবাজার' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাজারের আয়ের দ্বারা নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

কলিকাতা টাউন হল:—যখন লটারী চলিতেছিল, তখন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে 'লে গেলা টেভারস' নামক স্থানে এক সভায় স্থির হইল যে, বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসার জন্য একটী সাধারণ গৃহ নির্ম্মাণার্থ লটারী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা হউক। উক্ত সময়ে কলিকাতার ফ্রী ম্যাসনগণ ম্যাসনিক লটারী করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। উদ্দেশ্য লটারীর লভ্য হইতে ফ্রী ম্যাসনদের এবং অন্যান্য সমাজের লোকদিগের বসতি এবং সভা, বাইনাচের ঘর, গান বাজনার ঘর, খেলার ঘর, কাপড় পরিবার ঘর এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য আবশ্যকীয় ঘর থাকিবে। * 'কলিকাতার টাউন হল' লটারীর

* ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট টাউন হল তত্ত্বাবধানের ভার জনসাধারণের টষ্টিস্বরূপে শান্তিরক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করেন, পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন টাউন হলের বয়স ৯৩ বৎসরে উপনীত হয়, তখন তত্ত্বাবধানের ভার করপোরেশনের হস্তে দেওয়া হয়। যদিও কালে উক্ত দালানের পরিবর্ত্তে নূতন এবং আধুনিক ধরণের টাউন হল প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু উহার নির্ম্মাণের অদ্ভুত ঘটনা কখনও লোকের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে না। ইহার ফলেই গ্রেট্ ডার্ব্বী সুইপের জন্ম হয়। আজকাল জনসাধারণ ইহাকে একটী পাপের কাজ বলিয়া মনে করে, কিন্তু সে সময়ে কেহ উহা সেরূপ মনে করিত না।

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। লটারীতে প্রতি টিকেট ৬০৲ টাকা হিসাবে ৫৬০০ টিকেট ছিল, তন্মধ্যে ১৩৩১ টিকেটের মালিকগণের মধ্যে সর্ব্বসমেত তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা করপোরেশনের রাজে বিনিময়ের পর আবর্জ্জনার মধ্যে দুইটী তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল; পরিস্কৃত করবার পর তাহা ৩য় ও ৪র্থ টাউন হল লটারীর তাম্রফলক বলিয়া চিনিতে পারা গেল। উক্ত তাম্রফলক দুইটী আজকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত হইয়াছে। তাম্রফলক দুইটী ভালরূপে পরীক্ষার পর দেখা গেল, ৪র্থ তাম্রফলকের পৃষ্ঠদেশে মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে স্যার আর্থার ওয়েলেসলির অধীনে ভারতীয় সৈন্যগণ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এসায়ীতে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, উহার নকসা আঁকা রহিয়াছে। ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের উত্তর সীমায় যেখানে স্কটিসদিগের গীর্জ্জা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় 'ওল্ড কোর্ট হাউস' ছিল। উক্ত গৃহ প্রথমে টাউন হল রূপে ব্যবহৃত হইত, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার সভা আদি তথায় হইত। পরে গৃহটী জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে গৃহটী ভূমিস্যাৎ করা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর নূতন টাউন হল নির্ম্মাণের জন্য এক পরিকল্পনা করা হয়।

বড়লাট বাহাদুরের সহানুভূতি:—দ্বিতীয় লটারী সপরিষদ বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদন ও আনুকূল্যে হইয়াছিল। উক্ত লটারী ৫ লক্ষ টাকার জন্য করা হইয়াছিল। উহাতে ৫০০০ টিকেটের মধ্যে ১০০০ টিকেটের মালিকগণ পুরস্কার পাইয়াছিল। লটারীর সময় জনসাধারণকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, বর্ত্তমানে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তদ্বারা সমস্ত ব্যয় সংকুলান হইবে না সুতরাং যতদিন যাবৎ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত না হয় ততদিন যাবৎ বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন, আনুকূল্য এবং তত্ত্বাবধানে লটারী চলিতে থাকিবে। কলিকাতা টাউন হল লটারীর ৩য় ও ৪র্থ তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতা টাউন হল প্রস্তুত করিবার তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশনারগণকে নিযুক্ত করিবার পরই এবং সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন টাউন হল ভূমিস্যাৎ করিয়া যে বাড়ীতে জাষ্টিস হাইড ১২০০৲ টাকা মাসিক ভাড়া দিয়া বাস করিতেন তাহার পার্শ্বে এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় দলিল দস্তাবেজে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, নূতন টাউন হল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। টাউন হল নির্ম্মাণ করিতে ১৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল ও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। উহাতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কমিশনারগণের পরিবর্ত্তে একটী কমিটী গঠন করিয়া তাঁহাদের উপর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী বৎসরের শেষভাগে ৪০০০০৲ টাকা ব্যয়ে দালানের অনেক অদল বদল করা হইয়াছিল। কারণ দোতালার মেজের কড়ি কাঠগুলি এমনভাবে বসান হইয়াছিল যে, তাহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং ফলে টাউন হলের থামগুলি নড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

সম্রাট আকবর সহমরণ প্রথার বিরোধী ছিলেন ও উহা উঠাইয়া দিয়াও দিতে পারেন নাই। তাঁহারই আমলে হিন্দু মুসলমানগণের বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ হয়। তিনিই পুণ্যভূমি প্রয়াগে ইলাহি ধর্ম্মের প্রচার করিয়া উহার নাম পরিবর্ত্তন তদনুযায়ী ইলাহাবাদ এখন এলাহাবাদে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু সতীর সহমরণ কাহিনী লইয়া এক সুফি কাব্য রচিত হইয়াছিল। সেই কাব্যে উক্ত সম্রাট ও তাঁহার পুত্র দানিয়ালের বহু যুক্তি ও অনুযোগ সত্ত্বেও এক হিন্দু সতীনারী স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করে।

সেই আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে যে প্রেমের অলৌকিক চিত্র ছিল উহা অবলম্বন করিয়া ঐ কাব্য লিখিত হয়। চিতোর মহিষী পদ্মিনীর ও তাঁহার সহচরীবৃন্দের সেইরূপ আত্মবিসর্জ্জন লইয়া মালিক আহম্মদ হিন্দি ভাষায় ঐরূপ একখানি কাব্য লেখেন। বাঙ্গালায় যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিষদ ভক্তবৃন্দ বৈষ্ণব পদাবলিতে প্রেম ভক্তির স্রোত বর্ত্তমান রাখিয়াছেন সেইরূপ ভারতের সর্ব্বত্রই কবীর, নানক, তুকারাম দাদু, সুরদাস মীরাবাই প্রমুখ মহাত্মারা তাঁহাদের উক্ত গীতির মধ্যে কি অপরূপ প্রেমভক্তি ধর্ম্মাস্বাদনের রসসৃষ্টি করিয়াছেন। নরনারীর প্রণয়েই যে ভগবৎ প্রেমলীলার আস্বাদন লাভের একমাত্র উপায় ও সম্বল, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় মুখরিত। পারস্য ভাষায় সুফি কাব্যে ঐ লীলার প্রতিবিম্ব, সিরাজের গোলাপ বাগান, বুলবুলের গান ও সুরাপাত্রাদির মধ্যে নরনারীর প্রেমের পরিপোষক বেষ্টনী প্রতিফলিত। ভারতে সেই সুফী সাহিত্যের কবি সা ভোটাই বা সা আবদুল লতিফ সিন্ধি ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফৈজীও নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানাবলম্বনে সুফি সাহিত্যের পরিপুষ্টি করেন।

অতীতের সহিত তখনকার ও বর্ত্তমানের প্রেম, ভক্তি ও ধর্ম্মরসের সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। উহাই সেকালের কোম্পানির রাজত্বের কলঙ্ক ভিন্ন গৌরব হইতে পারে না। মুসলমানেরা সহমরণ প্রথা ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুলাইএর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে, একজন মুসলমান স্ত্রীলোককে তাঁহার পতির কবরে প্রোথিত করা হয় ও ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বরে শত বৎসরের কায়স্থ বুড়োবুড়ির সহমরণ ক্রিয়া চন্দননগরে সম্পন্ন হয়। বিলাতে ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য জলন্ত অনলে পাদরি ক্রানমার প্রভৃতিকে হাত পা বাঁধিয়া পোড়ান এককালে রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম ছিল। হিন্দু রাজারা সেইরূপ কিছু করে নাই। সহমরণ আত্মহত্যা নয়, প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আত্মায় আত্মায় সম্মিলন চেষ্টা—উহা প্রেমের আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র। আন্তরিক দুঃখ ও বিরহে ক্লিষ্ট হইয়া অবসন্ন হইয়া মরা অপেক্ষা প্রেমের আধারকে আলিঙ্গন করিয়া নশ্বর দেহ আনন্দে ত্যাগ করা প্রেমের সাক্ষ্য দান ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই ছিল কলিকালের অগ্নি পরীক্ষা যাহা দ্বারা হিন্দু সতী সমাজে আদৃতা হইতেন। কথাই ত আছে যে, সাতনকলে আসল ভেঙ্গা, সতী সম্বন্ধেও সেই প্রবাদ প্রযুজ্য হইতে পারে। ঠগী দস্যু দমনকারী মেজর জেনারেল শ্লীমান সাহেব প্রাচীন মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বতুতার (যাঁহাকে মহম্মদ তোগলক দিল্লির বিচারক করিয়াছিলেন) উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। সেকালে বিধবার ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। মুসলমান উচ্চ কর্ম্মচারীগণের বা অন্যান্য ব্যক্তিগণের অত্যাচারের ভয়ে গৃহে লুকাইয়া থাকা, মোটা কাপড় ও আধপেটা খাইয়া কখনও নিরম্বু উপবাসে দিনযাপন করিয়া অযথা কলঙ্কের দোষারোপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর হইত, তদপেক্ষা মৃত স্বামীর সহিত আনন্দে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া জাতি, কুল, মান ও নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করা শ্রেয়স্কর কার্য্য বিবেচিত হইত। মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস এদেশের ইংরাজ গোরাদের অবীরা স্ত্রী পুত্রগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা কলিকাতায় শাসনকালে কর্ত্তৃত্ব করিবার সময় করেন কিন্তু সহৃদয় মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক বা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ ভারতের নিরম্ন অনাথ শিশুশাবক ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাদিগের সেরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া লোকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ করিত না। এদেশে যে কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসে সাধারণ স্ত্রীলোকেরাই সহমরণে আত্মহত্যা করিত উহা নহে, পুরুষেরাও পুরীতে রথের সময় জগন্নাথের রথের চাকার তলে ও কালীর মন্দিরে তাঁহার হস্তের খাঁড়া দ্বারা স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করিত। উক্ত গবর্ণর হেষ্টিংসের ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ঠা ফেব্রুয়ারির ডায়েরিতে উল্লেখ আছে যে, একজনকে মুর্শিদাবাদের কালীবাড়ীর ব্রাহ্মণ বলি

দেয় নাই বলিয়া সে যাহাতে উহা করে সেইজন্য দরখাস্ত করে। আর একজন খেতে পায় না বলিয়া গলা কাটিবার দরখাস্ত করে। শ্রীমান সাহেবের পুস্তকেও উল্লেখ আছে যে দুরারোগ্য ব্যক্তি দুঃখাদির নিবৃত্তির জন্য কষ্টে জলে ডুবিয়া মরিত। দেশের যখন এইরূপ দুরবস্থা তখনই কোম্পানি ভারত সাম্রাজ্যের মালিক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া সমাজ শাসন পর্য্যন্ত আইন দ্বারা করিতে আরম্ভ করেন। দেশে সর্ব্বত্রই ঠগী ডাকাতি, মারামারি, কাটাকাটি ও বিবাদ, উহাতে কাহারও হাতে অর্থ ছিল না। ডাকাতেরা ধনরত্ন অপহরণ করিত উহা নয়, সুন্দরী স্ত্রী ও শক্তি সামর্থ্যবান যুবককেও লইয়া যাইত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনান্ট ব্রাউন সাহেব জব্বলপুরে বিদ্যালয় খুলিয়া স্বাধীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পথাবলম্বন করিবার উপায় করেন। চোর ডাকাতের সন্তান সন্ততিকে বলপ্রয়োগ করিয়া ঐরূপ শিক্ষা যাহাতে করে উহার ব্যবস্থা করেন। ইহা নিশ্চয়ই কোম্পানির রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষা দীক্ষায় ও ধূর্ত্ত কৌশলে এদেশের সকল লোকই কোম্পানির কর্ম্ম করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। কোম্পানির গোলাম ও গোলামি করা উহাতেই এদেশের লোকের লক্ষ্য বা ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে। পৈত্রিক জাতিগত পেশা ও শিক্ষা উহাতেই লোপ হইতে থাকে। সেকালে এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতি ও পাশ্চাত্য প্রথার শিক্ষালয় ছিল না সত্য কিন্তু সেকালের রেকর্ডে দেখা যায় যে, একজন মুসলমান মাসে এগারজন লোকের ও আর একজন পাঁচজনের ছানি কাটিয়া আরোগ্য করিয়াছে। নাপিতেরা তাহাদের ক্ষুর নরুণ দিয়া বড় বড় ফোঁড়া অবলীলাক্রমে কাটিয়া ভাল করিত। কিন্তু কলিকাতায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ায় তাহাদের সেই সকল কার্য্য করিবার পথ রোধ হয়।

অপূর্ব্ব গুরুভক্তি: কলিকাতার কুমারটুলীর অভয়চরণ মিত্র মহাশয় অপূর্ব্ব গুরুভক্তির উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। (ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দু মাইথলজি দ্বিতীয় ভাগ, ৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে) ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুরু হরি তর্কভূষণকে মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। শিষ্য উক্ত মিত্র মহাশয় দেখা করিতে গেলে গুরু তাঁহার নিকট লক্ষ টাকা চান। শেষে মিত্র মহাশয় নগদ ১০০০০৲ টাকা ও বিশ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমিদান করেন। পরদিবস তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইল কিন্তু উহাতে কলিকাতার হিন্দু সমাজ গুরুর ঐ ঘটনা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করে নাই। কিছু দিন পরে মথুরায় অভয় চরণের মৃত্যু হয় ও তাঁহার স্ত্রী সেই সংবাদ পাইয়া স্বামীর খড়ম ও ছড়ি লইয়া সহমৃতা হন।

মতিলাল শীলের বদান্যতা:—'পূর্ণ চন্দ্রোদয়' নামে একখানি দেশীয় সংবাদপত্রে বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের অপূর্ব্ব বদান্যতার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের মহৎ দানের কথা আমরা বহুবার প্রকাশ করিয়াছি, আমরা তাঁহার বদান্যতার আর একটী দৃষ্টান্তের কথা অদ্য উল্লেখ করিতেছি। জগমোহন ঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণ মতিবাবুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অর্থের অস্বচ্ছলতা বশতঃ জগমোহন ঠাকুর নিজের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া মতিবাবুর নিকট হইতে ৩।৪ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই, কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণ পীড়িত হয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ যখন বুঝিতে পারিল তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে গঙ্গা যাত্রা করাইল। মতি বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গায় যাইবার রাস্তা, ব্রাহ্মণের তখনও জ্ঞান ছিল এবং চীৎকার করিয়া তথায় খাটিয়া নামাইতে বলিলেন এবং মতিবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মতিবাবু তাঁহার নিকট আগমন করিলে ব্রাহ্মণ মতিবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

বলিলেন "আমি ঋণে আবদ্ধ, সুতরাং শান্তিতে মরিতে পারিতেছিনা"। মতিবাবু ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া বাড়ী বন্ধকীয় দলিল পত্র ফেরত দিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার ঋণ হইতে মুক্ত করিলেন এবং উপরন্তু শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি আরও কিছু টাকা তাঁহার বন্ধুগণের হস্তে দিলেন। (দি বেঙ্গল হরকরু, বৃহস্পতিবার, ৬ই এপ্রিল, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ।)

কলিকাতার আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট রাস্তা গবর্ণর জেনারেলের স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহারই সময়ে বর্মার অধিপতি গবর্ণর জেনারেলকে তাঁহার রাজ্যে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য সুবর্ণ শৃঙ্খল পাঠাইয়া ছিলেন এবং যুদ্ধে আসাম, আরাকান ও টেনাসারম তিনটি প্রদেশ ত্যাগ ও যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক কোটি টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হইয়াছিল। বর্মার যুদ্ধোপলক্ষে সমুদ্র পার হইয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার আপত্তি করিয়া বারাকপুরের সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়। পরে প্রধান সেনাপতি পেজেট সাহেব কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজ সৈন্য লইয়া গিয়া উহা দমন করেন। আমর্হাষ্ট আরাকানের অর্‌ল হইলেন। মগের উৎপাত শেষ হইল। তাঁহারই আমলে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কলিকাতায় এক শিক্ষা সভা নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে গবর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস সিমলা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাঁহারই শাসনকালে কাঠিওয়াড় প্রদেশে মোরভি গ্রামে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ **দয়ানন্দ সরস্বতীর** জন্ম হয়। তিনিই ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের ভাষ্য ও সত্যার্থ প্রকাশ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ক্তৃতায় পণ্ডিতমণ্ডলী বিচলিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ধর্ম্ম প্রচারকগণের কথা "ক্র" ক্রোড় পত্রে দেওয়া হইল। তাঁহারই সময়ে পার্শি পুরোহিত বংশে ভারতের প্রথম ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য **দাদাভাই নরোজী** ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পুনা হইতে পেশোয়া বাজীরাও কানপুরের নিকট বিঠুরে নির্ [illegible] ছিল। তাঁহাদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায়। পুনা নগ[illegible] [illegible]২১ খৃষ্টাব্দে বাপুদেব শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন। তিনি বেনারসের সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও সূর্য্য সিদ্ধান্তের বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার ও উপাধি লাভ করেন। তিনি বিলাতের ও কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদে মনোনীত হন। বেনারসের মান মন্দিরের মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ২৪এ জুন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা ৺নীলমণি মল্লিকের কীর্ত্তি কলিকাতায় অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে চিড়িয়াখানা, কাঙালী ভোজন ও পাশ্চাত্য কলা বিদ্যার ছবি পুতুলাদিতে শিল্পাদির যাদুঘর করিয়াছেন। উহাতে কলিকাতার মধ্যে তাঁহার বাড়ী ও বাগান দেখিবার বস্তু হইয়াছে। তিনি ইউরোপে, ও আলিপুরের চিড়িয়াখানায় অনেক দামী পশু ও পক্ষী উপহার দিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথের ভক্ত, উহার গান বাঁধিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর ছবি বিলাতী বাৎসরিক খৃষ্টের উৎসবের পত্রে ছাপা হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮—১৮৩৫)।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন প্রণালীর ভাব ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আইনে পরিবর্ত্তন হয় দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সভার প্রাচীন সভ্যই তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও বাঙ্গালার তত্ত্বাবধান উক্ত প্রাচীন গবর্ণর জেনারেলের সভ্য ডেপুটি গবর্ণর স্বরূপ আয় ব্যয় ভিন্ন বাঙ্গালার সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। উহাতে ডেপুটি গবর্ণরদের মধ্যে সৈন্য বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী থাকায় দেওয়ানী শাসন কার্য্যের অভিজ্ঞতা অভাবে কার্য্যের অসুবিধা হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ প্রদানকালে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইবার কথা হয়। উহা লর্ড ডালহৌসীর অনুরোধে হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা করা উঠিয়া গিয়া কেবল রাজত্ব শাসন করিবার কার্য্যারম্ভ পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। সেইখানেই লঙ্কাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। সেই লঙ্কাকাণ্ডেই ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত করে। লর্ড ক্যানিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শাসন শেষ করিয়া বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব আরম্ভ করেন। ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। উহা লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া যুগ সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কলিকাতায় ইউরোপবাসি বণিকগণের ব্যবসা ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভার আইন অনুযায়ী বিশাল ভারতবর্ষের সহিত রাজত্ব শাসন আরম্ভ হয়। কলিকাতা ব্যবসা ও রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় উহার নাম ও গৌরব বিস্তারিত হইয়া পড়ে। সমগ্র বিটিশ কেন বিদেশী যাবতীয় বণিকগণের অবাধ ব্যবসা করিবার স্বত্বদান ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে হয় সুতরাং উহা যুগ পরিবর্ত্তনের কথা। একদিন ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইউরোপবাসি বণিকগণ অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসার কুঠি করিবার জন্য কত উপঢৌকন, পাইয়াছিল, কি যুদ্ধ বিবাদই না করিয়াছিল কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে সে সকল শেষ হইয়া গেল। বিদেশী বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবাসীর আর্য্য গৌরব ও মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতকগুলি অশাস্ত্রীয় প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। উহা নূতন যুগের কথা। সেইজন্যই কি কলিকাতায় কসাইটোলা রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লর্ড বেণ্টিঙ্কের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে! লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কই সহমরণ প্রথা রহিত করিয়া যেন কসাই বৃত্তি রহিত করেন। কোম্পানীর সরকারী দপ্তরে চাকরী লাভ করিতে হইলে আবেদনকারী সতীদাহ নিবারণ আইনের পোষকতা করিয়াছে বলিলেই হইত। সেকালে হিন্দু সমাজে যে গৃহস্থ পরিবারে সহমরণাদি কার্য্য হইয়াছিল তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বিলক্ষণ ছিল ও বিবাহাদি কার্য্যে সুবিধা হইত। বাঙ্গালীর মধ্যে রামদুলাল ঘোষ ফরাসডাঙ্গা হইতে কলিকাতায় আসেন। তিনি দর্জ্জিহাটায় ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহারই বাগান ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর খরিদ করিয়া "বেলগাছিয়া ভিলা" প্রস্তুত করেন। রামদুলাল ঘোষের পুত্র কালীচরণ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ও পর্ত্তগীজ বণিকগণের এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামধন ঘোষ বিহারে সর্ব্বপ্রথমে নীল

কুঠী খুলিয়াছিলেন। যখন কলিকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ইংরাজী খানার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তখন সিমলার চুনীলাল বসুর মতন হিন্দু ধার্ম্মিক বৈষ্ণবও ছিলেন। উক্ত চুনীলাল বিখ্যাত রামদুলাল দের বাড়ীতে চাকরী করিতেন কিন্তু জলগ্রহণ করিতেন না।

লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক ইতিপূর্ব্বে ১৮০৩।১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভিলোরের বিদ্রোহ তাঁহার ও তদানীন্তন সেখানকার প্রধান সেনাপতির পদচ্যুতির কারণ হইয়াছিল। তিনি এতদ্দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীন উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের মতানুসারে কোম্পানীর ব্যয় হ্রাস করিয়া আয় বৃদ্ধির জন্য দুইটী সভা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া দেড় কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি করেন। যে সকল জমি নিষ্কর বলিয়া খাজনা আদায় হইত না, উহার সত্ত্বাদি বিচার করিয়া করাদায় দ্বারা আয় বৃদ্ধি করেন। মালবের আফিমের উপর করাদায় করেন। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণ যুদ্ধাদিতে অর্থ নষ্ট করিয়া কোম্পানীর কোষাগার শূন্য করিয়াছিলেন, উহা তিনিই পূর্ণ করেন। তিনি মহীশূর ও কুর্গের রাজাদিগকে বৃত্তিভোগী করিয়া তাঁহাদের রাজ্যশাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে তিতুমিঞার সামান্য বিদ্রোহ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। তিনি ঠগী দস্যু দমন ও শাসন প্রণালীর সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি কয়েকটী জেলাকে এক একজন কমিশনারের কর্ত্তৃত্বাধীন করেন ও জেলা কালেক্টারেরা সেই সেই কমিশনারের অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি প্রভিন্সিয়াল আদালত উঠাইয়া দেন এবং ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য এ দেশের লোককে ডেপুটী কলেক্টার ও ৬০০৲ টাকা বেতনে সদর আমিন নূতন পদের সৃষ্টি করেন। এলাহাবাদে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্বতন্ত্র আদালত ও বোর্ড অব রেভেনিউ স্থাপিত করেন। কলিকাতায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ জন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল তেমন রাজপুত জাতির কন্যা হত্যা প্রথা বা উড়িষ্যার নরবলি দান রহিত করা হয় নাই। তিনি ঠগী দস্যু নিবারণের জন্য কর্ণেল শ্লীম্যান সাহেবের অধীনে একটী স্বতন্ত্র শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে ১৮৩০—৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় দুই হাজার ঠগী ধৃত ও বিনিষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ফৌজদারী আইন তাঁহার সময়ে মেকলে সাহেব করিয়াছিলেন। তিনিই পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রচলন করেন। মেকলে সাহেব সেই শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। মেকলে সাহেবও পরের মুখে ঝাল খাইয়া কুসংস্কারগ্রস্ত হন এবং বাঙ্গালী চরিত্রের উপর অযথা গালিবর্ষণ করেন কিন্তু তাঁহার বিদায় অভিনন্দনকালে বাঙ্গালীরা কোনরূপ প্রতিহিংসা গ্রহণ করে নাই বলিয়াই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, বোধ হয়, বলিয়াছিলেন যে, নন্দকুমারের ফাঁসি আইন বেষ্টিত হত্যা। তিনি চৌরঙ্গীতে পুরাতন বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ীতে থাকিতেন।

তাঁহারই সময়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারা পুনবন্দোবস্ত নিম্ন লিখিত সর্ত্তে মঞ্জুর করেন। উহার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয়গুলি উল্লেখ করা গেল :—

(১) ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা শেষ হইল।

(২) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল এতদ্দেশীয় ইংরাজাধিকারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইনাদি করিবার ক্ষমতা লাভ করিল।

(৩) সেই গবর্ণর জেনারেলের সভায় প্রধান সেনাপতি ভিন্ন অন্য চারজন সভ্য মনোনীত হইবে।

(৪) ব্যবস্থাপক সভার সহকারিতার নিমিত্ত আইন সভা হইবে। (৫) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি লইয়া একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট হইবে এবং উহার প্রথম গবর্ণর স্যার চার্লস মেটকাফ্ মনোনীত হন। (৬) ইউরোপবাসিগণ এদেশের জমি ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করে। (৭) যোগ্যতানুসারে কোম্পানীর অধীনে যে কোন রাজকীয় কর্ম্মে সকলকে সমানাধিকার দান করা হয় এবং তৎ সম্বন্ধে জাতি বা ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না বা তজ্জন্য কোন পদ প্রাপ্তির কোনরূপ বাধা হইবে না।

পরিবর্ত্তন :—দিল্লীর সম্রাট হইতে নবাব, উজীর, পেশোয়া রাজা, মহারাজা, সকলেই ইংরাজ কোম্পানীর মাসহারায় সন্তুষ্ট ছিল এবং কোম্পানীর গবর্ণরাদি তাঁহাদিগকে ক্রমে দুধের মাছির ন্যায় তুলিয়া ফেলিয়া সর ও দুধ ভক্ষণ করিতেছিল। দেশের লোক স্বদেশবাসীর শত্রু হইয়াছিল। তখন এদেশের রাজা, মহারাজা ও নবাব বাদশারা এদেশের লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার করে না ও তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে না; ইংরাজেরা তাঁহাদের অপেক্ষা বীর ও সহানুভূতিসম্পন্ন, ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সকল লোককে বাধ্য করিয়া ও যাহাতে তাঁহাদিগকে ভাল বলে সেই চাতুরী ও কৌশলে রাজ্য লাভ করিতেছিল। ইহাতেই বিনা অর্থব্যয়ে, যুদ্ধে লোকক্ষয় না করিয়া ইংরাজ কোম্পানী পরস্পরের বিবাদের মধ্যে এক পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। সেই চালবাজীর উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতার বত্রিশ সিংহাসনে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ভাবে রাজত্বারম্ভ করেন। ইংরাজ জাতির সঙ্গে একত্র সহবাস ও রাজত্বে দেশের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, ইহা নব্য সম্প্রদায়ের ধারণা হইতেছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেলের খৃষ্টানগণের গির্জ্জাদি প্রস্তুত ও সংস্কারের নিমিত্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। ধর্ম্মের সঙ্গে রাজত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহা তখনকার বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তারা বুঝিয়াছিল। কোম্পানির ব্যবসা ইংরাজজাতি আরম্ভ করে, কোম্পানি রাজত্ব শাসনের ভার পাইল।

খৃষ্টান ধর্ম্ম :—দেশের রাজা, মহারাজা ও জমিদার যদি দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য লক্ষ্য করিত তবে কি হিন্দুজাতির দুর্দ্দশা হইত, না রাজত্ব যাইত? ধর্ম্মের সহিত রাজত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। খৃষ্টানজাতি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য কত অর্থ ব্যয় ও লোকক্ষয় করিয়াছে। কোম্পানীর ব্যবসা করিতে গিয়া, রাজত্ব লাভ হইলেও উহার সঙ্গে যে, তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কথা ছিল না, একথা বলা যায় না। কারণ কোম্পানীকে ইজারা দান কালে পাদরী মহাপ্রভুদের মাসহারা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এদেশে বিলাতী পাদ্রীগণের জন্য বার্ষিক ৯৬০,০০০৲ নয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইত, কোম্পানীকে উহা তাহাদের লাভের অংশ হইতে ব্যয় করিতে হইত। আবার বিলাতের তদন্তসভা সার জন শোরকে (লর্ড টেন-মাউথকে) জিজ্ঞাসা করেন যে, **যদি বল প্রয়োগ করিয়া ভারতবাসীকে খৃষ্টান করা যায়,** উহাতে কি কোন ভয়ের কারণ আছে?

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে লাটপত্নী লেডি বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং কলিকাতার ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে সেণ্ট টমাসের গির্জ্জার ভিতপত্তন করেন ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাদ্রী উইলসন সাহেব উহা উৎসর্গীকৃত করেন। ইনিই শ্বেতদ্বিপী ব্রাহ্মণ বলিয়া এদেশে সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া প্রাণ উৎসর্গ করেন। কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইল। পাদ্রী মহাপ্রভুদের সঙ্গে সেকালের গবর্ণর জেনারেলগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। লাট আমহার্ষ্ট পত্নী স্বামীকে বলেন যে, আইন করিয়া নিঃসন্তান সহমৃতার ধন সম্পত্তি কোম্পানী গ্রহণ করুন, আর যে বংশে সহমরণ হইয়াছে তাহাদিগকে কোম্পানীর চাকরী দেওয়া হইবে না। বিদ্যালয়ে খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ্যভাবে পড়ান হইত।

হিন্দু কলেজে মাহিনা লইবার ব্যবস্থা হওয়ায় পাদ্রী শিক্ষা পরিষদের উন্নতি ও জমকাইয়া যায়। বাইবেল সভার সেক্রেটারী মিঃ জে, এইচ হ্যারিংটন সাহেব হিন্দু কলেজের সভ্য এবং বিদ্যালয়ের বই নির্দ্ধারণ সভার সভাপতি ছিলেন। কেরি সাহেবকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, অমন করিয়া খোলাখুলিভাবে খৃষ্টানি শিক্ষা দিলে সকল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, উহা লসিংটন সাহেবের পুস্তকে উক্ত হইয়াছে। কলিকাতায় অন্যান্য বিদ্যালয় হইয়াছিল, মিরাটের বিদ্যালয়ে ছেলেরা পড়িতে যাইত না। সে কালের হিন্দুস্থানীরা এই বলিয়া দুঃখ করিত :—

"বেদ মন্থ স্মৃতি পড়ে নকৈ, এ, বি, সি, পর ধ্যান লাগা,
কলিকাল করাল আয়নকো দিন্‌মে, হোটেলমে মাস খান লাগা।
আর্য্য সনাতন ধর্ম্মকো ছোড়কে, গির্জ্জা ঘরমে নর জাম লাগা,
সাবস্ ইংরাজ রাজকো সবকোই খৃষ্টান হোন লাগা"।

হিন্দুদের মধ্যে যে কিছু নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার ছিল তাহার জন্য তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক ও ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণ দায়ী। সাধারণের ব্যক্তিগত হিসাবে কোনরূপ দোষ ছিল না। ইংরাজি শিক্ষা ও আইনাদিতে তাহাদের সে দোষ যে শীঘ্রই যাইবে তাহার অঙ্কুরোদ্গম দেখা গিয়াছিল। ভারতের নানা স্থানে সতী মন্দির ও কলিকাতা মিউজিয়মে সতী প্রস্তরাদি নানা স্মৃতি বর্ত্তমান আছে।

কলিকাতায় পাদরী রাজার (Lord Bishop) বাসগৃহ হইয়াছিল। তিনি লাট সভার সভ্য না হইলেও লাট সাহেবের সহিত দেখ শুনা আহার বিহার ও মন্ত্রণাদি করিতেন। তিনি হিন্দুজাতির ধর্ম্মযাজক পরমহংস ছিলেন না। তিনি সামাজিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিতেন এবং আহার বিহারে সংযম রক্ষা করিতেন না। লাট মিণ্টো পাদরীদের খরচাদি কোম্পানির আয় হইতে ব্যয় করার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা এদেশের খৃষ্টান জাতির স্বভাব চরিত্রাদির উন্নতি যতদূর করিতে পারুন, আর নাই পারুন হিন্দুর উপর তাঁহাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানেরা যাহাতে তাহাদের পিতামাতার ধর্ম্মকর্ম্মাদি ও আচার ব্যবহারাদির উপর সর্ব্বতোভাবে অনাস্থা সম্পন্ন হয়, সে কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। উহার আভাস সেকালের ছড়ায় বর্ত্তমান :—

"গুরু মশায়ের মার ধোর, ঘুচে গেল তাঁর জারি জুরি,
ডক্‌. কেরী আদি মিশনারি, পড়ায় সবার স্কুল করি।
গঙ্গার জলে যে বিষ্ঠা ভাসে, বন্ধ হলো নাওয়া খাওয়া,
লালদিঘীর জল হলো চল, পয়সা দিয়ে জল খাওয়া।
আসন পেতে বসলো খেতে, তোলে ধূয়া পড়ে ধূলা পাতে,
টেবিল চেয়ার ছেড়ে ভাই, ছেলেরা আর চায়না খেতে।
বিলাতি খানা খায় যে তারা, কাঁটা চাম্‌চের সঙ্গে গেলে,
মুরগী ভেড়ার মাংস খেয়ে ব্রাণ্ডি হুইস্কি খেতে শিখলে।
শুকনো ডাবা গঙ্গায় দিয়ে, নর্দ্দমায় যায় গড়াগড়ি,
বেনিয়ান বাবু পাল্কী ছাড়ি, রাস্তায় বেড়ান বগী করি।

যা পারেন নাই ব্যাস মনু সতীর মরণ আইনে গেল,
মাছের মায়ের পুত্র শোকে, 'সতীধর্ম্ম' তাই চলে গেল।
গঙ্গাস্নান আর পাঁতি লেখা, টোলের ভিতর ছেলে পড়ানো,
বেদাদির সূক্ষ্ম মর্ম্ম ভুলে, জারি জুরি আর চলবে না।
মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণ, আর্য্য ঋষিরা লেখেন নাই,
সূক্ষ্ম ধর্ম্ম শাস্ত্র চূড়ামণি, জাহির করে সিদ্ধান্ত এই।
হিন্দুর আর্জ্জি বিলাতে গেলে সকল চেষ্টা বিফল হলো,
দিল্লীর বাদশা আর্জ্জি দিয়ে সেই সঙ্গে বিলাতে পাঠালো।
কোম্পানী হলো দেশের রাজা দিল্লী বাদশার দাসখতে,
ধর্ম্মযাজক রাম যে রাজা, ধর্ম্ম শেখায় সে নানামতে।
তাঁর কেরামতি সিদ্ধ হলো, মাসহারা শুধু বেড়ে গেল,
সতীর শাপে ম্লেচ্ছের দেশে রাম রাজা বাক্স পচে মলো।"

বিলাত হইতে পাদরী ডফ্ সাহেব ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ৭টী ছাত্র লইয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অল্প দিনের মধ্যে বিনা বেতনে ৮২০০ শত ছাত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে ম্যাকে, ইয়ার্ট, ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ চরিত্রবান পাদরীরা শিক্ষকতা করিত। হিন্দু স্কুলে বেতনের ব্যবস্থা হওয়ায় পাদরীদের স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিয়া খ্রীষ্টানি আচার ব্যবহার ও আহার বিহারের পক্ষপাতী হওয়ায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে ৺গৌরমোহন আঢ্য মানিক বোসের ঘাটের নিকট বেঁশো হাটায় এক বিদ্যালয় খোলেন। উহাতেই কলিকাতাব বণিয়াদি হিন্দু বালকেরা শিক্ষা লাভ করিত। আঢ্য মহাশয় হিন্দু সমাজ রক্ষা করিবার জন্য উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ব্যবসাদার সুবর্ণ বণিক গৌরমোহন আঢ্য হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় করিয়াছিলেন — উহার নাম হিন্দু কলেজ ছিল না, উহার নাম রাখিয়াছিলেন Oriental Seminary (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী)। হিন্দু কলেজ নাম মাত্রই সার, কাজে নামের বিপক্ষে ছাত্রগণ সাক্ষ্যদান করিয়াছিল। দেশের লোকের দুঃখ দারিদ্র্যে খ্রীষ্টান পাদরী মহাপ্রভুরা এ দেশবাসীকে ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া আপনাদের কর্ম্মের ও কোম্পানীর অর্থ ব্যয়ের উপকারিতা প্রমাণ করিতেছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ জন, ১৮১২ খ্রী: ১৬১; ১৮২২ খ্রী: ৪০৩ ও ১৮৩২ খ্রী: ৬৭৫ জন লোককে খ্রীষ্টান করিয়াছিল।

সতীদাহ:—সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে যে, হিন্দুরা দরখাস্ত করিয়াছিল উহার উত্তর 'গ' ক্রোড় পত্রে দেওয়া গেল। বিলাতে আর্জ্জি পাঠানোর ধূমে বাদশা, নবাব ও রাজারা ফতুর হইয়াছিল এবং রামমোহন ও দ্বারকানাথ উহাদের পাণ্ডাগিরি করিয়া বিলাতে নাম জাহির করিয়াছিল। রামমোহন রায় একজন শক্তিশালী পুরুষ ও বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া বিলাতের মন্ত্রী সভায় এদেশ বাসীর পক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন ও দিল্লীর সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি তিন লক্ষ টাকা বাড়াইয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম মণ্ডলীতে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের ও আন্দোলনের যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি সেতারার রাজা প্রতাপ সিংহের পক্ষে তাঁহার আর্জ্জি লইয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই

জানুয়ারী তারিখে বিলাত গিয়াছিলেন। উভয়েরই বিলাতে মৃত্যু হওয়ায় বিলাত ও সমুদ্র যাত্রার প্রতি হিন্দু জাতির যে কুসংস্কার ছিল, উহা দূরীভূত হয়।

কোম্পানির আমলে কলিকাতায় সতীদাহ আন্দোলন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য একযোগে অর্থব্যয় ও প্রাণপণে কার্য্য করিবার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা যায়। উহাতে বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার চিহ্ন পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। বহু বৎসর তাঁহারা মুসলমান রাজত্বাধিকারে থাকিলেও উহাতে তাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। সতীত্ব আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা—হিন্দুজাতির আদর্শ সতী পতির স্কন্ধে বর্ত্তমান মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞে তাঁহার নিন্দা শুনিয়া পত্নীর দেহত্যাগ শুনিয়া তাঁহার মৃতদেহ তিনি স্কন্ধে বহন করেন আর বিষ্ণু সেই পবিত্র দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভারতবর্ষে একান্নপীঠে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। রামায়ণে সীতা অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষা দিয়াছিলেন আর হর্ষ চরিতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মাতা তাঁহার পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই চিতারোহণ করেন। চিতোরের পদ্মিনী আপনার দেহ ভস্ম করিয়া শত্রু আলাউদ্দিন খিলজির মুখে চুনকালি দিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাণী ভবানীর কন্যাও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় লর্ড ক্লাইভ ও রাজা নবকৃষ্ণ সেকালে একটী বাঙ্গালা হিন্দু রমণীকে তাঁহার পতির সহিত সহমৃতা হইতেন দেন নাই। বহু অর্থ ও প্রলোভন দ্বারা তাঁহার সেই সংকল্প ব্যর্থ হইল না, তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন। মারকুউস অফ্ ওয়েলসলী লাট মিণ্টো বিচারপতিগণের অভিমতানুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া নারীরা স্বইচ্ছায় সংমৃতা হইতেছে কিনা এবং যদি শেষ মুহূর্ত্তে উহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায় উহার যথারীতি সুযোগ ও চেষ্টা করিতে কোনরূপ ত্রুটী যেন করা না হয় তজ্জন্য এক ইস্তাহার জারি করা হয়।

২৮শে মার্চ্চ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার জনৈক বিখ্যাত সভ্য সতীদাহের লোমহর্ষণ ঘটনা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দেন। কোলম্যান সাহেব স্বামীর চিতা ত্যাগী সতীকে হিন্দু সমাজ গ্রহণ না করায় ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় বলেন। বিবি পার্কার ৭ই নবেম্বর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট এক রমণীকে এক বীভৎস ঘটনা হইতে উদ্ধার করেন ও বলেন এই সকল আন্দোলনের সঙ্গে ত্রিবেণীর ঘাটের উত্তর দিকের এক শ্মশানে রাত্রে লোকে এই চীৎকার শুনিত যে, 'পুড়ে মলেম পতি পেলাম না বাপ'। এই কথা যখন প্রচার হইয়া পড়ে, তখন ভয়ে কেহ উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সাহসী হয় নাই। বিলাতে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক স্বচক্ষে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন দেখিয়া উহার প্রতিবিধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়া এদেশের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া আসেন। আর এদেশের সকল লোকের মনে ভূতের কথা শ্মশানের চীৎকার আঁতে ঘা দিতে থাকে **"পুড়ে মলেম পতি পেলাম না বাপ"**।

সেকালের লোকের মনের ভাব সংবাদপত্রাপেক্ষা ছড়ায় লোকের চোখ কান ফোটাইয়া দিত ও যাহাতে কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম না করে, উহা ছড়ার কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করাইত। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর গৌরব কিন্তু তাঁহার সে সময়ে লোকে তাঁহাকে সেরূপ মান্য করিতে ও সমাদর দিতে পারে নাই। সংস্কারক মাত্রেরই ভাগ্যে সেই কথা ও দুর্দ্দশা। কলিকাতায় তাঁহার বিরুদ্ধে সকলেই খড়্গহস্ত ছিলেন। সেকালের লোকেদের সকলেরই বিশ্বাস যে তিনিই বিলাতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকে বুঝাইয়া সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতায় বিলাতে বাঙ্গালীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিদ্বান লোক যে প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী প্রমাণ প্রয়োগাদি

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, উহা তদুপযোগী প্রত্যুত্তর দাতার অভাবে যে কলিকাতা সভার আজ্ঞি কার্য্যকরী হইবে না, একথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। সেকালে কলিকাতায় যাঁহারা সহমরণ প্রথার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা যে ঐ প্রথার পক্ষপাতী, ইহা ধারণা করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁহারা বিধর্ম্মী দেশের ধর্ম্মকর্ম্মের উপর সমাজ বন্ধনের শৃঙ্খল বিবাহাদির সম্বন্ধে আইনাদি দ্বারা হস্তক্ষেপ করেন ইহা আদৌ সমীচীন মনে করেন নাই। সেকালের ছেলেরা মেজর ডি, এল, রিচার্ডসন ও ডিরো-জিয়োওর ভক্ত ছিল। প্রসিদ্ধ সেক্ষপীয়রের মেজর শিক্ষক ও কবি আর ডিরোজিও ফিরিঙ্গি কবি। ইঁহাদের কাহারও স্বভাব চরিত্র কলঙ্কহীন ছিল না। তাঁহারা সমাজ সম্বন্ধে ছাত্রগণের সহিত সদালাপ ও কবিতা লিখিতেন। ১৬ই নবেম্বর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল হরকরা কাগজে সতীদাহ সম্বন্ধে যে কবিতা বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন, উহার বাঙ্গালা অনুবাদ সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"স্নেহাবিষ্ট যাহা ইষ্ট ছিল অন্তকালে, তাহা স্পষ্ট করে সতী বান্ধব সকলে;
বিদায় সময়ে হাসি অমল বদনে, ঐ দেখ দৃষ্ট হায়! আসন্ন মরণে!
নির্ভয়রূপেতে সতী সুস্থির অন্তরে, পার্থিব পতির চিতা আরোহণ করে
বুঝি ব্রাহ্মণের কৃত যত ছল বল, তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল সকল।
ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণ দেখ বিদ্যমান, স্বহস্তে জলন্ত অগ্নি করয়ে প্রদান।
সশব্দ অনল সেই আর তার ধূম, সমল গগনে করে একি দেখি ধূম।
অমায়িক নৃমণ্ডলী মনের প্রয়াসে, দাহকার্য্যে সাহায্য করয়ে অনায়াসে
দহন বর্দ্ধন ঘৃত তদুপরি ঢালে, পরন্তু অসহ্য শব্দ করে ঢাক ঢোলে
পুরোহিত উচ্চৈস্বরে মন্ত্র তন্ত্র পড়ে, ইহাতে সতীর কথা শ্রবণে কি পড়ে
অবশেষে চারিদিকে হয় যষ্টি বৃষ্টি, অপরূপ যে রূপান সেহি হয় দৃষ্টি।"

পূর্ব্বোক্ত বিবরণের মধ্যে কবির যে কারিকরি নাই সে কথা বলা অনাবশ্যক। ধর্ম্মসভা ভগবানের যে সতীদাহ সম্বন্ধে অনভিমত ছিল ইহাও শেষে বুঝিতে পারিয়াছিল। যিনি তাঁহাদের দরখাস্ত লইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন তিনি জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসেন। তখন লোকের বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা কখনই হিন্দু ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আইন দ্বারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণর জেনারেলের উপর যেমন অভিমান, তাঁহাদের তেমনি অবিশ্বাস যে পাছে তিনি তাহাদের দরখাস্ত বিলাতে পাঠাইয়া না দেন, সেইজন্যই উহা লোক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসভাঃ—কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ধর্ম্মসভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। গবর্ণর জেনারেল সতীদাহ নিবারণ আইন জারি মনস্থ করিলে উহা যাহাতে না হয়, সেই সম্বন্ধে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। সেই সভার সম্পাদক সম্পাদক ছিলেন ৺ভবানীচরণ, বন্দ্যোপাধ্যায় আর কলিকাতার যাবতীয় ধনী জমিদার, বনিয়াদি বড় মানুষ ও অধ্যাপক সকলেই উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উহাতে নদীয়ার মহারাজ গিরীশচন্দ্র, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা, আদালতের বিখ্যাত জজ পণ্ডিতেরা তখন যোগদান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। মুর্শিদাবাদের মহারাজ বোনারারি গোবিন্দ খড়দহের শিবালয় প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ কলিকাতার বাহিরের লোকেরা টালার প্রাণনাথ চৌধুরীর বাড়ীর সভায় সমবেত হইতেন। শোভাবাজার, পোস্তার ও আন্দুলের রাজবংশধরেরাও সেই সকল সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিতেন। কলিকাতার মল্লিকবংশের ৺রামগোপাল ও বৈষ্ণব দাস উঁহাদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাধাকান্ত, গোপীমোহন, কালীকৃষ্ণ,

শিবকৃষ্ণ, পোস্তার রাজা নরসিংহ, আন্দুলের গোকুলনাথ, পাথুরিয়াঘাটার শিবনারায়ণ ঘোষ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সতীদাহ নিবারণের সময় যেরূপ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সকল জাতি একযোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কোম্পানীর রাজত্বে পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ আন্দোলন হয় নাই। কলিকাতাই হিন্দুধর্ম্মাদি রক্ষা করিবার কেন্দ্র হইয়াছিল; উহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। উহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা যে কেবল কোম্পানীর রাজধানী উহা নয়, ঐ স্থানবাসীরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন; কিন্তু কতিপয় লোক ইংরাজ কোম্পানীর তোষামোদ করিয়া ইংরাজজাতির ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী হইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। রাজা রামমোহন রায় সেইজন্য বিলাতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সতীদাহ নিবারণ করার সম্বন্ধে তিনি ও তাঁহার দল হিন্দুজাতির বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়েন ও হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই কলিকাতায় ধর্ম্ম লইয়া মারামারি ও দলাদলি আরম্ভ হয়। পাড়াগাঁয়ের গোঁড়ামি ও দলাদলি কলিকাতায় তখনই দেখা দিয়াছিল।

যাহা হউক, কালের স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন, উহার বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত একটী রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বহির্গত হয়, তদ্রূপ রাজা রামমোহন রায়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার করিয়াছিলেন। কলিকাতায় খৃষ্টানি শিক্ষালয় দ্বারা ছেলেরা যে খৃষ্টান হইতেছিল, উহা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাঁহাদের শিক্ষালয় দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ক্ষণজন্মা স্বাধীন পুরুষ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রথমে তাঁহার উপর কলিকাতার নিন্দাকারী মহাপ্রভুরা খড়্গহস্ত হইয়াছিল। শেষে তাঁহার বিলাতে অবস্থিতি ও বক্তৃতায় তিনি যে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ইহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি তাঁহাদের মতই একেশ্বরবাদী ও হিন্দুধর্ম্মের নানা দেবদেবীর পূজার বিরোধী ছিলেন। এদেশে স্বার্থপরতা পূর্ণমাত্রায় বিদেশী বণিকের সহিত বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতেই দেখা দিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সময় বৈষ্ণব গ্রন্থে তান্ত্রিকতায় অনাচারাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা দেশে প্রেম প্রবাহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ ভক্তের হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন কিন্তু উহার সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধ অতি অল্প ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মে উহার প্রথম চেষ্টা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ ক্রোড়পত্রে আছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে "হিউ লিণ্ডসে" জাহাজের বোম্বে হইতে সুয়েজ কেনাল ভ্রমণ করিতে, প্রথমবারে একমাস, দ্বিতীয়বারে ২২ দিন লাগিয়াছিল। বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিতে পূর্ব্বে যে কয়মাস লাগিত তখনকার দিনে তত সপ্তাহও লাগিত না, ইহা ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব তাঁহার Indian Empire পুস্তকে লিখিয়াছেন। *

গবর্ণর জেনারেল বিলাতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাঁহার প্রাসাদে এক সভায় কলিকাতা ষ্টীম ফণ্ড খুলিয়া বলেন যে, যদি কোন কোম্পানী বা লোক ভারতবর্ষ ও বিলাতের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তবে গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি ঐ ফণ্ডে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত আছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" ঐ ফণ্ডের নিম্নলিখিত চাঁদা আয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

---

* Martin's Indian Empire, P. 430.

কলিকাতা ষ্টীম ফণ্ড।

চাঁদা দাতার নাম	পরিমাণ	আদায়ের তারিখ
(১) গোয়ালিয়রের মহারাজা	১০০০০৲ টাকা	২৫শে আগষ্ট ১৮৩৩ খৃঃ
(২) মহারাণী কমলকুমারী ও তাঁহার পুত্র মহারাজ কুমার মহতাপচাঁদ বাহাদুর	৫০০০৲ টাকা	২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ ঐ
(৩) মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ	৫০০০৲ টাকা	৪ঠা ঐ ঐ
(৪) মহারাজাধিরাজ রাও রামচন্দ্র	১০০০০৲ টাকা	১১ই ঐ ঐ
(৫) বুন্দেলখণ্ডের নবাব জুলফিকার আলি বাহাদুর	২০০০৲ টাকা	২৪শে অক্টোবর ঐ
(৬) রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর	২০০০৲ টাকা	ঐ

কোম্পানীর কাগজ জাল ঃ—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সতীদাহ আন্দোলন ভিন্ন আরও অনেক গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কোম্পানীর কাগজ জাল ও দেউলিয়াগণের প্রতি দয়াল গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি সূচক ইন্‌সলভেন্সী আইন জারী। ইহাতে কোম্পানী বিশেষ লাভবান হয়। কলিকাতায় ২২ লক্ষ টাকার জাল কাগজ ধরা পড়ে। সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কাগজ ভাঙ্গিয়া করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেয় এবং কোম্পানীর কাগজের সুদ দেওয়া বন্ধ করা হয়। মূর্খ রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকেই যাহাদের কোম্পানীর কাগজ সন্দেহজনক মনে হয়, উহারা দাখিল না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের সহিত বর্কীনস ধরিয়া মামলা চলে, শেষে কোম্পানীই জয়-লাভ করে। বাঙ্গালা ব্যাঙ্ক ও দেশের লোকের প্রায় এক কোটী টাকা ঐ ব্যাপারে নষ্ট হইয়া যায়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়, প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও রাজ কিশোর দত্তর বিরুদ্ধে কোম্পানীর কাগজ জাল করা অপরাধে মামলা হয়। শেষ দুইজন ঐ অপরাধে দণ্ডিত হয়। প্রাণকৃষ্ণ হালদার চুঁচুড়ার লোক, বাবু-গিরির জন্ম বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর নোটে চুরুট ধরাইয়া খাইত।

দেউলিয়া আইন ঃ—সেকালের (Insolvency Act) দেউলিয়া আইন জারি হওয়ায় লোকের মনের ভাব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "জনবুল" কাগজের মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—

"The Government Gazette of yesterday has alluded to the ridiculous notions entertained by the natives that the Insolvency Act was procured for this country that in the day of need the Honourable Company might itself take the benefit of it". অর্থাৎ কি আজগুবি ব্যাপার! এদেশের লোকেদের ধারণা যে, কোম্পানীর দেউলিয়া আইন পাশ করিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রয়োজন হইলে তাহারাও উহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেই সূত্রে কোম্পানি কাগজের জাল ব্যাপারে উহার উপর লোকের অশ্রদ্ধার কথাও বলিতে বাদ পড়ে নাই। * .

কলিকাতায় দেউলিয়া আইন জারি হইলে **পশ্চিমি** লোকেরা ছড়া কবিয়া মনের খেদ ব্যক্ত করে :—

"নালিশ কিয়া তাগাদা ছুটা, ঘর ঘর রূপেয়া বাটে, বড়ে ভাগমে ডিক্রী হুয়া, কাগজ লেকে চাটে"।

---

* "We would point out the days when we might as well have expected to see the Government House taking a flight to heaven as to bear the nonsense. But a variety of circumstances have compelled of late to weaken the respect in

সেই হইতে যে কলিকাতায় তেজারতি ও মহাজনী ব্যবসা চলিত উহা শেষ হইয়া যায়। বিলাতের ব্যাঙ্কাদির কার্য্য করিবার পথ প্রশস্ত হয়। উহাতেই কলিকাতায় মাড়োয়ারী মহাপ্রভুরা গণেশ উল্টাইয়া তাহাদের গুরুদিগকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় ইউরোপের বড় বড় ব্যবসাদারদের বেণিয়ানি কর্ম্ম যাহা বাঙ্গালীরা করিত, উহা ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রী ও মাড়োয়ারীদিগের হস্তগত হইতে থাকে।

তিতুমিয়ার বিদ্রোহ ঃ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করিবার জন্য তিতু মিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল। উহা লইয়া কলিকাতায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তিতুমিয়া একজন মুসলমান ফকির—বহু নিম্ন শ্রেণীর লোককে বশীভূত করিয়া নানারূপ মিথ্যা গল্প গুজব সাজাইয়া মুসলমান রাজত্বের পুনরুদ্ধারের শুভ সময় আসিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করে। কলিকাতায় ওহাবি-দলের প্রধান প্রচারক মৌলবী ইসমাইল রাজদ্রোহ সূচক বক্তৃতা করিত, কেহ কিছু বলিলে সে উহা শিখদের বিরুদ্ধে বলিতেছে বলিয়া উড়াইয়া দিত। উক্ত তিতুমিয়া টাকি ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণের নিকট খাজনা দাবী করে। নড়াইলের দুর্দ্দান্ত জমিদার কালীনাথ রায়ের সঙ্গে সেই তিতুমিয়ার ঘোরতর দাঙ্গা হইয়াছিল। উহাতে তিতুমিয়ার মৃত্যু না হওয়ায় মুসলমানেরা তাহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মনে করিল। মুসলমানগণ বাঁশের কেল্লা করিয়া উহার মধ্যে থাকিয়া চারিদিকের গ্রামাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। লেপ্টেনান্ট্‌ ষ্টুয়ার্টের অধীনে একদল্‌ সৈন্য দিয়া তাহাকে শাসন করিতে পাঠান হয়। তাহারা তখন এতই উন্মত্ত হইয়াছিল যে, সাহেবের দূতকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সৈন্যেরা তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ করিল, উহাতে কিছুই হইল না দেখিয়া তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া 'তিতু-মিয়া গোলা খা ডালা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কোম্পানীর সৈন্যগণকে যেমন আক্রমণ করিতে গেল, অমনি কোম্পানীর ফৌজের গোলাগুলিতে প্রাণ হারাইল। সেইরূপ কোল জাতির সহিত কোম্পানীর ছোট নাগপুরে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। উহাতে কোম্পানীকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কোম্পানী অনেক কষ্টে অনেক দিনে উহাদিগকে দমন করিয়াছিল।

দেশের অবস্থা :—যখন কোম্পানী এদেশ অধিকার করে তখন দেশের বাদশা ও কর্ম্মকর্ত্তা নবাবেরা যেন কুম্ভকর্ণ সাজিয়া সর্ব্বদাই নিদ্রিত ছিলেন। ইউরোপের সৌভাগ্যশালী বণিকগণ দেখিল যে, দেশের সর্ব্বত্রই অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজত্বে উচ্চ কর্ম্মচারীরা প্রভুকে হত্যা করিয়া, সাহাজাদারা বাপ ভাইকে জেলে বা হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতেছিল। সুদূর পারস্য আরাকান হইতে দস্যু অধিপতিগণ দিল্লীতে আসিয়া মারপিট, লুটপাট ও হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিতেছিল। তাহারা নূতন নূতন কৌশল দ্বারা সেই সকল অকর্ম্মণ্য সম্রাট ও নবাব পরিবারের স্ত্রী কন্যার রোগ শান্তি করিয়া, কুঠি স্থাপন ও ক্রমে ক্রমে সামান্য সামান্য বিজ্ঞানের সামগ্রী ঘড়ি, খেলনা, ঘোড়া, টাকার থলি উপহার দিয়া রাজ দরবারের সকলকে বাধ্য করিয়া মাটী গাড়িয়া বসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা এদেশবাসীর ব্যবসা বন্ধ করিয়া এদেশের লোকের ধনাগমের পথ সর্ব্বপ্রথমে রোধ করেন। তাহারা এদেশের রীতিনীতি অনুসারে আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ ও এদেশের বারাঙ্গনার সঙ্গে থাকিয়া ফিরিঙ্গী জাতির সৃষ্টি করেন। ঐ সমস্ত ফিরিঙ্গিরাই এদেশের

---

which the Governing powers of this country have always been held by its natives and the impunity that has been thrown over their attempts, is rewarded at length by endeavours to throw discredit on its public securities".

বাঙ্গালীগণের শিক্ষকতায় কার্য্য করিত ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই ভারতবর্ষে আর্য্য শিক্ষা দীক্ষার অভাব হয়। মুসলমানী বিলাসেই ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তির হ্রাস করিয়া সকলকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন লোকে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ণ, জাতিগত মানাপমান লইয়া কথায় কথায় আত্মবিচ্ছেদ ও পরস্পর শত্রুতা করিত। দেশের শত্রুকে আদর করিয়া আপনাদের মান রক্ষা করিতে যাইত। স্বদেশবাসী আত্মীয় ও স্বজাতির সর্ব্বনাশ হয় হউক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এমন কি, নিজেদের উন্নতির জন্য আপনাদের ধন সৈন্য সামন্ত দ্বারা স্বদেশের ধনী রাজন্যবর্গের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ইউরোপীয় বনিকগণের দাসত্ব করা শ্রেয়ঃ মনে করিত। এদেশের রাজন্যবর্গের অধীন কর্ম্মচারীরা যাহাদের কর্ম্মের উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত, তাহাদের মধ্যে কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিত না। যোগ্যতাভাবে বা অর্থ লোভে বা স্ব স্ব উন্নতির প্রত্যাশায় লোকে ঐরূপ করিয়াছিল। এইরূপে মাহারাট্টারা শতাধিক বর্ষ মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া রাজচক্রবর্ত্তী দিল্লীর সম্রাটকে খেলার পুতুল স্বরূপ দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ভারতের অস্থি মজ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সেই দুরবস্থার সময় কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক সাহেব ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিতেছিলেন। বিলাতের রাজা উইলিয়ামের নামে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকা হইতে আরম্ভ হয়, তৎপূর্ব্বে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট হইতে দিল্লীর সম্রাটের নামে সিক্কা টাকা চলিত। এক চেটিয়া আফিম্ ও লুনের ব্যবসায় কোম্পানীর বাৎসরিক আয় যথাক্রমে এক কোটী ও আড়াই কোটী টাকা ছিল। কলিকাতায় ইউরোপবাসী ব্যবসায়ীরা **বেঙ্গল অফ চেম্বার্স** বলিয়া তাঁহাদের এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন ও উহাতে ব্যবসায়ীর সমবেত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়।

আমদানী রপ্তানীঃ—এদেশের আমদানী রপ্তানী হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৩৪।৩৫ হইতে ১৮৪৯।৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে তেত্রিশ কোটী পাউণ্ডের মাল আমদানী হইয়াছিল।

সেকালের সংবাদ পত্র হইতে গৃহীত সংবাদ হইতে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উল্লিখিত হইলঃ—কলে ভাঙ্গা আটা ব্যবহার করা উচিত কি না, সে বিষয়ের প্রশ্ন "চন্দ্রিকা" কাগজে একজন হিন্দু জিজ্ঞাসা করে, উহার উত্তর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের "বেঙ্গল হরকরু" যাহা লিখিয়াছিল উহা অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইল। জলে ভেজা গম মুসলমান দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে হিন্দুরা উহা ব্যবহার করিতে পারে না। কলে ভাঙ্গা আটা প্রস্তুত প্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে সকল গোলযোগ শেষ হইয়া যায়। কলের সম্মুখে বাবু মতিলাল শীল * মহাশয় গঙ্গার উপর একটী সুন্দর ঘাট ও চত্বর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘাটের উভয় পার্শ্বে বসিবার স্থান আছে ও তুলসীমঞ্চাদির নিকট সন্ন্যাসিগণ শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস হিন্দুরা অবসর মত গঙ্গার ঘাট, শালগ্রাম ও তুলসীমঞ্চাদি দেখিয়া যেমন প্রীত হইবেন, তেমনি কলটী দেখিয়াও ময়দা ব্যবহার করিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।

সেকালের গবর্ণর জেনারেলগণের স্মৃতি যে কেবল কলিকাতার রাস্তার নামে রক্ষিত হইতেছিল উহা নয়, জাহাজের নামেও হইত। বেন্টিকের নামের জাহাজে বাঙ্গালী ছাত্রেরা ডাক্তারী শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত

---

* There is a college for the education of the natives entrusted to the fostering care of the Jesuits by the wealthy Baboo Matty Lall Seal. Cal. Review Vol. II, No. III, P. 73.

যাত্রা করেন। তন্মধ্যে দুই জনের খরচা ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর, এক জনের খরচা ডাক্তার গুডিভ্ এবং অবশিষ্ট ছাত্রের খরচা সাধারণে চাঁদা করিয়া সরবরাহ করিয়াছিল। গুডিভ্ যাহার খরচ দিয়াছিলেন তিনি ডাক্তার হইয়া পিতৃদত্ত নাম সূর্য্যকুমার দ্বারা পরিচিত না হইয়া গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত হইতেন। অপর তিনজনের নাম খৃষ্টান ৺দ্বারকানাথ বসু, ৺ভোলানাথ বসু ও ৺গোপালচন্দ্র শীল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মরা কাটা ডাক্তারীর প্রধান অঙ্গ, উহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই জন্য ঐরূপ মরা কাটার সময় কেল্লায় কামান দাগা হইত। উহাতেই ক্রমে ক্রমে সেই আপত্তি তিরোহিত হয়। প্রথম বৎসর ৬টী, দ্বিতীয় বৎসর ১২টী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০ শত মরা কাটা হয়। তৎপ্রসঙ্গে মধুসূদন গুপ্তের ও রাজকৃষ্ণ দের নাম উল্লেখ যোগ্য। উক্ত গুপ্তের ছবি মেডিক্যাল কলেজে আছে। তখন কলিকাতায় হিন্দু জাতির গোড়ামি শেষ হয়, সেইজন্য উহার গৌরব দাবি করিবার অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পেটের দায়ে আদালতে জজপতি, পণ্ডিতি ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কর্ম্ম করিতেন ও ছেলেদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া শিক্ষা দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেকালে অর্থকরী ইংরাজী শিক্ষা বড়ই আদরের হইয়াছিল। সেকালে সকলেই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিল, কাহারও যথার্থ শিক্ষা দীক্ষা দান করা উদ্দেশ্য ছিল না। সেই জন্য আবশ্যকানুযায়ী বিদ্যা শিক্ষাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখন ধর্ম্ম শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৩৯।৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কয়জন কোন ভাষার শিক্ষক ছিল উহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পার্শি ভাষার শিক্ষক ১৩৩ জন, ইংরাজী ভাষার ৮৩ জন, সংস্কৃত ভাষার ৫০ জন, আরবী ৩৩ জন, উর্দ্দু ৫ জন, ২০ জন বাঙ্গালা, এবং ৪ জন মাত্র হিন্দী ভাষার শিক্ষক ছিল। তখন কলিকাতার অধ্যাপকগণ অপেক্ষা কর্ম্মকর্ত্তাদের বেতন অধিক ছিল। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার সেক্রেটারীর বেতন ৩০০৲ টাকা, লাইব্রেরীয়ানের ২০০৲ টাকা কিন্তু অধ্যাপকগণের বেতন মাসিক ৮০৲ টাকার বেশী ছিল না।

আদালতের কার্য্য পার্শি ভাষায় হওয়ায় উহার সমধিক আদর ছিল। কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারীরা এদেশের হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্ম্ম পুস্তকের মর্ম্মাবগত হইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাঁহাদিগকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, ঘোষণা করা হয়। ইহাতেই কোম্পানীর রাজত্বের মূল মন্ত্র যে কি ছিল, উহা বুঝিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিলম্ব হয় না। কোম্পানীর এদেশীয় উমেদার মহাপ্রভুরা যাহা কিছু করিত, উহা হয় পাদরীগণের পরামর্শে অথবা কর্ম্মচারীগণের মনস্তুষ্টির জন্য করিত। সেই সূত্রে রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শোভাবাজার রাজবংশধরের নাম উল্লেখ যোগ্য।

কলিকাতায় হাফ্ আখড়াই, ফুল আখড়াই, কবির ও বুলবুলের লড়াই, কুস্তি, জুয়াখেলা আদি ব্যসনের আসড়ের অভাব ছিল না। উহাতেই ৺ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি স্বভাব কবির সুখ্যাতি ও আবির্ভাব হয়। ৺রাজা রামমোহন রায় ও ৺ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের, রাজার ও স্বদেশবাসিগণের দোষগুন বিচার করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন। * রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন ও লাট

* "The proposed Sanskrit College similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society."

সাহেবকে দরখাস্ত করেন উহার বিবরণ কলিকাতা রিভিউ Vol II. No. IV. ৩৭৩ পৃষ্ঠায় আছে। ৺রাজা রামমোহন রায় পুস্তক লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া শিক্ষিত সমাজকে সংস্কৃত করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। সেকালে ধনী দরিদ্র সকলেই হাফ্ আখড়াইয়ের লড়াই লইয়া ব্যস্ত ছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে খাঁটি বাঙ্গালায় রসাল ও সরল কবিতায় চোখে আঙ্গুল দিয়া যেমন দেখাইতেন, সেরূপ আর কেহই পারিতেন না। ভগবান যেন ইংরাজী নবীশ বাঙ্গালীকে শোধরাইবার জন্য তাঁহাকে এই ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। ৺ঈশ্বর গুপ্তের যে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য ছিল, উহা প্রশংসার্হ ও উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথমে বিদেশের ঠাকুরদিগকে পূজা করা অপেক্ষা দেশের কুকুরকে আদর করা ভাল লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মিশনারীরা ধর্ম্ম রহস্তের ফাঁকি দিতে পারিত না। উহার উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"
"আপনার মত যাহা, স্বজাতি সমীপে তাহা, ব্যক্ত কর ঈশগুণ গেয়ে,
বার বার এপ্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর, হিন্দুদের পরকাল খেয়ে।"

সেকালের বাবুগিরির উপরও তিনি কটাক্ষপাত করেন :—

"ভেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পা গীত গেয়ে, গোচেগাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে,
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে, শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে ধেনো জলে নেয়ে।"

সেকালে কলিকাতায় সঙ্গীতের চর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল। পাড়ার অলস লোকেরা হাফ্ আখড়াই পাঁচালীর দলে কোনরূপে বাবু সাজিয়া কতকগুলি ধনীর অর্থে আহারাদি দ্বারা দিবস যাপন করিত। কবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেই সম্বন্ধে "প্রভাকরে" যাহা লিখিয়াছিলেন উহার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল :— "মোহন চাঁদ আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখড়াইয়ের নূতন ধরনের সুর করিয়া যৎকালে শীতকালের এক শনিবার রাত্রে বড়বাজারস্থ রামসেবক মল্লিকের বাড়ীতে গাহনা করিলেন তখন উহাতে প্রশংসার শব্দে বাড়ীর থাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। বাগবাজারের দলের নিকট জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার সম্মিলিত দল পরাজিত হয়। তাঁহারা সেই মোহনচাঁদী সুরে গান করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।" সেকালের কৃপণের উপর তাঁহার কবিতা উল্লেখ যোগ্য। সেকালে কৃপণেরা লক্ষ্মীপূজা বড় সমারোহে করিত।

"লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে, কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে,
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে, নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে,
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে, প্যাচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে।"

যাহাই হউক, কলিকাতার হিন্দু সভা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিল। উহাতে খৃষ্টান হওয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করা ভাল মনে করে। সহমরণ প্রথা রহিতের সময় হিন্দু জনসাধারণের নিজেদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা বাড়িয়াছিল, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কলিকাতা ও মফঃস্বলের জমিদার, ধনী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ব্যবসাদার সকলেই সতর্ক হন এবং ধর্ম্ম যে হিন্দু জাতির সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সামগ্রী ইহা বুঝিবার সুযোগ হয়। বাঙ্গালা ভাষায় দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে অনুপ্রাস, যমকের সহিত দ্ব্যর্থ ঘটিত ভাব লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন ৺ঈশ্বর গুপ্ত কবিতায় করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কলিকাতায় কবির লড়াই ও

খবরের কাগজের দ্বারা সমাজ শাসনাদি পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয়। লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী উইলিয়াম আডাম সাহেব কলিকাতা জর্ণালের সম্পাদককে বাঙ্গালার শিক্ষা বিষয়ক তদন্তের ভারার্পণ করেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠের মধ্যের সম্মুখে যে, সৈন্যগণের হাঁসপাতাল বাড়ী নির্ম্মিত হয় সেইখানেই লাট বেন্টিঙ্ক কোম্পানীর আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সেইখানেই ছিল। তাঁহার সময়েই কলের জাহাজ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্লাসগোর নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা পার্লামেন্টের সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৭ই জুন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে মারা যান। তাঁহার মূর্ত্তি কলিকাতার টাউন হলের সম্মুখে বর্ত্তমান আছে। রাজপ্রাসাদেও তাঁহার তৈল চিত্র আছে।

রাজা রাধাকান্ত দেব ঃ রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারের পোষ্যপুত্র রাজবংশের স্বষ্টিধর পুরুষ। তিনি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য, দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্যালোচনা ও কলিকাতায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ছাপাখানা করিয়া বিরাট সংস্কৃত 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক অভিধান মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। সেই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি কলিকাতার যাবতীয় শিক্ষা পরিষদ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তারের সভার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ জষ্টিস্ অব দি পিস্ মনোনীত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে রাধাকান্ত ও দ্বারকানাথ এই দুই জন মাত্র সর্ব্বপ্রথম ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ কার্য্য ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ করিয়াছিলেন কিন্তু উহা লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; সেকালের ছড়ায় দেখা যায়:—"ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে কালি, সিংহী সেথখানার" ইত্যাদি। তিনি স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ৺রাধাকান্ত কলিকাতার জমিদার সভার প্রথম সভাপতি এবং আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেকালের নৈষ্ঠিক আদর্শ বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিতেন না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিলাত ফেরত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রাহ্য করেন নাই। এজন্য তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ তিনি সর্ব্ব প্রথম সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আইনের দ্বারা কার্য্যারম্ভ হইলে লোকে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচার করিবে না, তখন তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন। সেইরূপ পোষ্যপুত্রগণের মধ্যে আদর্শ ছিলেন, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ও যদুলাল মল্লিক। রাজা রাধাকান্ত দেব ৺খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ধর্ম্মসভায় সভাপতির কার্য্য করিতেন। সেইখানে যদুলালের ধর্ম্মালোচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিশু প্রামাণিক বলিতেন। জিরেট বলাগড়ের অদ্বিতীয় স্মৃতিধর ভাগবত পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামীর নিকট যদুলাল ধর্ম্মশিক্ষা করেন। তিনি শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ ছন্দানুযায়ী সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত আবৃত্তি করিতেন। স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট আসিতেন। বাঙ্গালাদেশে পোষ্যপুত্রগণের উপর লোকের বড়ই অশ্রদ্ধা চলিত ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়। যদুলালের সহাধ্যায়ী রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এবং ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বানার্জ্জি। তিনি এদেশের ধনী সন্তানগণের ন্যায় অর্থের অপব্যবহার বা সময় নষ্ট করেন নাই। তিনি দেশের ও দশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উহাতেই ৺রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন।

৺রাধাকান্ত দেব সেকালের সমাজকর্ত্তা ছিলেন বলিলেই হয়। তিনি মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার কর্ত্তৃক অবথা অপদস্থিত হইয়া বৃন্দাবনে ভগবৎচিন্তায় জীবন শেষ করেন। তিনি শোভাবাজার রাজবংশের মুকুটমণি রাজর্ষি বিশেষ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মেডেল ও কে, সি, এস, আই সর্ব্বোচ্চ উপাধি আগরার দরবারে পাইয়াছিলেন। সেই উপাধি দানের জন্যই আগরায় দরবার হয়। তিনি উহা লইতে কলিকাতায় আসিবেন না বলায় লাটসাহেব ঐখানে দরবার করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে স্বাধীনচেতা লোকের অগ্রণী ৺রাধাকান্ত দেব, * ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সার ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺যদুলাল মল্লিক, ৺নরেন্দ্রনাথ সেন রায় বাহাদুর প্রমুখের নামোল্লেখযোগ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত চীনের ব্যবসা করিবার ক্ষমতা বন্ধ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে চার্টারে হয় উহাতে কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ চীনের সহিত ব্যবসা আরম্ভ করে। চীনের সহিত কোম্পানি কেবল আফিম ও রূপার চালান করিতে থাকেন। কলিকাতায় ব্যবসার উন্নতি সর্ব্বতোভাবে হইতেছিল। ব্যবসাতেই কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

---

* ব্রাহ্মণ দীনের বন্ধু' মুখোজ্জ্বল যাতে
বিদ্যাসাগর নাম বিখ্যাত জগতে!
পণ্ডিতের শিরোমণি স্বাধীন পরাণে
করুণার সিন্ধু যিনি সর্ব্বজনে জানে।
শিশুদের শিক্ষাদান গ্রন্থে অর্থ করি
জগতের দুঃখ হরে বিদ্যালয় করি।
দানবীর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নারী দুঃখ স্মরি
বিধবা আইন করে রাজাদের ধরি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্যার চার্লস মেটকাফ (১৮৩৫—৩৬)।

স্যার চার্লস মেটকাফ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের পর হইতেই বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর ছিলেন। তিনি কলিকাতায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫ বৎসর বয়সে সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন। লাট বেন্টিঙ্ক সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে তিনি তাঁহারই সমস্ত কার্য্য করিতেন। সেকালে লাট সভার সভ্যেরা পাঁচ বৎসর কাল কর্ম্ম করিতেন। তদনুসারে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু লাট বেন্টিঙ্ক সাহেব বিশেষ অনুরোধ করায় বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ মেটকাফের কার্য্যকাল ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেন। লাট বেন্টিঙ্ক এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার হস্তে গবর্ণর জেনারলের কর্ম্মভার কি বলিয়া অর্পণ করিয়াছিলেন উহা নিশ্চয়ই উল্লেখ যোগ্য:—"যদি প্রকৃতপক্ষে বন্ধুত্ব ও তোষামোদ আমাকে অন্ধ না করিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, ছয় বৎসরের অধিককাল ধরিয়া পরিষদে স্যার চার্লস মেটকাফের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতায় আমি তাঁহার কার্য্যাবলীর উত্তম প্রত্যক্ষদর্শী। আমি দ্বিধা না করিয়া বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি সরকারী বা ব্যক্তিগত হিসাবে তদপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা ও হৃদয়ের কোমলতায় আমাকে অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে নাই। তৎকালে তাঁহার মত অধিকতর উপযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ সদস্য বা পূর্ব্বে কোন গবর্ণর জেনারেলের তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য এবং স্বাধীন সহকারী বন্ধু ছিল না। সেই সময়ের ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিচালনার কৃতিত্বের দাবী যদি কাহারও থাকে, তবে উহা সম্পূর্ণভাবে স্যার চার্লসের ছিল। সরকারী দলিল দস্তাবেজ অথবা অতীত ঘটনাবলী দৃষ্টে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের ঘটনায় ইহার অনুকূল মত পোষণ করা যায়। বিশেষ বিস্তারিতভাবে আমার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন ভারতের সহিত আমার প্রথম ঘনিষ্টতা হয়, তখন ওয়েব, ক্লোজ, স্যার আর্থার ওয়েলেসলি, এলফিনষ্টোন, মুনরো এবং মেল কোলাম প্রমুখের ন্যায় যে সকল রাজনৈতিক মনীষিগণ প্রাচ্যদেশ ও দশের সেবাদি করিয়া যোগ্য পদ মর্য্যাদা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে স্যার চার্লস মেটকাফকে কোনাংশে ন্যূন বলা যাইতে পারে না"। চার্লস মেটকাফ এক বৎসরকাল অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কোনরূপ প্রত্যাশা ছিল না। সেকালে যে সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ এদেশে কর্ম্ম করিয়া উচ্চপদ লাভ করিতেন, তাঁহাদিগকে গবর্ণর জেনারেলের পদ দান করার বিপক্ষে লাট কর্ণওয়ালিস প্রমুখের আমল হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্যার চার্লস মেটকাফের সময় সে আপত্তি উঠিবার যোগ্য অবসর হয় নাই। স্যার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তখন অতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। * সেকালের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের কথার সঙ্গে মেটকাফের কর্ম্মের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে কি ছিল,

* ইংলিশম্যান খবরের কাগজ পামার সাহেবের আন্দোলনের ফলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয় বলিয়া তাঁহাকে Father of the free Press of India বলিয়াছিলেন। কটনের "কলিকাতা" ১৩৩ পৃষ্ঠা।

উহারই উল্লেখ সংক্ষেপে করা নিতান্ত আবশ্যক। কলিকাতার মহত্ত্ব ও গৌরব এই যে, সেইখানে ভারতবাসীর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য সন্ধি, বিগ্রহ, যুদ্ধাদি ও আইন কানুন সমস্তই হইতেছিল। কলিকাতা প্রথম বাঙ্গালার রাজধানী, ক্রমে ক্রমে উহা বোম্বে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের উপর কর্ত্তৃত্ব, অবশেষে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ও সেইখানের লাট সভায় সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল শাসনাদি সমস্ত কাজ করিতেন। সেইখানেই গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একাধিপত্যে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ লাঞ্ছিত হইয়া বিলাতে যান। নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ও খবরের কাগজের সম্পাদক হিকি তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিয়া জেলে পচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল আডাম সাহেব সিল্ক বাকিংহাম নামক আর এক জন খবরের কাগজের সম্পাদককে নির্ব্বাসিত করেন। সেইখানেই অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দিলেন। ইহা কি কৌতুকাবহ ব্যাপার নহে? বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব তাঁহার এম্পায়ার ইতিহাসে এই সম্বন্ধে মেটকাফ সাহেবকে তাঁহার সুখ্যাতির সঙ্গে কর্ম্মনিয়োগ কর্ত্তাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত হয় নাই বলিয়াছেন :—

"Despite some apparent inconsistency, strenuous advocacy of the freedom of the Press at all hazards, would have been a preceding worthy of his frank and manly character, but it would be difficult to justify his conduct in enacting a measure, however laudable in itself, in opposition to the will and as it was generally suffised to the interests of his employer" (P. 431).

আবার তৎপরই বলিয়াছেন যে, যখন ভারতবর্ষে ইংলণ্ডবাসীকে জায়গা খরিদ ও যথেচ্ছ থাকিবার ক্ষমতা দান করা হইয়াছে, তখন বিশেষ কোন কারণ না দেখাইয়া কোন অত্যাচারী গবর্ণরের দ্বারা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ উহা দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা হইতে পারে না। সার চার্লস মেটকাফ বলিয়াছিলেন যে, এদেশের খবরের কাগজের সম্পাদকেরা বিদেশীর হস্ত হইতে দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, উহাতেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে হয় ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ প্রজারা তাহাদের যথার্থ মনের ভাব গোপন করা অপেক্ষা প্রকাশ করিলে রাজ্যশাসন করিবার সুবিধা হয়, সেইজন্যই স্যার চার্লস মেটকাফ গুরু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই উহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম মনে করেন। উহাতে তিনি কোম্পানীর ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা দৃঢ়ই করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ লাট বেণ্টিঙ্ক সাহেব বিলাতের কর্ত্তাদের মতানুসারে দেশী সৈন্যগণের মাহিনা কমাইয়াছিলেন ও কর্ম্মচারীগণের উপরি পাওনা কমাইয়া অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে তখন যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তির সম্ভাবনা ছিল এবং পরে উহার জন্য গবর্ণর জেনারেল লাট অকল্যাণ্ড সাহেবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। স্যার চার্লস মেটকাফের মত এদেশবাসীর প্রিয় গবর্ণর জেনারেল তৎপূর্ব্বে আর কেহ ছিলেন না, ইহাই সেকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"No man ever left India, carrying with him such lively regrets and such cordial good wishes from all classes of the community. I can well remember the season of his departure from Calcutta. The Presidency was enlivened by Metcalfe balls, Metcalfe dinners, and addresses continually pouring in and deputations both from

English and Native Societies."..."I shall never forget the applause of the assembly which greeted this unexpected tribute to the completeness of Sir Charles Metcalfe's character. All that gay assemblage in the Town Hall of Calcutta rose to him with a common movement as though there had been but one heart among them all, and many an eye glistened as women would throw handkerchiefs and men clapped their hands and everyone present thought how much he was loved." (P. 163)

কলিকাতায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সকল জাতীয় লোক তাঁহাকে বাহ্যিক নয়, আন্তরিক ভালবাসিত। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের মত কলিকাতায় কাহাকেও ধনী, জমিদারী, রাজা বা মহারাজা উপাধি দিয়া বা কাছারীর কর্ত্তা বা কোন রাজাকে মহারাজার নাবালক পুত্রের অছি করিয়া কাহাকেও বড় লোক করেন নাই। তিনি কলিকাতায় নাচ, গান, আমোদ, প্রমোদ ও ভোজাদি দিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধোকার টাটিতে কাজ নাই, সকলের চক্ষু খুলিয়াছে, সকলের মনে হইতেছিল কেন আমরা অপরের পদানত হইয়া থাকিব। * তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারে হয়।

"We have ceased to be the wonder that we were to the natives ; the charm, which encompassed us, has been disordered and our subjects have had time to enquire why they have been subdued." (P. 166). "Some say that our Empire in India rests on opinion, others on main force. It, in fact, depends on both."

অর্থাৎ রাজ্য রক্ষা কেবল বল দ্বারা করা যায় না, প্রজাদের সদ্ভাবের সহিত উহা করিতে হয়। তিনি এই রাজ্যরক্ষার বীজমন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন ও অকুতোভয়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া সকলকে যারপরনাই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, উহা বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি পদ বা সুখ্যাতি লাভের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, উহা করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, একথা কে, সাহেব তাঁহার পুস্তকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রাজা প্রজা সকলের স্বার্থ ই সমভাবে দেখিতেন। তাঁহার মতে "জোর যার মুল্লুক তার" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিলে উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহা লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিলে হয়। প্রজা ও সাধারণের অভাব, অভিযোগ সংবাদপত্রে নির্ভয়ে যদি আলোচনা না হয়, শাসনকর্ত্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তবে কি কেবল গুপ্তচর দ্বারা উহার অনুসন্ধান করিলেই সুফল হইতে পারে? যে সময়ে প্রদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, সহজেই উত্তেজিত হইত, যাতায়াতের সুবিধা ছিল না এবং জনসাধারণ পরের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিত, তখন উহা একেবারে অসম্ভব ছিল। সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রাজ্যরক্ষার প্রধান কৌশল ও অস্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

---

* মেটকাফ হলের ভিত্তপত্তন তাঁহার জন্মস্থানে ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হয়। অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড সাহেব ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কলিকাতার মাটির গুণে মেটকাফ সাহেব বিলাতে ব্যারণ উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িবার ক্ষমতা ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র সাধারণে পাঠ করিতে পারিত না। এদেশের ইউরোপবাসী ব্যবসায়ীরা বিলাতের ও এদেশের সংবাদ এবং ব্যবসার খবর ইংরাজী কাগজে পড়িত। বাঙ্গালা খবরের কাগজে দেশের সংবাদ ও তাহাদের কর্ত্তব্য কি, উহাই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বা সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা হইবার প্রয়াসী ব্যক্তিগণ করিত। শেষে ধর্ম্মধ্বজী পাদরী মহাপ্রভুরা উহা দ্বারা আপনাদের গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিত। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে শেষে হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সেই সকল মিশনারী কাগজের উত্তর প্রত্যুত্তর দান করিত। ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্তম্ভে সত্যের ও ন্যায়ের মর্য্যাদা সচরাচর রক্ষা করিবার চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় করিয়াছিলেন, সেইজন্য কলিকাতা গৌরবান্বিত। সংবাদপত্র যেমন সরকারী কর্ম্মচারী ও গবর্ণমেণ্টের খ্যাতি প্রতিপত্তি রক্ষা করে, তেমনি উহাতে তাঁহাদের কলঙ্কও আলোচিত হয়।

স্যার চার্লস মেটকাফ বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সেইজন্যই উহার শিক্ষা দীক্ষার সূত্রপাত করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতি পাঠাগারে ও রাস্তার নামে রক্ষিত; কিন্তু তদপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা চলিয়া আসিতেছে; উহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গৌরব। * মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হওয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য্য কলিকাতায় "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশ করেন। এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পাদরী মার্শম্যান সাহেব শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা খবরের কাগজ "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ করেন। উক্ত পাদরী সাহেব ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সংবাদপত্র "ভারতের বন্ধু" (Friend of India) বাহির করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী খবরের কাগজ "ইণ্ডিয়া গেজেট" ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উহার রূপান্তর সংস্কৃতে হয়। উহার সম্পাদক একজন ইংরাজ ছিলেন। ঐরূপ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল গেজেট" বাহির হয়। হিকি সাহেব উহার সম্পাদক এবং উহার গ্রাহক সংখ্যা অধিক ছিল। কলিকাতায় তাঁহার কলমের জোরে নামজাদা গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও বিব্রত করিয়া ফেলে। হেষ্টিংস তাঁহার কাগজ পোষ্টে বিলি করা বন্ধ করিয়া যখন তাঁহাকে শোধরাইতে পারিলেন না, তখন হিকিকে কলেকৌশলে লালবাজারে জেলে পুরিয়া তাঁহার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়া গেজেট" ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল হরকরু" বাহির হয়। তৎপরে "ইণ্ডিয়ান এপলো ও রিলেটার" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়। রিলেটারে বিলাতের খবরই অধিক থাকিত ও সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। এতদ্ভিন্ন ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মাসিক পত্রিকা "ওরিয়াণ্টেল ম্যাগাজিন", "কলিকাতা ম্যাগাজিন" ও "ওরিয়াণ্টেল মিউজিয়াম" এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা মন্থলি" বাহির হয়। ইংরাজী শিখিয়া সাত পুরুষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার স্কুলে মাষ্টারি করিবার সময় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে খৃষ্টান হন; উহাতে কলিকাতায় মহা-হুলস্থুল হয় ও খবরের কাগজেও ঐরূপ হয়। ২৩এ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ডি, ম্যাকফারলেন কলিকাতায় জেনারেল এসেম্লি বিদ্যালয়ের ভিত্ত পত্তন করেন। সেকালের লাট সাহেব ও তাঁহার পত্নী অতি সমারোহে ঐ সকল বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। খৃষ্টান পাদরির নিকট পড়িয়া ৺লাল-বিহারী দে ও রামবাগানের দত্তেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (Reformer) "রিফরমার"

* কলিকাতার প্রাচীন বাঙলা সংবাদ পত্রের সংক্ষিপ্ত তালিকা 'ঝ' ক্রোড়পত্রে আছে।

কাগজে ৺গোবিন্দচন্দ্র বসাকের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে লেখা বাহির হইলে উক্ত ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Enquirer) ইনকুয়ারার কাগজে মিঃ রস ডোনেলি সঙ্কেলন উহার উত্তর দিতেন। উক্ত ৺গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয় ছিল ও সেইখানে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পড়িয়াছিলেন। "বেঙ্গল হেরাল্ড" (Bengal Herald) কাগজের স্বত্বাধিকারী রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও মণ্টগোমারি মার্টিন ছিলেন। এণ্ডুরাইট সাহেবের বিরুদ্ধে ঐ কাগজে লেখার জন্য মার্টিন সাহেবের পাঁচশত টাকা ও অপর সকলের এক এক টাকা জরিমানা হয়। ইহাতেই দেখা যায় যে, সার চার্লস মেটকাফ সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া কোম্পানীর আয়ের নূতন পথ আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান সংবাদ পত্রের ন্যায় সেকালের খবরের কাগজ ছিল না। কলিকাতা গেজেট বিজ্ঞাপন ও কোম্পানীর সরকারি কর্ম্মের সংবাদাদি ইণ্ডিয়া গেজেট, জনবুল, বেঙ্গল হরকরা, মিরার ও ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াদি কাগজে থাকিত। ঐ সকল কাগজে তখনকার বাঙলা কাগজ সমাচার চন্দ্রিকা, কৌমুদী, তিমির নাশক, বঙ্গদূত প্রভৃতিতে সেকালের সমাজিক ও নামজাদা ব্যক্তিগণের কথা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিত। ঐ সকল কাগজে আদালতের খবরাদি অতি প্রয়োজনীয় হইলেই বাহির হইত। ৺ভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬নং কলুটোলা হইতে সমাচার চন্দ্রিকা বাহির করিতেন। উহার মাসিক চাঁদা এক টাকা মাত্র ও বিজ্ঞাপনের হার প্রতি লাইন চারি আনা ছিল। উহা প্রতি সোমবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাহির হইত। উহা ধর্ম্মসভার মুখপত্র ও গ্রাহক সংখ্যা ৪৫০ ছিল। সামুয়েল কোম্পানী ১নং হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বেঙ্গল হরকরা প্রতি মঙ্গলবারে বাহির করিত এবং ২০এ এপ্রিল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উহা দৈনিক হয়। উহাই ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস কাগজে পরিবর্ত্তিত হয়। দৈনিক জনবুল নামক কাগজ ফান্সি লেন ও কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট হইতে বার্ষিক অগ্রিম আশি টাকা বা মাসিক আট টাকা চাঁদায় বাহির হইত। আর ঐ কাগজের রবিবারে ওরিয়াণ্টেল অবজারভার নামক কাগজ জনবুলের গ্রাহকগণ মাসিক অতিরিক্ত এক টাকা দিয়া লইত, অপর সাধারণে দুই টাকায় গ্রাহক হইতে পারিত। পরে জনবুলই ইংলিশম্যানে পরিণত হয়। সেকালের পাদ্রী মহাপ্রভুদের মুখপত্র ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াব কলেবর বর্ত্তমান ষ্টেটসম্যান খবরের কাগজের উদরস্থ হইয়াছে। সেকালের খবরের কাগজের তালিকাদি সমস্ত বিবরণ উক্ত ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কাগজ প্রকাশ করিয়াছিল। উহার সার মর্ম্ম এই যে, লাট হেষ্টিংসের সময় শিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। সেকালে সম্পাদকেরা আয়ের জন্য খবরের কাগজ বাহির করিত না, তবে সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। রসরাজ ও ভাস্কর একজন সম্পাদকের দ্বারাই পরিচালিত কিন্তু বিষয় স্বতন্ত্র ছিল। রসরাজে তীব্র ব্যঙ্গাদি দ্বারা সমাজাদির সংস্কার করা হইত, আর ভাস্কর রাজনৈতিক সমালোচনা ও কোম্পানীর কার্য্যালোচনা করিত। মফঃস্বলে খবরের কাগজের গ্রাহক অতি অল্পই ছিল। মুসলমানেরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িত না। কলিকাতায় চারিখানি পার্শি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। সেই সকল কাগজ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কটুবাক্য প্রয়োগ করিত, শেষে আফগান যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য জয়লাভ করিলে উহার প্রতি কটাক্ষপাত নরম হইয়া যায়।

সেকালের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রাদির দাম অত্যন্ত সুলভ ছিল, উহাতে ইংরাজের অবাক হইয়া যাইত। তখন সংবাদপত্র অর্থোপায়ের জন্য পরিচালিত হইত না; কলিকাতায় বাঙ্গালীরা নীতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য উহা বাহির করিত। সেইখানেই বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী বহুকাল হইতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতার কার্য্য করিতেছে। কোম্পানির রাজত্বকালে কলিকাতা উহার কেন্দ্রস্থল হয়। মুসলমান রাজত্বকালে সরকারী সংবাদপত্র ছিল; কিন্তু প্রজাদের উহা করিবার যোগ্যতা থাকিলেও করিবার উপায় ছিল না। এইখানে কোম্পানীর রাজত্বের গৌরব। লাট মেটকাফ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া সেই গৌরব উচ্চ শিখরে লইয়া যান। সেকালের মুদ্রা প্রস্তুত সম্বন্ধে খাঁটি রূপার ভাগ ও তৎসম্বন্ধে যে ইস্তাহার জারি হয় উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। রৌপ্য—দ্বাদশ ভাগের এগার ভাগ খাঁটি রূপা এবং এক ভাগ খাদ। মূল্য—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ফরাক্কাবাদ এবং খুরাটের প্রচলিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮৩৫ সালের টাকার সহিত সমান মূল্য এবং পূর্ব্বেকার সিক্কা টাকার পনর আনা মূল্যের সমান ছিল। গভর্ণমেণ্ট ট্যাঁকশাল হইতে ১৮৩৫ সালের ১৭ই আশ্বিন এবং ১৮৩৮ সালের ২১শে আশ্বিন অনুযায়ী টাকার দ্বিগুণ, অর্দ্ধ এবং সিকি মূল্য পরিমাণ মুদ্রাগুলি এই টাকার সহিত সমভাগ রক্ষা করিয়া চলিবে। বড়লাট বাহাদুর প্রত্যেক বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টার এবং সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দকে আদেশ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এলাকার মধ্যে এই অনুজ্ঞাটি বিস্তারিতভাবে প্রচার করেন এবং ইহার এক একটি অনুবাদ খাজনাখানার মধ্যে সকলের চোখে পড়িতে পারে এমন স্থানে লট্‌কাইয়া দেন। সেকরা এবং পোদ্দারদের ১৮৩৫ সালের ১১ আইন অনুযায়ী স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন মুদ্রাগুলিকে খষিয়া, ফুটা করিয়া বা অন্য কোন রকমে উহা নষ্ট না করে। উক্ত আইন অনুযায়ী প্রস্তুত রৌপ্য মুদ্রাগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে নষ্ট না হয় বা স্বাভাবিক নিয়মে শতকরা দুভাগ ওজন কমিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যথারীতি নিজের মূল্য বহন করিবে। জি, এ, বুস্‌বি, বড়লাট বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে সেক্রেটারী, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই ইস্তাহার প্রচার করেন।

কলিকাতার ধনী ব্যবসাদারেরা সেকালের খবরের কাগজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভা ও "সমাচার চন্দ্রিকা" কাগজের সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার মল্লিকেরা তাঁহার পিতাকে কলিকাতায় বাসস্থান জন্য জায়গা ও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য দ্বারা খবরের কাগজ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি মুদ্রিত করিবার সহায়তা করিতেন। আন্দুলের জমিদার ৺জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ও কলিকাতার ঠাকুর গোষ্টির ৺যোগেন্দ্রমোহন, ৺কানাইলাল ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর" ও "সংবাদ-রত্নাবলী" নামে বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ৺মহেশচন্দ্র বাঙ্গালার একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি খবরের কাগজে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে 'দাদা লেজ গুটালে কেন' অন্য কাগজে বাহির হয়। মহেশ উহার উত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিকে দিলেন :—

"ওরে, দুই ভায়ের দুই থাক্‌লে লেজ থাক্‌তো না সংসার,
একে তোমার লেজে গেছে মজে সোনার লঙ্কা ছারখার।"

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজী বাঙ্গালা মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন। ইংরেজী শিক্ষার আদরে সাধারণে যাহাতে উহার অর্থ বুঝিতে পারিত তজ্জন্য ইংরাজির শব্দোচ্চারণ ও অর্থ পদ্যে ছিল :—

"রাজ দূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনভয় (Envoy),
কোথায় রহিল তাঁর মেন?
দুর্জ্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিশের ফেম (Fame)।

কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট (Tent), হত বল রেজিমেণ্ট (Regiment),
হায় হায় কা'রে কব সেম (Shame)॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙ্গামুখ, ইংরাজের এত দুঃখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়।"

সেকালের সংবাদ পত্র সাধারণের বড়ই উপকারী হইয়াছিল এবং শত্রুদিগকে ব্যাঙ্গাদি করিয়া কোম্পানীর যশ কীর্ত্তন করিত। উহা কালে সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কারে প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিমের রাজা ইংরাজ কোম্পানিকে দার্জ্জিলিঙ্গ বিভাগ বার্ষিক একশত পাউণ্ডের বৃত্তি বিনিময়ে বিক্রয় করেন কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার কাম্বেল ও হুকার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা সিকিম রাজ্যে ছয় সপ্তাহ কাল ভ্রমণ করিতে গেলে আবদ্ধ থাকা অপরাধে ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। উহাতেই কোম্পানি সিকিম টিরাই প্রভৃতি কতকগুলি স্থান লইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গ তৎপরে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার গ্রীষ্মাবাসের স্থান নির্ণীত হয়। ঐখানে চা, চাউল আদি ভাল হয় ও অনেক চা ব্যবসায়ী উপনিবেশ স্বরূপ জমিদারী ও যৌথ কারবার খুলিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারিরা চায়ের বাগান করিয়াছেন। লর্ড আমহার্ষ্ট যেমন সীমলায় সর্ব্বপ্রথমে বাসারম্ভ করেন, তৎপরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সারজন লরেন্সই ঐখানকে রীতিমত ভারতের গবর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন; তদ্রূপ বর্ত্তমান কালে দার্জ্জিলিঙ্গ বাঙ্গলার গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস ও বহুদিন হইতে রাজকার্য্য সমুদায় সেইখান হইতেই হইতেছে। পৃথিবীতে চারি প্রকার শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে যথা, ইচ্ছাতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র; কিন্তু মুসলমান যুগের সময় হইতেই হতভাগ্য পরাধীন ভারতবাসীর ভাগ্যে ইচ্ছাতন্ত্রই চলিয়া আসিতেছে এবং কোম্পানির রাজ্যশাসনও তদনুসারে হইতেছিল। ব্যবসায়ী কোম্পানির হাতে রাজ্যভার দিয়া ইংরাজজাতি ভারতের ব্যবসা কাড়িয়া লইল। উহাতেই ভারতবাসী কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। নূতন চার্টারে ভারতবাসীর ব্যবসার কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়।

কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র হিসাবে উইলিয়াম মাগনটনের প্রশংসা এইরূপ আছে:—

"Mr. William Macnaghten has shown, in his bright example that even amidst the engrossing duties of public station, industry can command the leisure, and genius confer the power to explore the highest regions of Oriental literature and to unrovel the retricacious of Oriental law." "This training was eminently beneficial to him and he was entrusted with the Secret and Political Departments, and continued to occupy this post in the secretariat both of the Government of India and of Bengal for more them 4 years. He was entrusted with the duty of envoy and minister to H. M. Shah Soojah."

লর্ড অকল্যাণ্ড।

লর্ড বেন্টিঙ্ক।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লর্ড অকল্যাণ্ড—(১৮৩৬—৪২)।

সার চার্লস মেটকাফের পর কলিকাতায় একজন অবিবাহিত গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার দুই ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া বিলাত হইতে শুভাগমন করেন ও যাহাদের দৌলতে কলিকাতায় নন্দনকানন (Eden Gardens) প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই নাম, সেই বাগান এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে ও লাট অকল্যাণ্ডের পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি প্রথমে উহার মধ্যেই ছিল, এখন উহার সম্মুখে স্থান লাভ করিয়াছে। বেণ্টিঙ্ক যেমন আদালতে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন করিয়া যান, অকল্যাণ্ড তেমনি হিন্দু মন্দির ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আচার অনুষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব হিন্দু পুরোহিত ও সেবাইতগণকে অর্পণ করেন এবং তীর্থযাত্রীর উপর নির্দ্ধারিত কর আদায় রহিত করেন। সতীদাহাদি রহিত করায় হিন্দু জাতির অন্তরে যে আঘাত লাগিয়াছিল, ইহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উহার সান্ত্বনা দান হইয়াছিল। তিনিই এদেশে কোম্পানির সৈন্যগণকে দেশীয় উৎসবাদিতে কুচকাওয়াজ করিতে নিষেধ করেন।

বিলাতের মন্ত্রী লর্ড মেলবরন যাহা মনে করিয়া লর্ড. অকল্যাণ্ডকে মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু উহার পরিণাম বিপরীত হইল। তিনি এদেশে পদার্পণ করিয়াই বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করতঃ অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া সেতারার রাজা প্রতাপকে সিংহাসনচ্যুতপূর্ব্বক বেনারসে বৃত্তিভোগী করেন। আপ্পা সাহেব সেই ষড়যন্ত্রের মূল, তিনিই সেই সিংহাসনে বসিয়া অসৎ চরিত্র বশতঃ শীঘ্রই ইহ লীলা সম্বরণ করেন। রাজা প্রতাপ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছিল উহার প্রতিকার বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা করিতেন, কিন্তু তিনি মারা গিয়াছিলেন ও তাঁহার কোন পুত্র কন্যাও ছিল না। তাঁহার সময়ে ইংরাজ জাতি ও রুসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এই জুজুর ভয় পূর্ণ মাত্রায় হইয়াছিল। সেই জন্য জমান সার মৃত্যু হইলে আফগানের সিংহাসন লইয়া সেখানে বিবাদ উপস্থিত হয়। উক্ত জমান সার ভ্রাতা সুজা সেই সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। রঞ্জিৎ সিংহ পেশওয়ার জয় করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দোস্ত মহম্মদ কাবুলের সিংহাসনে বসিয়া পেশওয়ার নগর অধিকার করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজ দূত তাঁহাকে সহায়তা করিতে পারিবেন না বলিলে তিনি রুসিয়ার দূতের আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া যায়। কোম্পানির কাগজের দাম নামিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সুজা তখন ইংরাজদিগের অন্ন ধ্বংস করিয়া লুধিয়ানা নগরে বসিয়াছিলেন, কুগ্রহবশতঃ ইংরাজ মহারথীরা সুজাকে দোস্ত মহম্মদের সিংহাসনে বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ স্বাধীন ছিল কিন্তু সিন্ধুকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জানিয়া ইংরাজ সেনা সুজাকে সঙ্গে করিয়া বোলান পথ দিয়া কন্দাহার বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধে দখল করিলেন এবং গজনি আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সুজাকে সিংহাসনে বসাইলেন। শেষে দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন ও পরাস্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতায় বন্দি হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আফগান বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দুর্দ্ধ-

বিদ্রোহীরা নৃশংসভাবে ইংরাজ দূতের প্রাণ সংহার করেন এবং বিশ্বাসঘাতক আফগানগণের আশ্বাস বাক্যে ইংরাজ সেনা ইংরাজ রাজত্বে ফিরিয়া আসিতে গেলে পথে দুঃসহ শীতে ও লুক্কায়িত কাবুল সৈনিকগণের আক্রমণে নষ্ট হইয়া যায়। চৌদ্দ পনর হাজার সৈন্য সামন্তের মধ্যে কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন সশরীরে সেই দারুণ সমাচার আনিয়া দেন। ইহাতে ইংরাজ রাজত্বে সকলেই ভীত ও কম্পিত হইয়া উঠে। কেবল কান্দাহার ও জেলালাবাদে দুই দশ জন ইংরাজ সেনা সেরূপ প্রলোভনে মুগ্ধ হয় নাই ও তাহারা অদ্ভুত বীরত্বের আফগানগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে থাকে। লাট অকল্যাণ্ড সিমলার শৈলশিখরে অবস্থানকালে তাঁহার মন্ত্রিবর্গেরা কলিকাতায় আফগানগণের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন; আর তিনি কলিকাতায় স্বদেশযাত্রার জন্য যখন আয়োজন করিতেছিলেন, তখন সেই ইংরাজ বাহিনী নষ্টের সংবাদ পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার রাজত্বে কোম্পানির কুড়ি মিলিয়ান পাউণ্ড ঋণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি গিয়া ব্যয় হ্রাস করিবেন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবেন; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। কলিকাতায় ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিলেন :—

"লেগেছে বিষম যুদ্ধ, লেগেছে কাবুল যুদ্ধ, দেগেছে কামান শত শত,
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল, রেগেছে ইংরাজ লোক যত।
ক'রেছে অসার জারি, হ'রেছে বিলাতী নারী, তরেছে সমরে খুব তারা,
প'রেছে করাল বস্ত্র, ধ'রেছে সকল অস্ত্র, ম'রেছে প্রধান যোদ্ধা যারা।"

বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৩রা নবেম্বর দোস্ত মহম্মদের আত্মসমর্পণকালীন কলিকাতার উৎসবাদি, লাট অকল্যাণ্ডের আরল উপাধি ও সার জনকিন, ম্যাগানটন পটিঞ্জার ওয়েড প্রভৃতির বারণ, নাইট উপাধি লাভের প্রতিশোধ দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ ভগবানের নামে পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কাবুলীদের নেতৃত্বে কর্ণাল ম্যাগনটন প্রভৃতির নৃশংস হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতায় কোম্পানির সমস্ত ফৌজাদি নষ্ট করেন, সেই কথাই কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিলাতের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়ালটার স্কটের কনিষ্ট পুত্র ঐ যুদ্ধে তিহারণে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই প্রথম পলাসি যুদ্ধের পর ব্রিটিশজাতির এরূপ পরাজয় ও অপমান হইল। লাট অকল্যাণ্ডের রাজত্বকালে বিলাতে স্মরনীয় ঘটনা যেমন সেখানকার রাজা উইলিয়ামের মৃত্যু ২০এ জুন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, ২৮এ জুন রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক হয় ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ ও ৯ই নবেম্বর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র লাভ হয়। ঐরূপ এদেশে ৭ই জুলাই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব হঠাৎ মারা গেলেন। সেখানকার রেসিডেণ্ট যাঁহাকে গদীতে বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, উহা লইয়া বিলক্ষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ঐ ব্যাপারে কাপ্তেন পেটনের মনোনীত মুন্নাজান অযোধ্যার গদীতে বসিয়াছিল, কিন্তু শেষে বেগম ও মুন্নাজান উভয়েই বন্দি হইয়া বৃত্তিভোগী হন। ঐ সিংহাসনে বসিবার জন্য সামদৌল নামক এক ব্যক্তি বিলাতে লোক পাঠাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তি সংবাদ এদেশে তখন কিরূপে প্রচারিত হয়, উহা উল্লেখ যোগ্য। তখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব মহিমান্বিত ছিলেন। তাঁহাকেই লাট অকল্যাণ্ড ১১ই সেপ্টেম্বর পত্রদ্বারা ঐ রাজ্য প্রাপ্তিসংবাদ ও তাঁহাকে বিলাতের রাজার উপাধি Grand Cross Royal Hanoverian Order দান করিয়াছেন জানান হয়। সেকালে খবরের কাগজে নবাবের কলিকাতায় আগমনবার্ত্তা প্রকাশ হইত। ৭ই মার্চ্চ তিনি আসেন এবং সেকালের বিখ্যাত ছবি লেখক কবি মারির আঁকা নবাবের ও তাঁহার পুত্রের ছবি বিলাতের রাজারাণীকে উপহার

দিয়াছিলেন। বিলাতের রাজারাণীও তাঁহাকে তাঁহাদের ছবি উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর উক্ত নবাব হুমায়ুন জা মারা যান। ১৯ ডিসেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উঁহার উত্তরাধিকারীর সিংহাসন লাভের বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বাহির হয় ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ১৯টী কামান ছুড়িয়া সর্ব্বসাধারণকে উহা জানান হয়। লাট অকল্যাণ্ডের রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের নবাব নাইজাম সুপ্রীমকোর্টের এলাকাধীনে কিনা উহা লইয়া আলোচনা হয়। গবর্ণর জেনারেল সাহেবের সভার মন্তব্য কোম্পানির এটার্নি মিঃ এইচ, পলিন সাহেব ডেপুটি সেক্রেটারি সি, ই, ট্রিভেলিয়ানকে এই মর্ম্মে জানান যে, উহা এডভোকেট জেনারেলকে জানাইবেন। রাজা হরিনাথ রায়ের সহিত মুর্শিদাবাদের নবাবের তুলনা হইতে পারে না মুর্শিদাবাদের নবাবকে সুপ্রীমকোর্টের এলাকাধীন করিবার চেষ্টা যেন করা না হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত যে একরার ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের নিজামতের কার্য্যাদির উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই গবর্ণমেণ্ট জানান যে বেগমদিগের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহাদের পেন্সন একেবারে রহিত হইয়া যাইবে; সেই টাকা নবাব নাইজামের পাইবার দাবীর অধিকারও রহিত হইবে। অনেকে অনুমান করেন সেই সংবাদেই নবাবের মৃত্যু হইয়াছিল। ১০ই জুলাই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ৺রাধাকান্ত দেব রাজা বাহাদুর উপাধি ও তরবারি খেলাৎ লাভ করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭এ আগষ্ট পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। উহার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব রাজত্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁহার মহীষি ঝিন্দনকুমারী ও তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহের রাজ্যলাভ লইয়া গণ্ডগোল হইয়াছিল। গৃহবিবাদই কোম্পানীর রাজত্ব বৃদ্ধির কারণ। সেই সকলের সূত্রপাত লাট অকল্যাণ্ডের রাজত্বের সময় হয়। তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ও উহার নিয়ম রক্ষা করিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ যেমন ইংরাজদিগের শক্তি সামর্থ্যের বিষয় জানিতেন, ইংরাজেরাও তেমনি তাঁহার বল, বীর্য্য ও ইউরোপীয় সেনাপতির অধীন শিক্ষিত সৈন্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। উহাতেই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কাবুলে ইংরাজের দুর্দ্দশা দেখেন নাই। তিনিই মৃত্যুর পূর্ব্বে বৃদ্ধাবস্থায় রণস্থলে প্রবল পরাক্রান্ত আফগান ব্যূহ ভেদ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জয় ভেরী নিনাদিত করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখ সাম্রাজ্য পেশওয়ার, ডেরাগাজী খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ, মুলতান, জম্বু ও কাশ্মীর জয় করেন। তিনি শতদ্রুর পূর্ব্বভাগস্থ রাজ্যগুলির উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেই সেই সকল স্থানের অধিপতিরা তখন ইংরাজগণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তিনিই ভূতলস্থ নন্দনকানন কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব শেষ করিয়া শিখ রাজ্য স্থাপন ও লাহোরে রাজধানী করিয়া মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দরবার ফিরোজপুর নামক স্থানে গমন করিয়া মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত দেখা শুনা করিয়া ব্যবসা করিবার সন্ধি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে বরর্ণস সাহেব কাবুলাদি স্থানে যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় লাট সাহেব কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সেই বরণস সাহেবই ব্যবসার জন্য সিন্ধু নদীর পথ খুলিয়াছিলেন। উক্ত রঞ্জিৎ সিংহ সম্বন্ধে লাট অকল্যাণ্ড মেটকাফ সাহেবকে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে যাহা লিখিয়াছিলেন উহা উল্লেখযোগ্য :—

"The growing restlessness of the old man of Lahore who still hankered after the 'jungles' and treasures of Sind, the excessive importance attached to the open-

ing of the Indus, the advance of the Persians towards Herat—all this disquiete him much. In the meanwhile I have entreated Ranjit Singh to be quiet and in regard to his owo requests have refused to give him 50,000 muskets and am ready to send him a doctor and a dentist."

"অর্থাৎ মহারাজা রঞ্জিৎসিং সিন্ধু দেশাধিকার ও সিন্ধু নদীতে ব্যবসার পথ খোলার জন্য ও ইরানাধিপতির হিরাত যাত্রায় অস্থির হইয়াছিলেন। উক্ত মহারাজা পঞ্চাশ হাজার বন্দুক চাহিয়াছিলেন, উহা দিতে লাট অকল্যাণ্ড প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু তাঁহার জন্য ডাক্তার ও দাঁতের চিকিৎসক পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন।"

অবসরপ্রাপ্ত সার চার্লস মেটকাফকে ঐরূপ পত্র লিখিবার কারণ ছিল। তিনিই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের নিকট দূত পাঠাইয়া সিন্ধু নদী দেখিয়া আসিবার ছল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্য্য নয় বলিয়া আপত্তি করেন। ম্যাগনটন সাহেব রঞ্জিৎ সিংহের রাজত্বে গমন করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণের সহিত তাঁহার সন্ধি করেন। উহাতে সা সুজার সিংহাসনাধিকারের কথা ছিল। সেই সন্ধিতে সা সুজার স্বাক্ষরও ছিল। ইহাতেই দেখা যায় যে, লাট অকল্যাণ্ডের পূর্ব্ব হইতেই আফগানাধিকার ব্যাপার আরম্ভ হয়। লাট অকল্যাণ্ডের সহিত মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের ফিরোজপুরে দেখা সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে লেখক পেণ্ডেন ট্রটার এইরূপ লিখিয়াছেন যে ২৯এ নবেম্বর তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের মধুর শব্দের ঐক্যতানে উভয়পক্ষের হাতীর উপর চড়িয়া দেখা শুনা হইবার পর দরবার ও শিবিরে গমন অত্যাশ্চর্য্য গৌরচন্দ্রিকা বা অগ্নিমাভিনয়। তাঁহাকে মিস্ ইডেনের আঁকা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ছবি উপহার দেওয়া হয় এবং উহা তিনি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। রঞ্জিৎ সিংহ ঐ ব্যাপারে কোনরূপ বেশ ভূষার আড়ম্বর বা হীরকাদি মণি মুক্তা মণ্ডিত অলঙ্কার পরিয়া আসেন নাই মাথায় কেবলমাত্র লাল সিল্কের পাগড়ি ছিল। তখন তিনি লাট অকল্যাণ্ড ও তাঁহার ভগ্নী মিস ইডেনকে নাচের মজলিসে ভাঁড়ের রঙ্গরসে তাঁহার বড় সাধের মদ্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করেন। সেই সময় ডিসেম্বর মাসে উভয় পক্ষের ফৌজের কৌতুক যুদ্ধ হইয়াছিল, উহাতে ইংরাজের পক্ষে সার হেনরি পেন সমস্ত ফৌজ লইয়া বৃদ্ধ শিখ মহারাজাকে যুবার ন্যায় তাঁহার সর্দ্দারগণের সৈন্য পরিচালনা কি তৎপরতার সহিত করিতেছিলেন দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হন।

ইহাতেই দেখা যায় যে, কাবুল যুদ্ধের জন্য লাট অকল্যাণ্ড আদৌ দায়ী নহেন, তবে উহা যাহাতে কৃতকার্য্য হয়, তজ্জন্য তিনি কোনরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই এবং সেজন্য আরল উপাধিও লাভ করেন। তিনি এইখান হইতে পদত্যাগ করিয়া বিলাতে যান, তখন বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় লাট অকল্যাণ্ড সাহেবের বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীলেখক এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"Lord Auckland's contribution to the debates did credit to his own good sense his magnanimity and public spirit. His praise of our officers and men was qualified by no abuse of the Governor General."

অর্থাৎ লাট অকল্যাণ্ডের (কাবুল যুদ্ধের সমালোচনা সূচক) বাদানুবাদে তাঁহার সদাশয়তা, মহত্ব এবং সর্ব্ব হিতৈষীতাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার সেনানী ও সেনাপতিদিগের সুখ্যাতির সঙ্গে অপরাপর সভ্যের ন্যায় বড়লাটের নিন্দা ছিল না। তিনি এদেশে শুভাগমন করিবার পূর্ব্বে কোর্ট অফ ডিরেক্টারগণের ভোজে যে বক্তৃতা করেন উহার নূতনত্ব শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করে এবং বক্তার আন্তরিকতায় কেহই

সন্দিহান হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুখ শান্তি বিধানের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার, সনিয়ন্ত্রিত বিচার পদ্ধতি ও সুসংস্কৃত রাজ্যশাসনবিধি প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত সুযোগ পাওয়ায় তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শুভ নববর্ষারম্ভের দিনে তাঁহার মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে তিনি লর্ড জন রসেলের মন্ত্রী সভার মধ্যে নৌ-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

লটারি:—সেকালের লটারির দ্বারা কলিকাতার রাস্তা, ঘাট ও টাউনহলাদি যাহা প্রস্তুত হইতেছিল, উহা লটারীর দ্বারা করা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সময় রহিত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স ও মদের লাইসেন্সাদিতে যে আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ছিল, তখন উহা তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়। তখন ঐরূপ লটারি তুলিয়া দেওয়ায় কোম্পানীকে একেবারে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অভাব পূরণ করিতে হইল। তখন রাস্তাদি পরিষ্কার করার জন্য পুলিশ সওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিত। তিনি ঐরূপ প্রথা রহিত করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন ও বাড়ী ঘরের ট্যাক্স বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণের উপর শতকরা পাঁচ টাকা ধার্য্য করেন। তাঁহারই সময় কলিকাতার লটারি দ্বারা বড় মানুষ হওয়া বন্ধ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ লটারি খেলা কলিকাতায় আরম্ভ হয়। উহাতে কলিকাতার টেরিটি বাজার ওয়েষ্টন সাহেব লাভ করেন, উহাতে তিনি দাতা হন এবং প্রতি মাসে চুঁচুড়ার বাড়ীতে দীন দরিদ্রকে একশত মোহর দান করিতেন। টেরিটি সাহেব সেকালের কলিকাতার পথ, বাড়ী ও ঘরাদি নির্ম্মাণ মেরামত আদি করিয়া ঐ বাজারের মালিক হন। তিনি উহা বিক্রি করিয়া ১৯৬০০০ টাকা অর্থলাভ করেন। তখন দালালাদি দ্বারা বিক্রি করার সুবিধা ছিল না; কারণ তখন খরিদ্দার বড়ই অল্প ছিল। তখনও পর্য্যন্ত লোকে ব্যবসায় টাকা খাটাইত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ালেসলির শাসনকালে টাউন উন্নতিকারক সভায় ঐ লটারির টিকিট বিক্রি করিত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লটারির দ্বারা কলিকাতায় টাউন হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লটারির টিকিট বিক্রির হিসাবে দেখা যায় যে, ১৭ সতের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৪॥০ সাড়ে চার লক্ষ কাটা উদ্বৃত্ত থাকে। ঐ টাকায় কলিকাতায় ইলিয়াট রোড, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, আমর্হাষ্ট রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজস্কোয়ার ও মুজাপুর ষ্ট্রীট আদি অনেক রাস্তা হয়। খ্যাতনামা ডানিয়্যাল পাশ্চাত্য চিত্রকরের চিত্রগুলি লটারি দ্বারা বিক্রয় করা হইত। এই সকল লটারি খেলার বিবরণ অনেক বাহির হইয়াছে সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতার ধনীরা ঐ সকল লটারির টিকিট কিনিতেন ও সেই সকল টিকিট বাজারে খরিদ ও বিক্রি হইত। গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, ঘর ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি লটারির টিকিটে খরিদ বিক্রি করা সেই সময় হইতে বন্ধ হইয়া গেল। উহাতেই কলিকাতাবাসিদের রাতারাতি বড় মানুষ হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। সভ্যজগতের চক্ষে লোককে অদৃষ্টবাদি করিয়া অলস করা ভাল নয় এবং উহা সমর্থন করা উচিত নয়। উহাই বলিতে হইবে যে, **ভিক্টোরিয়া যুগের শুভ লক্ষণ।**

কলিকাতায় আদালতে সাদা কালায় যে সকল অবিচার ছিল, উহার সুবিচার করিবার জন্য মেকলে সাহেব অকল্যাণ্ড সাহেবের লাট হইয়া আসিবার দুই মাস পরেই আইন পাশ করেন। উহা সেকালের বিলাতের সাহেবেরা ('Black Act') কালা আইন বলিয়া মহান্দোলন করেন। সেকালে যদি কেহ মফঃস্বলে কোন ইংরাজের বিরুদ্ধে নালিশ করিত, তবে উহা ইংরাজ আসামী কলিকাতার সদর আদালতে লইয়া আসিত, উহা ঐ আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হয়।

যুদ্ধ :—* ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লর্ড অকল্যাণ্ড সাহেবের শাসন প্রণালীর সুখ্যাতি করেন নাই। তাঁহারই সময় কাবুল যুদ্ধ হয়। তিনিই কাবুলের সহিত ব্যবসা করিবার জন্য কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার বারনস্ সাহেবকে সেখানে দূত স্বরূপ পাঠান। লর্ড ওয়েলসলির সময় হইতেই কাবুল লইয়া ইংরাজ কোম্পানির জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। দোস্ত মহম্মদ পেশয়ার লইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ইংরাজ দূতকে স্পষ্ট বলিলেন যে, উহা পাইবার সাহায্য না করিলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। লর্ড অকল্যাণ্ড কেবল যে ব্যবসার জন্য দূতকে কাবুলে পাঠাইয়াছিলেন উহা নয়। তৎপূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রুষিয়ানেরা দোস্ত মহম্মদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল, উহারই সন্ধান লওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; ব্যবসা করিবার সন্ধি কেবল ছলমাত্র। দৌত্যাভিযান ভগ্ন মনোরথে ফিরিয়া আসিল, ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেন যে, অকল্যাণ্ড সাহেব উহার জন্য সা সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার মনস্থ করেন, উহাই তাঁহার ভুল হইয়াছিল।

চার হাজার সঙ্গীগণের মধ্যে কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডান জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসে। এই সংবাদ বিলাতে পৌছিবামাত্রেই লর্ড অকল্যাণ্ডের রাজ্য শাসন শেষ হইয়া যায়। সেকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য সামন্ত অধিক ছিল না। সেকালে গোলন্দাজ সৈন্য এদেশী ছিল। সর্ব্বসমেত † ১৪০০০ চিরস্থায়ী সৈন্য ছিল। যুদ্ধে ৪০০০ সৈন্য নষ্টে গবর্ণর জেনারেল পদচ্যুত হইলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

লর্ড অকল্যাণ্ডের দোষ গুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা উচিত যে, পাহাড়ীয়া সেকালে গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ৪০০০ হাজার সৈন্যকে পাহাড়ে মারিয়া ফেলিল, সেই সকল সৈন্যই বা কি রকম। অনেকে শীতে ও কষ্টে মরিয়া যায়। সেকালের সামরিক বিভাগ ভাল ছিল না। ঐতিহাসিক মার্টিন ‡ সাহেব সৈন্যগণের সম্বন্ধে সেনাপতি নেপিয়ার সাহেবের মত উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* "All looked peaceful until Auckland, prompted by his evil genius attempted by force to place Shah Shuja upon the throne of Kabul, an attempt conducted with gross mismanagement, and ending in the annihilation of the British garrision placed in that city." "The first Afghan interprise, began in a spirit of aggression and conducted amid disagreements and mismanagement, had ended in the disgrace of the British Arms."

† "The greater part of the artillery in India was manned by native soldiers. About one third of the European infantry and all the European artillery were local troops, raised by the East India Company for permanent service in India. They numbered about 14000 men." India its administration and progress by Sir John Strachey. P. 477.

‡ "The employment of the army to do the civil work, was declrared by Napier to be the "the great military evil of India;" the officers occupying various diplomatic situations, the sepoys acting as policemen, goalers and being incessantly employed in detachments for the escort of treasure from the local treasuries to the manifest injury of their discipline." The Indian Empire Vol. II. P. 104.

গুণ :—তিনি গোয়ালিয়ারে গিয়া সেখানকার অশান্তি দূর ও নেপালের রাজার সহিত সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি ভারতবর্ষের রাজাদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি করিবার চেষ্টা সদুদ্দেশে করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার জীবনী লেখক বলিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার আমলে ঐ সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের যাতায়াত বৃদ্ধি হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গেরা কলিকাতার নাম ও প্রতিপত্তি অবগত হন। ইংরাজ জাতি গবর্ণর জেনারেলগণের আদর্শ দোষগুণ বিলাতের সমাজে পার্লিয়ামেণ্টে যেমন আলোচিত হইত, উহা তেমনি কলিকাতার কেন্দ্র হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইত।

ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ ছিল যে, তাঁহারা ভোগাশক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন না, নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত অন্যায়কে মানিয়া লইতেন না, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ তাঁহাদের উন্নতির মূল মন্ত্র। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য মানবের অন্তরে যে প্রবল শক্তি জাগিয়া উঠে, উহাতে যে সাহস ও উৎসাহ মানব হৃদয়কে ভয়ে ও লোভে কুণ্ঠিত বা পীড়িত করিতে পারে না, সেই চেতনার অনুভূতিতেই আনন্দ; এই কথা ও নীতি যেন আফগান সমরে বারাণস, ম্যাগনটন প্রভৃতির আত্মোৎসর্গে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। স্মরণীয় ভিক্টোরিয়া যুগের আবির্ভাবে সেই ধ্বনি যেন ইংরাজ জাতির অন্তরে অন্তরে কলিকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে কি এক অপূর্ব ভাবের সমন্বয় করিয়াছিল। উহাতেই কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয় যে, আফগান সমরে ইংরাজ জাতির অপমানে যেন কি এক অপূর্ব্ব দৃঢ়তায় তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া বলিতেছিল :—"এই হারা ত শেষ হারা নয়, আবার খেলা আছে পরে," জিত্‌ল যে, সে জিত্‌ল কি না, কে বল্‌বে তা সত্য করে।"

প্রতি দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মানব যদি ক্ষতি, অপমান বা পরাজয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অভিভূত না হয়, তবেই সে অগ্রসর হইতে পারে। অবিবাহিত লর্ড অকল্যাণ্ড সেই এক অবিচলিত নিষ্ঠায় কলিকাতার ও ভারতের সর্ব্বত্র রাজ্যশাসন ভোগলিপ্সা বা স্বার্থপর হইয়া করেন নাই। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবনের মহাব্রত সমাধা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি যদি আফগান সমরে ইংরাজ বাহিনী নষ্ট না করিতেন, তাহা হইলে সেই দেশ রুশিয়ার করতলগত হইত বা পারস্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই ইংরাজ বাহিনী নষ্ট হওয়াতেই ইংরাজ জাতি মান ও গৌরব রক্ষার জন্যই ভারতের সীমান্ত দেশ সমূহ করতলগত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। দুর্গতিই রাজ্যলাভ ও উহা বিস্তারের পথানুসন্ধান করে। অদৃষ্ট চক্রের দিকে তাকাইয়া থাকিলে কোন ফলোদয় হয় না। রঞ্জিৎ সিংহ, শিবাজি, বাবর, প্রমুখ কেহই জন্ম বা বংশক্রমে রাজ্যলাভ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই কালস্রোতে উপযুক্ত সুযোগাবলম্বন করিয়া সম্রাজ্য স্থাপন করেন। হিন্দুর পুরাণে মান্ধাতার ন্যায় পরাক্রমশালী প্রাচীন রাজা ছিল না উল্লেখ আছে। তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত অতীব আশ্চর্য্যজনক ও অলৌকিক ব্যাপার স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র মাতার অভাবে অঙ্গোপায়ে সেই কার্য্য করিয়া জীবন রক্ষা করাইয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, সাধারণ মানবের সহিত তুলনায় মান্ধাতাতে ইন্দ্রের শক্তি যেন অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁহার কঠোরতায় যেন তিনি মাতৃ দুগ্ধে লালিত পালিত হন নাই। পাশ্চাত্য রোমের আবিষ্কর্ত্তা রিমস ও রোমিউলস বনে ব্যাঘ্রিনীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছিল ঐরূপ প্রবাদ আছে। সেইরূপ প্রবাদে মুনি ঋষিরা মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। হর্ষ চরিতে সপ্তজন চক্রবর্ত্তী রাজাগণের মধ্যে মান্ধাতার নাম উক্ত হইয়াছে :—

"ভরতার্জ্জুন মান্ধাতৃ ভগীরথ যুধিষ্ঠিরাঃসগর নহুষৈস্তেন সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ।"

সকল দেশে সকল সময়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের রীতি নীতি এক প্রকার ছিল না। মহা-রাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়াও রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী করিতে পারে নাই। উহার মূল কারণ যে, ব্যক্তি বিশেষের শৌর্য্য ও বীর্য্য দ্বারা রাজ্য লাভ হইতে পারে; কিন্তু উহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা জাতি বিশেষের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আফগান জাতি মূর্খ ও বর্ব্বর হইলেও উহাদের অন্তরে স্বাধীনতা ও স্বজাতি প্রেম ছিল, উহাতেই তাহাদের ইংরাজ বাহিনী ধ্বংস করিবার সাহস হইয়াছিল ও উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। যে জাতি যোগ্যতমের আদর করে নাই, সেই জাতির ধ্বংস হইয়াছে। বংশানুক্রমে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য প্রাপ্তির দিন চলিয়া গিয়াছে এই কথাই যেন সেকালের যুদ্ধ কালের রণভেরি বলিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি এডেন দ্বীপ ও বন্দর ইংরাজের হয়। লর্ড অকল্যাণ্ডের আরব্ধ কাবুল তাঁহার পরে লাট এলেনবরাকে করিতে হয়।

মহত্ত্ব :—লর্ড অকল্যাণ্ডই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ব্যবস্থা করেন, উহার জন্ম তাহাদের বৃত্তিদান নিয়ম করেন। তিনি ছাত্রগণের উপর বড়ই সদয় ছিলেন। একদিন তিনি যখন ওরিয়াণ্টেল সেমিনারির সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিলেন তখন উহার ছাত্রেরা বাল স্বভাব সুলভ চপলতায় তাঁহার গাড়ীতে ঢিল মারিলে তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া ঐরূপ করা উচিত নয়, বলিয়াছিলেন। তিনিই মেডিকেল কলেজে ছাত্রগণের পারিতোষিক ও শিক্ষার উৎসাহ দ্বারা উহার পথ প্রসার করেন। তিনিই চিকিৎসার সুবিধা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় স্বয়ং যেমন অর্থ সাহায্য করেন, তেমনি গবর্ণমেণ্ট অর্থ হইতেও উহার সাহায্য ব্যবস্থা করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খালাদি দ্বারা জমির উর্ব্বরতা সাধন করা আবশুক ও তদনুসারে কর্ণেল কলভিনকে ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়াদি নির্ণয় জন্ম নিযুক্ত করেন। তিনিই সেকালের ডাক্তার ডফের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিদান ব্যবস্থা ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে করেন। উহাতে তখন ইংরাজ জাতির আদর্শ ভারতের সর্ব্বত্রই সকলের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। লাটসাহেব হরচন্দ্র ঘোষকে তাঁহার নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ঘড়ি উপহার দেন ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। ঐ নামের অন্ত একজন কলিকাতা বাসীর মার্ব্বেল মূখাকৃতি ছোট আদালতের দ্বারে উহার জজ হওয়ায় স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ইংরাজগণের দোষগুণের ছায়াকপাত পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয়। তখন আর প্রাচীন পিতাপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের কার্য্য-কলাপ নবীন শিক্ষিত সমাজে শ্রদ্ধা, আত্মশ্লাঘা বা আনন্দ লাভের লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃত মানব মাত্রেরই অন্তরে কঠোর কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে বর্ত্তমান দুঃখ ক্লেশাপমান আদিকে স্থান দিবার অবসর বা সুযোগ হয় না।

কলিকাতার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের আদম সোমারি :—বাঙ্গালী হিন্দু ১২০৩১৮, পশ্চিমী হিন্দু ১৭৩১৩, পশ্চিমী মুসলমান ১৩৬৭৭, নীচ জাতি ১৯০৮৪, বাঙ্গালী মুসলমান ৪৫৩৭, পর্ত্তুগীজ ৩১৮১, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪৭৪৬, ইংলিশ ৩১৩৮, আরমানি ৬৩৬, মগ ৬৩৮, চীনা ৩৬২, ইহুদী ৩৬০, মোগল ৫২৭, আরব ৩৫১, ফরাসী ১৬০, বাঙ্গালী খৃষ্টান ৪৯, পারসি ৪০, মান্দ্রাজি ৫৫, মোট লোক সর্ব্বশুদ্ধ ২২৯৭১৪। তন্মধ্যে পুরুষ ১৪৪৯১১ ও স্ত্রী ৮৪৮০৩। ইহার মধ্যে হাওড়া, শিবপুর, শালিখা, কাশীপুর, খিদিরপুর মুচিখোলার প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যা ধরা হয় নাই। পাকা বাড়ী ১৪৬২৩, খোলার ঘর ২০৩০৪, খড়ের ঘর ৩০৫৬৭, মোট ৬৫৪২৫। পুলিশের ঘর ১৩৫৮। পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বার্ব্বার সাহেবের দস্তখত তারিখ ২৪।২।১৮৩৭। ১৫ই ফাল্গুন, ১২৪৩ সাল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াঃ—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ জুন বিলাতের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হওয়ায় তিনি সেই সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন। বিলাতে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া ২৮এ জুন হয়। তাঁহার জন্ম ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে হইয়াছিল। কালে সেই অবিবাহিতা কুমারী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম সম্রাজ্ঞী বলিয়া খ্যাত হন। তিনি পরমা সৌভাগ্যবতী ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তাঁহার মত ৬৪ বৎসর দীর্ঘকাল রাজত্ব কোন রাজা বা রাণী করেন নাই। তিনিই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ করেন ও ভারতবর্ষের মহারাণী হন। তাঁহার নামে এক নূতন যুগ কীর্ত্তন করা হয়। কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির নবীন স্থাপত্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। লর্ডকর্জ্জন উহা বহু ব্যয় করিয়া কলিকাতায় সম্মান ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্মৃতিমন্দিরে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাগণের ও রাজভক্ত প্রজাগণের অর্থে প্রস্তুত হয়। উহা প্রস্তুত করিতে ক্রোরাধিক অর্থ ব্যয় ও বিলাতের স্থাপত্যবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চিত্র ও পরিদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনিই লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় বিলাতের রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সে সময়ে রাজ্য শাসন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি করিত, তজ্জন্য কলিকাতায় তাঁহার অভিষেক উৎসবাদি বিশেষ কোন আড়ম্বরের সহিত হয় নাই।

মিউনিসিপালিটিঃ—চীৎপুরের রাজপথে জল দিবার জন্য প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মাকফার্লন সাহেব চাঁদা তোলেন। উহাতে ১২০০৲ হাজার টাকা উঠে। কলিকাতার লটারি কমিটির পক্ষে পরামর্শ করিবার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর ও রামগোপাল মল্লিক তিনজনকে লইয়া এক সভা হয়। তখন কলের জল অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন করা ভাল এই পরামর্শ সিদ্ধান্ত হয় ও তাঁহারা কোথায় কোথায় ঐরূপ পুষ্করিণী খনন করা হইবে স্থির করিলেন। ১৬ই জানুয়ারী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি ও ময়লা সাফ করিবার জন্য আর এক সভা মনোনীত হয়। কলিকাতায় মাসিক ৫০৲ টাকা বাড়ীভাড়া যাহারা দিত, তাহাদের মনোনীত সভ্যগণ কর্ত্তৃক কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকফরসন সাহেবের অধীনে তত্ত্বাবধারক সভ্য কার্য্য করিত। উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেও লোকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড স্বায়ত্ত শাসনমূলক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রথম সৃষ্টি করেন। কলিকাতাবাসীগণের নিকট হইতে করাদায় করিয়া রাস্তা ড্রেনাদি প্রস্তুত সাফ মেরামত, জল ও আলোর ব্যবস্থা কলেক্টার ও এসেসার করিবে ও তাঁহারা করদাতৃগণের দুইএর তৃতীয়াংশ মতে নিযুক্ত হইবেন, স্থির হয়। পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত তিনজন এবং করদাতৃগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত চারিজন সভ্য মোট সাতজন সভ্যে মিউনিসিপালিটীর যাবতীয় কার্য্য করিবেন স্থির হয়। সেকালে কলিকাতাবাসী ইংরাজেরা ব্যবসা ছাড়িয়া ঐকার্য্য করিতে চাহিতেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকফরসন সাহেব তাঁহাদের ঐকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য এক ইস্তাহার জারি করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের আইনে মিউনিসিপালিটি কলিকাতার জমি খরিদ ও কাহারও নামে নালিশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন করাইয়া সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারির বেতন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটির সভ্যেরা মাসিক আড়াই শত টাকার অধিক বেতন পাইবে না। গাড়ী ঘোড়ার উপর করাদায় বন্ধ করিয়া বাড়ী জায়গাদির বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা সওয়া ছয় টাকা হারে করাদায় ব্যবস্থা হয়। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চার ভাগকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগ ও সাতজন সভ্য স্থলে চারজন (দুইজন করদাতৃগণের ও বাকি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক) মনোনীত হন। উহাঁদের নাম মেজর থুলিয়ার, মিঃয়ার এস, ওয়াচপ, তারিণীচরণ বন্দ্যো-

পাধ্যায় ও দীনবন্ধু দে। তাঁহাদের মনোনীত ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার উইলিয়াম ক্লার্কই প্রথম কলিকাতার ড্রেন ও হ্যালিডে ষ্ট্রীট নির্ম্মাণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কলিকাতার নকসা সিমস্ সাহেবকে দিয়া করান। গাড়ী ঘোড়ার রেজিষ্ট্রী ও করাদায় পুনরায় করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উহার পরিবর্ত্তন হয়। বাঙলার ছোট লাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে তিনজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কার্য্য করিতেন। ডাউলিন সাহেব বার্ষিক দশ হাজার টাকা বেতনে অন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া ঐকর্ম্ম করিতেন আর পূর্ব্বোক্ত ওয়াচপ ও খুলিয়ার সাহেব প্রত্যেকে বার্ষিক চার হাজার টাকা বেতনে ঐরূপ কোন ধরাবাঁধার মধ্যে না থাকিয়া কার্য্য করিতেন। তখন করের হার সাড়ে সাত টাকা বৃদ্ধি করা হয় এবং উহা হইতে প্রতি বৎসর জলের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ও ড্রেনের জন্য দেড় লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিবার নিয়ম হয়। রাস্তায় পদব্রজে চলিবার পথ পৃথক করা হয়। এই সূত্রে লাট ময়রা, বেণ্টিঙ্ক, অকল্যাণ্ড ও ড্যালহাউসির নাম উল্লেখযোগ্য, তবে সার জন শোর ও ওয়েলেসলিই উহার গোড়া পত্তন করেন। প্রাচীন কলিকাতার উন্নতি মিউনিসিপালিটি করেন নাই, তবে সেই সকল উন্নতিকারকগণের নাম কলিকাতার রাস্তায় স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ঐ সকল নামের মধ্যে যে সকল লোকের দ্বারা ঐ সকল স্থান সাধারণে জানিতে ও চিনিতে পারিত উহাও রহিয়াছে, যেমন নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগর লেন ইত্যাদি।

ইডেন উদ্যান:—কলিকাতার নন্দনকানন লাট অকল্যাণ্ডের ভগ্নীদ্বয় ইডেনের কীর্ত্তি। লাট আমহার্ষ্ট পাদরী হিবারের সহিত শিবপুরের বোটানিকাল উদ্যানকে কবি মিল্টনের ইডেন উদ্যান বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুঃখ দূর যেন সেই সময়েই হয়। উহার মধ্যে কৃত্রিম হ্রদ ও বর্ম্মা যুদ্ধের বিজয় চিহ্ন প্যাগোডা আদি আছে বাগানের পথাদির ব্যবস্থা ও বৃক্ষাদিতে ব্যক্তিবর্গের মন হরণ করে ও এক রাস্তার লোক অপর রাস্তার লোককে দেখিতে পায় না। উহা কলিকাতাবাসির প্রাতঃ ও সন্ধ্যা ভ্রমণের স্থান হইয়াছে। তাঁহার আমলে বাবুঘাট ও নিমতলার গঙ্গাযাত্রীর ঘর জানবাজারের রাজচন্দ্র দাস তাঁহার স্মৃতিতর্পণ জন্য করিয়াছিলেন। তিনিই বিখ্যাত রাসমণির স্বামী ছিলেন। কোম্পানি গঙ্গায় মাছ ধরিবার কর ধার্য্য করেন। বুদ্ধিমতী রাসমণি উহার ইজারা লইয়া বয়ায় বয়ায় গঙ্গার পথ শিকল দিয়া মাছ ধরিবার জন্য বন্ধ করিয়া দেন; তখন কোম্পানি উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। তিনি উহাতে জেলেদের মুখে কৃতজ্ঞতায় 'রাণী' উপাধি লাভ করেন। তিনি হালি সহরে পিত্রালয়ে ডুমুরের ফুল দেখিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন ও অনেক সৎকর্ম্ম করেন।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়:—কোম্পানির সৈনিক বিভাগের কার্য্য করিয়া ভরতপুর অবরোধ সময়ে আপনার সৌভাগ্যোদয়ের পথ পরিষ্কার করেন। তিনি সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার হুগলী কলেক্টরীর রেকর্ড কিপারের কার্য্য করিবার সময় করেন। তিনি কলেক্টারী সম্পত্তি খাজনার দায়ে বিক্রয় হইবার সময় অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া জমিদার হন। তিনি উত্তরপাড়ায় সাধারণ বিদ্যালয় ও পাঠাগার করেন এবং কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান জমিদার সভার প্রতিষ্ঠায় যোগদান করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারিমোহন বিখ্যাত। জমিদারগণের মধ্যে তাঁহার মত প্রতাপশালী ব্যক্তি এক মহারাজা সূর্য্যকান্ত ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। মহারাজা সূর্য্যকান্ত মুক্তাগাছার জমিদার, কলিকাতায় থাকিতেন ও পাড়াগাঁয়ের জমিদারগণের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিখ্যাত হন। তিনি শীকারী ও সাহিত্যিক ছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড এলেনবরা (১৮৪২—৪৪)।

লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া অকল্যাণ্ডের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বিলাতের বোর্ড অফ কণ্ট্রোলারের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার কথাই ছিল তরোয়াল দ্বারা যে ভারতবর্ষ লাভ হইয়াছে উহা তরোয়াল দিয়াই রক্ষা করিতে হইবে। তিনি আফগান যুদ্ধে অগ্রসর হওয়াকে অতীব ভুল হইয়াছিল বলিয়াছিলেন, আর ১০ই ফেব্রুয়ারি ভগবানই যেন ভূমিকম্প দ্বারা অবরুদ্ধ সেনারা যে আল দ্বারা তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছিল উহা ফেলিয়া দেন। কর্ণেল পামার ৬ই মার্চ্চ গজনি অধিকার করেন। তিনি কোন প্রকারে ইংরাজ সৈন্য সামন্তকে কান্দাহার ও জেলালাবাদ হইতে উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বৈরনির্যাতন অপেক্ষা অন্য কোন সদুপায়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ সেনাপতিরা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, উহার প্রতিশোধ ভিন্ন তাঁহাকে অন্য কোন পথাবলম্বন করিতে দিবেন না, অগত্যা তিনি তাঁহাদের উপর দায়িত্ব দিয়া সেই আদেশ করিতে বাধ্য হইলেন। উহাতেই খাইবার পথ দিয়া সেনাপতি পোলক জেলালাবাদের অবরুদ্ধ সেনা বার হাজার সৈনাদি লইয়া উদ্ধার পূর্ব্বক কাবুলের দিকে যাত্রা করিলেন। আর সেনাপতি নট সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া কান্দাহার ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর কাবুলে উপস্থিত হন। সেইখানেই আকবরের আফগান সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তৎপরে জেনারেল নট গজনি গিয়া গবর্ণর জেনারেলের অভি-মতানুযায়ী মহম্মদ গজনির কবরের উপর হইতে যে গদা দ্বারা ১০২৫ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের লিঙ্গ ভঙ্গ করিয়া ধনরত্নাপহরণ করিয়াছিলেন সেই সেখানকার পিত্তলের কারুকর্ম্ম সজ্জিত চন্দন কাষ্ঠের দরজা সমস্তই লইয়া আসেন। ঐ যুদ্ধে কাবুলের শতাধিক ফলের বাগান নষ্ট হয় এবং গজনি নগরও সেইরূপ অগ্নিসাৎ করা হয়। তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বরে অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা অবরুদ্ধ ইংরাজ স্ত্রী পুত্রগণের উদ্ধার করেন। ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব বলেন যে, সেই উদ্ধার বৃত্তান্ত ইংরাজ জাতির চরিত্রকে কলঙ্ক কালিমায় মলিন করিয়াছিল।

"The excesses committed during the last three days of British supremacy in Cabool were far more disgraceful to the character of England, as a Christian Nation, than the expulsion and extermination of the illfated troops to her military reputation." *

উৎসব :—লাট এলেনবরাও সেজন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সকল সৈন্য সামন্তের পুনরা-গমনের সাদর সম্ভাসনের ধূমধামে সাধারণের সহানুভূতি লাভ করেন নাই। ১লা অক্টোবর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিমলা হইতে কাবুল পরিত্যাগের আদেশ জারি করিয়াছিলেন, উহারই চার বৎসর পূর্ব্বে ঐ দিনই সেই সিমলা হইতে লাট অকল্যাণ্ড কাবুল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই সিমলার প্রাধান্যে উহা কলিকাতার প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া পড়ে। তিনি সেইখান হইতেই সাত আট শত বৎসরের অপমান দূর করিয়া অপহৃত দ্রব্যের দ্বারা সোমনাথের মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করিবার

* The Indian Empire (P. 448)

এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ ইস্তাহার জাহির করেন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরহন্দ, রাজওয়ারা, মালোয়া ও গুজরাট প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্রাদিগণকে আহবান করেন। উহাতেই আফগান বিজয় ও অবরুদ্ধ সৈন্যগণের উদ্ধার জয়ধ্বনির সঙ্গে মুখরিত হয়। তিনি উহা অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়া হিন্দুজাতির অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। লাট অকল্যাণ্ডের সময় হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং লাট এলেনবরা উহারই যেন জের টানিয়াছিলেন বোধ হয়। কারণ বিলাতের ডিউক্ অফ ওয়েলিংটন প্রমুখ সকলেই লাট এলেনবরার আফগানিস্থান হইতে সৈন্য সামন্ত ফিরাইয়া আনা অপেক্ষা মুর্খতার গর্ব্বগরিমা ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়াছিলেন।

জয়স্তম্ভ:—জগতে বাহুবল দ্বারা রাজ্য লাভ করা, এই রাজনীতির যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের জয় ও পরাজয় সকলের আনন্দদায়ক হয় না। সেই সকল রাজার করদ ও মিত্র রাজ্যসমূহের নৃপতিরা পদে পদে সাহায্য ও সৌহার্দ্দ দেখাইলেও তাহারা কখন বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই। ইউরোপের রাজশক্তির যুদ্ধ বিগ্রহ ষড়যন্ত্র আদির দ্বারা সংঘটিত হইত। সেইখানেই পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য রাজনীতিতে যে কি প্রভেদ, উহা বুঝিতে পারা যায়। আলেকজান্দার, সীজার ও নেপালিয়ানের নামে ভীতির সঞ্চার করে, উহা তাঁহাদের যুদ্ধ, দুর্দ্দম ও রণকৌশলের দ্বারা হইয়াছিল, কিন্তু অশোক, বিক্রমাদিত্য ও হর্ষবর্দ্ধন প্রমুখের নামে শ্রদ্ধা ভক্তিতে আজও ভারতবাসী কেন পৃথিবীর সুধীসমাজ পুলকিত। লাট এলেনবরা সেই রাজনীতি অবলম্বন করিয়া তখন সিন্ধুর আমীরগণ আফগান যুদ্ধের সময় তাঁহাদের দেশের মধ্য দিয়া ইংরাজ বাহিনী তাঁহাদের বন্ধু সুজাকে অর্থ সাহায্য দ্বারা সহায়তা করিয়াছিল। কাবুল বিজয়ের পরই তাহাদের রাজ্য ২৪এ মার্চ্চ ১৮৪৩ খ্রীঃ যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্গত করা হয়। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বয়ং রাজ্য চালাবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু লাট এলেনবরা তাঁহাকে তাঁহার মামাশ্বশুরের সেই নাবালক পুত্রের অভিভাবক স্বরূপ করিয়া রাজ্য চালাইবার অনুরোধ করেন, উহা না করায় তিনি গোয়ালিয়ারের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মহারাজপুর ও পুন্নিয়ার নামক স্থানে যুদ্ধে জয়ী হন। সেই ২০এ ডিসেম্বর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বোক্ত স্থানের যুদ্ধে যে সকল সৈন্য সামন্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদের স্মৃতি চিহ্ন লাটসাহেব এলেনবরা কর্ণেল এইচ, গুডউইনের নক্সায় কলিকাতার গঙ্গার ধারে দুর্গের সম্মুখে সেই যুদ্ধের অধিকৃত কামানের ধাতু হইতে নির্ম্মিত ছাতের ডোম করিয়া জয়পুরী পাথরের অতি সুন্দর নহবতখানার মত দোতলা ইমারত নির্ম্মাণ করেন। সেনাপতি গফের ব্যারণ উপাধি লাভ হইল; কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ লাট এলেনবরাকে ঐ সকল যুদ্ধের পর আর গবর্ণর জেনারেলির কার্য্য করিতে দিলেন না। ১৩ই জানুয়ারি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারের সন্ধি হয়, উহাতে স্থির হয় যে, উহার মহারাণীকে উহার বৃত্তিভোগী করিয়া ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে নাবালক মহারাজার পক্ষে এক সভা রাজ্যশাসন করিবে। গোয়ালিয়ারের দুর্গ বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। রাজ্যে ৯০০০ নয় হাজার দেশী সৈন্যের অধিক রাখিতে পারিবেন স্থির হয়। সেই সময় চীন দেশের সহিত গোলমাল চলিতেছিল। কে সাহেবের পুস্তকে সেকালের সৈনিক বা অন্য কর্ম্মচারিগণের জীবন-বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেকালের গবর্ণর জেনারেলেরা সেই সকল ব্যক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা ছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট কমুলীর চক্রান্তেই আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মেজর এলড্রেড পটিঞ্জরই সেই যুদ্ধের হিরাতের রক্ষা কর্ত্তা বীর ও নায়ক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় লাট এলেনবরার নিকট উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহার খুল্লতাত সার হেনরি পটিঞ্জার সাহেবের কাছে চীন দেশে যাইতেছিলেন।

১৫ই নবেম্বর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হং কং জ্বরে মারা যান। লাট এলেনবরাই এদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি করেন। তিনি সুদূর পিনাঙ্, সিঙাপুর ও মালাক্কা প্রভৃতির শাসন ও পূর্ত্তবিভাগের যাবতীয় কার্য্য পৃথক এবং উঁহার ব্যবস্থার ভার বাঙলার অধীন করিয়া দিয়া যান। সেকালে গবর্ণর জেনারেলের সভার একজন সভ্য যিনি বাঙলায় ডেপুটি গবর্ণরের কার্য্য করিতেন, তিনি তজ্জন্য অধিক বেতন পাইতেন না। ১৪ই জুলাই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিদায়ার্ভথনার সভায় বলেন যে, ভারতে যুদ্ধ শিবিরাদিতে তাঁহার জীবনের বড়ই প্রীতিকর চিত্তাকর্ষণকারী সময় কাটাইয়াছেন এবং তাঁহার ইহাই বড় দুঃখ যে, তাঁহাকে সেই সৈন্য এবং সামন্ত হইতে পৃথক হইয়া ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। তিনি বিলাতে গিয়ে আরল উপাধি লাভ করেন।

কলিকাতায় অকল্যাণ্ড ও এলেনবরার সময় বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চা এবং চায়ের চাষারম্ভ হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যাহাতে খৃষ্টান পাদরীগণের বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া বিধর্ম্মী না হয় তজ্জন্য পটলডাঙ্গার স্বনাম পুরুষ ধন্য মতিলাল শীল বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম্মসভার উদ্বোধন হয়; কিন্তু ইংরাজগণ ব্যবসা বিস্মৃত হন নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রীড সাহেব হাওড়ায় ডক করিয়াছিলেন। পটলডাঙ্গার রাধানাথ বসু মল্লিক রীড ও বেকন কোম্পানির মোৎসুদ্দীগিরী করিয়া ধনবান হন। তাঁহার স্মৃতি কলিকাতায় ঐখানের রাস্তায় রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাব কনিষ্ঠপুত্র শ্রীগোপাল মল্লিক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যথেষ্ট ধন দান করিয়া বেদান্ত শিক্ষা ও উপদেশ পুস্তক ছাপাইবাব বন্দোবস্ত কবিয়া সেই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড সাহেব ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে জুলাই পর্য্যন্ত অস্থায়ী গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। তিনি ভারতে দাস ব্যবসা রহিত করণের আইন দস্তখত করেন। পরে সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি বিলাতে উচ্চাসনে বসিয়া লাট ক্যানিং এর বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যের দোষ দেখাইয়া হাস্যাস্পদ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন কালগ্রাসে পতিত হন।

কাশিমবাজারে হেষ্টিংসের পান্তাভাত খাওয়ানোর প্রবাদের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রকাশিত সুপ্রীমকোর্টের বিচার সাক্ষ্য দান করে। উহা আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, ও ক্রোড়পত্রে দেওয়া হইল। ৺কৃষ্ণকান্ত নন্দী মুদী ছিলেন না, কাশিমবাজার ফ্যাক্টরীতে আট টাকা বেতনের কার্য্য করিতেন ও তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির মূল্য দেড় হাজার টাকা ছিল। তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজা বাহাদুর হন। তাঁহার পুত্র হরিনাথ ঐ রাজোপাধি এবং তৎপুত্র কৃষ্ণনাথও রাজা হইয়া কলিকাতায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর আত্মহত্যা করেন। কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের মার্ব্বেল প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার অর্থে ও উদ্যোগে হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পিতা হিন্দু কলেজে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষক দিগম্বর মিত্রকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। উক্ত দিগম্বর মিত্র তাঁহার অধ্যবসায়ে জমিদারী ও রাজোপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানিকে দান পত্র করিয়া যান। কলিকাতায় একদিন সাত খুন মাপ হইত, ইহা চলিত কথায় আছে, সেদিন আর তখন ছিল না। সেই দানপত্র তাঁহার যুবতী পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী মামলা করিয়া অসিদ্ধ করেন, তিনি তাঁহার বদান্যতায় বাঙ্গালী রমণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। কাশিমবাজার রাজবংশের উত্তরাধিকারী দৌহিত্রবংশের স্বায় এ মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী দানে ও কর্ম্মে বিখ্যাত হন; কিন্তু তিনি বিষয় বুদ্ধির অভাবে ঋণগ্রস্ত হন ও বিপুল সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডের হস্তে রহিয়াছে; তাঁহার কৃতী সন্তান শ্রীশচন্দ্র মহারাজা হইয়াছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪—১৮৪৮)।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই সার হেনরি হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময় কলিকাতায় স্বায়ত্তশাসন মিউনিসিপালিটিতে আরম্ভ হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে লিগনি নামক স্থানের যুদ্ধে তাঁহার একহস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তিনি ১৭টী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহার নাম ও গৌরব বীর বলিয়াই বিখ্যাত ছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা তখন এদেশে প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধাশঙ্কা করিয়া এলেনবরাকে পদচ্যুত করিয়া হার্ডিঞ্জকে সত্বর পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজ জাতির সৌভাগ্য রবি তখন উদয়োন্মুখী; রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় উহারা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, আর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় ভারত সাম্রাজ্য বিস্তার কেপ কমরিন হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় ও বর্ম্মা পর্য্যন্ত করিয়াছিল। পৃথিবী সেই ভিক্টোরিয়া যুগের নাম ও প্রতিপত্তিতে চমৎকৃত হয়। চতুর রঞ্জিৎ সিংহ ইংরাজ জাতির সহিত বিরোধ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেরূপ কোন বুদ্ধিমান শিখ সিংহাসনাধিকার করে নাই। কেবল ষড়যন্ত্রে তাঁহার পুত্রগণ একে একে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছিল। রাজা রঞ্জিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ মন্ত্রী ধ্যান সিংহ কর্তৃক নিহত ও তাঁহার পুত্র নিহাল সিংহ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কড়ি চাপা পড়িয়া মারা যান। রাজা রঞ্জিতের আর এক পুত্র সের সিংহ সেইরূপ সপুত্র ধ্যান সিংহের চক্রান্তে নিহত হন। শেষে রঞ্জিৎ সিংহের পত্নী ঝিন্দনলাল সিংহ প্রমুখ কতিপয় প্রধান সর্দ্দারের সহায়তায় ধ্যান সিংহের প্রাণ নাশ করেন। তিনি লাল সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহের তত্ত্বাবধারক হইয়া রাজত্বারম্ভ করেন। রঞ্জিৎ সিংহের রণদুর্ম্মদ খালসা সৈন্যেরা শিখরাজ্য বিস্তৃত করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া শতদ্রুর দক্ষিণে ইংরাজগণের আশ্রিত শিখরাজ্যগুলি আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে ইংরাজ রাজত্ব টলমল করিয়া উঠে। ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মুদকির যুদ্ধে গফের সেনাপতি শিখগণের বীরত্বের কথায় হার্ডিঞ্জ এতই বিচলিত হন যে, তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আলিওয়াল ও সোব্রাওন যুদ্ধে জেনারেল হন। ওয়েলরের দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য যদি শিখ কামান দখল না করিতেন তাহা হইলে শিখগণের জয়লাভ হইত। ইংরাজ সৈন্য পলাতক শিখ সৈন্যের অনুসরণ করিয়া রঞ্জিৎ সিংহের রাজধানী লাহোরে গিয়া সন্ধি করেন। ঐ সন্ধি দ্বারা ইংরাজেরা শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী স্থান জলন্ধর দোয়াব প্রদেশ ও যুদ্ধের ব্যয়ের হিসাবে নগদ দেড় কোটি লাভ করেন। তখন মহারাজ দলীপ সিংহকে একজন ইংরাজ রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে লাহোরে সিংহাসনে বসাইয়া সার জন লিটারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য শান্তিরক্ষার জন্য রাখা হয়। সেই ব্যাপারে রঞ্জিতের একজন ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারীর সৌভাগ্যোদয় হয়। তখন শিখ কোষাগারে দেড় কোটি টাকা ছিল না, সেই টাকা উক্ত ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারি গোলাব সিংহ সরবরাহ করিয়া কাশ্মীর প্রদেশ ক্রয় করিয়া উহার অধিপতি হইলেন। এইরূপে ইংরাজ যুদ্ধের জয়লাভে বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতির পূর্ব্বপুরুষ সেইখানে রাজত্বারম্ভ করেন।

শিখজাতির পরাভব বৃত্তান্ত ইংরাজ জাতির পরম গৌরবের বিষয়, উহাতে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতায় আনন্দোৎসবে প্রতিধ্বনিত হয়, সেইরূপ শতাধিক গুণে বিলাতে গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির জয় কীর্ত্তন উপাধিলাভ ও ধন্যবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। কলিকাতার ৺ঈশ্বরগুপ্ত কবিতায় বিদ্রূপের সহিত লাট সাহেবের সুখ্যাতি অতি সুন্দর কবিতায় করেন :—

"এক হস্তে এপ্রকার, না জানি কি হ'ত আর, দুইহস্ত প্রাপ্ত হ'ত যদি
থ্যাঙ্ক লাড্ ধন্য তুমি, ফিরোজ পুরের ভূমি শিখরক্তে প্রবাহিত নদী।"
"আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হ'ল সব নদী পার অধিকার করিতে লাহোর
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ ব্রিটিশের ভাগ্য বড় জোর।
মহারাণী শিখেশ্বরী, শিশুসুত ক্রোড়ে করি দারুণ দুখিত অহরহ
মানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে, আজি হৌক ইংরাজের সহ।"
"কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল, জুড়েছিল আকাশ পাতাল
শিখ মুণ্ড উড়েছিল, দাড়ি গোঁপ পুড়েছিল, থুড়েছিল ধরি তরবাল।
শত্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল, এঁটেছিল মহিষী রমন
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল, এঁটেছিল করিয়া শাসন।"
"বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল, কেড়েছিল গুলিগোলা আগে।
ঘোড়া শেষ বেড়েছিল, ভূমিতলে পড়েছিল, তেড়েছিল অতিশয় রাগে
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল, লেগেছিল বিপক্ষের বুকে
গায়ে গোলা লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল, মেগেছিল পরাজয় মুখে।"
"শিখ শত্রু পরাভব, মুখে আর নহি রব, সুখী সব ব্রিটিশের জয়ে
সকল হ'ল ভুট, গো টু হেল ড্যাম হট ফেলে উট্ দিলে ছুট্ ভয়ে।" (ধ্রুবপদ)

লাট হার্ডিঞ্জের গুণ গৌরব সেকালের শতাধিক বাঙ্গালা ছাত্রেরা ইংরাজি ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া এইরূপ গান গাইতে গাইতে বাড়ী যাইত। সেইসময় রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় উহা শিক্ষা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ বিলাতে ১৮ই মার্চ্চ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া যান। শিখ যুদ্ধ জয়লাভে তাঁহার তিন পুরুষ ধরিয়া বার্ষিক তিন হাজার টাকা বৃত্তি পাইলেন ও লর্ড উপাধি সম্মান লাভ হয়। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল পদে উন্নীত হন। শিখেরা তাহাদের পরাজয়ে ও ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেইজন্য শান্তি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। হার্ডিঞ্জের পৌত্র ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া দিল্লীকে * ভারতবর্ষের রাজধানী করেন ও কলিকাতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় শিখ কামানগুলি প্রাপ্তির এক বিজয়োৎসব হয়। উহাতে কলিকাতার লাট সাহেবের বাড়ীর উৎসবের ছবিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়:—রাজা রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, প্রতাপচন্দ্র সিং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, আগা কারবেলিয়া মহম্মদ, রস্তমজী কাবাসজী ইত্যাদি। লর্ড হার্ডিঞ্জের অবশিষ্ট কর্ম্ম লর্ড ডেলহাউসি করিয়াছিলেন।

---

* ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক দিল্লীর দরবারে ঐ ঘোষণা করান এবং দিল্লীর সেই নূতন রাজধানীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশকালে অলক্ষ্যে বোমার আঘাতে আহত হন। সেই বোমা কে ফেলে পুলিশ উহা বাহির করিতে পারে নাই। দিল্লীর সেই দুর্ঘটনায় লাট সাহেবের প্রথম ক্ষত স্থানের চিকিৎসা নিকটস্থ বাঙ্গালীর ডাক্তারখানায় হয়। ইউরোপের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাঁহার সময়েই হয় ও উহাতে ভারতবাসীর রাজভক্তিতে ইংরাজজাতি ও পৃথিবী মুগ্ধ হইয়াছিল।

লর্ড ডেলহাউসি (১৮৪৮—১৮৫৫)।

বিলাতের রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত একজন পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদে মনোনীত হন ও তিনি কলিকাতায় ১২ই জানুয়ারি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে দুইটি যুদ্ধ হয় ও অনেকগুলি রাজত্ব ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। তিনি যেন ইংরাজ রাজত্ব বিস্তার করিবার ব্রত লইয়া এদেশে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে এত অল্পবয়সে কোন গবর্ণর জেনারেল মনোনীত হন নাই। পরিণত বয়স্ক অন্য কোন শাসনকর্ত্তা তাঁহার স্থলে মনোনীত হইলে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইত না। তিনি দ্বিতীয় শিখ ও বর্ম্মা যুদ্ধ জয় করিয়া সমগ্র পাঞ্জাব এবং রেঙ্গুন পেগু ও প্রোম প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার ছল, বল ও কৌশলে রাজ্য বিস্তারের উপায় উদ্ভাবনের অভাব ছিল না। তিনি রাজনৈতিক কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কি উপায়ে কোম্পানির শূন্য কোষাগার অর্থ পরিপূর্ণ করিবেন, ইহারই প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের স্থানসমূহ অতি অল্পায়াসে লাভ করিয়া একবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, কি করিলে বিনা যুদ্ধে রাজ্যলাভ ও কোম্পানির ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়। সেই ব্যবস্থার নিমিত্ত তিনি বলেন যে, কোন করদ ও মিত্র রাজার উত্তরাধিকারী না থাকিলে পোষ্যপুত্র স্বীকার করা ও সেই রাজ্য পরহস্তগত করিতে দেওয়া বা তাহাকে বৃত্তি দান করা মূর্খের কার্য্য। তিনি এতদ্ভিন্ন এদেশের রাজাগণের দোষানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের পুত্রকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তিনি বলবান শিখজাতিকে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদের করভার হ্রাস করিবার জন্য তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত করেন। তিনি কৃষি, বাণিজ্য, পূর্ত্ত কার্য্য ও রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সাহায্য করিয়া পেশাওর লাভ করিবার প্রত্যাশার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন উহা সার ওয়াল্টর গিলবার্ট গ্রহণ করেন নাই। বারানসীতে দলীপের মাতা ঝিন্দন কুমারিকে নির্ব্বাসিত করেন। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতরার দত্তকপুত্র অসিদ্ধ, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সম্বলপুর এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তিদান বন্ধ করেন। তিনি ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার বৃত্তি ও উপাধি লোপ করিয়া দেশে এক মহা অশান্তি সৃষ্টি করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলির সময় নিজামের নিকট হইতে সৈন্য পোষণের ব্যয় দিবার অঙ্গীকার বাবদ বাকি টাকার জন্য বেরার প্রদেশ গ্রহণ করেন ও উহার শাসনভার স্বহস্তে লইয়া আপনাদের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার অধিপতি ওয়াজেদ আলি সাহকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দান করিয়া উহার রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই ওয়াজিদ আলি সা কলিকাতার মেটিয়াবরুজে আসিয়া বাস করেন ও সেই স্থানের উন্নতি সাধন করেন।

তিনি এদেশে সর্ব্বপ্রথমে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকাদি সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগী হন। ৭ই মে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার স্ত্রীশিক্ষার জন্য ড্রিঙ্ক ওয়াটর বেথুন সাহেবের নামে এক বিদ্যালয় হয়। সেই সময়ে স্বনাম পুরুষ ধন্য এদেশের শিক্ষাদাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুর বিধবা বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করান। লাটসাহেব ভারতবর্ষের নানা স্থানকে উর্ব্বরা ও খনিজাদির সুবিধা রেলওয়ে দ্বারা করেন। পূর্ত্ত বিভাগ খালাদি কাটাইয়া কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ বিধান সর্ব্বতোভাবে করেন। তিনি আট বৎসরকাল অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া রাজ্য বিস্তারাদিতে এদেশের মিত্র

করায় রাজাদের ও তাহাদের স্বজন প্রজাগণের আন্তরিক দুঃখ দিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ মাসে ডেলহাউসি বিলাত যাত্রা করেন। তিনি সেখানে তিন চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ভারতে তাঁহার কর্ম্মের ফল কি হইয়াছিল উহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলেও স্বদেশবাসির ও নিয়োগকর্ত্তাদের ধীকারে যেন ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন ফলে ভারতে সিপাই বিদ্রোহ হয় ও উহা দমন করিবার ভার লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের হস্তে অর্পিত হয়। পূর্ব্বে এদেশী সৈন্যসামন্ত ইংরাজ সেনাপতিগণের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া এদেশ অধিকার করিয়াছিল শেষে তাহারাই বিদ্রোহী হইয়া সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য শেষ করিল। লাট ক্যানিং সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ গবর্ণর জেনারেল ও ভারতেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া প্রতিনিধি (Viceroy) ভাইসরয় পদে রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার সময় ভিক্টোরিয়া যুগ আরম্ভ হইল। ডেল্-হাউসির রাজ্যশাসন প্রণালীর সুখ্যাতি ও অখ্যাতি যদি উহার পরিণাম দ্বারা করিতে হয়, তবেই বলিতে হয় যে, পূর্ব্বের কোন গবর্ণর জেনারেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূলোচ্ছেদ করেন নাই। যদি এদেশবাসির পক্ষ হইতে বলিতে হয়, তবে তিনি আনীত দ্রব্যের কর হ্রাস ও সাধারণের কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করিবার পথ দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। তিনি এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই রাজমহলের নিকট সাওতালেরাও বিদ্রোহী হইয়াছিল। কলিকাতার ইডেন উদ্যানে বর্ম্মার প্রোম হইতে কাঠের মন্দির সেই যুদ্ধের জয়-লাভের স্মৃতি রক্ষা করিতেছিল। উহা তাঁহার স্মৃতি যেমন রক্ষা করিতেছে, তেমনি কলিকাতার রাস্তা লালদীঘির ধারে ফোয়ারা ও তাহার মধ্যে তাঁহার স্মৃতিমন্দির (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ উহার ভিত্তি স্থাপন হয়) ও প্রতিমূর্ত্তি ও ছবি আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ তিনি বিলাতে পৌছিবার অগ্রেই জাহাজে হয়। তিনি মাদ্রাজের গবর্ণর মারকুইস অফ টুইডেলের কন্যা ছিলেন। শেষে ডেলহাউসিও মারকুইস উপাধি লাভ করেন। ভারত সরকারের পবলিক ওয়ার্কস বিভাগ তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনিই সিভিল সারভিস পরীক্ষা প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নিয়োগ ব্যবস্থা ও বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর পদ স্থলে লেফটানান্ট গবর্ণরের পদ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালার শাসনভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করেন। ১লা মে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সেই পদে সার ফ্রেডারিক জেমস হালিডেকে নিযুক্ত করান ও তাঁহার থাকিবার স্থান বেলভেডিয়ারে করিয়াছিলেন। তিনি যেমন শাসনাদি বিষয়ে সুনিপুণ ছিলেন, তেমনি লোকের সহিত মেলামেশা করিতেন। তিনি বাঙ্গালীদের ভাল-বাসিতেন ও তাহাদের সহিত সমানভাবে বসাদাঁড়া করিতেন, কোনরূপ ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার আমলে শিক্ষা বিস্তার, চৌকীদারী আইন, কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও বাঙ্গালীকে কর্ম্মে বাহাল করার দরুণ তিনি সকলের বড় প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে কলিকাতা হইতে অজয় নদ পর্য্যন্ত রেল খোলা হয়। কলিকাতায় ভারতের গবর্ণর জেনারেল ও বাঙলার শাসনকর্ত্তা ছোট লাট উভয়েই থাকিতেন, তাহাতে কলিকাতার উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখনকার দেশের লোক স্ত্রীশিক্ষা ভাল চক্ষে দেখেন নাই। সেকালে ছেলেমেয়েকে ইংরাজি ধরণে লেখাপড়া শিক্ষাদান দেওয়া প্রায় সকলেই আপত্তি করিত। কোম্পানীর আমলে শিক্ষায় বালকেরা বড়ই বিগড়াইয়াছিল। ছেলেরা বাপ মায়ের কথা শুনিত না, তাহাদিগকে মূর্খ ঠাওরাইত। তাহারা অখাদ্য খাইতে কোনরূপ শঙ্কা করিত না। কেহ কিছু বলিলে বলিত :—

"Be moderate in drink and food, glass of whisky chicken broth very good."

লোকে বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের পিতাকে গোখাদক * গোবিন্দ ঘোষ বলিয়া অযথা গালি দিতে ছাড়িত না। রাধানাথ শিকদার বলিত ঐ সকল মাংস না খাইলে শরীরে জোর হইতে পারে না।

*Peary Ch. Mitter's Biographical Sketch of David Hare.

মহেশচন্দ্র সিংহ পিতার অবাধ্য ছিল বলিয়া তাহার খুড়া নন্দলাল সিংহ তাহাকে ডিরোজিওর কাছে লইয়া গিয়াছিল। রাজা দক্ষিণারঞ্জন পিতার দুর্ব্যবহারের জন্ম পৃথক বাড়ীতে থাকিতে গিয়াছিল। অনেকের ধারণা যে যদি রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিতেন তাহা হইলে অনেকেই খৃষ্টান হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা নয়। একথা সেকালের খবরের কাগজে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে তাহাদের তখন খৃষ্টান না হইবার মূল কারণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পৈত্রিক সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। উহার প্রতিকার করিবার জন্ম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টান হইয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর একজন বিখ্যাত ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও উইলে তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতে পারেন নাই, কেবল সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উহা ভোগ করিবার অধিকার সাব্যস্ত হয় ও উহাতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয়। সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র তাঁহার জীবদ্দশায় মারা যান। যতীন্দ্রমোহন তাঁহার বংশাবলি মহারাজা উপাধি লাভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পিতার সম্পত্তি অল্প মূল্যে বিলাতের এক ব্যবসায়ীদলকে বিক্রয় করেন ও তাঁহারা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া পান। উহাতেই বাঙ্গালার চলিত কথার সার্থকতা প্রমাণ হয় "যার ধন তার ধন না, নেপো মারে দই।" যতীন্দ্রমোহন জীবদ্দশায় উহা খরিদ করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পোষ্যপুত্র মহারাজা প্রদ্যোতকুমার উহা গবর্ণমেন্টের নিকট অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়া খরিদ করেন। বাঙ্গালার জমিদারগণের এমনই অবস্থা! মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বহুকাল সম্পত্তির আয় ভোগ করিয়া উহা খরিদ করিবার উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ৩০ জুন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কুর্গের রাজার কন্যা বিলাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধর্ম্মকন্যা হইয়াছিলেন ও একজন স্বচকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় শীঘ্রই সেই কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর কি উদ্দেশ্য তাহা লোকের আর বুঝিবার বাকি ছিল না। সেই জন্যই সেকালের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষা বা ইংরাজি শিক্ষা বড় ভালবাসিত না। তখন কোম্পানীর রাজত্বে ভারতের সর্ব্বত্রই অশান্তি ছিল এবং কলিকাতায়ও সেইরূপ ছিল। কিসে খৃষ্টান হওয়া বন্ধ হয় সেই চিন্তাই কলিকাতাবাসির দলাদলি ও হিংসা শেষ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বড় লোকেরা ইংরাজ লইয়া নাচ, গান, আমোদে ব্যস্ত ছিল। সেইজন্য সকলে উহার প্রকাশ্য সমালোচনা করিতে থাকে। সেই সকল কথার আভাস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী হইতে উদ্ধৃত করা হইল, কারণ তিনিই ঐ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়া তত্ত্ববোধিনী কাগজে এক তীব্র উত্তেজক প্রবন্ধ লেখান ও রাজা রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহিত দেখা করেন। তিনি তখন স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যকলাপ প্রতি কটাক্ষপাত করেন। ব্রাহ্মদিগের সহিত হিন্দুগণের যে মনোমালিন্য ছিল উহা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। হিন্দু-হিতার্থী নাম দিয়া এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীহরিমোহন সেনকে সম্পাদক ও শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়কে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। উক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার হিন্দু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত অধ্যাপক বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র। পরে তিনি কোম্পানির শিক্ষা বিভাগে বাঙলার অস্থায়ী Director of Public Instruction পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ও চিকিৎসালয়ের জন্য পিতামাতার স্মৃত্যর্থে দুই লক্ষ টাকা দান করেন ও এডুকেশন কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

"ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ করা হইত। যখন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপদেশ প্রচার করা, যখন ট্রাষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে; তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। কিছুদিন পরে তাঁহাদের হাউসের সরকারের ভাই উমেশ ও তার স্ত্রী খৃষ্টান হওয়ায় সুপ্রীম আদালতে নালিশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ডফ্ সাহেবের পায়ে মাথা খোঁড়াখুড়িতে কোন ফলোদয় হয় নাই। বিচারের নিষ্পত্তিকাল পর্য্যন্তও তাহাদিগকে খৃষ্টান করা বন্ধ রাখা হয় নাই। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহাসভা ছিল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিল। স্থির হইল যে, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহা অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশহাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা, এইরূপে সেই দিনেই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। এই সভা হইতে হিন্দু-হিতার্থী নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় সেই বিদ্যালয় সম্বন্ধে এইরূপ আছে :—

"হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাহেতু, যে হয় উদ্যোগ, বালির সেতুপ্রায়, সেই কর্ম্ম ভোগ
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে, অবশেষে ধনাভাবে হ'লো ছায়াবাজি
ধর্ম্ম সভাপতি সবে, ধর্ম্ম অধিকারি, কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারি।"

এদেশের কর্ম্মকর্ত্তারা ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মিশনারি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়াদির সঙ্গে এদেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রশংসা প্রায়ই করিয়া থাকেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় উহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তখন লোকে ছেলেরা পাছে ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া খৃষ্টান হয় সেই ভয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে পাঠাইত না। শিক্ষা বিস্তারের প্রতিবন্ধকদাতা খৃষ্টান মিশনারিরা ছিলেন।

"কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়, মিশনারি ছেলে ধরা, ছেলে ধরে খায়।
মাতৃ মুখে জুজু কথা, আছি অবগত, এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গা মুখ যত।"
"'মূর্খ হয়ে ঘরে থাকা' ধর্ম্ম পথ চেয়ে কাজ নাই ইস্কুলেতে লেখাপড়া করে।
বিদ্যাদান ছল করি মিশনারি ডফ, পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টপ।
বাক্যের কুহক যোগে, ঈশ মন্ত্র দিয়ে, যুবতীর বুক চিরে পুত্র লয় কেড়ে
কামিনীর কোল শূন্য, ক্ষুণ্ণ মন তার, এখেদ কহিব কারে, হায় হায় হায়।"

উক্ত গুপ্ত কবি শোভাবাজারের রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার উৎসব সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :—

"পূজাস্থলে কালিকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ ও যথা, বিশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা ?
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে, দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে।
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে, সাহেব খাইলে মদ মুক্তিপদ পাবে।
যতনে প্রণয়ে আন আপনার পুরি, সে মদ প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি

যতক্ষণ বর্ত্তমান মর্ত্তমান খেয়ে, ততক্ষণ থাকে বটে প্রেমগুণ পেয়ে
মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া, ফুলিস ফুলিস ড্যাম নিগার বলিয়া
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন, পূজায় করোনা আর ম্লেচ্ছ নিবেদন (নিমন্ত্রণ)।"

প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগেছিয়ার বাগানে লাট ভগ্নি মিস্ ইডেন প্রমুখ ইংরাজ সাহেব বিবি লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন, তিনি বাঙ্গালীদের সহিত ঐরূপ উৎসবাদিতে মেলা মেশা করিতেন না। শেষে তিনি তাঁহার ত্রুটির শোধ এক উৎসবে করিয়াছিলেন। ৺ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের মিউনিসিপালিটি, বাবুগিরি, খোষামুদি, বিলাতীখানা ও বিধবা বিবাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"নগর কমিশনার যাঁরা, তাঁদেব একি বিবেচনা, একি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মা ময়লা ফেলায় গাড়ী টানা।
ওমা দুগ্ধ বিনা মরি প্রাণে, হিঁদু লোকের প্রাণ বাঁচে না, যত সাদা লোকের অত্যাচারে গরু বাছুর আর বাঁচে না।
যত দেশের গরু ভুট করেছে, টেবিল পেতে খেয়ে খানা, এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্ছে পেটে আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইক সুগ্রীব তার হলো সেনা, যত দিশি ছেলে, কোপচে উঠে, চাল চেলেছে সাহেবানা।
কারে কব দুঃখের কথা কান পেতে মা কেউ শোনে না,
যা'রে দেবতা বলে পূজা করি, তাতেই হল বিড়ম্বনা ওমা, গোহত্যাটি উঠিয়ে দেহ অভয়পদে এই বাসনা।"
"ইয়ং বেঙ্গল যত জনা, সদা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, কানে লাগায় ফোঁস্‌ফোঁসনা এরা, না হিঁদু, না মোসলমান।
ধর্ম্মজ্ঞানের ধার ধারে না, নয় মগ ফিরিঙ্গি বিষম খিঙ্গী ভিতর বাহির যায় না জানা,
ঘরের ঢেকী কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা এরা লোণা জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খানা,
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গতায় রঙ্গ নানা।"
* কালভিল কাল বিল ক'রেছেন হিঁদুর তাতে ঘোর যাতনা, তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে ছিঁড়ে ফেল আইনখানা।

"ধর্ম্ম যায় কর্ম্মসহ দেশ পরিহরি, মর্ম্ম ভেদ মন্ত্রে বেদ মিছে খেদ করি!
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ, শ্রুতিপথে শ্রুতি আর করে না প্রবেশ।
কুতর্কের তর্ক উঠে, তর্কের বিচারে, ন্যায় হোয়ে ন্যায় ছাড়া থাকিতে কি পারে!
ভারতে না রহে আর ভারতের ব্যাস, পুরাণ পুরাণ বলি করে উপহাস।
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার, একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার!
সিন্ধু ভরা আছে সুধা; দেখে না চাহিয়া, জানায় সরল ভাব গরল খাইয়া!
স্বেচ্ছাচার মদে মত্ত, দেশাচার হরে, কটু ভরা কালকুট, সুধা জ্ঞান করে।"

তিনি সেকালের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে কবিতা লেখেন:—

"ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়, জননী দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়, অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয়।
কিরূপে বিজাতীয় রাজা, রাহু আসি, সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি।"

---

* কাল ভিল (Dr. J. W. Cobielle)

সেকালের প্রভাব কবি যিনি তাঁহার কবিতায় যুদ্ধাদির জয় ঘোষণা দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারই কথায় উল্লিখিত কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলা হইল।

ডেলহাউসির জীবনচরিত লেখক কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে মারকুইস অফ্ হেষ্টিংস ডেলহাউসি যে বিদ্যালয়ে পড়িত সেইখানের ছাত্রগণকে দুই গিনি উপহার দিয়াছিলেন। তিনি সেই উপহার যেন মার্হাটা শক্তির খর্ব্বকর্ত্তার নিকট পাইয়া ভারতে অন্যান্য শক্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনা লাভ করেন। তিনি সেই গিনি লাভ করিয়া ভারতের অমূল্য রত্ন কোহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীকে পাঞ্জাব জয় করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। সেই কোহিনুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ রত্ন, উহার গতিবিধি বিচিত্র ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ বলিলেই চলে। প্রবাদ যে উহা উজ্জয়িনী হইতে দিল্লীতে মোগল সম্রাটগণের মুকুটে অবস্থান করিত। নাদির শা সেখান হইতে লইয়া যান; শেষে ইস্পাহান, কাবুল ও লাহোর হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া গেল। সেইখানে গিয়া উহার রূপ পরিবর্ত্তন বিলাতীধরণের কাট ছাট ও চাকচিক্য হইয়াছিল। বিলাতে ভারতের ধন রত্ন গমন করিতে আরম্ভ হইল। গবর্ণর জেনারেল সেই পথ প্রদর্শন করাইলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মারকুইস্ উপাধি ও প্রধান সেনাপতি গফকে ভাইকাউন্ট পদবী দান করিলেন। বৃদ্ধ মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হইল। ভারতবর্ষের মানচিত্র সমস্তই প্রায় লাল হইয়া গেল। মহারাজা সেই মানচিত্রে ইংরাজ রাজত্বে লাল রঙে রঞ্জিত দেখিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সার চার্লস নেপিয়ার মতভেদ লইয়া লেখালিখি হয় ও তিনি তাঁহার কথা উপেক্ষা করেন। তিনি লিখিতে বড়ই দক্ষ ছিলেন। তাঁহার লেখা দেখিয়া কেরাণীরা হার মানিত। লোকে বলিত তিনি কেরাণীগিরি করিলে লাটগিরি অপেক্ষা অধিকার্থ লাভ করিতে পারিতেন।

তাঁহারই সময়ে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয় তিনি সেখানে এখানকার বিলাতি দুই দল ভাল সৈন্য বিলক্ষণ আপত্তি করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার কার্য্য কলাপে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এখানকার বিলাতি সৈন্য অতি কমই আছে, উহার মধ্য হইতে দুই দল পাঠান যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি তাঁহার বিদায় গ্রহণ করিবার সময় যুদ্ধাদি বাধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে বলিয়াছিলেন। পাঞ্জাব প্রদেশ একজন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য তিনি মিঃ জন লরেন্সকে সেই পদে যোগ্য বলিয়া মনোনীত করেন। তিনি যাইবার সময় পায়ে হাড়ের পীড়ায় খোঁড়া হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বিয়োগের সম্বাদ শুনিয়া তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং কলিকাতার প্রাসাদের কক্ষে দুই দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি তদবধি কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া কালাতিপাত করিতেন, কাহারও সহিত দেখাশুনা বা কথাবার্ত্তা করিতেন না। শেষে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার সেই শোক অপনোদন করিবার জন্য তাঁহার কন্যা কলিকাতায় আসেন। তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার এবং বিলাতের রাজ্ঞীর নিকট হইতে তাঁহার সেই দুর্ঘটনায় সহানুভূতি সূচক পত্রাদি পাইয়াছিলেন। বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার আশা ডেলহাউসি বাল্যকাল হইতে অন্তরে পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল অর্থ লালসায় অবস্থার উন্নতির জন্যই গবর্ণর জেনারলির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহার গুরু ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন মাত্র পিলকে ফিরোজ শার যুদ্ধের বিবর যাহা বলিয়াছিলেন উহা তাঁহার জীবনী লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। শিখযুদ্ধ বিলাতের মন্ত্রী কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন উহা সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে দেওয়া হইল:—

"Some of the Stories which in after years Lord Dalhousie was wont to tell

about "the good gray head which all men knew," were heard and noted down by his friend, Dr. Grant. When the news of our hard-won fight at Firozshahr reached England towords the end of January, 1846, there was great consternation among the Ministry over an event which some of them regarded as at best a drawn battle. At the meeting of the Council Peel himself spoke with deep concern of the heavy losses sustained by Gough's army, and indulged in dark forebodings of the danger that beset our Indian Empire. At this the Old Duke suddenly lighted up: "Make it a victory," he said, "fire a salute and ring the bells". Certainly, Gough had lost a good many men, if you have to fight a great battle. At Assaye I lost a third of my force".

অর্থাৎ ডাক্তার গ্রাণ্ট লাট ডেলহাউসির মুখের অনেক গল্পের মধ্যে কতকগুলি গল্প শুনিয়া লিখিয়া রাখেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের শেষে ফিরোজশার (শিখযুদ্ধ) অতি কষ্টের জয়লাভ সংবাদ বিলাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে অতি ভয়ের সঞ্চার করে। কারণ তাঁহারা ঐ যুদ্ধকে কোন পক্ষেরই হার জিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এমন কি, পিল সাহেব সভায় বলেন যে, গফের সৈন্য সামন্তের অত্যন্ত ক্ষতিতে ভারত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত বিপদ আশঙ্কা করিবার কারণ হইয়াছে। উহাতে বৃদ্ধ ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন হঠাৎ উড়াইয়া দিয়া বলেন যে, সে আবার কি, উহাকে তোপধ্বনি ও ঘণ্টা বাজাইয়া জয়যুক্ত করাই উচিত, গফের অধিক সৈন্য নষ্ট হওয়ায় চিন্তার বিষয় নাই কারণ যুদ্ধ করিতে গেলে উহা হইয়াই থাকে। আসাইএর যুদ্ধে যে আমার সৈন্য সামন্তের একের তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এদেশের যুদ্ধ বিদ্রোহ ঐরূপ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিবার বিষয় লাট ডেলহাউসির এই শিক্ষা তাঁহার গুরুর নিকট পান, তিনি উহা গর্ব্বের সহিত সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন। সেকালের যুদ্ধবীর ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনই ডেলহাউসির মাথা বিগড়াইবার গোড়া। বোধ হয়, তিনিই সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়, দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার ভয় নাই ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছিলেন। উহাতেই সিপাহিদিগের ভাতা ও বেতন লইয়া চিলিনওয়ালা যুদ্ধের সংবাদে ভীত ডিরেক্টারগণ প্রেরিত সর চার্লস নেপেয়ার সেনাপতিকে তিরস্কার করেন। উহাতে তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া বিলাতে যান।

সেই ডিউকের নিকট আত্মীয় কাপ্তেন কেনকে তাঁহার নিকট হইতে মনোনীত করাইয়া আনিয়াছিলেন এবং তিনি সেই কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত বহু দিন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য কোম্পানীর নিকট বার্ষিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার পাউণ্ড পেনসন্ পান। তিনি কলিকাতায় তাঁহার কলেজ বন্ধু ক্যানিংকে কার্য্যভার দিয়া পাঁচ দিন ছিলেন। ৬ই মার্চ্চ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেস্ ঘাট হইতে স্বদেশ যাত্রা করেন ও ১৬ই মে সেখানে পৌছান। তিনি কলিকাতার স্কচ গির্জ্জার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সেখানকার পাদরী হাউমানের ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়পাত্র পূর্ব্বোক্ত হেনরি লরেন্সকে ব্যারণ উপাধিতে মণ্ডিত করিতে চান, কিন্তু তাঁহার সামান্য অবস্থায় ঐ পদবীর গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন না বলায় কে, সি, বি নাইট উপাধির জন্য অনুরোধ করিয়া যান। কলিকাতায় ইংরাজেরা তাঁহার বিদায়াভিনন্দন অতি জাঁকজমকের সহিত করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বে কোম্পানীর ভৃত্য কোন ব্যবসাদারের আফিসে কোন কাজ করিতে

পারিবে না এই আদেশ দেন এবং যোগ্যতানুসারে উচ্চ পদ দানের ব্যবস্থা করিয়া যান। আর তিনি নিয়ম করিয়া যান যে প্রত্যেক সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারীকে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে হইবে। কলিকাতায় Accountant Generalএর অধীন গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বার্ষিক হিসাব প্রস্তুতের ভার ও কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি সিবিলিয়ানগণের শিক্ষানবীশিকাল বাইশ মাসের স্থলে ছয় মাসে কমাইয়া দেন। উহাতে তাঁহাদের অলস হইবার উপায় ছিল না এবং তাহাদের পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ পদ লাভ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি বাঙ্গালার কর্ম্মভার ছোটলাটের হস্তে দিবার আগে প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া দেখিতেন। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীগণ তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতায় ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত। কলিকাতার গরম ও মশার উৎপাতে তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারিত না। মশার কামড়ে সেকালের ইংরাজ কর্ম্মচারীরা মেজে গড়াগড়ি যাইত। উহাতেই প্রবাদ আছে যে, 'মশা মারতে কামান পাতা'। বোধ হয়, তখন ফাঁকা বন্দুকের ধোয়ায় মশা তাড়াইত। সার ইভান কটন সাহেবের কলিকাতা পুরাতন ও নূতন নামক * পুস্তকে মশার কামড়ের কথা দুই পাতা আছে। উহার মধ্যে লাটেরা বাদ পড়েন নাই ও একজন মান্দ্রাজের জজ সার হেনরি গুউলিম তুয়ে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন। মিস ইডেন বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় প্রথম আসিয়া সপ্তাহ কয়েক মশার কামড়ে বিছানায় থাকিতে হইত। সেকালের কলিকাতার মশার কামড় ও ঘামাছি ইংরাজের ভয়ের কারণ হইয়াছিল ও তাঁহারা উহার জন্য বড়ই কষ্ট ভোগ করিত।

ডেলহাউসী যে একজন প্রথমশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার গুণও যেমন, দোষও তেমনি ছিল। তিনি বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর পদ সৃষ্টি করেন ও সার ফ্রেডারিক হেলিডে সাহেব ঐ কর্ম্ম ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করেন। তিনি একজন জবরদস্ত লোক ছিলেন, তিনি পাটনার কমিশনার উইলিয়াম টেলার সাহেবকে পদচ্যুত করিলে কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তিনি বিভাগীয় কমিশনারের হাতে অন্যান্য কার্য্যের সহিত পুলিশের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করেন এবং মিলিটারী পুলিশের সৃষ্টি করেন। তিনি চৌকিদারী ও স্থানীয় পুলিশ আইন এবং পল্লী পঞ্চায়েতের হাতে কর নির্দ্ধারণের ভার দিয়াছিলেন। উহা সম্পত্তির অবস্থা দেখিয়া করিবার নিয়ম করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন সামরিক আইন প্রচারে করেন এবং সিপাই বিদ্রোহের সময় হেলিডে সাহেবের অধীন স্থান দমদমা, বরাকপুর ও বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহ দেখা গেলেও পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় ক্ষতি ও হত্যাকারক না হওয়ায় তিনি বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভার ধন্যবাদ ও কে, সি, বি উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় চড়কের সময় চড়ক গাছে লোককে পিঠে কাঁটা বিঁধিয়া ঘোরান হইত তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি একজন বিখ্যাত বেহালা বাজিয়ে ছিলেন এবং বেলভিডিয়ারে তাঁহার সময় গান বাজনার আসড় হইয়াছিল। তাঁহার সময় রাস্তা ও পোল হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত এবং শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রাস্তা হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কলিকাতা বাসিগণের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল ও তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাতে এক সভায় এক্লাহারে বলিয়াছিলেন যে, আমি বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেককেই জানি যে, যাহারা তাঁহার সভার ইংরাজ সভ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। তাঁহার এক পুত্র সিবিলিয়ান ও প্রপৌত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনার

* "Musquitoes swarmed around, a thirsty throng,
Raised the red bump, and tuned the hollow song." P. 157.

সার ফ্রেডারিক হেলিডে ছিলেন। ইঁহারই সময় কলিকাতায় অনেক উন্নতি হইয়াছিল। হালিডে সাহেবের নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে। সিপাই বিদ্রোহের সময় কোম্পানির কাগজের দাম পড়িয়া গেলে লোকে যাহাতে বিচলিত না হয় তজ্জন্য ইনি বিধিমত উপদেশ দান করিতেন। ৺শ্যামাচরণ মল্লিক তাঁহার ঐ বিষয়ে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বিলাতের টাইমস পত্রে তাঁহার কোম্পানির কাগজ বিক্রী না করিয়া খরিদ করা লোকের মনে সাহস দান করায় রাজভক্তির প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। সিপাই বিদ্রোহে কোন বাঙ্গালী লিপ্ত ছিল না, বরং তাহারা কোম্পানির বিধিমত সাহায্য করিয়াছিল। তজ্জন্য * ৺দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায় লাট ক্যানিং এর নিকট হইতে রাজা উপাধি ও রাইবেরিলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কলেক্টার, নবার নাজিমের দেওয়ানি ও বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টারের কার্য্য কালে চরিত্র দোষে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যান। হালিডে সাহেব কিশোরী-চাঁদ মিত্রকে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। উক্ত মিত্র ব্যবস্থাপক সভায় পশুক্লেশ নিবারক আইন পাশ করান। তিনি মাতৃভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার ভ্রাতা প্যারিচাঁদ প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টেকচাঁদ ঠাকুর যাঁহার বাঙ্গালা পুস্তক বঙ্গীয় সিবিলিয়ানগণ পড়িয়া প্রাদেশিক পরীক্ষা দান করিত। কিশোরীচাঁদ কলিকাতা রিভিউ কাগজে প্রথম বাঙ্গালী ইংরাজী প্রবন্ধ লেখক। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ সাওতাল বিদ্রোহে কোম্পানির সাহায্য করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে ১৩টী কামানদাগা সম্মান লাভ করেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওয়ার্ড ষ্টেটে কার্য্য লাভ করিয়া প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চায় বিখ্যাত হইয়া রাজোপাধি লাভ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি হন।

একজন সুদক্ষ সেনাপতি সার কলিন কাম্পবেলের ডেলহাউসির সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি ঐ কর্ম্মত্যাগ করেন। সারকলিন কলিকাতায় ১৩ই আগষ্ট ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন, যখন চারিদিকেই বিদ্রোহের কথা ও পাঞ্জাবের সহিত কলিকাতার খবরাখবর পাওয়া যাইত না। তিনি সৈন্যগণের গতিবিধি ও কাশিপুরে গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ কলিকাতা হইতে ২০০ সৈন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিতেন। তাহারা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইত ও তাহাদের পথে রসদ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম করিয়া ভবিষ্যত জয়ের পথ পরিষ্কার করেন। সার হেনরি ওয়ার্ড লঙ্কাদ্বীপ হইতে সমস্ত বিটিশ ফৌজ কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, ১৭০০ সৈন্য চীন দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং মরিসস ও কেপ হইতেও ঐরূপ সৈন্য সামন্ত আসে। ১৮ই আগষ্ট কাপ্তেন পিলকে সৈন্য সামন্তসহ এলাহাবাদে পাঠান হয়। কলিকাতা হইতে সৈন্য সরবরাহ করিয়া সিপাই বিদ্রোহ দমন করিবার ব্যবস্থা হইত। ডেলাহাউসির সহিত সার চার্লস নেপিয়ারের মতভেদ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২৮৯৫২৯ জন সৈন্য মধ্যে ২৪০১২১ জন এদেশী সৈন্য ছিল, বাকি ইংরাজ ও ইউরোপবাসী। অল্প বেতনভোগী সৈনেরা ভবিষ্যত উন্নতির আশা না থাকায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন। বিলাতের পালিয়ামেণ্ট সভায় একজন সেনাপতি বলিতেছেন "এদেশী সৈন্যগণ বড়ই বিশ্বাসী তাহারা অসদ্ব্যবহারেই শঙ্কার কারণ হয়। ‡ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির বিলাতী ফৌজ কর্ম্মচারী সমেত ২৩৩৬৯৯ ও মিলেটারী পুলিশ ২৪০৫০ জন ছিল। উহার খরচা ১০৯৮৯২৬ পাউণ্ড মায় বিলাতের রাজ্ঞীর অধীনে মোট ফৌজ ২৬৮২৬ জন ও পাঞ্জাবে ৩১০০৪ জন ছিল। ১৮৫৫।৫৬ খৃষ্টাব্দে খাজনা আদায় ৯১১০৭৯৭১ পাউণ্ড ছিল।

* সেই দক্ষিণাচরণ স্ত্রী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় জমি দান করিয়াছিলেন।

‡ (Martin's Indian Empire V. II. P. 105.)

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ক্যানিং ও ভিক্টোরিয়া যুগ (১৮৫৮ ১৮৬২)।

লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় ২৯এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পীড়িত বাল্য বন্ধু ডেলহাউসির হস্ত হইতে গবর্ণর জেনারেলীর কর্ম্মভার ও পদ গ্রহণ করেন। যে মহাত্মার রাজত্ব শাসনকালে ভারতবর্ষের কেন, ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরনীয় ঘটনা হয়, তিনিই এদেশে ইংরাজ জাতির গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য দৃঢ় ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ ও ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রথম প্রতিনিধি হন। তিনিই সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ গবর্ণর জেনারেল ও রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল হইয়া করেন। সেই অপূর্ব সন্ধিক্ষণেই ভিক্টোরিয়া যুগারম্ভ হয়। তিনি তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দান করিয়া "দয়াল ক্যানিং" বলিয়া যেমন আদৃত, তেমনি তাঁহার কতকগুলি স্বদেশী ও ইউরোপীয় হঠকারি অবিবেকী ব্যবসাদার ও কর্ম্মচারি কলিকাতাবাসীগণ তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। শেষে উহাই যে, তাঁহার যথার্থ মহত্ত্বের উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয়। ডেলহাউসি তাঁহার বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন, ভাই! এস আমরা স্থান বিনিময় করি। অর্থাৎ তুমি আমার মত কাজ করিয়া অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন হইও না। তিনি ইহাই বলিয়াছিলেন ও আর ঐ কার্য্য করিতে চান নাই। এই কথার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করলে লরেন্স সাহেব উহা বলেন। উহাতে তাঁহার জীবনী লেখক বলেন যে, ক্যানিং ডেলহাউসির কথায় মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য সময়ানুযায়ী অগ্রসর হইলেই ভাল ছিল। লর্ড ক্যানিং এখানে আসিবার পুর্ব্বে বিলাতের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার সময়ের একজনই বিখ্যাত রাজনৈতিক পুরুষ বলিয়া সুখ্যাতি ছিল। তিনি ঐ পদ গ্রহণ কালেই বলিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ঘন ঘটার সহিত মেঘ উঠিয়াছে উহাতে হয়'ত আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাতেই মনে হয় যে, তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ জানিতেন, উহা না হইলে তিনি কি বিলাত হইতে বিদায় ভোজকালীন এরূপ অপ্রিয় সম্ভাষণ করিতে পারিতেন? লাট ক্যানিং কলিকাতায় আসিবার পথে মাদ্রাজে নামিয়া তাঁহার বাল্য বন্ধু সহাধ্যায়ী সেখানকার গবর্ণর লর্ড হ্যারিসের সহিত দেখা শুনা ও কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। তিনি বোম্বায়েও নামিয়াছিলেন ও সেখানকার লাটের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় পরম বন্ধু লাট ডেলহাউসির সহিত ৫।৬ দিন সদালাপে তাঁহার কার্য্যের সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সভার সভ্যগণের নাম সার বারণস পিকক্, মিঃ জন, পিটার গ্রাণ্ট ও জেনারেল জন লো। ক্যানিং লাটগিরি কোন বাহ্যাড়ম্বাদির সহিত আরম্ভ করেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে কার্য্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সপ্তাহ কয়েক না যাইতেই তাঁহাকে পারস্য দেশের অধিপতির সহিত দ্বন্দ্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সেই সময় তিনি কলিকাতায় টেলিগ্রাফের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আফগানের আমীরকে মিত্র করিয়া পারস্যাধিপতিকে শিক্ষাদান করেন। তিনি আর যেন কখনও আফগানিস্থান আক্রমণ করিবেন না বলিয়া হিরাট পরিত্যাগ করিয়া যান। ইংরাজেরা চীন দেশের সহিত যুদ্ধ ও সেখানে বাণিজ্যাধিকার

প্রাপ্ত হন। এই দুই যুদ্ধেই এদেশী সিপাহিরা যুদ্ধ করে। তাঁহার সময় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরে এক একটি পাশ্চাত্য আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন ক্রিয়া হয়। উহাতে রীতিমত পরীক্ষাদি দ্বারা উপাধি দানের ব্যবস্থা হয়। উহাই তখন বিদ্রোহাদি দমন করিবার পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন হইতে এদেশে প্রকাশ্যভাবে * ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা হয় তন্মধ্যে সিপাই বিদ্রোহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। উহা দমন করিতে গিয়া কোম্পানিকে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হইতে হয় ও উহার নিমিত্ত সামরিক বিভাগে যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য পরিবর্ত্তন করিতে হয় উহার জন্য বার্ষিক দশ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়া যায়। সেই অর্থ আদায়ের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিলাত হইতে অর্থনীতি রাজার সচিব জেমস্ উইলসন সাহেব আসিয়া যাবতীয় আমদানি রপ্তানি মালের উপর শুল্ক ও ইনকমট্যাক্স কর ধার্য্য করেন। তিনিই এদেশে কারেন্সি নোট প্রচলন করেন। তিনিই সোনা ও রূপার মুদ্রার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। উহাতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সোনারূপার দামের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত নোটের দামের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। উহাতে বিলাতের ও ইউরোপবাসির মঙ্গল হয়; কিন্তু ভারতের সমূহ সর্ব্বনাশ হয়।

ভয়:—লর্ড ক্যানিং অনিচ্ছাসত্ত্বে কলিকাতায় সেই সময়ে এদেশী প্রহরী সৈন্যগণকে অতি কৌশলে নিরস্ত্র করেন। তিনি কলিকাতার দুর্গে এদেশী সিপাহীগণের কুচকাওয়াজ ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে গিয়া উহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইউরোপীয় ভলান্টিয়ারগণ তখন লাট প্রাসাদে প্রহরীর কার্য্য করিত ও ছোটলাট এবং বড়লাট একত্রে কলিকাতায় রাজপ্রাসাদে থাকিতেন ও বেলভেডিয়ার খালি পড়িয়াছিল। ভলান্টিয়ার অশ্বারোহীরা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রে প্রহরীর কার্য্য করিত ও রাত্রি নয়টার সময় নগরবাসিরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিত। কলিকাতা অধিবাসীরা সিপাই বিদ্রোহের অকস্মাৎ আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বদাই অধিক অশান্তি ভোগ করিয়াছিল। তখন কলিকাতার লোক সর্ব্বদাই চিন্তিত কখন কি হয়, কোথায় কি হইতেছে, কোথা হইতে হঠাৎ শত্রু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। উহাতে কলিকাতাবাসীর আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল। মৃত্যু অপেক্ষা উহার ভয় অধিকতর যন্ত্রনাদায়ক, সেই ভয় কলিকাতাবাসিগণকে তখন সর্ব্বদাই বিহ্বল করিয়াছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদমায় ও বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি ও সাত দল সিপাহিগণকে নিরস্ত্র করা হয়। ১৪ই জুন রবিবার প্রাতে গির্জ্জায় প্রার্থনা করিবার পর গুজব হয় যে, বারাকপুর হইতে বিদ্রোহী সিপাহীরা কলিকাতায় আসিতেছে ও তাহাদের সহিত মেটিয়াবরুজের অযোধ্যার নবাবের লোকেরা যোগদান করিয়া কলিকাতাকে ধ্বংস করিবে। সেই নবাবকে তাঁহার মন্ত্রী আদির সহিত কলিকাতার দুর্গে বদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু সেই সকল সিপাহী কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই গূঢ় সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ হইয়া যাওয়ায়, চুঁচুড়ার ৭৮নং হাইলাণ্ডার সৈন্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলে। কলিকাতায় তখন ইংরাজ সৈন্যের দল ছিল না। কলিকাতায় উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ পিস্তল হাতে করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিত। আর লাট সভার সভ্যেরা আপনাদের পুত্র পরিবার লইয়া বাড়ী

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২নং আইন দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৫।৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়। হিন্দু কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়। উহা আর হিন্দু বালকগণের জন্য রহিল না, তজ্জন্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ আপত্তি করেন।

ঘর ত্যাগ করিয়া নদীর উপর জাহাজে গিয়া বাস করিত। কলিকাতার গঙ্গার ঘাট লোকে পরিপূর্ণ, তাহারা জাহাজে স্থান পায় নাই, কত লোক গাড়ীতে সাজিয়া আসবাবপত্র লইয়া পালাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে ও সেইখানেই রাত্রি যাপন করে। কতক অধিবাসিরা বাড়ীর ছাদের উপর দরজাদি বন্ধ করিয়া পিস্তল ও বন্দুক লইয়া আততায়ী শত্রুকে প্রহার ও নষ্ট করিবার জন্য সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহারা গরম জল ও গলা শিশা দিয়া শত্রুকে নষ্ট করিবার যুক্তি সিদ্ধান্ত করে। অনেকে ডেলহাউসি স্কোয়ারের ধারের বাড়ীতে দরজায় বেড়া দিয়া ঘেরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সিঁড়ির মুখে পিস্তল হাতে করিয়া বসিয়া থাকিত। আর ফিরিঙ্গির দল ফাঁকা আওয়াজ করিতেছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল সেই ভয়েই তাহাদের দিকে সিপাহীরা যাইবে না। উহাতে লোকে শত্রুর আগমন ও তাহাদের দ্বারাই গোলাগুলি ছোড়া ভ্রম করিতেছিল। উহা বন্ধ করিবার জন্য বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। এইরূপ কাণ্ডকারখানা কলিকাতায় যে কেবল একদিন হইয়াছিল উহা নয়। লাট ক্যানিংএর কর্তব্যজ্ঞানের জন্য কলিকাতায় ইউরোপবাসিগণ এইরূপ জ্বালাতন হইয়া এদেশবাসীর উপর কোনরূপ ভয় দেখাইতে বা অত্যাচার করিতে না পারায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় এক প্রকাশ্য সভা করিয়া লর্ড ক্যানিংকে লাট সাহেবের কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এক আবেদন প্রেরণ করে। অনেকের ধারণা যে লাট সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ ধারা আইনে করিয়াছিলেন বলিয়াই যেন এইরূপ দরখাস্ত করা হয়। যাহাই হউক, কলিকাতায় সেই সময় কলিকাতার ইউরোপবাসিগণ লাট ক্যানিংএর সততা ও ধর্ম্মভীরুতার উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়াও তাঁহাকে কোনরূপে বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ রবিবার বারাকপুর হইতে তারের সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখান হইতে সিপাহীরা কলিকাতা লুঠ করিবে, এই গুজব হয় ও পুনরায় পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনয় আরম্ভ হয়। কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ফিরিঙ্গি ইউরোপবাসীরা একত্রিত হইয়া বসিয়া থাকে ও গাড়ীওয়ালার ভীড়ে উহার মধ্যে লোকের প্রবেশ করিবার রাস্তা ছিল না। সকলে এক হইয়া সিপাহীদের শিক্ষাদান করিবে। ক্যানিং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন কলিকাতার অবৈতনিক সৈন্য দল (Volunteer Regiment) ধন্যবাদের সহিত বরতরফ করেন ও কেহ বিনা অনুমতিতে বন্দুক রাখিতে পারিবে না আইন হয়।

সিপাহি বিদ্রোহ দমন করিবার পর ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা সত্বর প্রত্যাহার করেন ও শাসন ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে তাঁহার প্রতিনিধি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণর জেনারেল হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বিলাতের একজন সেক্রেটারি অফ ষ্টেট ১২ জন সভ্য লইয়া তত্ত্বাবধায়ক ও সভার অধীনে কার্য্য করিবেন স্থির হইল। সেই সভার সভ্যেরা ভূতপূর্ব্ব এ স্থানের অবসর প্রাপ্ত গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল বা উচ্চপদ বিশিষ্ট কোম্পানির কর্ম্মচারীরা মনোনীত হইতেন। উহাতেই বিলাতের ডিরেক্টার সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল সভার শেষ হইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনে এদেশের কর্ম্মচারিগণের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ভারতের যেখানে লর্ড ক্লাইব সম্রাট শাহ আলমের নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার ইজারা লইয়াছিলেন, সেই এলাহাবাদে এক বৃহৎ দরবার করিয়া লর্ড ক্যানিং স্বয়ং গিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। সেই সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা রাজধানী হইলেও ঐ সকল কার্য্যের জন্য উপযুক্ত নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তজ্জন্য ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থল সমীচিন মনে হয়। এলাহাবাদের ন্যায় সৌভাগ্যদায়ক জায়গায় এ কর্ম্ম করা উচিত বলিয়া

স্থির হয়। কোম্পানির আমলে যেমন কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তেমনি মহারাণীর ঘোষণা পত্রে এদেশের রাজা মহারাজারা হইতে দীন দরিদ্র সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়াছিল। কারণ বেণ্টিঙ্কের আমল হইতে যে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইতেছিল উহা যেন গবর্ণমেণ্ট আর করিবেন না, উক্ত ঘোষণায় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। কারণ ঐ এস্তাহারে উক্ত হইয়াছে যে, আর কোন প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাস বা তাহাদের ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের উপর আমার কর্ম্মচারিগণ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং সেজন্য কেহ তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন বা তৎকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবেন না। রাজ্যে কর্ম্মনিয়োগ সম্বন্ধেও সেই কথা, কোনরূপ ধর্ম্ম বা জাতিনির্ব্বিশেষে পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না, কেবল যোগ্যতানুসারেই উহা করা হইবে। পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসারে পৈত্রিক ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব অব্যাহত থাকিবে। রাজ্ঞী তাঁহার নিজের স্বত্বের ন্যায় ভারতের রাজন্যবর্গের পদগৌরব, মর্য্যাদা ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন, উহাতে রাজ্য বিস্তার করিবার কল্পনা ত্যাগ করা হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত রাজাদিগের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল তদনুসারে কার্য্য করা হইবে। আত্মীয়বর পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় ক্যানিং ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর নামেই রাজ্য শাসন করিবেন। কতিপয় বিশেষ কারণে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্মতি ক্রমে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অভিমতানুসারে তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্যের রাজ্যশাসনভার রাজ্ঞী স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অধীন কি সৈন্য বিভাগ, কি রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারীরা যেমন কার্য্য করিতেছিল তেমনি কার্য্য করিবে। এই বিদ্রোহের শান্তি সম্মুখ যুদ্ধে করায় ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এক্ষণে কতকগুলি স্বার্থপর লোকের মিথ্যা রটনায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজদ্রোহী নয় ও তাহার সংহার কার্য্যে ব্রতী হয় নাই তাহাদিগকে রাজ্ঞীর দয়ার পরিচয় ক্ষমা দান করিয়া করিলেন। লাটসাহেব কলিকাতায় ১৭ই অক্টোবর এই মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রাপ্ত হন এবং উহার বিষয়গুলি লইয়া বিলক্ষণ লেখা-লিখি হয়, উহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। লর্ড ক্যানিং ঐ ঘোষণা পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ১৯শে অক্টোবর করেন, উহা রাজ্ঞীর নিকট ২৯এ নবেম্বর পৌঁছে। তিনি উহাতে বলিতেছেন যে, যেন অতীতের রক্তারক্তি শোচনীয় ব্যাপারের উপর তাঁহার ঘোষণাপত্র আবরণ করিয়া এক নূতন যুগের সৃষ্টি করে, উহাই **ভিক্টোরিয়া যুগ**। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণা পত্রে অনেক স্থলে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্রূপ লর্ড ক্যানিং অপরাধীগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সাজা দিতে গিয়া আর এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অকুতোভয়ে বলিয়া-ছিলেন যে, আশি হাজার বিলাতি সৈন্য দিয়া তিন কোটী লোককে সাজা দেওয়া বা বশীভূত করা যায় না। এই ঘোষণাপত্র ও অযোধ্যার তালুকদারদের প্রতি লক্ষ্ণৌ অধিকার করিবার পূর্ব্বে যে ঘোষণা পত্র লর্ড ক্যানিং প্রচার করিতে চান, উহা লইয়া মতভেদ হওয়ায় বিলাতে লর্ড এলেনবরা তাঁহার বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। *

সিপাহী বিদ্রোহ কি কারণে হইয়াছিল উহা কাহারও অবিদিত নাই। যদিও উহার জন্য কলিকাতা কোনরূপ সংশ্লিষ্ট না হইলেও উহা লইয়া কলিকাতায় বিলক্ষণ আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছিল। কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঐ অভিনয়ের প্রধান নেতৃগণের নামে যে সকল কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন উহারই কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করা হইল।

---

* Letters of Qneen Victoria V. III P. 281—3.

"পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে হাদে কি শুনি বাণী ?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী, ঠোঁটে কাটা কাকী, মেয়ে হ'য়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী ধেঁকী গোয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে। হয়ে শেষে নানার নানী, হয়ে শেষে নানার নানী মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে, কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গীগিরি থাটে ?"
"আঁটকুড়ো কপালে তবু, হ'ল না সন্তান, কোথাকার মহাপাপ, কোথাকার মহাপাপ, ব'ল বাপ
পুত্র হল নানা, কাকের বাসার যথা, কোকিলের ছানা, সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে, সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে
দস্তি ভেড়ে নস্যি কর তারে, উঠে ধানে পস্তি যেন, না করিতে পারে, নানা, কি নানা কেলে,
নানা কি নানা কেলে, রাজ্য পেলে, তাইতে এত জারি ?"
"কুমারসিংহের কথা লিখি কিছু তবে, সেটা তো কতক ভাল, সেটা তো কতক ভাল ধর্ম্ম আলো
কিছু আছে ঘটে, নারীহত্যা, শিশুহত্যা করেনি ক বটে, তবুত অত্যাচারী, তবুত অত্যাচারী
হত্যাকারী বোলতে তারে হবে, রাজদ্বেষী মহাপাপী কবেই সবে কবে।
হ'য়ে সে রাজ্য ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া রক্ষা কিসে পাবে।"
"মেও মেও ডাক ডেকে ঝিল্লির সমান, দিল্লীর প্রদেশ ছাড়ি করিল প্রস্থান"
"প্রয়াগেতে ছিল যত, সিপাহীর দল, একেবারে সকলেতে হ'ল হতবল।
অধিকার করেছিল তরণির সেতু, হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু।
ঝুসি ঘাটে ঘুঁসি খেয়ে, মারা যায় প্রাণে, ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে।"

ধর্ম্ম বিশ্বাস :—সিপাই বিদ্রোহের সময় কলিকাতার একটি ঘটনাবলম্বন করিয়া ভগবান যিশুখৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজগণের জীবন রক্ষার কথা ধর্ম্মধ্বজী ডাক্তার ডফের জীবন চরিতকার * যাহা লিখিয়াছেন উহা নিয়ে দেওয়া হইল :—কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যার পর এমন ভীষণ দুর্ঘটনার কথা হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মে কলিকাতার অপরপারের বোটানিকেল বাগানে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় কলিকাতা-বাসিকে আতসবাজী আদি পোড়াইয়া এক আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হয়। যদি সেদিন দৈবানুগ্রহবশতঃ কলিকাতায় সন্ধ্যা হইতে ভীষণ ঝড় ও জল না হইত, তাহা হইলে এক ভীষণ চক্রান্তে সেইদিনই দুর্গস্থ কলিকাতাবাসি ইংরাজ সৈন্য ও উচ্চ কর্ম্মচারিগণ সকলেরই ইহলীলা শেষ হইত। যখন ঐ চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন চক্রান্তকারীদের ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দিতে হইয়াছিল, আর যাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়, তাঁহারা যিশুখৃষ্টের অপার মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেইসূত্রে মহাত্মা যিশুখৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণের অপূর্ব্ব জীবন রক্ষার কথা বলিয়াছেন। উহা সমীচিন হয় নাই, কারণ মহাত্মা যিশুখৃষ্ট কোনরূপ প্রতিহিংসার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং তিনি অকাতরে নিজের জীবনদান পূর্ব্বক প্রতিহিংসকগণের নির্ম্মম মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব এরূপ উক্তি দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করা হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় ছিল। লোকে মূর্খ সিপাহীদিগের ধর্ম্ম সংস্কারে তীব্র আঘাত দিয়াই টোটা কাটিবার প্রসঙ্গ প্রচারকরে উহাতে মুসলমানেরা শূকরের চর্ব্বি ও হিন্দুরা গরুর চর্ব্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করা অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জন করা শ্রেয় মনে করিয়াছিল। তখনও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ধর্ম্ম যে প্রাণ অপেক্ষা

* Smith's life Duff P. 329. See also P. 322/3.

মূল্যবান যে বিশ্বাস ও জ্ঞান ছিল। কোম্পানীর রাজত্বে ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষার ও খৃষ্ট ধর্ম্মের কুহেলিকা শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছিল। উহাতেই হিন্দুর আহার, বিহার, আচার, বিচার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সেই সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্রেরা ডফ্ প্রমুখ খৃষ্টান শিক্ষকগণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া রামবাগানের দত্তবংশ খৃষ্টান হইয়াছিল। উহাতে কলিকাতার বনিয়াদি বড়মানুষ মল্লিকেরা ডাক্তার ডফের ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই, বরং পাদ্রী ডফের বাড়ী দরোয়ান দিয়া ঘেরোয়া করিয়াছিলেন। উহাতে ডাক্তার ডফের সাধারণ লোককে খৃষ্টান করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ডাক্তার ডফের জীবন চরিতকার (p. 367) যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—"Of the fifteen hundred white Christians believed to have been butchered by the sepoys and their rabble agents, 240 were military officers out of the 4,000 in the Bengal army, and 37 were missionaries, Chaplains and their families, out of a body of 300, probably, over the same area." * * * উক্ত জীবন চরিতকার সিপাই বিদ্রোহে খৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ যে একটী কারণ ইহা পাকে প্রকারে স্বীকার করিয়া লেখেন যে, সেই সময় সমস্ত ভারতবর্ষে অন্যূন দেড় লক্ষ লোককে যিশু ধর্ম্মাশ্রিত করান। "When the anarchy of Islam and Brahmanism was let loose in 1857 there can not have been more than 150000." Ibid (P. 367). "Umesh Chandra Sirkar was young only sixteen. He longed to instruct and take over with him his Child-wife of ten, and his father was a stern bigot, of great austerity and influence as a treasurer to the millionaire Mullick family." * * * Now began a tumult such as no previous case, not even Gopeenath's, had excited. Dr. Duff's house was literally besieged. The Mullicks as well as the Sirkars, both families or clans, and their Brahmans, beset the young man. Both were baptised, while a crowd of the Mullicks' followers raged outside, and their chief and the convert's father declined to be witnesses of the solemn service."

ডফের জীবন চরিতকার বলেন যে, কলিকাতার শীল ও মল্লিকেরা দরিদ্র বালকগণের ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য যাহাতে জাতি ধর্ম্ম না যায় তজ্জন্য তাহাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করেন। উঁহারাই সেকালের মিশনারি স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। "While the Brahmans cursed Dr. Duff, the Seals and Mullicks resolved to establish a rival College. They turned to the Jesuits, and to an Irish adventurer named Tuite, as the only so-called Christians who would consent to English and Western Science on purely secular lines. Thus was established Seal's Free College." Ibid (P. 259.)

খৃষ্টান পাদরীরা ৺মতিলাল শীলের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল সেইজন্যই সেকালের লাটেরা যাঁহারা সেই সকল পাদরীর হাতের পুতুল ছিলেন, তাঁহারা শীল ও মল্লিকদের উপর বড় নারাজ। তজ্জন্য তাঁহারা উপাধি আদি দ্বারা সম্মানিত হন নাই। ৺মতিলাল শীল বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজের সমস্ত জমি দান করিয়াছিলেন। সেই কথা বলিবার সময় উক্ত চরিতকার শীল মহাশয়ের নাম গ্রহণ করেন নাই ও গায়ের জ্বালা দেখাইতেও ছাড়েন নাই। "A member of the same Seal family who were starting a Hindoo College to destroy Dr. Duff's presented the ground." Ibid (P. 276.)

উক্ত শীল মহাশয়ের বিরুদ্ধে অনেক মামলায়ও সৃষ্টি হয়; কিন্তু কিছুই হয় নাই। কেবল অর্থনাশ ও শ্রমত্যাগ এবং শত্রুগণের বিদ্রূপাদির সুবিধা হইয়াছিল। মানুষ যতই বড় হয়, ততই তাহার বড় বড় শত্রু হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে ৺মতিলাল শীলের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় ও প্রত্যেক হিন্দুই তজ্জন্য সম্পূর্ণ ঋণী ও গৌরবান্বিত। তিনিই বিনা ব্যয়ে ইংরাজি শিক্ষা দান করিয়া আর্য্য হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা ও আফিসে কর্ম্ম দিয়া দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেকালে বিদ্যা অর্থকরী অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষা না করিলে লোকের অন্ন কষ্ট দূর হইবার উপায় ছিল না। চাকরীর লোভে মিশনারি স্কুলে বাঙ্গালীর ছেলেরা বিনা বেতনে পড়িয়া খৃষ্টান হইত। ৺মতিলাল শীলই উহার পথ বন্ধ করেন। সেকালে ফিরিঙ্গিরা কলিকাতায় ইংরাজি শিখাইত ও তাহাদের সামান্য বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু মিশনারি স্কুল হওয়ায় তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। ফিরিঙ্গি কবি ডিরোজিও মিশনারী স্কুলের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি নাস্তিক ছিলেন। তিনি সেকালের কবি ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক বলিয়া অনেক ছাত্র তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিত। তিনি যদি খৃষ্টান হইবার উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে সেকালের অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবকগণ খৃষ্টান হইত। তিনি ও সেকস্পিয়ারের অধ্যাপক ডাক্তার রিচার্ডসন সেইজন্য ডাক্তার ডফের চক্ষুশূল হন। তিনি তাঁহার বিলক্ষণ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহামাননীয় পোপ কলিকাতায় ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য রোমানকাথালিক পাদরিগণকে পাঠান। একজন ধনী খৃষ্টান উঁহাদের থাকিবার জন্য বাড়ী ও আর একজন উঁহাকে আসবাব দিয়া সাজাইয়া দেন। উহার নামে সেণ্টজন কলেজ ছিল। আর উক্ত পাদরীরা কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় কোম্পানির রাজত্বে ধর্ম্মান্দোলনের কোনরূপ অভাব ছিল না ও উহার ফল ভিক্টোরিয়া যুগের শেষে হয়। কলিকাতার ফিরিঙ্গিদের মুখপত্র উইলিয়াম রিকেট সাহেব ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে * ডভ্‌টন কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। তিনিই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে * ফিরিঙ্গিদের সই করা একখান দরখাস্ত বিলাতে গিয়া পেশ করিয়া তাহাদের দুঃখ কাহিনী নানা সভায় ও সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন ও তথায় 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট' বলিয়া সম্মানিত হন।

কর্ত্তাভজা:—কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। আউলচাঁদই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে শিষ্যেরা জয়কর্ত্তা বলিত, উহাতে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নাম হয়। তিনি ফুলিয়া গ্রামে বলরাম দাসের নিকট শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বারুই মহাদেব দাসের পালিত সন্তান পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু তাহার তাড়নায় উলা গ্রাম ত্যাগ করিয়া পুরিহর নামক জনৈক বিষ্ণু ভক্তের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। ভারতের নানা তীর্থ স্থানে ভ্রমণান্তে তিনিই আউলচাঁদ নামে বজর নামক গ্রামে বহু দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় করেন; এমন কি, অন্ধকে চক্ষুদান ও খঞ্জকে পদ দান করেন। ইনি গুরু সত্য মশায় ও শিষ্যকে বরাতি বলিতেন। এখন দোল পূর্ণিমার সময় নৈহাটিতে ঘোষ পাড়ায় কর্ত্তাভজাদের মেলা হয়। এই সম্প্রদায়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন ও আছেন। স্ত্রীলোকেরা সতীমার বড়ই ভক্ত ও তাহাদের বশীকরণাদি করিবার ক্ষমতা আছে।

---

* ডভ্‌টন কলেজের শিক্ষক মিঃ আর্ডেন উড সাহেব লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ফিরিঙ্গিদের শিক্ষা ও ক্ষমতাদির কথা উত্থাপন করেন, উহাতে দেশী লোকের সহিত উহাদের ছাত্র প্রতি কত সাহায্য দান করা হয় সেই কথা ডাক্তার পারসপে তোলেন ও উঁহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতীত্ব গ্রহণ করেন।

দুরদৃষ্ট :—মোগলাধিপতি আলেকজাণ্ডারকে ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য আনিয়াছিল ও পাঞ্জাবাদি প্রদেশ মাত্র জয় করেন কিন্তু তিনি বঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই। শেষে সেই বাঙ্গালায় ইংরাজ জাতির ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত ও কলিকাতা রাজধানী হইল। কাহার ভাগ্যে কি হয়, একথা বলা যায় না। ফরাসি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজাদি অনেকানেক ইউরোপীয় বণিক বাঙ্গালায়, চন্দননগর, হুগলী, বরানগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর প্রভৃতিস্থানে কুঠি করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ বাক্য খাটিয়াছিল কিন্তু ইংরাজদের সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। ইহাতেই কলিকাতার মাহাত্ম্য আছে স্বীকার করিতে হয়। ঘোর কলিতে উহার মাহাত্ম্য কলির কথা বলিতে হইবে। সেই ঘোর কলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। সেইরূপ যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ এসিয়ার ধর্ম্মপ্রচারক ও তাঁহাদের ধর্ম্মপথাবলম্বীগণের মধ্যেও যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। উহাতে এসিয়া ও ইউরোপবাসিরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

ধর্ম্মবল :—এক সময়ে রোমের কলোসিয়ামে সাধারণের সমক্ষে মহাসমারোহে হিংস্র ক্ষুধার্ত্ত সিংহগণের ভোজনার্থ যিশুধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণকেও এমন কি তাহাদের শিশুসন্তান-গণকে পর্য্যন্তও দান করা হইত। উহার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, যাহাতে কেহ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ না করে; কিন্তু শেষে ৩২০ খৃষ্টাব্দে রোমবাসিরা সকলে সেই খৃষ্টধর্ম্মই গ্রহণ করে। সমস্ত ইউরোপ এক মাত্র তুরস্ক ভিন্ন সেই খৃষ্টধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে। টাইমুর পশ্চিম এসিয়ায় মুসলমান ধর্ম্মের শক্তি বিস্তার করিয়া গ্রীকাধিপতিকে করদ রাজা করিয়া যখন চীন আক্রমণ করিতে যান, তখন তাঁহাকে ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে অটোমান সাম্রাজ্য এসিয়া মাইনর, গ্রীস ও ডানিউব প্রদেশাদি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনকর্ত্তা বাবর সেই টাইমুরের বংশধর ষষ্ঠ পুরুষ ও মাতার দিকে চেঙ্গিসখাঁর সহিত সম্বন্ধ ছিল। সেই মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে খৃষ্টান ইংরাজ বণিকগণ শেষ করেন। তাঁহারা এদেশে বাণিজ্য ও খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর ও আরঙ্গজেবের সেই দিকে লক্ষ্য ছিল। আকবর জানিতেন রাজ্যরক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানোপায় ধর্ম্মবল, সেইজন্য তিনি "দীন ইলাহি ধর্ম্ম" প্রচার করেন ও এলাহাবাদকে উহার কেন্দ্র * করেন। সমুদ্র ইউরোপবাসি মুসলমানগণের হস্ত হইতে খৃষ্টের জন্মভূমি জেরুসালেম উদ্ধার করিবার জন্য তিন চারিশত বর্ষব্যাপী মহা তুমুল যুদ্ধ করেন। তাঁহারা মুসলমান জাতির তৎকালীন অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। পোপই উহার নেতা ছিলেন। বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্করী ইউরোপীয় যুদ্ধে সেই জেরুসালেম স্থান ফরাসি জাতির কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যগ্রহণ ঘোষণাপত্র সেখানে না করিয়া এলাহাবাদে গিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। উহার সহিত কি সেই আকবরের দীন ইলাহি ধর্ম্মের কেন্দ্র

---

* "দরিয়াবাদ দরিয়া কিনারে, ফরিয়াবাদ নিশানী, আকবর যো কিল্লা বানায়া, ত্রিবেনীকা পাণি"।

অর্থাৎ হিন্দুর পরম তীর্থ ত্রিবেণী আকবরের দুর্গ নষ্ট করিতে পারে নাই, সেই আকবর পূর্ব্ব-জন্মের তপস্বী মুকুন্দ রায় ব্রহ্মচারী। তাঁহারই স্মৃতি ঐ দুর্গের মধ্যস্থিত কূপে অক্ষয় বটের সহিত বিদ্যমান। সেইখানে তীর্থযাত্রী হিন্দুরা আজও গিয়া থাকে। উহাই এখন সেই দীন ইলাহি ধর্ম্মের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ১৮৩৪ খৃঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী আগরা হইতে এলাহাবাদ হয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে উহা এলাহাবাদ হইতে আগরায় যায়।

ভূমির কোন সম্বন্ধ ছিল না, সেখানে ক্লাইব সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানি লাভ করেন। ইংলণ্ডের রাজত্বারম্ভের ঘোষণা দিল্লির সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া এলাহাবাদেই হয়। যাহাই হউক, খৃষ্টধর্ম্মবল ও উহার প্রচারের সহিত ইংরাজ জাতির রাজত্বের নিগূঢ় সম্বন্ধ সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি সার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের কথায় করাই ভাল:

"Many persons mistake the way in which the conversion of India will be brought about. I believe it will take place at last wholesale, just as our own ancestors were converted. The country will have Christian instruction infused into it in every way by direct missionary education, and indirectly through books of various kinds, through the public papers, through conversation with Europeans, and in all the concievable ways in which knowledge is communicated. Then at last, when society is completely saturated with Christian knowledge, and public opinion has taken a decided turn that way, they will come by thousands."

অর্থাৎ ট্রেভেলিয়ান সাহেব বলেন যে, শিক্ষা দ্বারাই ভারতবাসিকে খৃষ্টান করিতে হইবে, সেই জন্য সংবাদ পত্র, পুস্তক নির্ব্বাচন, ভাব বিনিময়াদি ও সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে উহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উহাতে সাধারণের মতি গতি ফিরিয়া গেলে তখন সহস্র সহস্র লোক খৃষ্টান হইবে। তজ্জন্য মহামতি ধর্ম্মযাজক ডফাদি মহাপ্রভুগণের এদেশে শুভাগমন হয়। তাঁহার মৃত্যু না হইলে ডফই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যানসেলার হইতেন। ডাক্তার ডফের জীবন চরিতকার বলেন যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে আদেশ পত্র মারকুইস অফ্ ডেলহাউসিকে দেওয়া হয়, উহা ডাক্তার ডফ ও পাদরী মার্শম্যানের মতানুসারে হয়। ১৮৩০ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতে মিশনারি মহাপ্রভুরা যে সকল আন্দোলন করেন উহাতে তৎকালীন পার্লিয়ামেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যে হুকুমাদি জারি করিতেছিলেন উহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে, যাহাতে ভারতবাসি হিন্দু ধর্ম্ম স্থলে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

উহার জন্য কোম্পানির রাজত্ব কতদূর দায়ী ও উহার জন্য যে কোম্পানির রাজত্ব শেষ হয় নাই সেকথা বলা আবশ্যক। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, কলিকাতায় বাঙ্গালীর দুরবস্থা দূর হয় জনসাধারণ ক্রমশই অলস ও বাবুগিরি শিখিয়াছিল ও মাতাল হইয়াছিল। গুপ্ত কবি ও হিন্দুস্থানিরা বাবুদের কথা লিখিয়াছেন :—

"তেড়া হোয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পা গীত গেয়ে, গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে, শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে।"
"কলকাত্তাকো বাবুলোক করে কাম বেহদ্দ, দিনেমে খাতা গঙ্গা পানি রাতমে খাতা মদ"

কোম্পানির আমলের ব্যবসায় বাঙ্গালীর কিরূপ সর্ব্বনাশ হইত উহা দেখান যাইতেছে। বিলাতের কল কারখানার প্রতিযোগিতা এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। শেষে ভারতীয় শ্রমিক, শিল্পী ও কৃষক আদি পৈত্রিক বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ও কলে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কুলি ও মজুরেরা পেটের দায়ে বেতন লইয়া আপনাকে বিক্রয় পূর্ব্বক সুদূর দেশে কুলির কাজ করিতে গেল। কোম্পানির আমলে ব্যবসা বেনিয়াগিরিতে পরিণত হয়। মধ্যবিদ গৃহস্থের অর্থকরী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হওয়াই অনেকের ধ্যান ও ধারণা হইয়াছিল। বাঙ্গালী ও ইংরাজের যৌথ কারবার সকল ফেউলিয়া হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রেল দ্বার ঠাকুর কোম্পানি কারবার বন্ধ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নষ্ট হওয়ায় কলিকাতার ও এতদ্দেশীয় ধনী ও ব্যবসাদার মহাজনগণের সর্ব্বনাশ হয়। বিলাতি বস্ত্রের

কাজকর্ম্ম না শিখিয়া উহা করিতে গিয়া ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তিকেও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসায়াদি কর্ম্মারম্ভ সম্বন্ধে তৎকালিন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল:-কার ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর আরম্ভ হয়। তিনি সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন, ইউরোপীয়গণের ন্যায় এজেন্সি ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার জন্য ঐ দেওয়ানি কার্য্য ত্যাগ করেন। সেই দেওয়ানি কার্য্যে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি তমলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করেন। অনেক দিন হইতে কলিকাতায় বোম্বাইএর পার্শিরা ঐরূপ বিদেশী ব্যবসা করে। ৺মদনমোহন সেন ও ৺রামকমল সেন যোগ্যতার সহিত বাঙ্গলার ব্যাঙ্কের দেওয়ানি করেন কিন্তু বিলাতী ধরণের ব্যাঙ্ক চালাইবার পদ্ধতি শিক্ষা করিতে গিয়া দ্বারকানাথ তাঁহার বংশধরগণকে ঋণগ্রস্থ করিয়াছিলেন। ঐ সূত্রে প্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সততা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও জ্ঞানে মহর্ষি উপাধি লাভ করেন। কেলসল ঘোষই সেইরূপ কার্য্য বন্ধ করে; কিন্তু ৺রামগোপাল ঘোষই তাঁহার সততার প্রকৃত প্রমাণ দেন। তখন দেউলিয়া আইন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা কেহই উহার আশ্রয় গ্রহন করেন নাই। ৺মতিলাল শীল বার বার বহু ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হন কিন্তু কখনও ঐ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিলাতি ব্যবসায়ী মাকিন্টস কোং ও ক্রুটিণ্ডন কোং ইনসলভেন্ট হন। ঐরূপ কার্য্য করিয়া ৺নিমাইচরণ মল্লিক অনেকবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, ইহা হিকির গেজেটে উল্লেখ আছে। শিবনারায়ণ ও কাশিনাথ পালের সত্তর বৎসরের পঁচিশ লক্ষ টাকার কারবার ৭।১২।১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দেউলিয়া হইয়া যায়। কলিকাতা কলিকালের জাল, জুয়াচুরি ও মিথ্যা কথাদির ব্যবসার যাদুঘর ছিল। উহাতেই বাঙ্গালীরা ব্যবসা করা অপেক্ষা বেণিয়াগিরি করিত। উহাতে মাড়োয়ারি, ক্ষেত্রী ও মধ্যবিৎ বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ও উহাতে বাঙ্গালীরা কেন, সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসিরা তেজারতি, আড়তদারী, দোকানদারী, দালালি, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী ও রাজকীয় চাকরী ব্যবসা স্বরূপ গ্রহন করে। বোম্বাইএর ধনীরা সূতার কল কারখানা আরম্ভ করিয়া দেশবাসির শত্রুতা করিয়া বিদেশীর ন্যায় অর্থশালী হয়। কতকগুলি লোক মামলা বাজির ব্যবসা খোলে। ব্যারিষ্টার, উকীল ও ডাক্তার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জন করে। উহাতেই ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺রমাপ্রসাদ রায় ওকালতি করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্মান লাভ করেন। দেশের গণ্যমান্য ও অর্থশালী ব্যক্তিরা অধিকাংশই আইন ব্যবসায়ী।

কলিকাতায় শিক্ষিত ব্যক্তির অভ্যুদয়:-সেকালের কোম্পানির আমলে শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে লেখক হরিশ্চন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কবি মধুসূদন, ঔপন্যাসিক প্যারিচাঁদ মিত্র, ৺বঙ্কিমচন্দ্র, বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার আশুতোষ মুখো, আইনজ্ঞ সার রাসবিহারী ঘোষ, বক্তা রামগোপাল ঘোষ, কেশব সেন, সার সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রাচীন ও নবীনের শিক্ষার মধ্যে যেন সম্মিলন ও সামঞ্জস্য করিবার জন্যই ডাক্তার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার টেগোর কোম্পানির কর্ম্মচারী ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ভাইস-চেন্সলার হইয়া-

---

* মারকুইস অফ ল্যান্সডাউন বলিয়াছিলেন:—"I am convinced that no one could fill this honourable and important position in a manner more satisfactory to the University and to the public than yourself." * * "I am delighted to learn that you are able to accept the Vice-Chancellorship. I congratulate you and the University."

ছিলেন। সকলের মুখে তাঁহার সুখ্যাতি ও তাঁহার শত্রু ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিচারপতি ও নাইট † উপাধিতে মণ্ডিত হন।

গ্রন্থকার তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত বহুদিবস তিন চার ঘণ্টাকাল শাস্ত্র ও নানা বিষয়ের চর্চ্চায় দেখিয়াছেন যে, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সার গুরুদাস তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকে যখন গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহার কথা লিখিয়াছেন দেখাইয়া উপহার দেন, তাঁহার সেই সৌজন্যতায় যে কি এক স্বর্গীয় ভাব ছিল বলা যায় না। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য মাতৃভক্ত ও রাজভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্পষ্ট কথা বলিবার ক্ষমতা ও সাহস ছিল। তিনি কখনও গবর্ণমেণ্টের তোষামোদ করেননাই। তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৌরব। ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অতি গৌরবের সহিত এম-এ, ও বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, শেষে কোম্পানির কাগজের খেলায় রাতারাতি বড়মানুষ হইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে কর্ম্ম করিয়া উপাধি বিশেষ পেন্সন লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ৺ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার হইয়া কাশ্মীরের বিচারপতি ও গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ পুত্রগণকে না দিয়া সৎকর্ম্মে সাধারণের উপকারার্থে দান করেন। সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাভা রাজার মন্ত্রী ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার ছিলেন।

• ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া রাজা রাম সিংহের শুভদৃষ্টিতে তাঁহার রাজত্বের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামনগরের নিষ্ট রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফেমিন কমিশনের অন্যতম সভ্য হন এবং রাও বাহাদুর ও C. I. E. উপাধি লাভ করেন। সেই কান্তিচন্দ্র নাগপুরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার বংশধরেরা জয়পুরে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা অতি উত্তম ও রাজসরকারে সম্মানের সহিত কার্য্য করেন। সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নেপালের প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ও বি, এল পাশ দিয়া উন্নতি লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সর্দ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ঐরূপ ঢোলপুরের নাবালক রাণার শিক্ষক হইতে তাঁহার শিষ্য রাণা হইলে কৌন্সিলের মেম্বর, বিচারক ও রাজস্ব সচীব হইয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা জানিতেন কোমৎ দর্শনের টীকা ও ইংরাজী হিন্দি ভাষায় একখান ব্যাকরণ করেন। সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হন। ডাক্তার আনন্দমোহন বসু ও প্রসন্নকুমার রায় বিলাতের ডি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৺আনন্দমোহন গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ বিলাতী উপাধি লাভ করিয়া দেশ সেবায় ব্রতী ও প্রসন্নকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা ব্যারিষ্টার লর্ড সিংহ গবর্ণর ও আণ্ডার সেক্রেটারী হন। ইহারাই ভিক্টোরিয়া যুগের আদর্শ শিক্ষিত ব্যক্তির উদাহরণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পতিত জমি উত্থিত ও খনিজ ঐশ্বর্য্যের সন্ধান হয় নাই। উহা গবর্ণমেণ্ট ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কলিকাতাদি স্থানের যৌথ কারবারে করিয়াছিল।

মারকুইস অফ্ কর্জ্জন বলিয়াছিলেন :—"In whose mind and speech might be observed a quite remarkable blend of the best that Asia can give or Europe teach."

† "It has been a sincere pleasure to me to set the seal of the Sovereign's approval upon your long and honourable career by proposing you for the Knighthood. You may live long to enjoy it."

উহাই ঐ সকল ব্যবসায়ীদের কীর্ত্তি বলিতে হইবে। পাট, চা ও কয়লার বিদেশী বণিকগণ শত ক্রোরপতি এবং এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীরাও অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভাগ্যে যাহা হয় নাই, উহা কলিকাতায় * যৌথ কারবারে তথায় নিজস্ব বাড়ীতে আফিস ও থাকিবার বাড়ী পর্য্যন্তও করিয়াছে। সেইখানেই কলিকাতার মাহাত্ম্য এবং ইংরাজ ও ভারতবাসিতে প্রভেদ বর্ত্তমান। সেকালে ব্যবসায় মল্লিক, শীল, ৺দুলাল সরকার ও ৺নকুধর ঠাকুরেরা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির সাহায্য করিয়াছিল কিন্তু বিদেশী ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের বংশধরগণ আর পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কনুসরণ করিতে পারে নাই। জমিদারী ও ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা আর বাঙ্গালীর নয়, কলিকাতা পৃথিবীর সকল জাতির ব্যবসা কেন্দ্র, বাঙ্গালীর ওকালতী, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী ও জজিয়তি প্রভৃতি করিবার কর্ম্মক্ষেত্র বটে; কিন্তু তখন ভারতবাসির শাসন কেন্দ্রস্থল হইতে বাঙ্গালার শাসন কেন্দ্রে অধঃপতিত হইয়াছিল। কলিকাতাদিস্থানে কল, কারখানা, পোল ও বাড়ী ঘরাদি প্রস্তুত হওয়ায় বিলাত হইতে অনেক মাল আসিয়াছিল ও লোহার কড়ি, বরগা, কল, কব্জাদির আমদানি হয়। এদেশের কাঠের কড়ি, বরগাদির ব্যবহার উঠিয়া যায় বলিলেই চলে। দেশী মাল যেন বিদেশী মালের কাছে হার মানে। বিলাতি ধরণের শিক্ষা দীক্ষায় ইংরাজি চালচলন শিক্ষিত সমাজের হৃদয়াধিকার করে, উহাতে ছেলে মেয়েদের কাপড়, পোষাক, খেলনা ও লেখাপড়ার সাজ সরঞ্জাম সমস্তই বিলাতি জিনিষে করিবার ব্যবস্থা হয় এবং দেশের সেই সকল পুরাতন দ্রব্য উঠিয়া যাইতে থাকে। দেশের শিল্পী শ্রমিকগণ উহা প্রস্তুত করিয়া আপনাদের যে জীবিকার্জ্জন করিতেছিল উহার পথেও কণ্টক পড়িয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার ধ্বনি!

মিউনিসিপালিটী :—সেকালের কলিকাতার রাস্তা ও ঘাটের উন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে হুতোমের নক্সার গান নিম্নে দেওয়া হইল। উহাতে যে হিন্দুর দুর্গোৎসবাদি লোপ হইবে উহার আভাস দিয়া আরম্ভ হয়:—

"বিদায় হও মা ভগবতি! এ সহরে এসো নাকো আর,
দিনে দিনে কলিকাতায় মর্ম্ম দেখি চমৎকার।
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে করেন সুবিচার,
এদিকে ধূলোর তরে রাজ পথেতে চেঁচিয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চলবে না, লাহোরের জল তুলতে মানা,
লাইসেন্স টেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানার বাসি ময়লা রবে না।
হেলথ অফিসার, সেতখানার মেজেষ্টর, ইন্‌কমের এসেসর সাজে সবারে,
আবার গবর্ণরের শুয়ে দুষ্ট সৃষ্টি ছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মাগো! অসাধ্য বাস করা আর,
জীয়ন্তে এইত জ্বালা মাগো! মলেও শান্তি পাবো না
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে কর্ব্বে সৎকার!"

সভা :—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য পুলিশ আফিসে একটি সভা হয়, উহাতে আশুতোষ দেব সভাপতি, বিশ্বনাথ মতিলাল সেক্রেটারী ও প্রমথ নাথ দে, প্রসন্নকুমার ও হরকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ, নন্দলাল ও নবকৃষ্ণ সিংহ, রামচন্দ্র, মতিলাল, দ্বারকানাথ ও বীর নৃসিংহ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও কাশিপ্রসাদ ঘোষ লইয়া কার্য্যকরী সভা সংগঠিত হয়।

---

* বিদেশী ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যবসায়ীর অর্থ সরবরাহ করিত। যৌথ কারবারে সুদের লোভে মূলধনের সেয়ারের দাম দুই তিন গুণ বাড়িয়া যায়। উহাতে ব্যবসায়ী ঘরের টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কে বিনা কড়িতে ব্যবসা চালায়। কলিকাতায় সেয়ারের বাজারে লোকের সৌভাগ্য পরীক্ষা করিবার সুযোগ হয়।

ক্রোড়পত্র "ক"

Divisions and Thannahs of Calcutta.

No.	Where situated.	Thannahdars.	Superintendent Officers.
1.	Armenian Church	Soobhanny	Emaum Bux
2.	Old Fort	Ram Sing	Shaik Deedar Mahomed
3.	Chandpaul Gaut	Sheryet Ullah	Mahmud Ameer
4.	South of the Great Tank	Alladey	Eyaz Ullah
5	Durrumtulla	Wadd Cawn	Mahmud Bacoor
6.	Old Court House	Mootey Ullah	Najeeb Ullah
7	Dumtulla	Ramkissen	Shaik Jawn Mahomed
8.	Amrahgully & Puncha-nand Tulla	Ryam Uddeen	Golam Rohmut
9.	China Bazar	Sitteram	Mahmud Tuckay
10.	Chandnee Choke	Ramnauth	Ram Sing
11.	Trul Bazar	Anwar	Punnah Ullah
12.	Gouh Mah Poker	Beer Sing	Mahmud Cawn
13.	Chuook Danga	Bancha Ram	Beycant Cawn
14	Simlah Bazar	Roshun	Hossain Cawn
15.	Lunluncah Bazar	Taze Uddeen	Jowan Cawn
16.	Molungah & Putool Dungah	Soonah Ullah	Pir Mahomed
17.	Cober Dingar	Attaram	Shack Sakeer
18.	Byta Khannah	Connoy	Bruary Cawn
19.	Sham Pucknuah	Totaram	Mahmud Cawn
20.	Soam Bazar	Sunker	Jar Ullah
21.	Pudda Puckreah	Sullage Ram	Panchoo Cawn
22.	Coomar Tulley	Hurrikisna	Bany Roy
23.	Joora Sanko	Gopee & Attaram	Soobunky Panah
24.	Mutchua Bazar	Soobhanny	Shaik Emaum Uddeen
25.	Jaun Bazar	Colly Churn	Mahmud Kamil
26.	Dinga Bangah	Fuckeer Chand	Shaik Emaum Cawn
27.	Sootanutty Haut Colla	Abdul Jubba	Bunjun Sing
28.	Duoy Hattah	Totaram	Chedah Ram
29.	Hanse Pookriah	Issorey	Khosal Sing
30.	Colimbah	Mohun	Shaik Barkoot Ullah
31.	Jora Bagaun	Totaram	Beyjoo Roy

ক্রোড়পত্র "খ"

Thursday, December 11th, 1788.

LOTTERY.

Plan of a Lottery submitted to the Public, consisting of six valuable Prizes. Tickets will be issued, entitled 'Tiretta's Lottery,' each signed by Mr. Tiretta, and countersigned by the Bengal Bank, where they are now ready to be delivered.

1st Prize :—That large and spacious Pucka Bazar or market belonging to Mr. Tiretta, situated in the most central part of the town of Calcutta, which occupies a space of nine biggahs and eight cottahs of ground, formed in two squares, with convenient shops, surrounded with a colonnade veranda, and the whole area of the square is divided into commodious streets with pucka stalls, valued at Sicca Rupees. 1,96,000

2nd Prize :—A piece of ground known by the name of Hurring Berry, immediately adjoining the north of the Bazar, in front of the Public Road leading to Chitpoor, comprehending four biggahs and thirteen cottahs of ground, on which there are thirty pucka Godowns erected on the east side for a General Grain Market, valued at ... 39,000

3rd Prize :—That convenient Upper-roomed House, situated to the south of the Bazar, and directly opposite to the house formerly inhabited by Mr. Le'Blanc, standing upon one biggah of ground, together with the adjoining piece of ground to the east, consisting of four biggahs and six cottahs, bounded to the north by the pucka wall of the Bazar, on which there are pucka sheds 200 feet long and 32 feet broad, valued at 36,000

Carried over ... 2,71,000

Brought forward ... 2,71,000

4th Prize :—That large House formerly inhabited by Mr. Le'Blanc, standing upon one biggah of ground, consisting on the ground floor of six rooms, four closets, one hall, one large veranda in columns, and one back veranda in arches, and, on the upper story, of two rooms, and a veranda with a circular stair-case, with convenient offices, valued at 25,000

5th Prize :—A piece of Ground of four biggahs to the south of the Meat Bazars, and close to the range of pucka sheds mentioned in the Third Prize, valued at 16,000

6th Prize :—A Lower-roomed House, consisting of four rooms, one hall, and one closed veranda, with convenient offices, standing upon ten cottahs of ground, situated to the south of the Upper-roomed House mentioned in the Third Prize, valued at ... 8,000

Sicca Rupees 3,20,000

By the present low term of rent at which Mr. Tiretta lets the Bazar shops and Stalls now occupied, the property allotted for the First Prize will produce a regular Monthly Revenue of Sicca Rupees 3,500, and with proper attention and management, is capable of yielding a much larger monthly income.

The Lottery to consist of 3,200 Tickets, at one Hundred Sicca Rupees each Ticket, amounting to Sicca Rupees 3,20,000.

The money to be paid into the Bengal Bank, and when the Subscription shall be closed, a General Meeting of the Subscribers resident in Calcutta will be convened, who shall appoint a Committee to direct and superintend the drawing of this Lottery.

The Bank to be answerable for the amount paid in, should any accident prevent the Lottery from being drawn. *

---

* Vide Setonker's Selections from Calcutta Gazettee pp. 292—93.

ক্রোড়পত্র "গ"

Extract from Memoirs of William Hickey, Vol. IV.

Nemychurn Mullick.

"In a very few months after Mr. Turner's secession (in February of this year—1805—my partner Mr. Benjamin Turner carried into execution his resolution of leaving me for the purpose of winding up all his concerns and returning with his numerous family to Europe. p. 310), some of the principal natives with their accustomed caprice and instability left him, bringing their business to me, and I had soon full as much as I wished for, or could attend to.

Shortly after Turner had left me, Nemychurn Mullick, who I was fully convinced had been his principal adviser on the subject of his quitting the partnership, but who openly professed to have my interest equally at heart with that of Mr. Turner (which professions I ascribed to the true cause, which was his wish not to be at variance with me, but to continue at least upon civil terms merely because he perfectly well knew the very sincere regard that Sir Henry Russell entertained for me), called upon me, as he avowed to offer me a little friendly advice respecting several Bonds of mine, which I had at different periods executed to Hydeeram Bonnagee, and to his brother Rogonaut Bonnagee, during the time the latter had acted as my Banian."—pp. 314—15.

"Although cash now multiplied fast with me, my health was materially affected by being obliged to work extremely hard at my desk, in conducting the general business of my office, but more especially by attending to three causes of great importance, two of them particularly so. The first being a family dispute between the sons of the opulent native Nemychurn Mullick, whom I have already more than once mentioned. This man had acquired an extraordinary efficiency in our laws, so much so that he had for many years been the adviser of all those who had anything to do with Courts of

Justice and was competent to tell them whether they had sufficient merits in their cases to justify the commencement of or the defence of a suit. He was also perfectly conversant with the distinction between an equitable and a legal title, and was in the practice of sitting every evening in his own house for a certain number of hours, to hear the statements of the various persons that attended for the purpose of consulting him, for which by the by, it was said and I have no doubt truely, that he made those suitors whose causes he espoused and patronised, amply repay him for his trouble and his time by exacting a very high percentage upon whatever the amount recovered or saved might be. Yet this shrewd and uncommonly clever fellow, notwithstanding he knew so much of Law for others, fell into the very error it had been the principal object of the last dozen years of his life to avoid, and using every precaution in his power to guard against by so arranging and settling his pecuniary concerns as to make it impossible for his sons to enter into any litigation or dissension with each other after his death. With this in view he drew out three different papers in the nature of wills, the second and third being altogether explanatory of the first. His last illness was a long one, and he went off very gradually. During the progress of the disease he over and over again summoned all his sons, being eight in number, the youngest of whom was upwards of eighteen years of age, into his presence, when he equally exerted his persuasive powers and his parental authority in endeavouring to make them promise that they would continue friends when he was no more; but above all, that they would abide by the, settlement and provision he had made for them respectively. He further pressed that the six juniors would consent to the management of the estate after the fortunes of the six were paid. This the six juniors without hesitation and in the most peremptory terms refused to accede to, telling their dying father that they considered themselves most unjustly dealt by, in as much as so unequal a proportion of the estate was given to their two elder brothers. The death of Nemychurn Mullick being expected every moment, the Advocate-General recommended that a Bill in Equity might be prepared against the old man's two eldest sons praying on behalf of the six youngest children an equal distribution of the estate with their two elder brothers. The suit continued during the remainder of my residence in Calcutta. It would in itself have proved a little fortune to me could I have waited for its conclusion. As it was it yielded me a very considerable profit."—pp. 347—49.

"The Mullick cause I recommended to Mr. Donald Macnabb, but he, for some private reasons which he did not communicate, declined having anything to do in it, whereupon the six brothers went to Mr. Thomas Templeton, as did my much-pitied client Walter Ewer, Esquire, who, I lament to add, being unable to discharge the amount of the heavy decree made against him, surrendered his person and went to gaol, where fretting at his cruel fate soon brought on a malady that terminated his life, an event that was communicated to me in England by a letter from Sir Henry Russell."—pp. 376—77.

"Towards the end of the year (1798) Sir Henry Russell purchased from Nemychurn Mullick the very capital mansion that had for a few days only been the property of Sir James Watson, who absurdly fell a sacrifice to the folly of supposing the influence of a Bengal sun would not affect him more than its rays would in England. This house was most desirably situated at Chowringee,, having a very extensive piece of ground around it. In about a fortnight Sir Henry was completely established therein."—pp. 211.

"At this period * I had the management of a matter of some importance arising out of the following case: The firm of Cockerell, Trail and Company had been cheated to a very large amount by a confidential servant of theirs, a Portugese named Rowland Scott, who had been many years in their employ as a head book-keeper, and under or assistant cashier. The House, upon discovering this roguery in Scott, endeavoured to persuade him to give up what he had embezzled, but he not being able to restore above a fourth part of the amount, they issued a writ against him, upon which he was arrested and immediately conveyed to Jail. After having thus secured Scott, they next called upon Nemychurn Mullick, who was their Banian, to make good the amount they had thus been robbed of by Rowland Scott, alleging that he, in the capacity of Banian, was responsible for all embesslements committed by any of their servants. This Nemychurn Mullick denied, insisting that his personal responsibility extended only to native servants employed in the Counting

* (1801) "In the month of February I had a violent attack of erysipelas in my leg, which confined me in bed an entire week, during which I underwent more agonizing pain than I had ever before felt."

House, and not to men situated as Mr. Scott was, who long before he, Nemychurn Mullick, became their Banian, had been in their unlimited confidence, never having in any one instance accounted with him, as the native clerks always did, nor had he, Nemychurn Mullick, ever interfered with him, Scott, in any way whatever.

The co-partners then filed a Bill in Equity against Nemychurn Mullick, two of his younger sons, and a nephew who acted as a writer to his uncle, which suit I defended, and successfully, a decree being pronounced in favour of the Defendants who were likewise adjudged their costs. The upstart, purse-proud coxcomb, Mr. Burroughs, leading Counsel for Cockerell and Company, recommended an appeal to His Majesty in Council, hoping thereby to overturn the judgment of the Supreme Court. The measure he advised was accordingly adopted but without that success the vain man flattered himself with, for the judgment of the Calcutta Court was confirmed, to the great mortification of the appellants, as well as of the Advocate-General who had arrogantly presumed that the weight of his transcendent abilities must convince the Lords of Council, for just after the decision of the cause in the Supreme Court, at which time he had amassed a large fortune, he embarked for Europe, with the papers of the Appeal under his charge, and he personally attended the progress of the business, particularly that of preparing the printed case, finally attending the hearing at the Cockpit at Whitehall, where he had the mortification to find how egregiously he had been mistaken, and the heavy additional and unnecessary expence he had put his clients to."—pp. 256—57.

Extract from John Bull d. 22nd June 1830.

Spirit of the native Papers

The Supreme Court has now (1830) been established fifty six years, how many men have been reduced to proverty in this city, it is impossible to say, for of those whose suits have been carried into that court the great majority has been entirely ruined. For our benefit the King established the Court, and he places in it wise, righteous and discerning judges, but the ill-fated even their cause is justly decided on are still destroyed ; for the burden of costs, empty is the purse, and when a cause is once instituted in the Supreme Court, neither the complainant nor the defendant has leisure

for any other pursuit, consequently, they both cease to acquire further wealth, and enter upon the expenditure of that which they have. If you say that these difficulties arise from this cause, that the rich do not at the hour of death bequeath their property to their heirs according to the rules of the Shasters, and hence the matter is referred to the equitable judgment of the Supreme Court. This may be partially true, but I would cite the case of Baboo Nemaee Churn Mullick, who was reckoned the first man for wealth and wisdom in this city. He was well acquainted with the practice of the Supreme Court ; was always in the society of Pundits ; his judgment no man will impugn. Before his death he made a will, and bequeathed his, property in favour of Baboo Ram Gopaul Mullick and Baboo Ram Ruttun Mullick, directing that after his decease there should be paid from his assets to those two sons, and to each of the Baboos Ramtanoo Mullick, Ram Kanai Mullick, Ram Mohun Mullick, Hurree Lal Mullick, Suroop Chund Mullick and Mutee Lall Mullick, the sum of three lakhs of rupees. The remainder of his property in promissory notes, estates, cash, houses, lands, articles of dress, gold and silver ornaments, plate and jewels, was placed in the hands of the two first named, who were the executors, and who were directed to pay his debts, to collect the sums due to him, and to perform the the funeral obsequies of their father and mother, and generally to expend the money in holy acts. He directed that in the performance of these holy actions they should consult their other six brethren, and that if they gave their consent, the religious deeds should be performed by all the eight brothers together. If they refused their assent, the two executors should act on their own judgment, and any objection raised to their measures by the others was to be held invalid. In a codicil to his will, he ordered his two executors to perform sundry other religious actions, and into other codicils left 10,000 rupees in their hands for each of his two daughters, who were to enjoy the interest, 800 rupees a year.

In the month of Kartik 1214, Baboo Nemaee Churn Mullick departed this life and within three days, after the six brothers filed a Bill in the Supreme Court against the other two And answer was then filed, witnesses were examined, and it was decreed that the will and codicil made by Nemaee Churn Mullick was in confirmity with the Shasters, and was to be deemed ; that the three lakhs of rupees left to each of his sons should be paid them, and that all the religious performances he had ordained should be completed by his two sons.

That which might be left after these actions had been performed was to be the property equally of the eight sons, but was to remain under the charge of the two.

When this allotment had been made (by the Court) the master was ordered to send in his report without delay. But when in accordance with the wishes of Nemaee Churn Mullick, his two sons had expended more than seven lakhs of rupees in the first shraddha, and offering the funeral cake, the six brothers objected to the sum saying that seventy thousand rupees would have sufficed. When the witnesses of each party had been examined, the master made his report in favour of the six brothers. The two executors filed their exceptions, which were heard in the Court. the report was rejected, and it was ordered, that if proof could be given of the sums actually expended in the shraddha, they should be allowed. Though these sums were proved by the men who had made the payments yet the Master, by cutting clipping the account, reduced it to 2,05,100 rupees which was the sum he reported to have been laid out in the Shraddha. To this both parties made exceptions which were heard in the Court but the report was confirmed. Dissatisfied with the result, both parties appealed to England But as the documents and papers of the two executors had by some accident failed to reach England. The appeal was heard exparte, and the judges considering the sum excessive, ordered the master again to examine the matter. The six Bahoos upon this, have now given in a statement to the Master, with the view of reducing the amount said to have been expended in the shraddha, and other religious duties. In September last in consequence of the petition of the six brothers, an order was passed that the two brothers should pay into Court all the money in their hands belonging to the estate of Nemaee Churn Mullick, together with the funds appropriated to religious duties. The two brothers petitioned that the 2,05,100 rupees destined for their mother's shraddha, might remain with them instead of being paid into Court as she was then very old and very ill in health. The Court, however, ordered that it should be (paid in, but) kept separate and paid out when necessary. But when the mother was dead, and the two executors had petitioned for the money, the Master began a reference and examining the last proceedings and taking the evidence of Pundits and some rich men, made a report two or three days before the Shraddha, that only one lakh of rupees should be allowed for this ceremony.

Let the reader then judge, this suit of the Mullick's has been between twenty two and twenty three years in the Court, and is not yet settled, the expenses incurred by both parties cannot have been much less than eighteen or nineteen lakhs of rupees. What advantage is there in this? These men are wealthy and have therefore been enabled to contest the matter to this day, which others could not have done.

THE SHRADDHA.—It is an undoubted precept of the shasters "On the anniversary of one's death let a multitude be fed", hence it becomes necessary to feed a great many Brahmins at a shraddha, and this practice is universally followed. In the lapse of time it has become the fashion in the first instance to provide large sums to be distributed among mendicants and then to care for the other parts of the ceremony and it is those mendicants who decide upon the honor on the disgrace of a Shraddha. These mendicants turn even a rich man into a beggar, for though one were possessed of three lakhs of rupees, yet if at the shraddha of his father three or four lakhs of beggars should crowd upon him, he is reduced to poverty by distributing his wealth among them. If he refuse to do so, people say, "he is worth nothing, if he were rich, he would certainly distribute his money among the beggars". We therefore judge that this practice of giving to beggars is not among the best for it is equally disadvantageous to the receiver as to the giver. If you say, how can it be disadvantageous to the beggars for them to receive something? We reply, this may be true but it exposes them to the loss of life, for they come to Calcutta from a distance of ten or twelve days journey, and when there, are not dismissed until they have been locked up for two days and nights without food in a house resembling a prison. With the hope of gaining a little, they bring their infant children with them. How many perish through want of food and the labours of the journey, and the heat which arises from so many being locked up together? If their hopes are disappointed they are subject even to greater distress. How then can the reception of one or two rupees compensate for the perpetual distress of the loss of relatives? If they lose a child by death, they are subject to perpetual anguish; such is the distress which the practice inflicts on the beggars.

The river is plunged into even greater distress. If only one in a hundred of the beggars receives nothing, he is disgraced ; and though the man may be wealthy it is difficult to distribute the money, for all those who arrive on the day of the shraddha, he is obliged during that day and night to crowd into houses and the next day to begin giving them money. If he should not do so, the beggars would perish through hunger, thirst and heat ; the person in whose house they are crowded moreover, becomes annoyed, and he is necessarily obliged to begin dismissing them. As soon as he begins, an innumerable crowd presses forward from every direction and those who have received gifts mingle with those who are yet to receive them, and scream out that they have received nothing. Upon hearing these sounds, all will conclude that nothing has been given to anyone, and yet it is impossible to give them money twice. Hence he is covered with disgrace, an example of which has just been afforded. On Tuesday, the 16th Vysack, at the shraddha of Baboo Ram Gopal's mother an immense crowd of beggars was assembled, whom he was not able adequately to dismiss with gifts, the reason of which may be gathered from our preceding remarks. It was an astonishing occurrence, that Mullick Baboo has no money, we can not acknowledge, and who will say that he is not liberal ? Who does not remember the renown acquired by this family through their gifts to beggars. At his father's shraddha he gave away seven lakhs, of which he received only two lakhs from the family wealth, the remainder he supplied himself. At his mother's shraddha, he received a lakh of Rupees from the joint property ; all that he spent over and above this sum, was from his own property. Almost every man in this city is acquainted with his liberality ; for he gave away four Dan Saugurs, of which the articles in eight were of gold, he also gave sixteen brisus and to the Gosaees and Brahmins shawls, and embroidery, and gold rings, and who that witnessed the splendour of that festival did not bless him ? Yet the Mullick Baboo having done all these great deeds, was unable to acquire credit from the poor, what then can be expected from others ? We have before this heard that many have fallen into discredit through their gifts to the beggars ; it appears therefore probable that the practice will cease. The beggars were subject to very great distress ; through want of food they begged from door to door, and though their plundering in town and in the country were exposed to death from the blows they received. Seeing their distress, many rich men in the town gave them food ; more particularly Baboo Ashootosh Dey in his alms-house at Belgachee,

for eight days together bestowed food on all the poor who passed and repassed.

We shall hereafter mention the names of the other Baboos who supplied the wants of the poor at this shraddha-Chandrika.—John Bull, 17th May 1830.

Additional Supplement to the Calcutta Gazette, 23rd August 1798.

At a Meeting of the native inhabitants held this 21st day of August 1798.

Read the following letters :—

To Thomas Graham Esquire
,, William Farquharson ,,
,, G. H. Barlow, ,,
,, Charles Cockerell, ,,
,, Thomas Myers, ,,
,, C. F. Martyn, &c, &c., &c.,

Gentlemen, - Several of the principal Native inhabitants of the town of Calcutta, who are desirous to testify their loyalty to the King of England, and their attachment to the British Government, under whose protection they live, will think themselves highly honored and much obliged by your attendance at Mr. Farquharson's house, on the 21st day of August, between one and two o'clock in the afternoon, to assist them with your advice as to the best mode of promoting among the Natives a subscription to be applied to the public service, in the same manner and under the same restrictions that the voluntary contributions of the European gentlemen are intended to be appropriated.

We are, gentlemen,
With great respect,
Your most obedient servants,
Sd/- GOUR CHURN MULLICK.
,, NEMOY CHURAN MULLICK.
,, RAM KISSEN MULLICK.
,, GOPI MOHUN TAGORE.
,, KALLY CHURN HOLDAR.
,, RUSSICK LALL DUTT.
,, GOCOOL CHURN DUTT.

Pursuant to the intentions expressed in the above letter, and in the presence of the gentlemen to whom it is addressed,

N. B. It may be noticed that the Mullicks head the list of prominent loyal Calcutta citizens.

Resolved, as we take a sincere interest in whatever concerns the pros perity of the British Empire, and as we can in no other manner show ou attachment to that nation under whose protection we live, than by contri buting our aid to the public service, that books of subscription be opened t receive the voluntary contributions of the Native inhabitants of Calcutta, an that the sums subscribed be applied in the same manner and under the sam restrictions as the subscription of the Europeans are intended to be appro priated.

(The Subscribers' names will be given in our next.) *

Voluntary contributions advertised.

Gourcharan Mullick and Nemy Churn Mullick	...	£	1000.
Maharajah Raj Kissen Bahadur	...	£	300
" Locknaut "	...	£	300
Kessenpersaud Halder	...	£	300
Ram Kissen Mullick	...	£	125
Gopey Mohun Tagore	...	£	125
Doorga Charan Muckerjee	...	£	125
Samul Doss and Sam Charan Das	...	£	100
Ramnaut Tagore and Shama Charan Tagore	...	£	50
Tillock Chand & Govind Chand Bysack	...	£	50
Kisnoram Bose & Madan Gopal Bose	...	£	40
Ramanarain Misser	...	£	50
Russick Lal Dutt and Rama Dullol Sircar	...	£	25
Ramalochan Tagore	...	£	25
Gackul Dutt	...	£	25
Colly Charan Halder & Uccor Dutt	...	£	15
Bindabun Bysack	...	£	13
Bustom Charan Seal	...	£	12–10
Ramjay Mokopodia	...	£	12–10
Uccor Monuah	...	£	12–10
Bustom Charan Addy	...	£	12–10
Ramsobuk Mullick	...	£	12–10

* Seton-Karr's Selections from Calcutta Gazette, Vol. III. pp. 525—26.

Hyderam Bonnerjee ... £ 12-10
Durga Charan Chackrabutty ... £ 12-10
Choitan Charan Bysack ... £ 12-10
Mokundaram Ganguly. ... £ 6

Calcutta Gazettee, Thursday, 6th, September 1798.

Whereas a Company's Bond No. 2109 for current Rupees 4000 in favour of Philip Prothero and dated 1st May 1781 was lost or stolen in November last in coming by the post from Kishenagur, being enclosed in a letter from Sir William Jones to Nemy Churn Mullick. Notice thereof is hereby given to prevent the said Bond from being negotiated.

By command of the Right Honourable the Governor General in Council, Fort William, April 4, 1787. W. Bruere. Sec.

Calcutta Gazettee, Thursday, April 26th, 1787

Nemoo Mullick, the rich Banker, is said to have spent lately three lacs of Rupees, in the Sheraad or funeral ceremonies at his mother's death. It is on these occasions that the most parsimonious Hindoos incur great expenses.

Calcutta Gazettee, Thursday, September 27th, 1787.

The humane and most laudable subscription which has been lately set on foot for the relief of those objects of distress, who from the dearness and scarcity of grain, have been reduced to the utmost extremity, has made us particularly solicitous to obtain the names of those who have contributed to so charitable a fund and it is with particular satisfaction, we are permitted by authority of the Committee, to publish the names of those who have promoted this subscription which are as follows :—

The Rt. Hon. Earl Cornwallis - Rs. 2000., Charles Weston 1000; John Bristow, Charles Grant, James Grunt Jun; John Fergusson; John Fleming, Messrs. Bayne, Colvins and Bazett, Burgh and Barber, Edward Hay, Charles Cockerel, Philip Deliste, Hon. Justice Hyde, Thos. Henry Davies, Benj Grindall, Thomas Calvart, William Dent, Edmund Morris, R. Kennaway, Thomas Graham, William Larkins, Sir C. W. Blunt, Stephen Bayard, H. C. Plowden, William Cowper, Mrs. Baillie, Sir W. Jones, Nemoy Churn Mullick, The Bengal Bank - 500 each. * * * *

So praiseworthy an example can not fail of having advocates in every part of India in support of a plan, for the benefit of which subscription will be received, however small in amount at the following places :-

The General Bank, The Bengal Bank, Messrs. Fergusson Fairlie & Co., Grahams, Monbray & Co., Bayne, Colvins and Bazett, Burgh and Barber, and Paxton Cockerell Delisle & Co.

Calcutta Gazette, Thursday, July 24th, 1788.

Subscription for the relief of the Native Poor of Madras.

Nemy Churn Mullick	...	Rs. 1,600.
Ramdulal Day	...	,, 500.

Calcutta Gazette, 30th April.
No. 1209.

The 1st October, 1789.

A very extraordinary instance happened yesterday, which strongly marks the pride and haughty disposition of the Brahmins, and how easily they consider themselves dishonoured.

As a Benares Brahmin was returning from bathing in the river, he was met by one of Nemoo Mullick's bearers, who accidentally run against him. The Brahmin immediately struck him, and the blow was returned by the bearer. The Brahmin, upon this, went to Nemoo Mullick's house, and demanded redress, but on hearing the story, Nemoo Mullick ordered his servants to turn him away.. In consequence of this affront, the Brahmin went in the morning to Nemoo Mullick's door and shot himself with a matchlock.

The body was burnt upon the spot by a number of Brahmin, and Nemoo Mullick was in considerable apprehension lest his house should be attacked by the enraged multitude ; Mr. Motte's peons sent to his protection. *

---

* Seton-Karr's Selections from Calcutta Gazettes. Vol II. p. 230.

Sheriff's Sales.

[Put up on Wednesday, the 19th day of October instant.]

Nemy Churn Mullick (Who hath survived John Hart), is the Plaintiff, and

Rajah Sree Caunt Roy & Gopey Naut Roy, are the defendants.

All those Talooks or Zemindaries, called or known by the name of Pergunnah Issubpore, and others, in the district of Jessore, belonging to the said Rajah Sreecaunt Roy and Gopeenaut Roy; (that is to say)

A Pergunnah of Talook, called or known by the name of Mully, and that at the said sale the highest price offered for the same was Sicca Rupees 2,000. Also, another Pergunnah or Talook called or known by the name of Diantiah, and the highest price offered for the same, was Sicca Rupees 2,000.

Also another Talook or Pergunnah, called or known by the name of Ram Chunderpore, and the highest price offered for the same, was Sicca Rupees 2,000.

Also another Talook or Pergunnah called or known by the name of Hussunpore and the highest price offered for the same was Sicca Rupees 2,000.

Also another Pergunnah or Talook called or known by the name of Rauckdiah, and the highest price offered for the same, was Sicca Rupees 2,000.

Also another Pergunnah or Talook, called or known by the name of Muggoorah Ghunnah, the highest price offered for the same, was Sicca Rupees 2,000.

Also another Pergunnah or Talook· called or known by the name of Baugmaurah, and the highest price offered for the same, was Sicca Rupees 2,000.

Also another Pergunnah or Talook, called or known by the name of Noornagore, and the highest price offered for the same was, Sicca Rupees 2,000.

Also an upper-roomed Messauge, Tenement, or Dwelling House, together with a piece or parcel of Ground thereunto belonging, situate at a place called Chaucherah, within the district of Jessore aforesaid, with four Tanks thereto belonging, containing fifty Biggahs, more or less, and the highest price offered for the same was Sicca Rupees 1,000.

Calcutta Gazettee, Thursday, Oct. 27, 1796.

Extracts from Considerations on the Hindoo Law, as it is current in Bengal, By Sir F. W. Macnaghten, Knt.

"Nemychurn Mullick left eight sons, who had all attained their full age at the time of his death. His property was to a very large amount in value. He died on the night of the 24th of October, 1807, and on the 26th of the same month the six younger, filed their bill against the two elder, brothers. This bill was amended on the 14th of December following.

* * * *

The Defendants, by their answer, denied that the whole or greatest part of the movable and immovable property, of which Nemychurn Mullick died, seized or possessed, was ancestorial. They say that Nemychurn and his brother Gourchurn continued undivided as to ancestorial. They say that Nemychurn and his brother Gourchurn continued undivided as to ancestorial property, to the year 1798, when a partition between them took place, and that during the period of their union, regular books of account had been kept, separate and distinct from the accounts of their own several acquisitions, and that all the money received by Nemychurn out of the ancestorial property amounted to 13,94,601 rupees 12 annas and 3 pice, and no more. They then set forth the particulars of the ancestorial immovable property making Nemychurn's share thereof to amount in value to about 40,000 rupees. They say they are advised and believe that their father might and could dispose by will of his ancestorial movable property, and if he could not have disposed of his ancestorial immovable property, that the complainants ought to elect between their claim to it, and the legacies bequeathed to them by Nemychurn's will They set forth the testamentary papers, and they say that the money received by Nemychurn from the ancestorial property is subject to several deductions, viz. paid to the widow of Radhachurn Mullick in satisfaction of his claim upon the ancestorial estate 55,000 rupees. For the marriage of the complainant Rammohun, 9628 rupees. For the marriage of Heeraloll, 9860 rupees. For the marriage of Soroopchunder, 1022 rupees 6 annas and 9 pice. For the second marriage of Ramgopaul, 12,180 rupees. For the marriage of Mooteelaul, the two several sums of 11,600 rupees. For the marriage of grand-daughters, 4176 rupees. For the marriage of a grand-son by his youngest daughter, 26,000 rupees or thereabouts. For Nemy-

churn's own performance of three religious ceremonies called Porain, 45,000 rupees or thereabouts. For the performance of a religious ceremony called Gaun, 60,000 rupees. For the performance of another ceremony called Toolah or weighing himself with Goldmohurs and other expense relating thereto, 56,000 rupees. For family expenses disbursed by him since his separation from Gourchurn, 250,000 rupees. They then say they are advised that they have a right to deduct these several disbursements from the sum of 13,94,601 rupees 12 annas and 3 pice, received by Nemychurn as his share of the ancestorial movable property. They go on to say, that the sum of three lakhs of rupees left to each of the complainants will greatly exceed what they would be entitled to as their shares of the ancestorial estate, and that they are ready and willing to pay to each of them his three lakhs of rupees under the will of their father.

In answer to the last amended bill of complaint the defendants say that a disposition by will is available to alter the established rule of descent and succession among Hindoos. They deny the construction put by the complainants upon the testator's will, and insist that after having given each of them 300,000 rupees, it was his intention to give the entire residue without distinguishing between ancestorial and self-acquired property to them, (the defendants) for the purposes stated in the will. They insist that such a disposition is valid, and of full force by the Hindoo Law; and that the compalinants are not entitled jointly with the defendants, or at all, to the possession, enjoyment, use, or benefit of any part of Nemychurn Mullick's estate except the sum of 300,000 rupees left to each of them by the will.

The decree has been already set forth, and it has been stated that there was an appeal from it by the defandants to his Majesty in Council. The result of this appeal may be best known from a supplemental bill, afterwards filed by the complaints and the answer of the defendants thereto.

The bill charges that, "By the decree pronounced by this honourable Court and since affirmed on appeal by an order of the King in Council, the said eight sons of the said Nemychurn Mullick, were and are declared entitled, to the residue of the said estate, and the benefit of which said decree your orators and oratrixes humbly submit they are now entitled to receive, and to have such residue after setting aside a sufficient sum for the performance of the acts, works and ceremonies as aforesaid, ascertained and

allotted and divided between them and the said defendants in eight equal shares and proportions to be held by them in severalty," &c.

In the defendants' answer they "deny that they give out or pretend that under and by virtue of the last will and testament of the said Nemychurn Mullick, they, these defendants, have a right to detain the residue in their hands as managers of the said estate (if any such residue should so remain) save as herein before is mentioned; the question regarding the right to such residue having, as these defendants admit, been decided by the said order of the said King in Council in the said bill mentioned."

*   *   *   *

The Master had been directed to make a separate report, as to the sums necessary for effecting these purposes, and on the 9th of June, 1820, he reported, that the sum of 8,59,296 rupees, 11 annas, and 6 pice, was requisite for the performance and execution of the several acts, works and ceremonies in a suitable manner as directed by the said will and testamentary papers to be performed and executed.

*   *   *   *

Independently of these expenditures, the defendants say, "that, a sum of 3088 gold-mohurs or sicca rupees 49,408 called Toola gold-mohurs; against which the said Nemychurn Mullick was weighed in his life time, although in the possession of these defendants, forms no part of the estate of the said Nemychurn Mullick, in as much as the same must, according to the laws and usages of Hindoos be distributed among Brahmins by these defendants as managers of the said estate."

*   *   *   *

Gourchurn Mullick died possessed of a very large property, ancestorial and self-acquired, immovable and movable.

*   *   *   *

Bissumber, one of the sons of Gourchurn, had been employed by a house of agency in Calcutta, and having conducted himself there so as to dissatisfy his father, he (the father) made a will by which he left this son a very inconsiderable sum of money, and disposed otherwise of the residue of his property. The case was not brought into Court, but it is to be presumed that the disinherited son took advice, and was satisfied that he must fail in an attempt to set aside his father's will.

"Sree Sree Ramjee Soronong. "To Sreejoot Ramgopaul Mullick, my

eldest son, and Sreejoot Ramrutton Mullick, my middle son, greeting with benedictions.

"I make this Will in the names of you two in my life time and senses, and of my own free will.

"After my decease, from my estate, you two, and my third son Sreejoot Ramtonoo Mullick, and my fourth son Sreejoot Ramconaye Mullick and my fifth son Sreejoot Rammohun Mullick, and my sixth son Sree Heeraloll Mullick, and my seventh son Sreejoot Soroopchuner Mullick, and my youngest son Sreejoot Moteeloll Mullick, these eight persons shall receive each sicca (3,00,000) three lacks of rupees.

"The money which you two have taken for to trade with, and what you will take, you will return to the estate with interest, and the money which those six have taken for to trade with, and what they will take, they will return to the estate, with interest.

"The gold and silver ornaments and plates, and ornaments set with precious stones, and clothes and apparel which I have given to the eight sons respectively, and what I have given to their wives, sons, and daughters, and what I shall give, have no concern with the estate, and will belong to these eight persons respectively, no one will have any concern with another.

"Besides this, whatever estate shall remain consisting of houses ground, talooks, cash, Company's paper, bonds of individuals, sums due by individuals, apparel, gold and sliver plates, effects, and jewels, &c. will remain under the charge of you two; you two are the managers thereof, you two will discharge my debts out of that remaining estate, and will realize what is due to the estate, and from that estate perform my obsequies, and those of my wife, and constantly perform religious acts in a suitable manner. Whenever you perform any religious or other act, you two brothers will inform the other six brothers, and if they acquiesce in your opinions, you eight brothers will perform the act collectively, otherwise whatever you two brothers think proper, you will do, and should any one raise objections, it is inadmissible.

"To this purport I execute this Will, the 24th Maugh, the year 1213."

"Sree Sree Ramjee. "To Sreejoot Ramgopaul Mullick, my eldest son, and Sreejoot Ramrutton Mullick, my middle son, with benedictions. I Sree Nemychurn Mullick, make this written order.

"I have made a will on this day's date in your two names, I therefore direct you. I write the particulars of what is to be done out of

the remeinder of my estate, which will remain under your charge.

"1st. It is my desire to perform some work at Sree Sree Brindabun and Sree Sree Juggernaut, and to make a ghaut on the bank of the Ganges, and to cause the Srimot Bhagbut, the Sree Mahabharut, the Valmikee Pooran, and Choytunya Mungul to be chanted, should good or harm happen to me before the completion of all these, you will after my decease perform all these acts, and defray the expense thereof from the residue of my estate which remains in your charge.

"The cash which stands in my accounts for the worship of Sree Sree Juggunnath Deb-jee at Mahesh, and for the worship of Sree Sree Radhabullubhjee at Bullubpore, and for the worship of Sree Sree Crishna Roy-jee at Canchrapara, in the names of these deities respectively, will remain under the charge of you two, and you will after my decease defray the expenses of the monthly worship of the deities from the interest thereof in the manner I am paying it.

"The money given by mother for the purpose of making a bower at Sree Sree Brindabun, stands in my accounts, and it is my wish to cause the said bower to be made by myself. Should I die before the completion of it, the said money will remain under your charge, and you will cause the bower to be made.

"It is my wish to make a temple for the Sree Sree Maha Probhoo-jee at Ombica; should I die before the completion of this, you will make the temple and consecrate it from the residue of my estate which remains under your charge."

'Sree Sree Ramjee. "To Sreejoot Ramgopaul Mullick, my eldest son, and Sreejoot Ramrutton Mullick, my middle son, with benedictions.

"I have made a Will on this day's date in your two names, I therefore direct you. A dwelling-house measuring 13 cottahs altogether, has been formed at Calcutta from the private dwelling-house of the late Sookmoy Mullick, measuring 10 cottahs, and the dwelling-house of Nirmul Raur, measuring 3 cottahs, which dwelling house, I give (have given) for my youngest daughter to reside in, but neither she or her children have the right to dispose of the same by sale or gift.

"My youngest daughter will receive (10,000) ten thousand sicca rupees from the residue of my estate, which remains under your charge after my decease, but this money will remain under your charge. The annual interest on this sum at eight per cent, amounts to (800) eight hundred sicca rupees,

from which you will pay the monthly expenses of my youngest daughter as I now pay them.

"What remains after paying this, will be applied to other expenses.

"As long as my daugher is living you will pay her the interest only in this manner, and she will reside in the dwelling-house, and if she has no male offspring living at the time of her decease, the principal, interest, and dwelling-house, will belong to my estate ; should there remain male offsprings they will live in the house and receive the interest, in the same manner.

"The 24th Maugh, 1213."

Sree Sree Ramje "To Sreejoot Ramgopaul Mullick, my eldest son, and Sreejoot Ramrutton Mullick, my middle son, with benedictions.

"I have made a Will on this day's date in your two names. I therefore give you directions.

"My eldest dughter will receive (10,000) ten thousand sicca rupees from the residue of my estate which remains under your charge after my decease, but this money will remain under your charge. The annual interest on this sum at eight per cent amounts to (800) eight hundred sicca rupees, from which you will pay the monthly expenses of my eldest daughter as I now pay them, what remains after paying this, will be applied to other expenses.

"As long as my daughter is living, you will pay her the interest only in this manner, and if she lives no male offspring at the time of her decease, the principal and interest will belong to my estate.

"If she leave male offspring, they will receive the interest in the same manner.

"The 24th Maugh, 1213."

On the 1st of April, 1822, a bill was filed by Bustom Doss Mullick complainant, against Rajindro Mullick, the adopted son ; Sree Mootee Heeramoonee Dossee, the widow ; Govindchunder Roy, the executor of Neelmony Mullick ; and Sree Motee Bidamonee Dossee, the widow of Sonatun Mullick, defendants.

The bill prayed that the respective wills of Ramkissen Mullick, Sonatun Mullick, and Neelmony Mullick, be established. The complinant by his bill claimed two-thirds of the estate and property which had belonged to, or been derived from, Ramkissen Mullick and Gungabissen Mullick, and prayed an account, and partition, accordingly.

On the 27th of November, 1822, a cross bill was filed by Rajindro Mullick, and Heeramonee Dossee, against Bustom Doss Mullick; Govind Chunder Roy and Bidamonee Dossee. This cross bill prayed, that Rajindro Mullick, (who was an infant) be declared entitled to one-half of the estate, and property of which Bustom Doss had claimed two-thirds, and also an account and partition.

A feigned issue was directed "to try whether or not, the said Bustom Doss Mullick is entitled to two-thirds of the joint immovable and movable, or real and personal estate, in the pleadings mentioned;" and that Bustom Doss Mullick be the plaintiff, and Rajindro Mullick defendant, in the said issue.

This feigned issue came on to be tried on the 2d of February, 1824 and a verdict was found for the plaintiff.

The circumstances of the case were these, Saumsoonder Mullick, who died about seventy years ago without having acquired any property, left two sons, viz. Ramkissen Mullick and Gungabissen Mullick; Ramkissen, and Gungabissen (until the time of Gungabissen's death) continued living together, as a joint family. They were undivided as to diet, property, and the performance of religious ceremonies; they had been successful in their pursuits, having accumulated great wealth, and possessed themselves of real as well as personal estate, to a large amount in value.

Ramkissen had two sons, viz. Bustom Doss (the plaintiff in the issue) and Sonatun, (who died on the 19th of Bhadur in the Bengal Year 1212, answering to the 2d of September, 1805). Sonatun left no male issue, but his wife Sree Mootee Bidamonee Dossee survived him. Gungabissen died on the 27th of Maugh in the Bengal year 1194, answering to the 7th of February 1788. He died intestate, and left one son only, viz. Neelmony, the adopting father of Rajindro Mullick, (the defendent in the issue)

At the time of Gungabissen's death, Neelmony (his son,) was eleven or or twelve years of age; and as the representative of his father (Gungabissen), he has clearly entitled to one-half of the property of which Ramkissen (his uncle) and Gungabissen (his father) had been jointly possessed.

Neelmony continued to live with his uncle Ramkissen, and all the family affairs were managed by Ramkissen, whose sons (Bustom Doss and Sonatun) were younger than Neelmony.

The property was supposed to have been considerably encreased by Ramkissen, after Gungabissen's death.

In the month of Bysaak, Bengal Year 1200 or April 1793, (Neelmony then being sixteen or seventeen years of age,) Ramkissen executed a paper in the nature of a will, by which he declared his nephew (Neelmony) and his sons entitled in equal shares (each one-third) to the whole of the property and that it was to be so enjoyed by the three upon the death of him (Ramkissen) To this paper the two sons of Ramkissen, and his nephew Neelmony, signified their assent in writing.

This document is directed to "Sree Neelmony Mullick, Sree Boishnob Doss Mullick, and Sree Sonatun Mullick; may the highest felicity attend them !!"

(Signed) "Sree Ramcrishnoo Mullick.'

"I Sree Ramcrishnoo Mullick make this will.

"Of my free pleasure, and in my sound senses, I write this paper in my life time. On my death you are my proprietors of the two items of wealth, consisting of my own wealth whatever exists, and my late brother Gungabishno Mullick's wealth, whatever is in my possessin. You will receive the dues, and pay the debts, and if you do not agree, you three persons will divide equally among you all this wealth, and the worship of Sree Sree Ishwur."

"The ornaments and wearing apparel belonging to individuals severally are theirs severally. On these conditions I make this will, year 1200, Dated 5th Bysaack English year 1793, 15th April."

Signed in the margin by the several parties;

"Sree Neelmony Mullick, agreed." "Sree Boishnob Doss Mullick, agreed." "Sree Sonatun Mullick, agreed"

"Witness, Sree Nemychurn Mullick." "Sree Radhamohun Mullick." "Sree Sreeram Surmono."

This arrangement was perfectly fair, and perhaps favorable, to Neelmony. Ramkissen might have separated himself from his nephew, when Gungabissen died, or Neelmony might have separated himself from Ramkissen on the death of Gungabissen, or at any time afterwards, or when the will was executed, and in either case, Neelmony would have been entitled to one-half, instead of one-third, of the joint estate. It was said however to have been much improved by Ramkissen's management. And possibly one-third of it, on the death of Ramkissen, was of a larger amount in value, than one-half it when the will was made.

Ramkissen lived about ten years after the will was executed, and died in Poos, 1210, or December, 1803. After the death of Ramkissen,

the family, consisting of his two sons Bustom Doss and Sonatun, and Neelmony (the son of Gungabissen) continued to live joint and undivided, each appearing to acquiesce in the right which he derived under Ramkissen's will.

In Bhadur, 1212, or September, 1805, Sonatun died, having previously made the following will:

"To the most mighty in dignity Sreejoot Bustom Doss Mullick my brother Mohashihee."

"I Sree Sonatun Mullick do write this deed of bequest to the following purport. That the one-third share belonging to me out of the family, I, being in my perfect senses, have bequeathed to you You are to get my two daughters married, and on the wedding day of each of them, you will procure a Company's paper made out in her name for twenty-five thousand rupees. The Company's paper for this sum you will keep in your possession. The interest of such paper from that day she is to receive. You will keep my wife in your family and maintain her. The remainder of my estate consisting of wearing apparel, jewels, gold ornaments, and silver plate, houses and gardens, whatever they may be, I have bequeathed to you. The jewels belonging to Sree Sree Ishwurjee the deity I have also given to you. My two daughters and wife are to have no further claim upon my estate. You are the master for receiving my demands and paying my debts. I have made this bequest on account of my illness. Should I recover again, this deed of bequest is to be null, otherwise to remain in full force. To this purpose I have executed this deed of bequest dated Bhadur the 5th year 1212"

This will was signed at the head, "Sree Sonatun Mullick, I have of my own accord made this bequest;" and witnessed by "Sree Juggomohun Mullick and Sree Prawnkisno Mozendar."

In May, 1821, and nearly sixteen years after the death of Sonatun, his widow Sree Mootee Bidamonee Dossee, filed a bill against Bustom Doss Mullick and Neelmony Mullick, alleging that her husband (Sonatun) had died intestate, and claiming his separate property, as well as his third part of the joint estate. To this bill, the defendants pleaded and answered, severally. Each by his plea, set up the will of Sonatun Mullick; and Neelmony disclaimed all manner of right or title, to any part of his property. Bustom Doss Mullick, relied upon the will, by

which he insisted that he was entitled to all that had been given him by it. In July, 1822, Bidamonee, finding her case hopeless, came to a settlement with Bustom Doss, and thus her claim terminated. If it had not been for the will of Sonatun, it is clear, that Bidamonee would have been entitled to the whole of his estate for her life ; and that after her death, it would have gone to the two daughters of Sonatun, who are mentioned in his will.

I must observe, that in this case there was ancestorial property, as well immovable, as movable ; notwithstanding which, the will of Sonatun was considered by the advisers of Bidamonee, to be conclusive against her rights.

Neelmony Mullick died in Bhadur 1228, or September 1821. About eighteen months before his death, he had adopted Rajindro as his son, but he continued to live with Bustom Doss, as he had lived ever since the death of Sonatun ; acquiescing in the proportionment of the estate which had been made by Ramkissen, and also in the will of Sonatun ; by which two dispositions, Bustom Doss became entitled to two-thirds, and Neelmony entitled to one-third, of the family estates.

Neelmony had been for several months before his death, in a gradually declining state of health, and a few days before he died, (continuing in a sound state of mind) he declared his intention of making a will. He dictated one which was written in the Bengalee language, and character. He then sent for Mr. Thomas, an attorney of the Supreme Court, and desired him to prepare a will in the English language, giving him the one which had been written in Bengalee, as his instruction The English will was prepared, and brought for execution, to Neelmony. He was then very much debilitated, but still sound mind. He declined executing the English will ; because, although he was acquainted with the language, he thought reading and understanding it would have been given him too much trouble, in the state in which he then was. He therefore, directed the Bengali paper which he had before dictated, to be copied ; other executors to be substituted for those which he had before nominated, and the date to be altered, so as to make it correspond with the day of it actual execution. All this having been done, he signed it about ten o'clock in the morning, and died at night. There was no dout of his sanity, or of the deliberation with which this act was performed.

This will was signed "Sree Neelmony Mullick, and was as follows :

"To the highest felicitous." "Sreejoot Rajindro Mullick Baboo-jee."

"May the highest felicity attend him !!!" "I Sree Neelmony Mullick make this will."

"Of three shares of Company's paper, and property in cash, and immovable and movable property, and jewels, and gold and silver ornaments, and metallic utensils, wearing apparel, and so forth, one share is mine according to my elder paternal uncle, the late Ramcrishnoo Mullick's Mohoshoio's will. At present I am ill. If Sree Sree Ishwur gives me health, it is well. If not, it is uncertain what good or evil may happen ; and when I therefore, of my free will and in my sound senses and mind, of my free pleasure give unto you my one share by writing, but you are at present a minor. Your mother therefore remains mistress of all that property, also of what I received from my brother Sreejoot Boishnob Doss Mullick, * according to an account in my own name, and a list on the 28th of Shrabun, 1228, and have made over to the charge of your mother ; and the expense of the family and Ishwur Dol Doorga Pooja, and fixed and occasional rites and ceremonies, and the annual allowances and the worship of Ishwur Jeeo and the worship of Sree Sree Jaggernot'h-jeeo, and so forth. Three Takoors at the Chore Bhaugaun house, and Ruth Jatra and so forth, shall all be defrayed with the profits of the premises and land according to particulars, and with the profits of the Company's paper. Besides this, with regard to the outstanding dues remaining, one-third share shall be carried to the credit of my estate as the same shall be realized, and remain in the hands of your mother. Out of which money your mother shall take sicca (30,000) thirty thousand rupees, with which and with your mother's separate property and ornaments, and property in cash given by my mother, you have no concern. Your mother is the proprietress thereof. The sum of twenty thousand rupees remains for rites and ceremonies to procure me future bliss. Deducting this amount and thirty thousand rupees, which I give unto your mother and also deducting the above written various family expenses and so forth, whatever residue shall be forthcoming is yours on becoming of age. You will make enquiry respecting all the above property and obtain the same from your mother, and whenever you do any act you will do it having taken the advice of your mother. You must not do

* It is common for cousins circumstanced as these were to call each other "Brother".

any act departing from the opin ion of your mother. You will conduct yourself in such a manner, that my reputation may be preserved, and the rites and ceremonies carried on the same as they have been all along. To this purpose I make this will of my free pleasure, in sound mind-year 1228, date 19th Bhadur. English year 1821, 2d September, Sunday."

Witnessed

"R. M. Thomas, Attorney at Law." "Sree Modhoosoodun Sandyal." "Sree Suroopchunder Addye."

"Postscript.—All that property remains under the charge of your mother, but I appoint my brother Sreejoot Boishnob Doss Mullick, and Sreejoot Govind Chunder Roy, joint attornies."

Bidamonee Dossee, had according to her agreement with Bustom Doss Mullick, dismissed her own bill ; and the cause and cross cause, between Rajindro and Bustom Doss, after the finding of the issue, came on for further directions upon the 18th of February, 1824 ; when it was declared that Bustom Doss Mullick was entitled to two-thirds of the property, movable and immovable, in the pleadings mentioned. That the Master do take an account, and that a commission of partition do issue, &c.

The India Gazette of yesterday observes. "The Shraddha or funeral ceremonies of the lately deceased widow of Nilmoney Mullick have collected a immence number of mendicants and poor people of Calcutta and its environs in the Chitpur Road and avenue to it. It is usual upon such occasions for the heir of the deceased to distribute money and food among the poor and the inducement held out by the present opportunity was such as to bring together a great number of poor people each of whom expected to have had one rupee. The thousands who had left their homes for these alms were accommodated temporarily in the houses of several gentlemen. The excessive heat together with the delay that occured in distributing the money intended for the poor has caused some mortality among them. Several of them alarmed and disappointed have hurled away home plundering the shops of pretty retail dealers of everything upon which they could lay their hands. These circumstances bear sad testimony to the amount of poverty in the country since people will come fifty miles as some have done upon this occasion for one rupee. The suffering experienced by the medicants'

afford proof of the saying bis dat qui cito dat." In addition to these particulars we understand that during yesterday the same scenes of wretchedness and disorder continued among the multitude of beggers congrigated on this occasion. They gave out that they have the permission of the Burra Sahib and the Police to take what they can lay their hands on and they are leving contributions in all the bazars to the great terror and dismay of the native merchants. We have heard the number of Fakirs and beggers assembled on this occasion estimated as high as two lakhs. It is said that the distribution of four lakhs of rupees was held out as the bribe bait to collect the multitude on this occasion and that no more than as many thousands have actually been bestowed.—John Bull, 1st May 1830.

A distinguished marriage. The marriage of the daughter of Baboo Rooplaul Mullick to Baboo Rajendra the adopted son of Baboo Nilmoney Mullick was happily celebrated on Monday the 5th of Aghryan last. We understand that because Rajendra Baboo is in his minority the property obtained from his father is in the hands of the masters of the Supreme Court but his friends drew from it the sum of rupees fifty thousand for the expenses of his marriage. All may judge what would be done by the expenditure of fifty thousand rupees as to Rooplaul Baboo he is marrying his daughter it is true but his expenditure could not have been greater had it been his son. He was profused in the expenses of musician, gift and charity. (Chandrika)—The John Bull, 13th December 1830.

"One of the first natives, who struck out a new path as regards the external economy and appearance of their houses, was a rich Hindoo named Rooplall Mulleck. He had the good taste to build his house well back from the Chitpore Road. The front of the house, which was designed in good style, faced a spacious lawn flanked by two good carriage drives, which entered the public road by beautiful porticos and lamped gateways, the whole being surrounded by a rich iron railing.

Rooplall was the first native who, divesting himself of that bigotry which surrounds the Hindoo religion, threw open his house for the entertainment of Europeans during the celebration of one of the most important

Hindoo festivals, called the Durga Puja ; on which occasion he always gave a splendid fete to nearly all the British residents of Calcutta." *

"Baboo Mutty Lall Mullick—We are plunged into the ocean of sorrows on account of Baboo Mutty Lall Mullick of Pathoriaghattah, who has left this transitory world on Wednesday last the 26th instant at 10 a. m. he was for some time afflicted with the asthma, which at last endangered his life. He was taken to the river side 5 hours previous to his death and was aged 57 years 1 month and 11 days. The Baboo, it is generally known, was both rich and charitable, as well as affable and upright in the circle of the respectable native community ; his demise is painfully felt by all who knew him."—The Englishman 29th August 1846—(Translated from Purnachandradoy)

"A magnificient Shradh at Pathuriaghatta—At Pathuriaghatta a magnificient Shradh has lately been performed in consequence of the death of Baboo Mutty Lall Mullick. On this occasion several very valuable presents consisting of gold and silver articles, Cashmere shawls, clothes of vavious descriptions and elegant gold rings were presented to the Brahmins. It is said that the Gossays of Khardah had the lion's share at the ceremony.'—The Englishman 29th September 1846.

"Intended grand Shrad at Calcutta—We understand that a grand Shrad will shortly take place in consequence of the death of the mother of Pran Krishto Mullick. It is said more than two lacs of Rupees will be expended for the funeral obsequies and distributing alms to the poor at the conclusion of the ceremony."—The Englishman 5th November 1846.

"A grand Shrad at Calcutta—We learn that last Monday night the lanes and Gullies meeting Chitpore Road in the vicinity of Jorasanko were thronged with Kangalees in consequence of a grand Shruad performed in the morning by Baboo Pran Krishto Mullick in honour of his mother, when the Baboo presented to the Brahmans a large elephant, a

---

* Pen & Pencil Sketches by W. H. Floris Hutchisson.

The opening of this house, with festivities is mentioned in Bishop Heber's "Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India etc." Chap. II

beautiful horse a nice looking Palkee in addition to several gold and silver articles and valuable Cashmere shawls."—The Englishman 2nd December 1846.

The Bombay Standard mentions that the report that Baboo Shama Churn Mullick intends to release from prison all Calcutta Small Cause Court debtors on the approaching Durga Pujah has brought an enormous accession to the ordinary business of the Court. Probably many fictitious actions are now being instituted in which the defendant will collude with the plaintiff for the purpose of obtaining a decree and when the debtor is released both will divide the spoil."—The Friend of India 22nd September 1859.

"চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় স্বীয় তনয়ের পরিণয়োপলক্ষে সর্ব্ব প্রকারই সমারোহ করিলেন, ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দান এবং স্বজাতীয় ও বন্ধু বান্ধব লোকদিগকে উপহার উত্তমরূপে দিলেন। আর কৌতুকাবহ কার্য্যেরও অল্পতার সম্ভাবনা দেখা যায় না, বরং শ্রুত হয় বহুব্যয় পুরঃসর রং তামাসা, নৃত্যগীত, বাদ্য ও রোসনাই ইত্যাদি করিলেন। অতএব পুত্রের বিবাহোপলক্ষে রাজেন্দ্র বাবুর সকল প্রকারে মহা-সুখ্যাতির সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। পরন্তু আমাদের বোধ হয় অথবা নিশ্চয়ই কহিতে পারি যে, ইদানিন্তন সময়ে পুত্রের বিবাহ অথবা অন্য প্রকার উৎসব উপলক্ষে যিনি যত ব্যয়ভূষণ করিয়া কৌতুকাবহ ব্যাপারের সমারোহ করুন, কাহারও তদ্দারা এতাদৃশ সুখ্যাতি হওনের সম্ভাবনা নাই যে, তাহাতে পূর্ব্বতন মহাধনী বদান্যপ্রাপ্ত ৺বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু রামরত্ন মল্লিক প্রভৃতি মহাশয়দের ঐরূপ বিষয়ের সুখ্যাতি খর্ব্ব হইবেক।

অতএব আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি, তন্মহাশয় তনয়ের পরিণয়োপলক্ষে মুক্তহস্ত হইয়া দেশের রীত্যানুসারে যেমন দান উপহার ও কৌতুককর ব্যাপারের নিমিত্ত অকাতরে ব্যয় করিলেন দেশের উপকারী কোন বিষয়ে এই সময়ে সম্ভবমত আনুকূল্য করুন।

তাঁহার বদান্যতা প্রকাশ কালে আমরা দেশোপকার বিষয়ের জন্য প্রার্থনা না করিলে আর কাহার নিকট প্রার্থনা করিব। ফলতঃ অনেক দেশেরই সভ্য ও পরিণামদর্শী মহোদয়দিগের এই প্রার্থনা আছে যে, উৎসব অথবা তাদৃশ অন্য প্রকার কোন বিষয়ের উপলক্ষে মুক্ত হস্তে যে সময়ে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেশের উপকার অথবা সাধারণের হিতার্থ বিষয়ে সম্ভব মতে দাতৃত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ ধনী মহাশয়দের তাদৃশ ব্যবহার নাই। এই সভ্যতা ও বিদ্যার আলোকময় কালে ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়, অধিকন্তু দেশীয় লোকেরা যে যে বিষয়ে বদান্যতা করিয়া সুখ্যাতি সঞ্চয়ের অভিলাষ করেন, তাহা ক্ষণিক প্রযুক্ত তাঁহাদের সুখ্যাতি ও বদান্যতার চিহ্নও চিরকাল থাকে না। অতএব আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিয়া প্রসঙ্গতঃ সর্ব্ব সাধারণ ধনী মহাশয়কেই জানাই যে, তাঁহারাও যেন, এইরূপ বিষয়ে যখন ব্যয়ভূষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেশের উপকার অথবা সাধারণ কার্য্যার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ নিক্ষিপ্ত করেন।"

১২৬৬ সালে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসে কলিকাতা সহরে তিনটি সমারোহ বিবাহ হয়; প্রথমটি পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল মল্লিক মহাশয়ের পুত্র যদুলাল মল্লিকের, দ্বিতীয়টি চোরবাগানবাসী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের এবং তৃতীয়টি প্রথিতনামা তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের পুত্রের। মতিলাল মল্লিকের পুত্রের ও প্রামাণিক বাবুর পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"যেরূপ মহা সমারোহ হইয়াছে। অনুমান করি ইদানীন্তন সময়ে কোন আঢ্য মহাশয় এ প্রকার ব্যয় করিতে পারে নাই।" সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়, সন ১২৬৭।১৫ই জ্যৈষ্ঠ, খৃঃ ১৮৬০।২৭শে মে।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

ঐ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত কবিতা :—(সন ১২৬২ সাল ২২এ ফাল্গুন অনুষ্ঠিত পুরাণাদি পাঠদান বিবরণ)

"স্বর্গবাসী পুণ্যরাশি নিমাই চরণ। মল্লিক আখ্যাতে যেই খ্যাত ত্রিভুবন।
পুণ্যশীল দানশীল যার সম নাই। পৃথিবী মধ্যেতে যার তুলনা না পাই।
যার কীর্ত্তিধ্বজা উড়ে গগন মণ্ডপে। ধনেমানে দানে গুণে শ্রেষ্ঠ মহীতলে।
অপ্রমিত দান করি সেই মহাজন। তথাপি না হৈল তাঁর চিত্ত বিনোদন।
এ কারণে মহামতি থাকিতে জীবন। রাজহস্তে বহুধন কৈলা সমর্পণ।—
পুণ্যকর্ম্মে সেই ধন হইবেক ব্যয়। এই অভিপ্রায় করি সেই মহাশয়।
দানপত্রে পুত্রগণে দিয়া সম ভার। ব্যয় করিবেক ধন স্বর্গার্থে তাঁহার।
ন্যস্তধন সূত্রে কৈলা বিষদ ঘটন। স্বর্গগমন পরে তাঁর পুত্রপৌত্রগণ।
এইরূপে বিবাদেতে বহুদিন গেল। তথাপি সে ন্যস্তধন সদ্গতি না হৈল।
পরে বিচারকগণ করিয়া বিচার। শ্রীরামমোহন হস্তে দিল ব্যয়ভার।
বণিককুলেতে যিনি সর্ব্বঅগ্রগণ্য। যাঁর সম পুণ্যশীল নাহি দেখি অন্য।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে সেই মহাজন। ব্যয়হেতু পিতৃধন করিয়া গ্রহণ।
ফাল্গুনের দ্বাবিংশতি শুভ দিবসেতে। সংকল্প করিলা কার্য্যমনের সাধেতে।
ভাগবৎ অভিধেয় যে মহাপুরাণ। তাহা পাঠ আরম্ভিলা সবাক্ত বিধান।
ধারক পাঠক শ্রোতা ঋষি আদি যত। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বংশ সমুদ্ভূত।
অনেক গোস্বামী প্রভু আর দ্বিজগণে। উপাদেয় উপহারে তুষিয়া যতনে।
স্বর্ণবালা স্বর্ণবাজু সুবর্ণের হার। সোণার অঙ্গুরী আদি বিবিধ প্রকার।
রৌপ্য কোশা কুশি আদি রূপার বাসন। অন্য আর কতশত রূপার বাসন।
গরদ বনাত শাল বিবিধ বসন। দান করিলেন বাবু হয়ে শুদ্ধ মন।
চব্যচোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বা ভোজনে। তুষিলেন মহামতি যত দ্বিজগণে।
পাঠারম্ভ দিনাবধি সমাপ্ত পর্য্যন্ত। কত বিপ্র সেবা হয় নাই তার অন্ত।
পরেতে সমাপ্ত দিনে হইয়া সংযত। বহুধন বিতরণ কৈলা অবিরত।
বহু টোলধারীগণে করি আবাহন। বিদায় দিলেন টাকা রৌপ্যাদি বাসন।
দ্বাদশ সহস্রাধিক কাঙ্গালীদিগকে। অর্দ্ধমুদ্রা চারি আনা দিলেন প্রত্যেকে।
এইরূপে পুণ্যকর্ম্ম করি সমাধান। লভিলা নির্ম্মলযশঃ সর্ব্বত্র ব্যাখান।

এই কর্ম্ম উপলক্ষে বাবুর আগারে। প্রত্যহ আসিত লোক হাজার হাজারে।
অনাহুত নিমন্ত্রিত সর্ব্বজনগণে। তুষিলেন শান্তবাবু সুমিষ্ট বচনে।
সর্ব্বাংশেতে সুসম্পন্ন করিয়া সৎকর্ম্ম। রাখিলেন দাতাবাবু স্বীয় পিতৃধর্ম্ম।"

উক্ত পুণ্যাত্মা নিমাইচরণের অন্যতম পুত্র রামমোহন তাঁহার পিতার উইলের মর্ম্মানুসারে সমগ্র অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি পাঠ ও কলিকাতা গঙ্গাতীরে পাকা ঘাট প্রস্তুত, অম্বিকা কালনায় মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ, পুরীধামে মঠ স্থাপন ইত্যাদি নানা সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি কুলদেবী শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনীর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বংশে কেহ যাহাতে দেবীর সেবা করিতে অর্থাভাব অনুভব না করে সেইজন্য তিনি তাঁহার কতক সম্পত্তি ঐ কুলদেবীর সেবার জন্য দেবত্র করিয়া যান। এতদ্ভিন্ন উক্ত দেবীর প্রতিদিন রাত্রে শীতল ভোগের ও প্রতি শনি ও মঙ্গল বারের ভোগের বার্ষিক নবপত্রিকার ও লক্ষ্মীপূজার ব্যয় বহন করিবার অর্থ ব্যবস্থা করিয়া যান। দেবী তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁহাদিগকে প্রত্যাদেশ দিতেন। ঐ বংশে দেবীর ভক্তের প্রতি প্রত্যাদেশ এখনও হইয়া থাকে। উক্ত রামমোহন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর ৮৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করেন। এই সংবাদ ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া কাগজে ২৪এ ডিসেম্বর প্রকাশ হয়।

পূজার সময় কি ধুমে কলিকাতায় সমারোহ হইত উহার বর্ণনা চন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল। (১৩ই অক্টোবর ১৮৩২। ২৯এ আশ্বিন ১২৩৯):—কলিকাতায় বহুবাজার, বাগবাজার, কাঁসারিপাড়া, যোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে সখের গান বাজনার বৈঠক ছিল। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার উপর ঠাকুর বিসর্জ্জন নৌকা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তদুপরি নাচ তামাসা হইত।

শ্রীশ্রী৺পূজার সময়ে যে প্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে। কেন না ৺বাবু গোপী মোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতি ইঁহারা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন হওয়া ভার ছিল। যেহেতুক ইংরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যান-বাহনের বহুল-বাহুল্যে পথ রোধ হইত। উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়। মল্লিক বাবুদিগের পূজার পালা আট অংশ হইল। তাঁহারা বহুদিবস পরে একজন পালা পান। সেই বৎসরেই পূর্ব্বরীতি মত কর্ম্ম করেন অথচ রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিন পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন। শেষে ক্রমে ক্রমে উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং যোড়াসাঁকো সিংহ বাবুদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর নাচ হইয়া থাকে। এ বৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি। যাহা হউক ইদানী এই নগর মধ্যে চারি স্থানে নাচের বাহুল্য ছিল। সিংহ বাবুদিগের বাটীতে নাচ না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল। মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর এস্থানে পূজা করাতে আমাদিগের আনন্দের অঙ্গহীন না হইয়া চারিপাদ পূর্ণ হইয়াছে; অতএব প্রার্থনা রাজা বাহাদুর ঝটিতি আরোগ্য হইয়া এই মহানগরে বাস করতঃ দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম করিয়া এ প্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউক।" শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন মল্লিক আপন বাটীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত ত্রিলোক জননী পতিত পাবনী শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহা ঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বহুবিধ ধন দান করিয়াছেন। শুনিলাম নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাকা আর রবাহূতদিগকে দুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি। ঐ সকল ব্যাপারে বহু

ধন ব্যয় করিয়াছেন। ইত্যুপলক্ষে উক্ত স্থানস্থ সুরসিক গায়কদিগকে আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয় দলে সুসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন, আপন আপন ক্ষমতানুসারে বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরতঃ অপূর্ব্ব সুস্বরে গান করিয়াছেন। ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়া গান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাদিগের গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে বাগবাজার বাসিরদিগের গানের ও সুস্বরের প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন। যোড়াসাঁকো নিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও হইয়াছে, ইহাতে জয় পরাজয় কি কহিব। মোহনচাঁদ বসু প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান তুলিয়া রাজপথে গান করতঃ স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়াসাঁকো নিবাসিরা আর এক গীত অতি উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া স্বস্থানে গমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন। আখড়া বিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিলাম।"—চন্দ্রিকা। ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩২। ১৬ই মাঘ ১২৩৮।

"সরস্বতী পূজা।—গত শনিবার কলিকাতা নগরে সরস্বতী পূজা অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ তিনজন সম্ভ্রান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ ধর এই তিন প্রধান ধনীর বাটীতে উত্তমরূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অর্দ্ধ আখড়াই হয়, তাহাতে দুই দল ভদ্র লোক ত বাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোষ-প্রদান করিলেন, শুনা গেল ঐ সংগ্রামে যোড়াসাঁকো নিবাসি ভদ্রদল জয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি দশ ঘণ্টাকাল ফিরোজ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের গানারম্ভ হইয়াছিল... তৎপরে দুইদল বিশিষ্ট...করেন তাহাতে একদল...প্রশংসিত পাঁচালীকর পরাণ মিত্র···ব্রজনাথ ধর মহাশয়ের... স্থানেও অর্দ্ধ আখড়াই হইয়াছিল। ব্রজনাথ বাবু ও তৎকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে সকলকে বসাইয়া পরমামোদে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, শুনিলাম ধর বাবুর বাটীর আখড়াই গানে বাবু মোহনচাঁদ বসু জয়ী হইয়াছেন।"—সম্বাদ ভাস্কর। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬। ২২শে মাঘ মঙ্গলবার ১২৫২।

Baboo Rammohun Mullick a very wealthy native of Calcutta, repaired to the common jail on Saturday morning last, and released eighty debtors who had been confined under warrants from the Small Cause Court by paying their debts to the extent of 3,coo Rs. This act of generosity has been performed by other native gentlemen in former years, but as they allowed their intentions to transpire for some time previously, there was a rush to get into jail by those who were in debt, and who could prevail on their creditors to sue and to incarcerate them. In the present instance, the Baboo was so discreet as to conceal his designs and he has thus been enabled to purchase the credit of releasing all debtors confined for small sums at a very moderate outlay.

The Friend of India—21st October 1852.

Baboo Rammohun Mullick, a native millionaire, intends to set free all persons confined for debt by the Small Cause Court. Our contemporary

দ্বারকানাথ মিত্র (বিচারপতি)

রূপলাল মল্লিক।

দেওয়ান রামকমল সেন।

প্যারীচাঁদ সরকার।

objects to this act of liberaty, as most of the prisoners so confined are suspected of fraudulent dealing. It will at any rate afford honest creditors an opportunity of obtaining their money, and will thus be at least as advantageous to the community as a nautch or a procession.

The Friend of India—6th Octsber 1853.

Extract from Bishop Heber's Journal Vol. 1.

"November 18. * My wife went to a Nach given by one of the wealthy natives, Baboo Rouplall Mullick, whose immense house with Corinthian pillars, we had observed more than once in our passage along the Chitpore road. She has given a full account of it in her journal. I was kept away by a regard to the scruples of the Christian and Mahommedan inhabitants of Calcutta, many of whom look on all these Hindoo feasts as indiscriminately idolatrous, and offered in honour of some one or other of their deities. The fact is, that there are some, of which this was one, given chiefly if not entirely to Europeans by the wealthy Hindoo, in which no religious ceremony is avowed. and in which if any idolatrous offering really takes place, it is done after the white guests are departed.

I joined Lady Macnaghten and a large party this evening to go to a Nach given by a rich native, Rouplall Mullick, on the opening of his new house. The outside was brilliantly illuminated and as the building is a fine one, the effect was extremely good. The crowd without the gates was great. We were ushered into a large Hall, occupying the centre of the house, round which run two galleries with a number of doors opening into small apartments, the upper ones deing far the most part inhabited by the females of the family, who were of course invisible to us, though they were able to look down into the Hall through the venetians. This Hall is open to the sky, but on this, as on all public occasions, it was covered in with scarlet cloth, with which the floor was also carpeted. All the large native houses are built on this principle, and the fathers, sons, and grandsons, with their respective families, live together, till their numbers become too great, when they separate like the Patriarchs of old, and find out new habitations. The magnificence of the building,—the beautiful pillars supporting the upper galleries,—and the expensive and numerous glass chandeliers with which it was lighted,—formed a striking

* 1823.

contrast with the dirt, the apparent poverty, and the slovenliness of every part that was not prepared for exhibition ; the rubbish left by the builders had actually never been removed out of the lower gallery,—the banisters of the stair-case, in itself paltry, were of common unpainted wood, and broken in many places, and I was forced to tread with care to avoid the masses of dirt over which we walked.

On entering we found a crowd collected round a songstress of great reputation, named viiki, the Cataline of the East, who was singing in a low but sweet voice some Hindoostanee songs, accompanied by inartificial and unmelodious native music. As the crowd was great, we adjourned into a small room opening out of the upper gallery, where we sat listening to one song after another, devoured by swarms of mospuitos, till we were heartily tired, when her place was taken by the Nach or dancing girls,—if dancing that could be called which consisted in strained movements of the arms, head and body, feet, though in perpetual slow motion, seldom moving from same spot. Some story was evidently intended to be told from the expression of their countenances, but to me it was quite unintelligible. I never saw public dancing in England so free from every thing approaching to indecency. Their dress was modesty itself, nothing but their faces, feet, and hands, being exposed to view. An attempt at buffoonery next followed, ill imagined, and worse executed, consisting of a bad imitation of English country dances by ill dressed men. In short, the whole exhibition was fatiguing ann stupid,—nearly every charm but that of novelty being wanting.

To do us greater honour, we were now shewn into another room, where a supper-table was laid out for a select few, and I was told the great supper-room was well supplied with eatables. I returned home between twelve and one much tired, and not the least disposed to attend another Nach. -Extract from Editor's Journal."

The Bombay Standard mentions that Badoo Shama churn Mullick intends to release from prison all Calcutta Small Cause Court debtors on the approaching Doorga Puja has brought an enormous accession to the ordinary business of the Court. Probably many fictitious actions are now deing instituted in which the defendants will collude with the plaintiff for the purpose of obtaining a decree and when the debtor is released both will divided the spoil.

The Friend of India, 22nd September 1859.

Swarup Chander, Jadulal Mullick and many others of the Mullick family did so several times.

General Cyclone Relief Fund Subscription:-

	Rs. A. P.
Sham Churn Mullick	500-0-0
Judoo Laul Mullick	100-0-0

The Friend of India July 3, 1866, p. 94 :—"Liberality is not so conspicuous a virtue in the Bengali absentee Zemindars which fill native Calcutta that we should omit to extract from the Hindoo patriot the names of those who are feeding the thousands of famine striken that have flocked into the capital. Baboo Rajendro Mullick feeds 1600 a day in his own house, has subscribed 200 rupees monthly to the Orissa famine Fund and has subscribed Rs. 100 a month to the Choubagan Relief Fund. The mother of Baboo Hiralal Seal takes so much interest in the charities founded at Belghoria by her deceased husband that on the present occasion when about 1200 people are being daily provided with food there she herself superintends the good work and does not eat until all are fed. Boboo Hurro Chunder Ghose and others have raised a fund of about Rs. 700 a month, and feed 600 daily. Baboo Romanath Tagore is feeding 50 person daily. Baboo Jotindra Mohan Tagore 200, Baboo Jadulal Mullick an equal number, Boboo Govind Chunder and Umrito Laul Mitter of Chorebagan 100, and the widow of Rajah Madhaub Kristo Deb residing at Champatollah 100. Baboo Dwarkanauth Khettay, a twist dealer of Burrah Bazzar, has been giving every morning two chittacks of gram and goor to all applicants and feeding 100 persons besides Baboo Sreenauth Roy of Kolutola has been distributing 2 mouds of rice daily at Ramkristopore, Baboo Brojabandhu Mullick has added 50 malsahas to his ordinary charities. Baboo Lulitmohan Das has been feeding daily 300 persons at Tangra and Beboo Thakurdass and Gopaul Doss 200 persons at Burrah Brzar. If all this is not indiscriminate if the merely professional beggar is carefully excluded, a large extent of misery should be prevented.

Extract from "The Prince in India, and to India by an Indian. etc" by Sambhu Chandra Mukhopadhyaya. *

* A descriptive book of the Duke of Edinburgh's landing and stay at Calcutta. The author of the book describes "The visit (of the Duke of Edinburgh to India) was more than a novel incident, it was an unprecedented event of great importance in the history of British India."

"**The Native Reception :**—Perhaps the grandest and most interesting of the displays on the present occasion was the fete given by the Native community on the night of the 27th December at the Seven Tanks. * * * It was, it must be confessed, a lucky hit, the selection of the Seven Tanks for the scene of the fete. There was no end of places from which to choose. The city of palaces has suburbs to match—full of elegant villas, noble edifices, magnificent seats, romantic retreats, some enjoying majestic river views, others possessing fine artificial pieces of water, and some having both advantages. But for advantages of land and water, of houses and ghats and bridges, groves and trees and flowers, and walks and garden statues, for proximity to town, for accommodation within doors and out, for internal fittings-up and external beauty of structure, and laying out of the ground around, the Seven Tanks, designed and laid out by the taste and munificence of one of the princely Tagores, who formerly owned it, now the property of the Rothschild of the metropolis, Babu Shama Churn Mullick, stands preeminent, and the selection of place, when a public place was not determined upon, was absolutely the best possible, worthy of the hosts and guests. All considerations combined to mark the Seven Tanks for the occasion."

*　　　*　　　*

"At the desire of His Excellency the Viceroy, the undermentioned native gentlemen, with colonel Randall, met His Excellency at Government House yesterday morning at 10-30, viz., Baboo Degumber Mitter, Chairman, Baboo Doorga Churn Law, Baboo Shama Churn Mullick, Baboo Rajender Dutt, Members of the Executive Sub-Committee, and Baboo Debender Mullick, and Baboo Kristodas Pal, Secretaries. * * * * In true Indian spirit, they decided to present to His Royal Highness, as a slight but appropriate token, "the silver hooka which he did them the honour to smoke, and the gold utturdan and pandan from which he was graciously pleased to accept uttur and pan on the evening of the fete as humble mementos," as they expressed it. Here is His Royal Highness' reply :—

Government House, Calcutta, the 6th January, 1870.

Gentlemen,—I am directed by the Duke of Edinburgh to beg you will express to the Members of the Reception Committee, and through them to the subscribers generally, His Royal Highness' best thanks for the very handsome gifts which they have presented to him, and which His Royal Highness very gratefully accepts.

The silver hooka, the gold pandan and utterdan will always be valued

by His Royal Highness as mementos, not only of the pleasant evening which he spent at the Seven Tanks, but also of the cordial reception which he has met at Calcutta.

I have the honour to be,
Gentlemen,
Your Obedient Servant,
(Sd.) Arthur B. Haig,
Equerry-in-Waiting"

To Baboos Debendro Nauth Mullick
and Kristodas Paul,

Members of the Reception Committee present their proceedings :—

Babu Digamber Mitra in the chair.
" Shama Churn Mullick.
" Issur Chunder Ghoshal.
" Kissory Chand Mitter.
" Durga Churn Law.
" Jadu Lall Mullick.
Rai Promatha Nath Rai Bahadur
" Dhanput Singh Bahadur.
Babu Kunja Lall Banerjee
Babu Kagendra Dutt and
The Secretary.

In the Ist resolution a proposal was made to address a letter to the Private Secretary to the Viceroy soliciting permission to present to the Duke the silver Hookah, the golden Utterdan and Pandan which were presented to the Duke as humble memento of the Seven Tanks fete. In the resolutions V. & VI Thanks were given to Babus Girendra and Surendra Mullick for the alacrity with which they worked and to Babu Sham Churn Mullick for placing his Seven Tanks villa at their disposal.

The Hindu Patriot 28th February 1870 Monday :—Meeting of the native rate-payers against the water rate bill : A public meeting of the native rate payers of Calcutta was held in the rooms of the British Indian Association on Friday the 25th instant at 3. 30 p. m. about 200 gentlemen were present. Babu Sham Churn Mullick moved that Babu Romanath Tagore take the chair.

"We are sincerely sorry to record the death of our well known townsman Babu Sham Churn Mullick, which melancholy event took place on Wednesday last. In November last he had gone to the Sonepore Races with his horses, and there he fell ill and returned to Calcutta. He was the youngest of the four sons of the late Babu Ruplal Mullick, some account of whom the reader will find in Bishop Heber's Journal. All the brothers,

strange to say, were short-lived. The first died at 36, the second at 35, the third at 34, but the last, though he has been carried away in the hey-day of life, was the only one who attained the age at which his father died. Babu Shama Churn was 46 years of age while his father was 47 when he paid the debt of Nature. The lamented deceased inherited an immense fortune chiefly invested in Government Securities in fact, he was known among the Europeans as the largest investor in Government Securities, and as the proprietor of the splendid Seven Tanks Villa. He was one of the subscribers to the loyal address of the natives of Bengal to Lord Canning in 1858, and the London Times in noticing that address said that Babu Sham Churn's loyalty was measured by the numbers of the Government Securities he held. Babu Sham Churn was noted for public spirit, but he was fond of the Turf and used to spend considerable money upon it He gave annually a cup to the Calcutta Races, and also offered prizes to races in other towns. He was always ready to place the Seven Tanks at the disposal of the public for charitable as well as other public objects.

The reception given to His Royal Highness, the Duke of Edinburgh by the native community of Calcutta was held in his villa. He also used to give annually a gold medal to the students of the Calcutta Medical College. He was a graceful rider and a good judge of horse flesh. He had a large circle of European friends, lovers of sport, who greatly mourn his loss." The Hindu Patriot, Monday the 16th December 1872.

The Friend of India, December 19th 1872 writes :—

"Babu Shama Churn Mullick was emphatically the millionaire of Bengal and took a keen interest in horse racing though he did not bet. Our Bengali contemporary considers that all the brothers were short lived rather strange. Is it not so much the case that the absentee Zaminders and millionaires of Calcutta yield to an early death, that the native papers lament their course of living."

The meeting of the 28/2/1870 shows that Shama Churn Mullick used to take part in the civil administration of the town and was keen to take lively interest in the well being of the citizens of Calcutta.

Wednesday 16th February. "Babu Jadulal Mullick of Pathuriaghatta invited His Honour the Lieutenant Governor and Mrs. Grey, and a select company of European and native gentlemen to an Italian concert at his house on Monday last. The party was very successful. We wish reunion

of this kind which are calculated to promote good feeling between the two races were more frequent." The Hindu Patriot (of 1870).

৭ "Sir Ashly Eden, the late Governor who was then not so, took a leading part in entertainment in celebration of the Annaprasana ceremony of his eldest son."

The Hindu Patriot, 12th January, 1880. "On Saturday last, Babu Jadu Lal Mullick gave a very pleasant party to his European and native friends. About sixty European ladies and gentlemen were present; among others the elite of native society, both Hindu and Mohomedan were also present. There were various amusements nautch, gymnastics, native concert, Mourpanki boat with music, illuminations and fireworks. The garden was beautifully illuminated in the evening and the river in front lent a great charm to the whole scene. Babu Jadulal Mullick deserves the cordial thanks of his friends for this very agreeable entertainment and for the kind reception he gave to them. Reunions of this kind go a great way to draw closer to each other, the Europeans and natives. We wish they were more frequent."

Jadu Lall Mullick entertained the late Lieutenant Governor Sir Rivers Thompson at his residence in celebration of his son's marriage on the 14-2-1887. Hindu Patriot noticed it on the 18-2-87.

He was a great public man as well as a religious man of his time and a man like Ramakrishna Parmhansh, and Keshub Chander Sen loved and admired him.

The wife of Pran Krishna Mullick received the title of Rani on the diamond Jubilee of Queen Victoria in recognition of endowments of about a lac of rupees in the hand of the Official Trustee of Bengal. The Mullicks took a leading part in Sati rite. Jadu Lall's second son is the author of this book and many other books of great worth.

The evening party given by Babu Jadu Lal Mullick on Monday (14 Feby) last to Sir Rivers Thompson and a number of distinguished guests is pronounced to have been an unqualified success. Representatives of all sections of the community were present and the greatest cordiality prevaild. The splendid mansion was lighted up with gas and electricity and the entertainments which consisted of concert, ball, nautch and acrobatic display were many and varied and the refreshment supplied were of the very best order. The party did not separate before a late hour and every one was thoroughly satisfied with the attentions of the host of the evening. The event was a continuation of the programme of the marriage festivities of the Babu's son which took place the other day.

To The Rt. Hon'ble Lord Wm. Cavendish Bentinck G. C. B. & G. C. H.
Governor General of India.

My Lord,

We the undersigned beg leave respectfully to submit the following petition to your Lordship in Council in consequence of having learned that certain persons taking upon themselves to represent the opinions and feelings of the Hindoo inhabitants of Bengal have misrepresented those opinions and feelings and that your Lordship in Council is about to pass a Resolution founded on such erroneous statements to put a stop to the practice of performing Suttees—an interference with the religion and customs of the Hindus which we most earnestly deprecate, and cannot view without the most serious alarm. With the most profound respect for your Lordship in Council we the undersigned Hindu inhabitants of Bengal beg leave to approach you in order to state such circumstances as appear to us necessary to draw the attention of Government, fully to the measure in contemplation and the light in which it will be regarded by the greater part of the more respectable Hindu population of the Company's territories who are earnest in the belief as well as in the profession of their religion. From time immemorial the Hindu religion has been established and in proportion to its antiquity has been its influence over the minds of its followers. In no religion has apostacy been more rare and man has resisted more successfully the fierce spirit of proselytism which animated the first Mehomedan conquerors. That Hindu religion is founded like all religions, on usage as well as precept; and one, when immemorial, is held equally sacred with the other. Under the sanction of immemorial usage and precept Hindu widows perform of their own accord and pleasure and for the benefit of their husband's souls and for their own, the sacrifice of self-immolation called Suttee, which is not merely a sacred duty but a high privilege to her, who sincerely believes in the doctrines of her religion, and we humbly submit that any interference with a persuation of so high and self-annihilating a nature is not only an unjust and intolerant dictation in matters of conscience but is likely wholly to fail in procuring the end proposed. Even under the first Muselman conquerors of Hindustan and certainly since this country came under the Moghul Government, notwithstanding the fanaticism and intolerance of their religion, no interference with the practice of Suttee was ever attempted, since that period and for nearly a century the power of the British Government has been

established in Bengal, Behar and Orissa, and none of the Governors General or their Councils have hitherto interfered in any manner to the prejudice of the Hindu religion or customs; and we submit that by various Acts of the Parliament of Great Britain, under the authority of which the Honourable Company itself exists, our religion and laws, usages and customs, such as they have existed from time immemorial, are inviolably secured to us. We learn with surprise and grief that while this is confessed on all hands, the abolition of the practice of Suttee is attempted to be defended on the ground that there is no positive law or precept enjoining it. A doctrine derived from a number of Hindus, who have apostatised from the religion of their forefathers, who have defiled themselves by eating and drinking forbidden things in the society of Europeans and are endeavouring to deceive your Lordship in Council by assertions that there is no law regarding Suttee practices, and that all Hindus of intelligence and education are ready to assent to the abolition, contemplated on the ground that the practice of Suttee is not authorised by the laws fundamentally established and acknowledged by all Hindoos as sacred but we humbly submit that in a question so delicate as the interpretation of our sacred books and authority of our religious usages none but pandits and brahmins and teachers of holy lives and known learning an authority ought to be consulted and we are satisfied and flatter ourselves with the hope that your Lordship in Council will not regard the assertion of men who have neither any faith nor care for the memory of their ancestors or their religion. And that if your Lordship in Council will assume to Yourself the difficult and delicate task of regulating the conscience of a whole people and deciding what it ought to believe and what it ought to reject on the authority of its own sacred writers that such a task will be undertaken only after anxious and strict enquiry and patient consideration with men, known and reverenced for their attachment to the Hindu religion, as the authority of their lives depend on knowledge of the sacred books which contain doctrines. And if such an examination should be made, we are confident that your Lordship in Council will find our statements to be correct and will learn that the measure will be regarded with horror and dismay throughout the Company's dominions as the signal of an universal attack upon all we revere. We further beg leave to represent that the enquiry in question has already been made by some of the most learned and virtuous of the Company's servants whose memory was still reverenced by natives who were under their rule and that

Mr. Warren Hastings, late Governor General at the request of Mr. Nathanial Smith, the then Chairman of the Court of Directors' the former being well versed in many parts of the Hindoo religion having instituted the enquiry was satisfied as to the validity of the laws respecting Suttees. That a further and similar enquiry was made by Mr. Wilkins who was deputed to and accordingly did proceed to Benares and remain there a considerable time in order to be acquainted with the religion and customs in question that his opinion was similar to that of Mr. Warren Hastings and that this opinion was since confirmed by Mr Jonathan Duncan whose jealous and excellent administration in Benares and other parts of Hindusthan will long be remembered by the natives with gratitude. In the time of Lord Cornwallis some of the Christian missionaries who then first appeared in the country secretly conveyed to the Council some false and exaggerated accounts of the Suttee practice and first advanced the assertion that it was not lawful His Lordship in Council was satisfied of its lawfulness after enquiry and by the assistance of Mr. Duncan and was contented to permit us to follow our customs as before. In the time of Lord Moira and Amherst a number of European missionaries who came out to convert Hindoos and others renewed their attack upon this custom and by clamour and falsely affirming that by compulsive measures Hindoo women were thrown into the fire procured the notice of the Government and an order was issued requiring Magistrates to take steps that Suttees might perform their sacrifice at their pleasure and that no one should be allowed to persuade or use any compulsion On the concurrent report of the various gentlemen then in the Civil Service that in all instances which had come under their cognizance, the widows went to the funeral piles of their deceased husbands cheerfully. Then Governor General were satisfied and no further interference was attempted. The qualified means last adverted to, did not answer the object proposed and it proved as we humbly submit the unpolicy of interference in any degree with matters of conscience. The fact was that the number of Suttees in Bengal considerably increased in consequence within short time and in order to ascertain the cause, reference was made to the Sudder Dewany Adalaut who could assign no satisfactory cause to account for it. Though it might, perhaps have occurred to gentlemen of so much experience that the interference of Government even to this extent with the practice was likely drawing to it the attention of the native community in a greater degree than formerly to increase the number of votaries. From a celebrated instance relating to

Suttees that we immediately hereafter beg leave to cite your Lordship in Council will find that on the occasion alluded to no other goods were obtained by an attempt to prevent the widow burning with her deceased husband than that religion was violated and to no purpose a Suttee. In the time of Lord Clive his Dewan Raja Nabakissen endeavoured to prevent a widow performing that sacrifice by making her believe that her husband had been already burnt and when she discovered that she had been deceived, offering her any sum of money that might be required for her support as a recompense but nothing would satisfy her. She starved herself to death. His Lordship then gave orders that no one should be allowed to interfere with the Hindoo religion or customs. Independant of the foregoing statement your Lordship in Council will see that your predecessors after long residence in India, having a complete knowledge of the laws and customs of the Hindoos were satisfied as to such laws and never came to a resolution by which devout and conscientious Hindoos must be placed in the most painful of all predicaments and either forgo in some degree their loyalty to Government and disobey its injunctions or violate the precepts of their religion. Before we conclude we beg to request your impartial consideration of the various acts of Parliament passed from time to time, since the reign of H. M. George I and which have eversince been strictly preserved. The substance and spirit of which may be thus summed up viz. That no one is to interfere in any shape in the religion or customs of Hindoo subjects. These acts conceived in the spirit of truest wisdom and toleration were passed by men as well acquainted at least as any now in existance with our laws, our language, our customs and our religion have never been infringed by the wisest of those who have here adminstered the powers of Government and we trust will be preserved for the future as for the past, inviolated; constituating as they do a most solemn pledge and charter from our rules to ourselves on the preservation of which depend rights more sacred in our eyes than those of property or life itself and sure we are that when this most important subject has been well and maturely weighed by your Lordship in Council the resolution which has filled us and all faithful Hindoo subjects of the Hon'ble Company's Government with concern and terror will be abandoned and that we shall obtain a permanent security through your Lordship's wisdom against the renewal of similar attempts. And your petitioners shall everpray etc.,

Pandits Nemye Chand Seeromoni,
Haranath Tarkabhusan,
Joygopal Tarkalankar,
Sanskrit College.
Ramjoy Tarkalankar,
Kali Kanta Bidyabagish,
Supreme Court.
Buddinath Upadhya,
Sadder Dewany Nizaramat Adalat.
and about 1126 more names of natives of the first respectability.

Maharajahs Bahadurs
Girish Chander Roy.
Shib Kissen.
Kali Kissen.
Gour Ballav.
Nursing Chander Roy.
Raja Rajnarain Roy.
Kumar Raj Narain Roy.
Babus
Gopi Mohan Deb
Radha Kanta Deb
Ram Gopall Mullick
Bhagabati Charan Mitra
Pran Kissen Biswas
Radhamadhab Banerjee
Kashinath Banerjee

REPLY.

The Governor General has read with attention the petition which has been presented to him and has some satisfaction in observing that the opinions of the Pandits consulted by the petitioners confirm the supposition that widows are not by the religious writings of the Hindus commanded to destroy themselves, but that, upon the death of their husbands the choice of a life of strict and severe morality is everywhere expressly offered, that in the books usually considered to be of the highest authority, it is commanded above every other course, and is stated to be adapted to a better state of society; such as by the Hindus, is believed to have subsisted in former times. Thus none of the Hindus are placed in the distressing situation of having to disobey either the ordinances of the Government or those of their religion. By a virtuous life, a Hindu widow not only complies at once with the laws of the Government and with the purest precepts of her own religion but

affords an example to the existing generation of that good conduct which supposed to have distinguished the earlier and better times of the Hindu people. The petitioners can not require the assurance that the British Government will continue to allow the most complete toleration in matters of religious belief and that to the full extent of what it is possible to reconcile with reason and natural justice they will be undisturbed in the observance of their established usages. But some of these which the Governor General is unwilling to recall into notice, his predecessors in Council for the security of human life and the preservation of social order have at different time, found it necessary to prohibit. If there is anyone which the common voice of all mankind would except from indulgence it is surely that by which the hand of a son is made the instrument of terrible death to the mother who has borne him and from whose breast he has drawn the sustenance of his helpless infancy.

The Governor General has given one attentive consideration to all that has been urged by the numerous and respectable body of petitioners and has thought fit to make this further statement in addition to what had been expressed as the reasons which in his view had made it an urgent duty of the British Government prevent the usage in support of which the petition has been preferred but if the petitioners should still be of opinion that the late regulation is not in conformity with the enactment of the Supreme Parliament, they have an appeal to the King in Council which he shall be most happy to forward. January 14/1830

Sd/- W. Bentinck.

We are indebted to the India Gazette for an account of the reception given by Lord William Bentinck the Christian and native gentlemen who presented His Lordship the address of congratulation on the abolition of the Suttee. The deputation consisted of Babus Callynath Roy, Hurrehur Dutt, Ram Mohun Roy and others who having proceeded upstairs were received by His Lordship surrounded by his staff. Babu Ram Mohun Roy having intimated the purpose for which they had approached His Lordship, Babu Cally Nath Roy proceeded to read the address in Bengali after which the following translation of it into English was read by Hurrehur Dutt.

My Lord, with hearts filled with the deepest gratitude and impressed with the utmost reverence, we the undersigned natives of Calcutta and its vicinity, beg to be permitted to approach your Lordship to offer personally

our humble but warmest acknowledgements for the invaluable protection which your Lordship's Government has recently afforded to the lives of the Hindu female part of your subjects and for your humane and successful exertions in rescuing us for ever from the gross stigma hitherto attached to our character as wilful murderers of females and zealous promoters of the practice of suicide. Excessive zealousy of their female correction operating on the breast of Hindu Princes rendered those despots regardless of the common bonds of society and of their incumbent duty as protectors of the weaker sex in so much that with a view to prevent every possibility of their widows forming subsequent attachments, availed themselves of the arbitrary power and under the cloak of religion introduced the practice of burning widows alive under the first impressions of sorrow or despair, immediately after the demise of their husband. This system of female destruction being admirably suited to the selfish and servile disposition of the populace has been eagerly followed by them in defiance of the most sacred authorities, such as the Upanishads or the principal parts of the Vedas and Bhagvat Geeta as well as the commandment of Manu the first and the greatest of all the legislatures conveyed in the following words :—"Let a widow continue till death forgiving all injuries, performing austere duties avoiding every sensual pleasure &c. (Ch. V, 51. V. 8)." While in fact fulfilling the suggestion of their jealousy they pretended to justify this hideous practice by quoting some passages from authorities of evidently inferior weight, sanctioning the wilful ascent of a widow on the flaming pile of her husband, as if they were offering such female sacrifices in obedience to the dictates of the Shastras and not from the influence of jealousy. It is however very fortunate that the British Government under whose protection the lives of both males and females of India have been happily placed by Providence, has after diligent enquiry ascertained that even those inferior authorities permitting wilful ascent by a widow to the flaming pile, have been practically set aside, and that in gross violation of their language and spirit, the relatives of the widows have, in the burning of those infatuated females almost invariably to fasten them down to the pile and heap over them large quantity of wood and other materials adequate to the prevention of their escape - an outrage on humanity which has been frequently perpetrated under the indirect sanction of native officers undeservedly employed for the security of life and preservation of peace and tranquility. In many instances in which the vigilence of the Magistrate has deterred the native officers of Police from indulging their own inclination,

widows have either made their escape from the pile, after being partially burnt or retracted their resolution to burn when brought to the awful task, to the mortifying disappointment of the instigators, while in some instances the resolution to do has been retracted on pointing out to the widows the impropriety of their intended undertaking, and on promising them safety and maintenance during life, notwithstanding, the severe reproaches liable thereby to be heaped on them by their relatives and friends. In consideration of the circumstances so disgraceful in themselves and so compatiable with the principles of British Rule, Your Lordship in Council fully impressed with the duties required of you by justice and humanity, has deemed it incumbent on you for the honour of the British name to come to the resolution that the lives of your female Hindu subjects should be henceforth more efficiently protected that the henious sin of cruelty to females may no longer be committed and that the most ancient and purest system of Hindu religion should not any longer be set at naught by the Hindus themselves. The magistrates in consequence are, we understand, positively ordered to execute the resolution of Government by all possible means.

We are, My Lord, reluctantly restrained by the consideration of the nature of your exalted situation from indicating our inward feelings by presenting any valuable offering so commonly adopted on such occasions, but we should consider ourselves highly guilty of insincerity and ingratitude, if we remain negligently silent, when urgently called upon by our feelings and lasting obligation you have graciously conferred in the Hindu community at large. We, however, are at a loss to find language sufficiently indicative even of a small portion of the sentiments we are desirous of expressing on the occasion. We must therefore conclude this address with entreating that your Lordship will condescendingly accept our most grateful acknowledgments for this act of benevolence towards us and will pardon the silence of those who, though equally partaking of the blessing bestowed by your Lordship, have through ignorance or prejudice omitted to join us in this common cause.

Sd/- **Callinath Roy** and about 300
Native gentlemen.

REPLY.

It is very satisfactory to me to find, that accordingly to the opinions of so many respectable and intelligent Hindus the practice which has recently been prohibited, not only was not required by the rules of their religion but was at variance with those writings which they deem to be of the greatest force and authority. Nothing but a reluctance to inflict punishment for acts which might be conscientiously believed to be enjoined by religious precepts could have induced the British Government, at any time to permit within torritories under its protection, an usage so violently opposed to the best feelings of human nature. Those who present this address are right in supposing that every nation in the world except the Hindus themselves this part of their customs has always been made a reproach against them and nothing so strangely contrasted with the better features of their own national character so inconsistent with the affections which excite families, so destructive of the moral principles on which society is founded, has ever subsisted amongst a people in other respects so civilised. I trust that the reproach is removed for ever, and I feel a sincere pleasure in thanking that the Hindus will thereby be exalted in the estimation of mankind to an extent in some degree proportioned to the repugnance which was felt for the usage which has now ceased.

Calcutta, 16th January, 1830. (Sd./-) W. Bentinck.

When the native deputation had retired, the subscribers to the address of the Christian inhabitants of Calcutta approached His Lordship in a body, preceded by Mr. Gordon, who in bringing up the address said that His Lordship having been pleased to receive the warm thanks and congratulations of a very respectable and intelligent portion of the Hindu community whose opinions and feelings were more nearly and peculiarly interested in the late regulation, it was now his proud and heartfelt gratification to be the hearer of an address on the same occasion from another portion of the inhabitants, which with His Lordship's permission he would now proceed to read. This address was signed by 800 names more numerously, we believe, than any address ever before presented to a Governor General to which His Lordship replied :—

Gentlemen,—I thank you for this address. The decided concurrence of my much esteemed colleagues, the sentiments recorded by several of the ablest and most experience of those who had long and honourably been engaged

in the administration of affairs; the result of extensive enquiries addressed to many valuable servants of the company Civil and Military; and the facts and opinions gathered from other gentlemen European and native, excellently qualified to form a sound judgment on the subject, all combined to assure me of the propriety of the resolution which we unanimously adopted to prohibit the practice of Suttee. It is not the less satisfactory to receive this additional and powerful testimony in support of the views by which we are guided for the names annexed to the address afford ample evidence that the sentiments of expresses are alike consistent with an intimate knowledge of the habits and feelings of our native fellow subjects and with the most cordial and liberal desire to advance their prosperity. You do no more them justice to the Government, in supposing that its decision was influenced by motives free from every taint of tolerance. And I need not, I trust, assure you that the same warm interest in the welfare of the Hindu community which urged us to the adoption of the measures in question, will continue to animate our exertions in the prosecution and support of every measure and institution by which knowledge may be diffused, morals improved, the resources of country enlarged, the wealth and comfort of the people augmented, their rights secured, their condition raised or their happiness promoted.

January, 16, 1930. (Sd./-) W. C. Bentinck.

A meeting of several respectable Hindustani and Bengalee gentlemen was held on the 17th September at the College House. When the gentlemen were assembled Bhabani Charan Benerjee said that an answer had been received to the petition they had presented to the Governor General concerning the Suttee, to which the gentlemen present will be pleased to give ear. Babu Radha Canto Deb with the consent of all, read the same. From which it appeared that the Governor General will not rescind the regulation passed for the prevention of Suttees and should the petitioners wish to appeal to the King in Council His Lordship will with pleasure forward their petition. The gentlemen on hearing this said that they were desirous of appealing to the authorities in England. And that it be solicited of the Governor General to postpone operation of the regulation till an answer is received from England. Babu Radha Kissen Mitter

proposed that 12 gentlemen be chosen from among the assembly to form a committee. Upon which, the following gentlemen were elected, Babu Ram Gopal Mullick, Gopi Mohun Deb, Radha Canto Deb, Tarini Charan Mitter, Ram Comul Sen, Hurry Mohun Tagore, Kassinath Mullick, Moharajah Kali Kissen Bahadur, Ashu Tosh Sarcar, Gokool Nath Mullick, Bhyrobodar Mullick Nilmony Dey and Bhabani Charan Banerjee was chosen secretary. After which Bhabani Charan moved that a place should be prepared for the purpose of holding meeting and discussing religious points which was unanimously agreed to. It was observed further that although there are several native gentlemen in this city, who could individually in the cause of religion expend 20/25 or 30 thousand or even a lac or two lacs of rupees but it is not proper that one single person should bear the whole burden. Babu Radha Kissen Mitter then proposed that a subscription should be raised. And on a paper being circulated the following sums were immediately subscribed for. Here follow the names of several respectable and wealthy natives as also those of some Pundits. The sum subscribed amounts to Rs. 11,260/- being from 2500/- to 1 rupee from each individual. It was then questioned whether the book for subscription should be sent out to which it was answered that it should be sent to all persons of the Hindu religion and that subscription of even one single rupee should be received. On being questioned whether this money should be deposited it was agreed that Babu Byrobodar Mullick be appointed treasurer and that all money should be expended with the orders of the committee, the secretary to transact all business and with the consent of the committee to all meetings. It was stated that Babu Gookul Nath Mullick that those Hindus who do not follow the rites of Hindu religion should be excluded from the Hindu Society which met concurrence of all present. No names however were mentioned ; if there are any such persons we think their names shall be brought forward at any future meeting. Whatever further proceedings take place, we shall duly publish the same for the information of our readers. (Chandrika, 18th Janry, 1830.)

John Bull, February, 1830,

Dharma Subha—On the 16th Magh, a meeting of the Society was held at Cossipore at the house of Baboo Prannath Choudhury. At this

meeting, a few from Calcutta, a number of the most respectable inhabitants of Cossipore, Buranagur, Areeadaw, Dakkhinshur, Belghuria, Penhatee, Kamarhatee, and other villages, who had received invitations from Bhabanee Churn Banerjee, the secretary, were present. Having been made acquainted with the object of the the society they voluntarily put down donations in the list of doners. At this meeting, it was also determined that all those who having been born Hindoos, should oppose Suttees, should be expelled from all society.

Of the twelve members of the committee who had been invited to the meeting, Babu Ashu Tosh Dey, Babu Gockul Nath Mullick, Babu Baishnub Das Mullick, Babu Oomanund Tagore were present; the latter on behalf of Babu Hari Mohun Tagore. The secretary proposed that several other persons should be added to the Committee of twelve, and that he himself should be allowed an assistant adding that this would greatly promote the objects of the society upon which the committee directed him to name the individuals whom he had selected from among the donors. He then mentioned.

Maharaja Bunwaree Govind Bahadoor.
Baboo Cossinath Bondopadhaya.
,, Pran Nath Choudhuri
,, Sambhu Chander Mukhopadhaya.
,, Bhagavati Churn Gangopadhaya.
,, Ram Krishna Choudhuri.
,, Udoy Chand Dutta.
,, Ram Rutton Roy.
,, Nabo Krishna Singhee.
,, Oomanundan Tagore.
,, Shib Narain Ghosh.

These were immediately installed in the office of Governors of the Dhurma Sabha. Babu Ashu Tosh De proposed that Babu Krishna Jiban Bondopadhaya should be appointed Deputy Secretary, which was agreed to, it was also determined that whenever the secretery was unable from any cause to put his name to those papers which he was obliged to sign, the signature of the deputy secretary should be sufficient. He was also directed to transact all business committed to him by the secretary.

The Committee then proposed that letters should be written to the

members who had been just elected to inform them of it and that their reply should be sent in circulation.—(Chund) Calcutta 1st February, 1830. A translation * * * * of a decision of the legal points declaring the practice of the Suttee lawful and expedient, the 29th December, 1829 :—

"That woman who on the death of her husband, ascends the same burning pile with him is exalted to heaven, as equal in virtue to Arundhati. She who follows her husband to another world, shall dwell in a region of joy for so many years as there are hairs on the human body or thirty-five millions. As a serpent catcher forcibly draws a snake from his hole, she draws her lord from a region of torment. She enjoys delights together with him. The woman who follows her husband to the pile, expiated the sin of three generations, or the paternal or maternal side of that family, to which she was given while a virgin. There having the best of husbands, herself best of women, enjoying the best delights, she partakes of bliss with her husband in a celestial abode during 14 ensuing Indra's reign. Even though the man had slain a priest or return evil for good or killed an intimate friend, the woman expiates those crimes : this has been declared by Angira. No other imperious duty is known for virtuous women at anytime after the death of their lords except casting themselves into the same fire." These texts of Angira are quoted in the Soodi Tutwa. The text of Vishnoo is cited in the same work : "after the death of her husband a wife must practise austerities or ascend the pile after him." The text of Manoo is laid down in the Nirnaya Sindhu "A wife (after the death of her husband) may either practise austerities, or commit herself to the flame." "On the death of her husband, if by chance, a woman is unable to perform concremation nevertheless she should preserve that virtue required of widows. If she can not preserve that virtue, she must descend to hell. On the breach of such virtue there is no doubt, but that her husband descends from the celestial abode as well as her father, mother, brother and other relations." These two texts of Cashi Khund. The following text is cited in the Narayan Sindhu. "In Kali or present age there is no other course for widows than dying with or after their husbands." "Ascending of women to the funeral pile, is the object of removing all the sins of their own and their husbands, is the means of freeing from the region of torment and it gives many heavenly fruitions and also the final beatitude." This is a text of Grehyacarica cited in the above mentioned work. According to the doctrines of several sages quoted by many law ex-

pounders of several schools it is admitted that after the death of her husband a wife must ascend to the funeral pile, if she be unable to do so, she must lead an ascetic life.

Some blasphemous persons whose minds are infected with atheism, misinterpret the meaning of the texts of several intelligent sages, through their incompetency to understand the genuine construction of the law. Thus in the preceding text of Vishnu asceticism being mentioned first in order (they say) is the principal injuntion, therefore it is incumbent on the widows to live as an ascetic, if she be unable to do so, then she will commit herself to the flame. Moreover (they say that) austerities gradually purify the mind, for by succession it is the only cause for final beatitude which constitutes the object of the most excellent spirit, therefore it is more preferable to concremation which gives a temporary and small degree of heavenly fruitions and it is incumbent on the women after the death of their husbands to practise it (asceticism.) And also (they say that) the law of Manu is more prevalent than other Smrities for it is immediately originated from Sruti and consequently his law must be followed. Moreover the term asceticism being mentioned in the text of Manu ("A widow desiring to follow the excellent duties of the chaste women will live in the state of forbearance, restraint and asceticism, until her death") and in that of Vishnu ("after the death of her husband, a wife must practise austerities or commit herself to the flame") as well as in the other Smrities it (asceticism) must be practised. These three arguments are refuted after one another. Thus, the first mentioned argument is inadmissable because upon examining the meaning of the text of Cashi Khunda ("if a woman is unable to perform concremation &c.) it is observed that the order of the meaning has preference over that of reading mentioned in the text Vishnu and concremation is preferable to asceticism for its being admitted in the first instance and it is understood from the doctrines of several laws that concremation expiates all the sins of the woman guilty of several crimes (who performs it) and that of her husband frees three families or her father's, mother's, husband's from hell and bestows the final beatitude after a long enjoyment of the heavenly fruitions.

It appears from the Shastra that the first thing which the widow ought to do is to ascend the flaming pile. Although it is understood by law that in the event of the nonperformance of such concremation by any sudden occurance asceticism which is a secondary injunction and not very excellent

it is to be practised yet it is inexpedient for a woman who is capable to perform concremation to practise it, as there exists a great fear of her own and her husband as well as her father, mother, brothers and other relations descending to hell and suffering its torments in case of the breach of those virtues mentioned in the Kashi Khunda

The second argument is in-admissable also for although asceticism from its purifying the mind &c. is a gradual step for final beatitude yet it appears in law that it is inexpedient for a woman (who is capale to perform) concremation which can be done by a short time suffering and which after the enjoyment of many heavenly blessings bestows final beatitude to practise it which being subject to hate for labouring under austerities for a long time. The third argument likewise inadmissable because there is no contrariety of the doctrines of Manu regarding concremation it is inferred from the meaning of the above mentioned text of Cashi Khund that it (concremation) must be performed and the last injunction asceticism is Camya or an optional act as appeared in the before mentioned text of Manoo which ends with "a widow desiring to follow the excellent duties &c." hence it is inexpedient for a widow to practise austerities who is capable to perform the first injunction concremation.

It should not be doubted that concremation being not mentioned in the institutes of Manu, is inconsistant to the law promulgated by him. If it be supposed then there would arise a dispute regarding the celebration of many Nitya or perpetual, Naimatica or periodical and Camya or optional acts which are not ordained by Manoo such as Doorga Poojah, Dolajatra, Shyama Puja, and other religious observances, the nonperformence of which is sinful. If it is allowed the Pandits of different schools who follow the tenets of the Vedas, Pooranas, and other Shastras, having doubted that the genuineness of those books which enjoin the above ceremonies may recede from the celebration of those acts and thereby the laws would be useless. No person of this country except the Yabana or barbarous race and Nastika or atheists does declare the inertility of the Vedas. Pooranas and other laws for by which doing the doctrines of haretick are to be supposed as prevalant authorities. Although Suhagaman or dying with husband, Doorga Pujah and other religious ceremoies which are ordained in the other Srities, are not mentioned in the institutes of Manoo, yet those acts are not to be considered as repugment to this laws for they are not prohibited by him. The term "contrariety to self opinion," signifies prohibition therefore there is no contrariety of the doctrines of Manu regarding concremation.

ক্রোড়পত্র "খ"

"On Tuesday last, the 4th of May, being the anniversary of the fall of Seringapatam, the same was observed at the Presidency in the usual manner. In the morning a breakfast was given by His Excellency the Governor General, to above seven hundred of the principal ladies and gentlemen of the settlement. On this occasion, the great apartments of the new Government House were opened for the first time. The Union Flag was hoisted at Fort William, and at one o'clock in the afternoon a royal salute was fired from the ramparts in commemoration of the storming of the Fort Seringapatam. In the evening His Excellency the Most Noble the Governor General dined at the College of Fort William, where he was met by the Honourable the Chief Justice, the Members of the Supreme Council, the Judges of the Supreme Court, the Provost, vice provost and students, and by all principal Civil and Military officers at the Presidency. On this day the Governor General wore for the first time the star and jewels of Tippoo Sultaun, originally tendered to His Excellency by the gallant Army which achieved the conquest of Mysore; and recently presented to him by the Honourable the Court of Directors." Selections from Calcutta Gazettes, the 6th May, 1802.

Ibid 153, 1804.

"On Friday last the 9th instant an entertainment was given at the Government House in honour of the peace concluded with the Confederate Marhatta Chieftains, Doulat Rao Scindhia and the Rajah of Berar. The entertainment consisted of a Ball and Supper, and of an illumination extending near 4,000 yards. The illumination commenced at Chandpaul Ghaut, extended round the enclosure of the Government House in festoons of light, and passing along the New Street to the northward of the Government House, was continued to Tank Square, where it terminated with a grand triumphal arch, corresponding with the Gateways of the Government House, and crowned with a Star, in the centre of which was a transparency in Persian characters of the word 'Mussullah or Peace" inscribed with a wreath of olive. On the friezes and architraves of triumphal arch were written the

following inscriptions in Persian characters "General Lake, Laswaree, Agra, Delhi, Battle of Delhi, Bundelcund, Gwalior, Ally Ghur" and a Persian inscription alluding to the "Happy deliverance of the Emperor Shah Aulum." The whole of the triumphal arch was ornamented with upwards of 3 000 glass lamps of variegated colours. On the south front of the Government House, and opposite to the Northern Arch already described, was erected another triumphal arch of the same form, and ornamented in the same manner as the Northern Arch, but bearing the following inscriptions in the Persian character : "General Wellesley, Gawilghur, Boorhanpore, Asseerghur, Assaye, Argaum, Peace with Dowlut Rao Scindhia, and Peace with the Rajah of Berar." To the eastward and westward of this arch within two triangles of light were two columns (crowned with stars similar to those on the triumphal arches), eighty-five feet in height, the pedestal, shaft, and capital of each of which were ornamented with near 3,000 variegated lamps, and produced a most splendid appearance. The effect of this brance of the illumination was most magnificent, and was the most admired. The four Gateways of the Government House were also illuminated in a brilliant manner, and had the following inscriptions in variegated lamps, and in English characters :—

South-east Gateway. "General Lake, Ally Ghur, Coel, Delhi, Agra, Laswaree. South-west Gateway. 'General Wellesley, Assays, Argaum, Ahmednaggur, Gawilghur North-east Gateway—Basseon, Deigaum, Powanghur, Gwalior, Asseerghur and Deogaum. North-west Gateway. 'Cuttack, Baroach, Hyderabad, Poonah, Surjee Anjengaum, Boorhampore."

Over the Iron Gateway at the north entrance, an Arch was thrown (thirty-two feet high), with triple rows of lights, and at the east and west angles of enclosure to the northward, were placed pyramids of lights, thirty feet in height. The northen steps were illuminated on this occasion with coloured lamps, and on the blocks at the foot of the steps were the words "Peace" in English characters. All these principal objects both within and without the enclosure of the Government House, were connected by triple rows of light in the form of festoons, exhibiting together with the Gateways, Arches, Columns, and Pyramids, upwards of 150,000 lights. The whole of this extensive illumimation was completed by 9 o'clock. The night being clear and favourable, the effect of the illumination was extremely brilliant. Great credit is due to Mr. Duckett, for the manner in which the illumination was carried in to execution. Several houses in the vicinity of the Government House were illuminated at an early hour of the night, and added greatly to

the splendour of the scene. The company consisting of upwards of 700 persons, began to assemble at the Government House at 9 o'clock. The Nawab Delawur Jung and his sons, the Vakeel of His Highness the Soubahdar of the Deccan, and all the principal Natives, attended to offer their congratulations on the occasion: Seats were prepared at the north end of the Ball Room for the Governor General, His Excellency the Governor of Serampore, the Chief Justice, the Judges of the Supreme Court and the Members of Council.

At ten o'clock the Governor General entered the South Room, and received the compliments of the Nawab Delawur Jung, and of the Vakeel of the Soubahdar of the Deccan, after which the Governor General held a Durbar for the Native Vakeels and inhabitants. As soon as the Durbar was finished, the Governor General took his seat in the Ball Room: the dances immediately commenced, and continued until twelve o'clock, when the company proceeded to the Supper Tables on the marble floor, which were decorated with a variety of ornaments, suited to the various events commemorated on the occasion. The decorations consisted of festoons of light flowers, crowned with small circular medallions, containing the dates of the principal events of the late war. The ornaments which attracted particular attention were—

1st. Two columns of Victory with statues, holding a crown of laurel and a palm branch in their hands. The sides of the Pedestals were ornamented with trophies of war. On the base of one of the columns were inscribed the names of "Cornwallis, Medows, Stuart, and Harris"; on the other, the names of "Generals Lake, Stuart, Wellesley, and Campbell." The columns were intended to commemorate the events of the wars, which preceded the downfall of the house of Hyder Ally, and of the late campaign against the Marhatta Chieftains. The successive events (commencing with the operations of war conducted against Tippoo Sultaun by Lord Cornwallis until the conquest of Seringapatam on the 4th May, 1799) were inscribed on the shaft of one of the columns in Medallions suspended from branches of laurel. The shaft of the other column contained all the events of the late Campaigns in Hindustan and the Deccan, from the capture of Ahmednuggur and the affair at Coel, until the Peace of Surje Anjengaum.

2nd. A triumphal Arch in honour of General Lake on the top of which was a trophy of war, with two Medallions, containing the

portrait of that illustrious officer: on each side of the arch, were figures of Fame, and in niches below were four Statues of Fortitude, Wisdom, Prudence, and Valour. The Entablature and Pedestals of the columns of the arch were ornamented with suitable trophies.

3rd. A circular Temple of the Corinthian order dedicated to Concord. In the portico between the four entrances to the Temple were niches containing the statues of Europe, Asia, Africa, and America. The frieze of the Entablature was ornamented with cornucopias and caduceus bound together, and on the base of the Dome were two Basso Relievos, one representing 'Peace presenting Asia to Britannia, and Time hovering over, crowning them with the Emblem of Perpetuity." The other Basso Relievo was "the Genii of India, pouring the Treasures of the east into the Lap of Britannia"; between each Basso Relievo was inscribed the words "Concordioe S." The base of the Temple was ornamented with festoons of fruits and flowers.

4th. A Temple of the Corinthian Order, dedicated to Fame and having four Porticos, the friezes of the pediments of which were ornamented with shields, surrounded with oak leaves and trophies of war; on two of the pediments were inscribed the names of "Generals Lake and Wellesley," over which were Crowns of Victory: the remaining pediments contained the words "Delhi and Poona" over which were placed regal Crowns. On the frieze of the entablature were inscribed "Hindostan," 'Deccan," "Deliverance of the Emperor Shah Aulum, 16th September, 1803," and the "Restoration of the Peishwa to the Musnud of Poonah, 13th May, 1803." The principal events of the war were inscribed on the remainder of the frieze of the Temple. Trophies of war were erected at the four corners of the base of the Dome. Under the Trophies were Basso Relievos of the different crowns of Merit surrounded with laurel, and on the top of the Dome was a Statue of Fame. During Supper the Governor General's Band played Martial Airs.

As soon as supper was concluded, the company returned to the Ball Room, when the Dances recommenced, and continued until two o'clock in the morning, at which hour Governor General retired. During the early part of the night, there was an immense crowd of people to view the illumination. Every precaution was taken to prevent confusion and to preserve order; and owing to the regulations adopted by the Magistrates, no accident happened in this prodigious concourse of people.

Bengal Harkara, Vol. 48, No. 301, Wednesday, December 28th, 1825 :—

The Right Hon'ble the Governor General held a Darbar at the Governor House on Saturday the 24th instant. A Detachment of H. M. 31st Regiment, with the Governor General's Band attended on the occasion. His Lordship entered the State apartments at 10 o'clock accompanid by his Staff, when the several Vakeels of Foreign States, and Native Gentlemen in attendance were presented successively by the Persian Secretary, Mr. Stirling. Khelats were conferred as follows, viz.

Mohummed Saeed Khan, son of Gaulam Mohummud Khan deceased, on the occasion of his first introduction A Khelat of 7 pieces. Jeegah and Sirpeich. Pearl Nacklace. Sword and Shield.

Baboo Badynath Raee, son of the late Maharajah Sookmoy, on the occasion of his receiving the Title of Raja and Bahadoor. Koonwur, Rajnarain Roy, son of the late Maharaja Ramchunder Raee a Khelat of condolence on the death of his father. A Khelat of 6 pieces. Jeegah and Sirpeich. Pearl Necklace.

Sheikh Abdoollah, Agent of the Pasha of Egypt on the occasion of his presenting a letter and presents to the Governor General from His Highness Mohummud Ali Pacha. A Khelat of 6 pieces. Jeegha and Sirpeich.

Omarkanth Opadhia, Vakeel of the Rajah of Neipaul. A Khelaat of congratulation on the occasion of the Maharaja's Marriage

A Khelat of 7 pieces. 1 Pearl Necklace. Jeegah and Sirpeich.

Roop laul Mullick, son of Gour Mullick, eldest brother of Nemoo Mullick deceased, on the occasion of his presentation. A khelat of 6 pieces. 1 Jeegah and Sirpeich.

Kashoo Lochun, Vakeel of Nuwab of Dacca, on his appointment. A Khelat of 6 pieces. 1 Jeegha and Sirpeich.

Baboo Gooroopershad Bhose, on his presentation. A Khelaat of 5 pieces. 1 Jeegah and Sirpeich.

Hooseyn, Captain Commander of the Ship belonging to the Pasha of Egypt, on his presentation. 1 Neemasteen, 1 Pair of Shawls, 1 Goshwarrah, 1 Turband.

Moorleydhur Tewarry, Deputy of the Vakeel of the Rajah of Nepaul, occasion the same as above. 1 Neemasteen, 1 Pair of Shawls, 1 Goshwarah.

Moulvee Futteh Ali, fourth preceptor of Mudrissa on the same occasion

as above. Moonshee Seraujodd Deen Amed, Vakeel of Maharaja Mitterjeet Sing, on his appointment.

1 Pair of Shawls, 1 Goshwara.

At this Durbar a gold medal was presented to Raja Budynath Rayee, by the Right Hon'ble the Governor General, in testimony of the sense which Government entertains of the public spirit liberality, and philanthropy displayed by him in his munificent subscriptions for the support of various benevolent and charitable institutions at the Presidency. We understand that the Rajah has lately appropriated one Lac of Rupees to the above purposes, of which Sa. Rs 50,000 have been placed at the disposal of the the General Committee of Public Instruction; and 30,000 at that of the Governors of the Native Hospital—Gov. Gaz.

The Bengal Harkara. 23rd May, 1826.

Raja Shib Chander Raee and Raja Nursing Chander Raee.

A Durber wae held by the Right Hon'ble Governor General on Friday morning last at 7 o'clock on this occasion the following Honorary Dresses were distributed: Moulvi Mahamed Khullil-ood-Deen Khan on the occasion of his appointment as Vakil of His Majesty the King of Oudh—A Khelat of 7 pieces, a Jigah and Sirpech, a Pearl necklace, a Fringed Palki.

RAJA SHIB CHANDER RAEE on the occasion of his receiving the the title of Raja and Bahadur: A Khelat of 7 pieces, a Jigah and Sirpech, a Pearl necklace, A Sword and Shield and likewise to RAJA NURSING CHANDER RAEE same as the foregoing.

Roy Giridhari Lall on the occasion of his marriage of his Highness the Nawab Nazim. A Khelat of 6 pieces, a Jeegah, a Sirpech.

Mirza Mohamed Kaumil Khan on the same occasion as the preceding. The same as the preceding

Kripa Ram Pandit on his appointment as Vakil of the Nawab Fyze Mohamed Khan—a pair of Shawls, a Goshwara, a Nimastin and Sirpech.

Deby Prosad Tewari on his first introduction—a pair of shawls.

ক্রোড়পত্র "ঙ"

রামলীলা :—বাঙ্গালীর পর্ব্ব নয়, কিছুকাল পূর্ব্বে বারাকপুরের সেপাইরা এই রামলীলা সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করে। উহা তাহারা আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া করিত। শেষে সেই দেখাদেখি বড়বাজারের ব্যবসায়ী খোট্টারা উহা আরম্ভ করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা বৎসর বৎসর হইতে থাকে, উহা রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে হইত। একাধিকক্রমে বার বৎসর কাল সেইখানে হয়, শেষে উক্ত রাজার মৃত্যুর পর ঐ বাগান ভাগ হইয়া গেলে ও রাজা নরসিংহের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার বড় সখের ফুল বাগান তাঁহার পুত্রের হাতে পড়িতে না পড়িতে উহার শোভা সৌন্দর্য্য শেষ হয়। সেই বাগানের ফুল ও ফল কলিকাতার আদরের জিনিষ ছিল, কোম্পানির বাগান উহার কাছে হার মানিত। উহার বিবরণ হুতোমের নক্সায় এইরূপ আছে :—"বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অযরান করে ফেল্লেন! যে প্রকারে হোক্ টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সুতরাং ঘরে বাইরে বানর নাচতে লাগলো। সহরে শোরাত উঠলো এবার বৈদ্যনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে 'রামলীলা' কিন্তু এবার গাড়ী ঘোড়ার টিকিট। রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে রামলীলায় সময় টিকিট বিক্রি করা পদ্ধতি ছিল না। রাজা বাহাদুর ও অপর বড় মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন, তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দু তিন বৎসর হলো দেহ ত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরেরা বাগানখানি ভাগ করে নিলেন মধ্যে দেইজি পাঁচিল পড়্‌লো; সুতরাং অন্য বড় মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দেখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়। বল্‌তে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং তামাসায় অপব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট স্বত্তেও রামলীলার বাগান গাড়ি ঘোড়া ও জনতায় পরিপূর্ণ; লোকের বেজায় ভীড়! রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দু সারি দোকান বসেছে; মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচ্চে—গোলাবি খিলি, খেল্‌না, চানাচুর ও চীনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠছে; ইয়ারের দল খাতায় খাতায় প্যারেড্ করে বেড়াচ্চে; রাঁড়, খোট্টা, বাজে লোক ও বেশের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চারদিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক্ গাড়ীর সার; কোন গাড়ীর ওপর অ্যাকজন সৌখীন ইয়ার দু চার দোস্ত ও দুই একটি মেয়ে মানুষ নিয়ে মজা কচ্চেন। কোন খানির ভেতোরে চিনে কোট ও চুলের চেনওলা চার জন ইয়ার ও একটি মেয়ে মানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিল ইয়ার, টেকো অ্যাঠা স্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবি খিলি ও চরসে মজা লুট্‌চে। কতকগুলি গাড়ী নিছক খোট্টা, মারওয়ারি ও মেড়ুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোসাকি বাবুতে পূর্ণ। আমাদের হুজুর এই সকল দেখতে দেখতে থমুমল বাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌছিলেন—সেথায় বেজায় ভীড়! দশ বারজন চৌকিদার অনবরত সপাসপ্ করে বেত মাচ্চে; দশ জন সার্জ্জন সবলে ঠেলে রয়েছে; তথাপি রাখতে পাচ্চে না; থেকে থেকে "রাজা রামচন্দ্রজীকি জয়" বলে পোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌চে। সকলেরই ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে; কিন্তু কার

সাধ্য সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়। হুজুর অনেক কষ্টে সৃষ্টে ব্যাড়ার ধার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশ্‌লেন। রণক্ষেত্রের অন্যদিকে লঙ্কা! মনে করুন, সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ীর দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্চে। সাজা বানরেরা লাফাচ্চে ও গাছ পাথরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি কচ্চে—বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখে যারপর নাই পরিতুষ্ট হয়ে ব্যাড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবুও দু চার সবস্‌ক্রাইবর বড় মানুষের ছেলেদের ব্যাড়াতে দেখে ম্যানেজার বাবু তাঁর অ্যাসিষ্টেণ্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে পানের দোনা উপহার দিয়ে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দু চার কাণ্ডের সঙের তরজমা করে বোঝাতে লাগলেন, কত গাড়ি ও আন্দাজ কত লোক এসেচে; তার অ্যাকটা মনগড়া হিসেব করে দিলেন ও প্রত্যেক বানর, ভালুক ও রাক্ষসের সাজগোজের প্রশংসা কত্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে "এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসি নেহি হুয়া থা" প্রভৃতি কম্প্লিমেণ্ট দিয়ে ম্যানেজরদের আপ্যায়িত কত্তে লাগলেন। এদিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো, ক্রমে চার পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজী পুড়ে সেদিন রামলীলা বরখাস্ত হলো। রামলক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো।"

স্নানযাত্রা :—মাহেশে স্নানযাত্রা ও রথে বড়ই ধুম। কলিকাতা হইতে অনেকে ভাউলে পান্‌সি করিয়া সাজিয়া আমোদ করিতে যাইত। কলিকাতায় রথ মাড়েদের বাড়ীতে ও চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ঠাকুর বাড়ীতে ও বড়বাজারে কিষণদয়াল ধরের বড় ধুমধামে বাগুায় গান নৃত্যাদির সহিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। জোড়াবাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের রথযাত্রার বিবরণ চন্দ্রিকায় যাহা আছে উহা সংক্ষেপে দেওয়া হইল:—শিবনারায়ণ ঘোষ তাঁহার মাতাকে দিয়া এক রথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তদুপলক্ষে নবদ্বীপের অধ্যাপক ও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিদায় করেন। উহার সর্ব্বোচ্চ বিদায় নগদ ৮৲ টাকা ও এক ঘড়া। সমারোহ সুসম্পন্ন হইয়াছে, রথে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ২৬এ জুলাই ১৮৩৪। ১২ই শ্রাবণ সন ১২৪১ সাল। হুতোমের নকসায় মাতালের মুখে রথের বর্ণনার গান:—

"কেমন রথ এলি? সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরালি!
তোর সাম্‌নে দুটো কেটো ঘোড়া, চুড়োর উপর মুকপোড়া
চাঁদ চমরে ঘণ্ট নাড়া মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা, লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা, বেহদ্দ ছেনালি!"

স্নানযাত্রায় গঙ্গায় বড় বড় সৌখিন বাবুরা ভাউলে পানসিতে দাঁড়ি মাঝিগণকে সাজাইয়া বাজনা বাজাইয়া বাজি রাখিয়া বাজ খেলাইত। কলিকাতা হইতে অনেক লোক বজরা ঝাড় লণ্ঠনে সাজাইয়া বাইজী খেমটার নাচ গান খাওয়া দাওয়া করিতে করিতে পালে পালে মাহেশের দিকে যাইত। মাহেশে স্নানযাত্রা ও রথে বাঙ্গালার লোকে লোকারণ্য হইত, তবে কলিকাতার যাত্রীই অধিক। তখন লোকের মনের ভাব সম্বন্ধে হুতোম গানে প্রকাশ করেছেন:—

"হেসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে, কে কবে, যাবে শিঙে ফুঁকে"।

বারোয়ারি পূজা :—স্নানযাত্রা ও রথের মত পূর্ব্বে শান্তিপুর, উলো, গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া ও চুঁচুড়ায় বারোয়ারি পূজার বড়ই ধুম ছিল। হুতোম বলেন যে, শান্তিপুরের বারোয়ারিতে পাঁচ লক্ষ

টাকা খরচ, সাত বৎসর ধরে তার হুজুগ চলে। প্রতিমা "ষাট হাত উঁচু, বিসর্জ্জনের সময় কেটে কেটে প্রতিষ্ঠ করিতে হয়। কলিকাতার বাবুরা চুঁচুড়ার বারোয়ারিতে "তাতালোয়ার বোম্বাচাক" সঙ আদি দেখিতে বোট, বজরা, ভাউলে চেপে যাইত। বারোয়ারি লইয়া টকরাটকরিতে বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় হইত। উহা শেষে কলিকাতায় আরম্ভ হয়। যোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁর গদীতে উহার জন্য বড় ধুমধাম হইত। তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার ধনী ও ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে বারোয়ারী বৃত্তি লইয়া পূজা করিতেন। জেলেটোলার সঙ, জীবন্ত ছিল, বারোয়ারীতে মাটির সঙ করিয়া পৌরাণিক ও তৎকালীন সামাজিক ঘটনাদি লইয়া আমোদ করিত। গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ ও শ্রীধরাদি কথকেরা উপস্থিত স্ত্রীপুরুষের মনোরঞ্জনার্থ শাস্ত্রকথা, গান ও উপকথা দৃষ্টান্তস্বরূপ দিয়া কহিত। উহাতে দূরদেশ হইতে লোক আসিত। সেই জন্য এক প্রশস্ত স্থানে ঐ পূজা আটচালা বাঁধিয়া করা হইত। ব্রাহ্মণ ভোজন, বিদায় ও কাঙ্গালী ভোজন হইত। যাত্রা, কীর্ত্তন, পাঁচালী আদি সমস্তই ঐ উৎসবে করা হইত।

কলিকাতায় রামা মুদ্দফরাস কাশিমিত্রের ঘাটে শ্মশানেশ্বর শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া গাজনে মহা ধুম-ধাম করিত। কলিকাতার উচ্চ নীচ সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থের সদ্ব্যবহার করিত। কিসে সাধারণকে আনন্দ-দান করিবে এই চেষ্টা সেকালের ধর্ম্ম কর্ম্ম আনন্দোৎসবে যেন মূর্ত্তিমান ছিল।

ক্রোড়পত্র "চ"

কলিকাতার নাটকাভিনয় সঙ্গীত

কলিকাতায় ভিখারি, ফিরিওয়ালা সকলেই গানের সুরে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করে। রামপ্রসাদ সেনের গান, নাহয়, হরি সংকীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা করে। ফিরিওয়ালারা রকমারি সুরে ফিরি করিয়া জিনিষ বিক্রি করে। কারিকরেরাও সেইরূপ চীৎকার করে। "চানাচুর খুবনিদানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবেনা" "রুটি, বিস্কুট, নানখাটাই, মণ্ডা, মিঠাই চাই, দই চাই" "শিশি বোতল বিক্রি, নেকড়াকানি বিক্রি। ধামা বাঁধবে গো, চুড়ী নিবি গো, ঘটিবাটি সারাবে গো। চং চং চং লোটা পিলসুজ থালা, কুয়োর ঘটিতোলা, চাই মুড়কি ডাল" ইত্যাদি। রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর হরিমোহন রায় যাত্রার দলের অধিকারি হইয়াছিলেন। বেশ্যা মদে অর্থনাশ করে রাজা গোলকেন্দ্র, ভরতদাস উড়ে, ষণ্টে নাপিত প্রভৃতি অনেকেই পথের ভিখারী হইয়াছিল; আর স্বর্ণ, বসন্ত, ইলাহিজান, বাকরজান অর্থের উপার্জ্জনে নানা বিলাসাদি করিয়া নাম জাহির করিয়াছিল। থিয়েটার যাত্রাদি করিয়া কলিকাতার কেহ ধনোপার্জ্জন করিতে পারে নাই। মতিলাল ও নীলকণ্ঠ যাত্রার দল করিয়া বাঙ্গালাদেশের নরনারীর নিকট যেরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা সেরূপ হন নাই। সেইখানেই বাঙ্গালা ও বাঙ্গালির বিশেষত্ব। উভয়েই ব্রাহ্মণ সন্তান, পাড়াগাঁয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি, ঘটনাস্রোতে যাত্রার দলের অধিকারি হইয়া কৃতিত্ব লাভ করেন। মতিলালের বক্তৃতা ও নীলকণ্ঠের ভক্তি ভাবপূর্ণ সঙ্গীত সকলের মনকে আকৃষ্ট করিত। ঐরূপ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ও দত্ত দুইজনে কবির দলে কবিতা রচনা করিয়া তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী আণ্টুনি ফিরিঙ্গি ও রাম-সুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির দলে স্থায়ী বাঁধনদার ছিলেন। ঠাকুরদাস দত্ত গান বাঁধিয়া দিতেন শেষে নিজে পাঁচালী রচনা করেন। বাঙ্গালীরা যে কেবল বাঙ্গালা দেশেই তাহাদের যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছিল

তাহা নয়। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা ‘পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জয়পুরের রাজসভায় করেন ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী টীকা ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের ঐরূপ টীকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে বাঙ্গালীর দ্বারা সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা যেন একরকম শেষ হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের কথকতাতেই সঙ্গীতালাপ দ্বারা শ্রোতৃগণের মন আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে। কলিকাতায় কবির লড়াই সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা আছে “নিতেভবানির লড়াই”। নিতাই দাস বৈরাগী ও ভবানি বেণে এই দুই জনের কবির দল ছিল, উহাদের লড়াই কলিকাতায় হইলে উহা শুনিবার জন্য দুই দিন দূরের পথের লোক আসিত। ইহাদের দুই দলের গোঁড়ারা হার-জিত লইয়া পরস্পর হাতাহাতি মারামারি করিত। এখন যেমন ঘোড় দৌড়ের খেলায় লোকে বাজি লাগায় তখন তেমনি কলিকাতায় দুই কবি-দলের বাজি রাখা হইত। নিতাই দাসের যেমন মধুর কণ্ঠ তেমনি তাহার হাতে আড়ি ও তেহাই পরম সুন্দর ছিল। উহার সখী সংবাদের গানগুলি এখনও লোকে গায় :—

> “বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে, শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ?
> নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে ?
> বৃক্ষ ডালে বসি পক্ষী অগণিত জড়বৎ কি কারণে ?
> যমুনার জলে বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনা পবনে !
> একি একি সখি, একি গো নিরখি দেখি সব গোধনে !
> তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন ক্ষীন চেতনে !
> আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিল কুঞ্জবনে।
> কুললাজ ভয় হরিল তাহাতে, মরিতেছি গুরু গঞ্জনে।”

কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যাপতি ওয়াজিদ আলি সা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গুণী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক ওস্তাদ ছিল ও তিনি কলিকাতার গান বাজনার গুণী ওস্তাদ ও বাইজীর প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহারই দৌলতে কলিকাতার মেছুয়াবাজার, চিৎপুর রোডে বাইজীরা বাস করিতে আরম্ভ করে। তিনি নিজে কবি ও গান বাঁধিতেন। “নিমকহারামে মুলক ডুবায়ে হজরত লক্ষনকো” তাঁহার বাঁধা গান সেকালে কলিকাতায় অতি সাদরের সহিত গীত হইত। আর একটি অতি রহস্যজনক গান ছিল : “সক্করকন্দকো কিলা বনায়ে লড়ে ফিরিঙ্গি রাজা” অর্থাৎ মিষ্ট আলুর টুকরা দিয়া ফিরিঙ্গি রাজা তাহাদের কেল্লা প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধাদি করিয়া থাকে। তাঁহার পুত্র প্রিন্স সার জাহানকাদির ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত সখ্যতা করিয়া ব্যবস্থাপক সভাদির সভ্য ও উপাধি লাভ করেন। তিনিও সঙ্গীত এবং নাচ গান ভালবাসিতেন। মফঃস্বলের জমিদারগণও কলিকাতায় আসিয়া গান বাজনা শিক্ষা করিতেন। গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহম্মদ খাঁর নিকট সুরবাহার, ছমি খাঁ ও ছোটে খাঁর নিকট গান শিক্ষা করেন। ছোটে খাঁ যেমন পাখোয়াজি তেমনি গান গাহিতে দক্ষ। সেইই শ্রীজান প্রসিদ্ধ গান-ভাও-দেখান বাইজীর স্বামী ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজে, সাধারণ ও নববিধান মন্দিরে সঙ্গীতাদির সহিত উপাসনা সমাধা হইত। নববিধানে সংকীর্ত্তন, সাধারণে বালিকারা ব্রহ্মসঙ্গীত গান ও আদিতে বিখ্যাত ওস্তাদেরা ধ্রুপদাদি আলাপ ঈশ্বরের নামের সহিত করিত। কলিকাতার হিন্দু মন্দিরে উপাসনার জন্য সংকীর্ত্তনাদি নাম ও গান। কলিকাতার অষ্ট প্রহর ও নগর সংকীর্ত্তন বৈষ্ণবদের শ্রীশ্রীকার্ত্তিকের

উপায় এবং কালীকীর্ত্তন প্রভৃতি দেবালয়ে সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইত। স্ত্রী পুরুষ বাউলেরা একতারা লইয়া রঙ বেরঙের নেকড়ার জোব্বা পরিয়া গান গাইয়া ভিক্ষা করিত। আউল বাউল সাঁই দরবেশ প্রভৃতির অভাব কলিকাতায় ছিল না। গঙ্গার বন্দনা, জেলেটোলার সঙ, কলিকাতার রাস্তায় সমারোহে গান হয়। রাত্রে কাঠন হাতে মুস্কিল আসান গান গাহিয়া সুন্দর স্বরে পথের শোভা বর্দ্ধন করিত। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় সাহেবধনী নামক একজন উদাসীন প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। ঘোষপাড়ায় দোলের সময় ও অগ্রদ্বীপে চৈত্রমাসে উহাদের মেলা হয়। কলিকাতায় উহাদের দল আছে, কর্ত্তাকে মশায় বলে। উহারা সতীমার স্থান ডালিমতলায় মাটি লইয়া বৃহস্পতিবার বা শুক্রবারে আসন পূজা করে। প্রসিদ্ধ গণিত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর যে ঐ সম্প্রদায়ের মশায় ছিলেন। সেকালের বিবাহাদির মজলিসে নাচ গান ও শ্রাদ্ধাদিতে সংকীর্ত্তনাদি গান হইত। মজলিস জমকাইয়া কলিকাতার ধনী গুণিগণ উপস্থিত হইতেন। সেকালের কবিওয়ালা ও সঙ্গীতওয়ালা পেশাদার ব্যক্তিগণের আত্ম-সম্মান জ্ঞান ও গুরুভক্তি ছিল। হরু ঠাকুর আপনার আত্মসম্মান রক্ষা করায় মহারাজা নবকৃষ্ণ অসন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে কবির দল হইতে ছাড়াইয়া উহাদের শ্রেষ্ঠত্বাদি বিচার ভার দিয়া বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাম বসু যেমন বিরহ গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল তেমনি হরেকৃষ্ণ সখি সংবাদে ও সমস্যা পুরণে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। এক দিন পণ্ডিতমণ্ডলী যে সমস্যা পূরণ করিতে অধোবদন হইয়াছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পুরণ করেন

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে

রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে বড়শী বিধি যেন চাঁদে" (এই পাদ পুরণ)

আর একদিন হরু ঠাকুরের সখিসম্বাদের গানে মুগ্ধ হইয়া নিজের গায়ের মূল্যবান শালের জোড়া হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী দিলে তিনি উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলের ঢুলির মাথায় দেন। আর একবার রাখাল বাবু ঐরূপ গলার সোণার হার দিলে তাঁহাকে তাঁহার বাপ যে বাল্মিকি ছিলেন এই প্রশংসা করিয়া উহা ফিরাইয়া দেন। তাঁহার গানে গুরুর নামে ভণিতা আছে। সেকালের আমোদ প্রমোদে এইরূপ আত্মসম্মান শিক্ষা দান করা হইত। দাশরথি রায়ের পাঁচালীওলা বক্তেশ্বরের মুখে সেকালের খেউড় খিস্তির গান শুনিয়া মনে হয় যে, কলিকাতায় উহার প্রতিপালক ছিল। যাহাই হউক, ভারতীয় নাট্য রহস্য নামক পুস্তক রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণয়ণ করেন। উহাতে প্রাচীনকালে নাট্যাভিনয়াদি রঙ্গমঞ্চের কথার সহিত বিদেশী ইউরোপীয় টাবলুভিভাণ্ট সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি কলিকাতায় সঙ্গীতাচার্য্য হইয়া দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য উপাধি লাভ ও এদেশের সঙ্গীতের প্রতি বিদেশীগণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সেকালে নাটকাভিনয়ের সাহায্যে সামাজিক দোষ সংস্কার দেশের ও দশের দুঃখের প্রতিকারাদির প্রতি লক্ষ্য ছিল না। অভিনয়ের নামে সেকালে হাস্যাস্পদ ছবিই বোঝাইত, যেমন কেলুয়া, ভুলুয়া, ভিস্তি, মেথরাণী, মুনি, গোঁসাই, ব্যাসদেব সেকালের যাত্রার সঙ ছিল, আর গোবিন্দ অধিকারি, গোপাল উড়ে, সখি সম্বাদ ও মালিনীর গানে সহর ও মজলিস গুলজার ও মাৎ করিত। তারাচাঁদ সিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' সংস্কৃত নাটকানুসারে লিখিত; মধুসূদন দত্ত উহার সংস্কার করেন। সেই আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্তন জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে, সাতুবাবুর বাড়ী ও পাইকপাড়ার বাগানে যে সকল অভিনয় হয়, উহাতে হয়। বেলগাছিয়ার বাগানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জুলাই রত্নাবলি নাটকের ইংরাজি অনুবাদ অভিনীত হয়। পরে পাশ্চাত্যাদর্শে

লিখিত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় হয়। যোড়াসাঁকো ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' সামাজিক নাটকাভিনয় করেন। তিনি তৎপরে বেণীসংহার শকুন্তলা নবনাটকাদি করেন। 'সধবার একাদশী' বাগবাজারের অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অভিনীত হয়, উহাতেই গিরীশচন্দ্র ঘোষ নিমচাঁদ সাজিয়া নাম করেন। শ্যামবাজারে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনয়ে গিরীশবাবু ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। গিরিশবাবু সখের অভিনেতা হইয়া আসরে নামেন, শেষে ঐ কার্য্যে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করেন। লীলাবতী ও নীলদর্পণ ন্যাসন্যাল থিয়েটার বর্ত্তমান যোড়াসাঁকোর ঘড়িওয়ালা বাড়ী যাহা পূর্ব্বে মধুসূদন সান্যালের ছিল, সেইখানে অভিনীত হয়। তৎপরে নবীন তপস্বিনী, জামাইবারিক শেষে শরচ্চন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদ বধ, শর্ম্মিষ্ঠাদি অভিনীত হয়। পৌরাণিক চিত্রগুলি যাত্রার দলে যাহা অভিনীত হইত উহার চিত্রাভিনয় বেঙ্গল থিয়েটারে আরম্ভ হয়। অর্দ্ধেন্দুবাবু ন্যাশনালে, এবং বিহারী চট্টো বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তাকর্ত্তা হন। শরচ্চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই যাত্রার একঘেয়ে সুর এবং ওজঃ পূর্ণ চীৎকারস্বরে আবৃত্তি ও বক্তৃতার পরিবর্ত্তে অভিনেতৃগণ যাহাতে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল পরিস্ফুট করিয়া দর্শকগণের অন্তরাকর্ষণ করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য পড়ে। বক্তব্য বিষয়টি ভাব-ভঙ্গির সহিত অর্থসঙ্গত কথায় বলা হইল কিনা ও উহা দর্শকেরা গ্রহণ করিল কি না, ইহাই তখন হইতে লোকের লক্ষ্য হইল।

গিরীশবাবু বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রতিষ্ঠা করেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক ঘটনাবলম্বনে নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ কিন্তু গিরীশবাবু পৌরাণিক ঘটনার সহিত অতিরিক্ত ঘটনা চরিত্রের সংমিশ্রণে বর্ত্তমানের সম্বন্ধ প্রথম সূত্রপাত করেন। সেই নিমিত্ত তিনি বাঙ্গালা নাট্য জগতের বিধাতাপুরুষ বলিলেই চলে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও গিরীশচন্দ্র উভয়েরই আদি রচনা 'রাবণ বধ' কিন্তু সীতার বনবাস লিখিয়া গিরীশচন্দ্রের খ্যাতি লাভ হয়। ঐরূপ রামাভিষেক নাটকে মনমোহন বসুর খ্যাতিলাভ হয়। বহুবাজার, আরপুলি, চাঁপাতলায় রামাভিষেকের অভিনয় অতি সমাদরের সহিত হইত। মনমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র ও সতীনাটক তৎপরে লিখিত হয়। জ্যোতিরীন্দ্র ঠাকুর 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' প্রকাশ করেন। রাজকৃষ্ণ রায় প্রহ্লাদ চরিত্রে হরিনামের সংকীর্ত্তনে নাটকীয় যুগে এক নূতন পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। উহা গিরীশচন্দ্র সাদরে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য লীলায় কলিকাতা তোলপাড় করিয়া দেন। নাট্যশালায় বৃদ্ধ দর্শকবৃন্দের চক্ষে প্রেমাশ্রুপাত সেই সময়েই আরম্ভ হয়। সেই হরি নামের গানের স্রোত কলিকাতার সর্ব্বত্রই সমাদরে গৃহীত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' 'বিসর্জ্জন' 'রাজারাণী' প্রভৃতি নাটকে শক্তি সঞ্চার করেন। অমৃতলাল বসু প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'রাজাবাহাদুর', 'একাকার' প্রভৃতি উহার উদাহরণ। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'রঞ্জাবতী' প্রভৃতি নাটকে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালায় প্রাচীন মৌলিক বিষয় লইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্ত্রী-চরিত্রের শক্তি মহিমা তিনিই ফোটাইয়া ছিলেন, তাঁহার চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্ব ছিল। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'রাণা প্রতাপ', 'সাজাহান', 'নুরজাহান' প্রভৃতি নাটকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্র গীতিনাট্য ও উপন্যাসগুলিকে নাটকাকারে লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন কিন্তু অভিনয়ই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ ছিল। তিনি 'নাট্য মন্দির' নামে একখানি বাঙলা মাসিক পত্র বাহির করেন।

সঙ্গীত ঃ—কলিকাতার থিয়েটারে আর্য্য সঙ্গীত শাস্ত্রের অবমাননা হইয়াছে। লোকের রুচি

এখন আর থিয়েটারী আজগুবি মিশ্র সুর গান ছাড়া তাল সুরলয় তান খারাপ লাগে। বাঙ্গালার একদিন ভারতবর্ষের বিখ্যাত সঙ্গীতাধ্যাপকগণ অর্থ লাভ লালসায় আগমন করিত, বঙ্গবাসী ধনীরা তাল সুর তান লয় বুঝিত বলিয়া খ্যাতি ছিল ও ওস্তাদেরা সমাদৃত হইত এবং অনেকে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিত। সে গৌরব এখন বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ভাবে বর্ত্তমান, সমষ্টিগত ভাবে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর মধ্যে মোহনচাঁদ বসু, রামনিধি গুপ্ত, মধুকান মধু বন্দোপাধ্যায়, মোহন সরকার, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সঙ্গীত শাস্ত্রের কৃতীসন্তান বলিয়া উল্লেখযোগ্য। মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে কুলুইচন্দ্র সেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারই নিকট ভাগিনেয় রামনিধি গুপ্ত আখড়াই গান শিক্ষা করিয়া তাঁহারই বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। উঁহার কিছুকাল পূর্ব্বে শান্তিপুরে আখড়াই গানের সূত্রপাত হয়। রামনিধি গুপ্তের মৃত্যুর পরে আখড়াই গান বন্ধ হয়। সুবিখ্যাত গায়ক রসুলবক্স উঁহার টপ্পা গান সরির টপ্পার মত বলিতেন। বাগবাজারে মোহনচাঁদ বসু আখড়াইর স্থানে হাফ-আখড়াই করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গুরু রামনিধি গুপ্তের জীবদ্দশায় ইহার সৃষ্টি করেন, উহাতে তাঁহার উপর গুরু বড়ই চটিয়া যান কিন্তু যখন উহার গান তাঁহার বাড়ীতে শোনান হয়, তখন তিনি আনন্দে সব ভুলিয়া গেলেন।

মধুসূদন কিন্নর (মধুকান) ঢাকার ছোট খাঁ ও বড় খাঁর নিকট রাগ রাগিণী খেয়াল ও রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতে তিনি যে একজন পণ্ডিত ছিলেন, শব্দবিন্যাসে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত মান, মাথুর ও অক্রুরসম্বাদ পালা গান করিতেন। ছুট সঙ্গীতে মোহন সরকার তেমনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত গান কাব্যরসে পূর্ণ। উঁহারা দুইজনেই যশোহর জেলার বনগ্রামের লোক ছিলেন। কলিকাতায় মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে শ্রোতাগণ মধু আস্বাদন করিত। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় ঠাকুর গোষ্ঠির নিকট আশ্রয় লাভ করিয়া বেলগাছিয়া বাগানে নাট্যশালায় ঐক্যতানবাদন সম্প্রদায় সৃজন করেন ও কণ্ঠকৌমুদী, সঙ্গীত কাব্যাদি পুস্তক লিখিয়া কলিকাতায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করেন। বেঙ্গল একাডেমী অফ্ মিউজিক হইতে তিনি **'সঙ্গীতনায়ক'** উপাধি স্বর্ণকেয়ূর সহিত প্রাপ্ত হন। সঙ্গীতে কালি মির্জ্জার মহেশ কাণা, কলিকাতায় বিলক্ষণ নাম আছে। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতার বিখ্যাত খেয়ালী ছিলেন। তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়িতেন, বসন্ত রোগে হাত নুলো হইয়া যাওয়ায়, গান শিখিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুগ্রহে তিনি লালাবাবুর বাড়ীর ঈশ্বরীপ্রসাদ ওস্তাদের নিকট গান শিখিতেন। তাঁহার গান শুনিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভালবাসিতেন ও তিনি তাঁহার উইলে গোপালবাবুর ভরণ পোষণের জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহারও কলিকাতায় অনেক ছাত্র ছিল। লোকে তাঁহাকে নুলো গোপাল বলিত। কলিকাতার রাধিকা দত্ত ও লালচাঁদ বড়াল সঙ্গীতে বিলক্ষণ নাম ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ওস্তাদগণের মধ্যে রসুল বক্স ছমির্থার কণ্ঠ বংশীধ্বনবৎ ছিল। রোমজানও সেইরূপ ছিল, আলাপ্রসাদ বিশ্বনাথ, রাধিকা গোস্বামীরও নাম আছে। যাত্রার দলের অধিকারী হিসাবে গোপাল উড়ে ও লোকা ধোপার বিশেষ নাম আছে। রাধামোহন সরকারের বহুবাজারে সখের যাত্রা ছিল, গোপাল উড়ে সেইখানে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী সাজিয়া সকলের এরূপ মনস্তুষ্টি করেন যে, উঁহার মাসিক মাহিনা দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়। রাধামোহনের মৃত্যুর পরে ভৈরব হালদার নামক জনৈক আত্মীয়ের যাত্রা বাজারে গান ও যাত্রা খোলেন

করিয়া গোপাল তাহার দল করে। গোপাল অতি সুপুরুষ ছিল। স্ত্রী সাজিলে তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরা কঠিন হইত। তাহার দলের খ্যাতি বাঙ্গালাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। উহার ছেলেরাও সেই দল বজায় রাখে। লোকনাথ দাস লোকা ধোপা বলিয়া সাধারণে বিদিত। উহার যাত্রার দলও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে লোকনাথের কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, স্বয়ং ভগবতী ছল করিয়া বৃদ্ধার বেশে তাঁহার গান শুনিতে আসেন কিন্তু মূর্খ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া না শোনালে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যায়। শেষে স্বপ্নে ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া দেবীর স্তব স্তুতি ও দেবীর মন্দিরে গান গাহিলে পুনরায় লোকনাথের পূর্ব্ববৎ কণ্ঠস্বর স্ফূর্ত্ত হয়। কবির দলের গায়ক ও সঙ্গীতরচয়িতা-দল কর্ত্তার মধ্যে রমানাথ নন্দীর আশ্চর্য্য মৃত্যুর কথা উক্ত হইয়া থাকে। রমানাথ যেমন বেশ্যাসক্ত, তেমনি মাতাল ছিল, তেমনি দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে। যখন তাহার আশী বৎসর বয়স সে একদিন ভাটপাড়ায় শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া মদের বোতল হাতে করিয়া শ্বশুরকে বলে যে, শীঘ্র চলুন বাড়ী গিয়া ঠাকুরমহাশয়গণের পদধূলি ও প্রসাদান্তে মূলোজোড়ের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিব। সকলে উহা মাতলামি বলিয়া উড়াইয়া দিল, শেষে যাহা বলিল তাহাই করিল। পাছে সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরে সেই ভয়ে সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় ও সে যখন নাভিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড়ায় তখন কবিরাজকে তাহার নাড়ী দেখিতে বলে। যেমন কবিরাজ নাড়ী ছাড়িয়া অবাক হইয়া বলে সত্য সত্যই এইক্ষণই প্রাণ যাইবে, তেমনি উহাই হইল। সেকালের গায়কেরা বড়ই ভক্ত ছিল। রামপ্রসাদ সেন একমাত্র ছিলেন, উহা নয়। কলিকাতায় সেকালে গান বাজনার বড়ই চর্চ্চা ছিল।

বাদ্যকর:—চলিত কথা আছে "সাজা, বাজা, কেশ, তিন বাঙলাদেশ"। বাজনায় কালি বন্দ্যোপাধ্যায় জলতরঙ্গ বাজাইয়া বিলাতের রাজপুত্র ও পৌত্রকে মোহিত করেন। কেশব মিত্র ও গোপাল মল্লিক বিখ্যাত পাখোয়াজি ছিল। মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্লুট হারমোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিল। দক্ষিণাচরণ সেন বেহালায় নাম করিয়াছিলেন। তাঁহার তারের যন্ত্রের কনসার্ট রাজার ভারতাগমনের সময় তাঁহার সম্মুখে বাজাইয়া সুখ্যাতি লাভ করে।

কলিকাতার অনেক বড়লোক সেতার বাঁয়াতবলা পাখোয়াজ ফ্লুট ইত্যাদি বাজনা সখের জন্য বাজাইত ও উহাতে উৎকর্ষ লাভ করে। ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ীতে গান বাজনার রীতিমত আখড়া ছিল। শতাধিক পাঁচালীকার, কবিওয়ালা ওস্তাদ লইয়া উমেদার ছিল। মেড়া ও বুলবুলের লড়াইয়ের সঙ্গে গানের লড়াইও হইত। গিরীশচন্দ্র দেব ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন। সেইরূপ দুর্গাপ্রসাদ শীল অত্যুৎকৃষ্ট সেতার বাজাইত। ইনি প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার সম্পত্তি উহারই পুত্র প্রাপ্ত হন। সেও যন্ত্রাদি ভাল বাজাইতে পারিত। উক্ত শীল শ্যামাচরণ মল্লিকের বাড়ীতে থাকিত ও সেইখানেই ওস্তাদগণের নিকট উহা শিক্ষা করেন। শ্যামলাল মল্লিকের বাড়ীতে ইংরাজী যন্ত্রের ও এদেশী যন্ত্রের সহিত গান বাজনা প্রতিদিন হইত ও সে জন্য মাহিনা-করা ভাল ভাল ওস্তাদ ছিল।

শ্যামলাল মল্লিক ভাল বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারিতেন। রাধিকা দত্ত ভাল সেতার বাজাইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের গান বাজনায় বিলক্ষণ সখ ছিল। উহার ভগ্নীপতি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক শ্বশুরের বাড়ীর মত বাড়ী করেন ও উহাতে ছবি পুতুল ও মার্ব্বেলের হলঘর করিয়া যেমন নাম করেন তেমনি তিনি ভাল গানও বাঁধিতে পারিতেন। উহাতে তাঁহার জগন্নাথ-ভক্তি প্রকাশ পায়। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্র নাথ চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় দক্ষ ও বিদ্যাশিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করেন। তাঁহাদের ন্যায় গুণী লোক কলিকাতায়

বলীপুরে বিরল ছিল। সেকালে সরস্বতী পূজায় কলিকাতার ধনীর বাড়ীতে সখের যাত্রা গান বাজনা অতি সমারোহে হইত। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ পিত্রালয়ে ঐরূপ পূজা অতি সমারোহে করিতেন। সেকালের কলিকাতায় রামলীলায় এক রকম বীভৎস সঙ্গীত হইত ও বড় বড় কাগজের পুতুল রাবণ নাশ স্বরূপ করা হইত। উহা রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ও রাজা নরসিংহ রায়ের বাগানে ও রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর মাঠে হইত। পশ্চিমের বাদ্য যাত্রা নাচ গান যেমন রামলীলায় হইত তেমনি দোলযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতাবাসিগণকে অস্থির করিত। তখন পশ্চিমীরা কলিকাতার দোলযাত্রায় বড়ই উৎপাত করিত। কলিকাতার ও খড়দহাদি স্থানে জুয়াখেলা হইত। উহা রাস ও কালীপূজার পর দেওয়ালিতেই হইত, সে সময় ঐরূপ কোন উৎপাত হইত না. কেবল বাজীছোড়া ও আলো দেওয়াই ছিল। সেকালে ঘুড়ির পেঁচ বাজনা বাজাইয়া কলিকাতায় বড় ধুমধামের সহিত হইত। সে সময় ইংরাজী বাজনা নয়, ঢাক ঢোল বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিত। বিবাহাদি আনন্দোৎসবে রসুনচৌকি নহবৎ রাগরাগিনীর সদালাপ সময়োপযোগী করিত ও উহা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইত। চড়কের সময় ঢাক ঢোলের রঙ্গের বাজনা সকলকে উত্তেজিত করিত, ঠাকুর বিসর্জ্জনের সময়ও ঐরূপ হইত। হরিনাম সংকীর্ত্তন শব বাহন ও শ্রাদ্ধে মনোহর সাই আদি সুরে হইত। বাঙ্গালীর প্রত্যেক কর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সাজ সরঞ্জাম ও বেশভূষার ব্যবস্থা ছিল। উহা আর এখন নাই বলিলেই চলে, যাহা আছে উহা কেবল আভাস মাত্র। ইংরাজি বেশভূষা সকলেরই মনোরঞ্জন করে, আর সেকালের গান বাজনা উৎসব উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়াম, পিয়ানো, ইংরাজী ব্যাণ্ড, কলের বাজনা সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছে।

দেশী আমোদ-প্রমোদ ও উৎসব।

কলিকাতায় বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। দুর্গা পূজা, দোল, রাস, ঝুলন, রথ এই কয়টী প্রধান ছিল। যাত্রা, কবির লড়াই, হাফ্ আখড়াই ও বাইনাচ হইত। সেকালে নর্ত্তকীরা মাসে হাজার দু হাজার টাকা উপায় করিত। নিকীকে গান শুনিবার জন্য হাজার টাকা মাসিক বেতন কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনী দিত, এতদ্ভিন্ন সে মজুরা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। বেগম জান, হিঙ্গুল, আশ্রুন, নান্নিজান, সুপনজান, সৈয়দবক্স্, জিন্নৎ আদি বিখ্যাত নর্ত্তকীরা ছিল। রূপলাল মল্লিকের বাড়ীতে যেমন নাচ গানের নিমন্ত্রণ হইত, তেমনি শুঁড়ায় মতিলাল মল্লিকের বাগান বাড়ীতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে একটী বিরাট নাচ গান হয়, উহার বিবরণ 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়, বিলাতের 'এসিয়াটিক জার্ণাল' উহা পুনর্মুদ্রিত করে। শুঁড়োর মিত্রেরা চৈত্র মাসে রাস করিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। মতিলাল মল্লিক তাঁহার বাগানে ঐ উৎসব করিতেন। নিমু গোস্বামী বলরামের রাস ঐ সময়ে করিতেন, ঐ রাস সাধারণ রাস অপেক্ষা প্রভেদ ছিল বলিয়া জনসাধারণ নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া গোঁসাইদিগকে রঙ্গ করিত - "অন্যের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।" গুরুজন মল্লিকের দয়াহাটার বাড়ীতে প্রায়ই আখড়া গানের যুদ্ধ হইত, বীরনৃসিংহ মল্লিক কবির দলের বিচারক হইতেন, পাথুরিয়াঘাটার নন্দলাল ঠাকুরের বাড়ীতে কুস্তির লড়াই হইত। বোলেক

ব্যারেটো সাহেব এবং গোপীমোহন ঠাকুর লড়াইয়ের উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, রাজা রামচাঁদ ছাতুবাবু, লাটুবাবু, শ্রীমনাথ দত্ত কলিকাতার বিখ্যাত পালোয়ান ও শিকারি ছিলেন। গঙ্গা সাগরের মেলা অতি প্রাচীন, শ্রীযুক্ত রামমোহন মল্লিক সেইখানে কপিল দেবের মন্দির ও ঘাট বাঁধাইবার জন্য ৫০০০ বিঘা জমি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দরখাস্ত ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে কর্তৃপক্ষ সাহেবেরা অগ্রাহ্য করেন, উহাতে তিনি ঐ সৎকার্য্য করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় চড়ক ও দোলে বড়ই ধুমধাম ও উৎসব হইত। দোলে খোট্টা, মাড়োয়ারী, শিখ শরীরে রং মাখিয়া গান গাহিয়া বেড়াইত; বড় লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া বাগান বাড়ীতে আনন্দ করিত। আর নীচ জাতি ব্যক্তিরা শিবের গাজনে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, নিজের শরীরে বাণফোড়া, বটিঝাঁপ ইত্যাদি দেখাইয়া করিত। উহাতে অনেকের মোক্ষলাভ হইত, কালীঘাট হইতে ছাতুবাবু, লাটুবাবুর মাঠ পর্য্যন্ত এক শোভাযাত্রা বাহির হইত, উহাতে সঙ্‌ করিয়া ভণ্ড তপস্বীর উপর বিদ্রূপ আদি করা হইত। চড়ক পূজায় ছাতুবাবু লাটুবাবুর মাঠে বড় ধুমধাম হইত।

বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল, এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহুসংখ্যক বুলবুলী পাখী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। টাউস ঘুড়ী, মানুষ ঘুড়ী প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন। বুলবুলের লড়াই, ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় কলিকাতার বাবুরা বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। হার জিতে ব্যাগু বাজিত, খাওয়া দাওয়া নাচ গান খুব হইত। প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহে বাঁধা রোসনাই হইয়াছিল। মহামান্য মেট্‌কাফ্‌ সাহেব গবর্ণর আসিয়াছিলেন, উহা ৬ই ফাল্গুন ১২৩৮ সালে হয়। রাজেন্দ্র মল্লিকের অন্নপ্রাশনে তাঁহার মাতামহ দয়ালচাঁদ আঢ্য নাচ গান মহাসমারোহে করেন।

Maharajah Ram Chunder Roy Bahadur.

Grand Festival. On Thursday last, the 23rd instant, the last funeral rites of the late Maharajah Ram Chunder Roy Bahadur were celebrated on which occasion an immense multitude of beggars collected from different quarters and received ample donations among other deeds of charity and goodness we observe that a respectable Goshye who had a debt of 900 rupees has been invited to attend on the occasion of the celebration and was accordingly brought to appear before the assembly. His creditor finding such an opportunity would happen had procured a warrant from the Supreme Court and had him seized on the way by the Sheriff's officer. The son of the Maharajah, Rajah Raj Narain Roy Bahadur, being informed of this circumstance immediately sent the above sum 900 rupees and thus freed the Goshye from the debt.—Kowmoody, 25-6-1825. Bengal Hurkaru 30-6-1825.

Raja Buddinath Roy.

On Saturday last, the generous Rajah Buddinath Roy, entertained a select and respectable body of ladies and gentlemen at his garden house on the Barrackpore Road, among whom was the Right Honourable the Vice President. The amusements of the evening consisted of wrestling and fights between several kinds of beasts. In the former the natives shewed great dexterity and considerable time elapsed before each knocked his fellow down; but with respect to the latter, the animals were too timid and domesticated to engage in anything like a contest.

Some native jugglers performed some remarkable feats to the astonishment of the admiring company.

Two Balloons were let off one of which owing to the wire which supported the spirits of wine breaking fell at a distance of a few hundred yards from the place of ascent; the other rose majestically in the air and was soon out of sight; it fell after an interval of about an hour at the commencement of the Dum Dum Road.

A little after dusk the party sat down to a sumptuous entertainment provided by Messrs. Gunter and Hooper. Several artificial fireworks were let off in the course of the evening, and the native nautches were continued to a late hour.

At his departure his Lordship and the whole of the party expressed their utmost satisfaction with the amusements and entertainment provided by this hospitable native gentleman. Bengal Hurkaru. 13th December, 1826.

ক্রোড়পত্র "ছ"

কলিকাতায় বিচার কৌতুক।

সেকালে কলিকাতায় ফৌজদারী আদালতে ইংরেজ কর্ম্মচারী বিচার করিত। উহার বিবরণ বাসটিড্ সাহেবের পুস্তক হইতে (Old Calcutta) সংক্ষেপে দেওয়া হইল। সেকালে হাওড়ার পুল ছিল না। তখন আসামীকে সামান্য অপরাধে হাওড়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইত। বেত্রাঘাত, পাদুকা প্রহার, কর্ণচ্ছেদন এবং ফাঁসি দেওয়া হইত। কলিকাতা সহরে সর্ব্বত্র দোষীকে গরুর গাড়ীর উপর চড়াইয়া ঢোল পিটাইয়া চিনাইয়া দেওয়া হইত। কর্ণেল ওয়াট্সানের নিকট নাপিত রামসিংহ সূত্রধর বলিয়া পরিচয় দিয়া বেতন লওয়া অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড ও তাহার জাতির পরিচয় কলিকাতা হইতে মুর্শীগঞ্জ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া জানান হয়। মেথরাণী কতকগুলি পিতল চুরি করিয়া বক্তারাম দোকানদারকে বিক্রয় করায় বক্তারামকে ২০ বেত ও মেথরাণীকে ১০ বেত মারা হয় ও সহরে ঢোল বাজাইয়া কলিকাতায় চাকরবর্গকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামা গোয়ালাকে পুনরায় চুরি করিলে ফাঁসি দেওয়া হইবে বলিয়া সতর্ক করা হয়। টুলক কোম্পানীর দোকান হইতে এক ফিরিঙ্গি ঘড়ি চুরি করায় হাত পোড়াইয়া দেওয়ার কথা ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্টের গেজেটে প্রকাশ আছে। ফ্রান্সিস রোজা ও অন্যান্য অপরাধীগণ ডাকাতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ক্যাপটেন্ স্কট্ বেণীবাবুর নিকট গাড়ী মেরামত করিতে দিয়াছিল। উহা সে করে নাই বলিয়া নালিশ করায় বেণীর দশ জুতো প্রহারের ব্যবস্থা হয়। রামহরির গলা হইতে তুলসীর মালা রামগোপাল ছিনাইয়া লওয়ায় ১০ বেত খাইয়াছিল। বাকের মহম্মদ রামধেনীর নামে নালিশ করে যে, আসামীর স্ত্রী ফরিয়াদীর স্ত্রীকে গালাগালি দিয়াছে। উহাতে আসামী, ফরিয়াদী উভয়ের প্রত্যেকেরই ৫৲ টাকা জরিমানা হয়। মুনিয়া অনেকবার শাস্তি পাওয়ায় উহাকে হাওড়া পার করিয়া দেওয়া হয় ও কলিকাতায় আসিতে বারণ করা হয়। সে সেই আদেশ লঙ্ঘন করায় উহাকে ১৫ বেত মারিয়া হাওড়ায় পাঠান হয়। চৌকীদার পিসি ক্রীতদাসী এণ্ডার্সানের বাড়ী হইতে পলায়ন করিলে উহাকে ধরিয়া আনে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ এণ্ডার্সানের নিকট কোন কথা না শুনিয়া ১০ বেতের ব্যবস্থা করিয়া উহাকে মণিবের নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইহাতেই, বোধ হয়, সেকালের কলিকাতাবাসি ইউরোপীয়গণ সকলেই যেন আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিত। ১৮০০ খৃঃ ব্রজমোহন দত্ত এক গৃহস্থের বাড়ী হইতে ২৫৲ টাকা মূল্যের জিনিষ পত্র চুরি করার অপরাধে চোরের মৃত্যুদণ্ড হয়। হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয় ও চৈতন রাজপথে রাহাজানির অপরাধে উহাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। বিষ্ণুপ্রসাদ শীমাণী জাল অপরাধে উহাকে লালবাজারে লইয়া গিয়া তুড়ুম ঠুকা ও তৎপরে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস দেওয়া হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জোসেফ লেপাকজ হত্যা ও নৌকা লুঠ অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হয়। ফাঁসীর পর দেহ লোহার শিকলে বাঁধিয়া সাধারণ রাস্তায় গাছের ডালে ঝোলাইয়া দেওয়া হয়। বৈজু মশালচী চুরি অপরাধে বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়। ইমামবক্স পলিয়া চুরীর অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আর্ম্মিনিয়ান পাদরী টার জ্যাকব, টার পিট্রুস মিথ্যা সাক্ষ্য অপরাধে দুই বৎসর জেল ও এক টাকা জরিমানা হয়। রামতনয় সরকার মিথ্যা সাক্ষ্য অপরাধে সাত বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। পলি ট্রাটী, আনন্দীরাম চক্রান্ত অপরাধে

দুই বৎসরের তুড়ুম ও মেয়াদ হয়। জন ম্যাকলচিন নরহত্যা অপরাধে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ টেণ্ডাল নরহত্যা অপরাধে এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা হয়। ফরখউন্নিসা বেগম জলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিয়া এক ক্রীতদাসীর প্রাণনাশের অপরাধে পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া তাহাকে খালাস দিবার হুকুম হয়। এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবা মাত্রই বেগম সাহেবা জজদের নিকট এক দরখাস্ত করেন যে, উহাতে তাঁহার মান ও সম্ভ্রম সব নষ্ট হইবে। তিনি ইংলণ্ডের রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করায় জজরা তাঁহার সেই আবেদন পাঠাইয়া দেন ও উহার প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলে উঁহাকে পুনরায় আদালতে হাজির হইতে হইবে এই বলিয়া একখানি মোচলেখা ও জামিন নামা দিতে আদেশ হয়। ১৮২৮ খৃঃ ২১শে এপ্রিল মোকর্দ্দমার তারিখ ধার্য্য হয়।

বিলাতের সতীদাহ দরখাস্তের ফল নিম্নে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল :—

The decision of the Privy Council on the prayer of a petition bearing 800 signatures presented for the reversal of Lord William Bentinck's order issued on the 4. 12. 1829 declaring the practice of Suttee to be illegal and punishable by the criminal courts as culpable homicide. The petition was dismissed by the Privy Council on the 12th July, 1831. It consisted of :—

The Chancellor Lord Brougham, Lord President Marques of Lansdowne, Graham, John Russell and Grant, the Master of the Rolls, Sir John Leach, Vice-Chancellor Sir Lancelot Shadwell, Lord Amherst and Lord Wellesley. Sir John Leach made a very short and neat speech, condemning the order of Governor General, but admitting the danger of rescinding it, and recommending therefore, that it would be suspended, Sir Edward East, in a long, diffusive harangue, likewise condemned the order, but was against suspension. Sir Jamee Graham was against the order and against suspension ; Lord Amherst the same. The rest approved of the order altogether.

The minority who were in favour of the petition of the Hindu citizens of Calcutta were all experienced Governor General, Chief Justice and Sir James Graham who four times refused the post of Governor General and his last occasion being in 1847 when Lord Dalhousie was eventually appointed. The statue of ex-Chief Justice, Sir Edward East adorns the main staircase of the High Court, Calcutta and who was one of the founders of the Hindu College.

এদেশের শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতিগণ যাঁহারা আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেশবাসীর মতের সংকিঞ্চিৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে; তন্মধ্যে লার্ড আমহার্ষ্ট, সার্ জন্ ইষ্ট ও সার্ জেমস্ গ্রেহামের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, পরবর্ত্তী বিদ্রোহ উহা প্রমাণিত করে।

ক্রোড়পত্র "জ" *

কলিকাতার আদর্শ বাঙ্গালী ও ব্রাহ্ম সমাজ।

স্বনাম পুরুষধন্য ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর।

"It is pleasing to observe the gradual desire for improvement among the respectable natives of Calcutta. It is daily becoming more apparent, their intercourse with Europeans and their own good sense must shew the native gentlemen how much more creditable it is to their taste and character to expend the large fortunes which many of them possess in some more useful way than giving gaudy Nautches and gorging all who wish to visit them with the most expensive wines and richest delicacies, and exhibiting for the amusement of the thankless crowd the fetes of mountebanks and jugglers. We heartily hope such silly customs may cease altogether, as they certainly are on the decline. Several native gentlemen who were in the habit of giving an annual public feast at an enormous expense have seen the folly of the practice and wisely discontinued it, and they soon found the benefit of their resolution, as they were enabled to relieve numerous creatures pining in distress, and adorn their native city with splendid buildings. Among others the Baboo Dwarka Nath Tagore at present is erecting a beautiful mansion on the Dum Dum Road, under the superintendence of an able European architect, surrounded by gardens quite in the English style. We hope to see many follow his laudable example." Bengal Hurkaru, 25th October, 1826.

"Dwarka Nath Tagore hereby intimates that he will pay all outstanding notes and claims against the Commercial Bank and will receive all sums due to the Bank. Dwarka Nath Tagore and Ashootos Day were the two native assignees to the estates and effects of the late firm of Palmer & Co. Advertisement. 18th Jan, 1833.

"কিয়ৎকাল হইল কলিকাতা নিবাসি এতদ্দেশীয় দীন দুঃখী লোকদের দুঃখ নিবারণার্থ ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটাবল সোসাইটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, ধনী হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটাবল সোসাইটির দ্বারা ঐ মুদ্রা সকল প্রকৃত দীন দরিদ্রদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন

---

* রাজা রামমোহন রায়ের কথা সর্ব্ব পরিচিত স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবশ্যক।

এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎপরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাঁহার জনকের (রামমণি ঠাকুরের) ৺পদ প্রাপ্তি হওয়াতে শ্রাদ্ধের তামাসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০৲ টাকা ঐ সোসৈটিতে উক্ত কার্য্যার্থ প্রদান করিয়াছে।" ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩।১৩ই আশ্বিন, ১২৪০)

"Baboo Dwarka Nath Tagore on the occasion of his father's shradha gave Rs. 2000/- (on 24th September, 1833—The India Gazette) to District Charitable Society instead of distributing the amount to beggars which was highly praised by Rom Comul Sen in the paper." India Gazette. 17th October. 1833.

"Hindu Gentlemen visiting England.—Amongst the passengers whose places have been taken out from England by the Steamer for February, we observe the names of two very eminent native gentlemen from Calcutta—Dwarkanath Tagore and Radapershad Roy. The former of these has for a long time been by much the most conspicuous Hindu in Bengal; remarkable for his high talents, intelligence and liberality of sentiment. He is more than half an Englishman in his ideas and manners; and though many of the tenets of Hinduism still cling to him, he has broken loose from all its moral and social prejudices, and may, perhaps, soon profess as openly that he has cast away its religious delusions. He calls himself 'a good Hindoo', and a good man he undoubtedly is: he may soon be something better. He is wealthy merchant and Zemindar, and not only practices a princely and munificient generosity after the ostentatious manner of his people, but is liberal in the true and assuming fashion, which does good by stealth, and he finds his reward. His companion in travel Radhapershad Roy - is the only son of the late Ram Mohan Roy; the lad who went with being adopted, and not actually his son. He is a person of high intellect and superior aquirements, and of the very highest caste - a Coolin Brahmin. On the whole, two better specimens of Hindoo gentlemen could not possibly have been selected as the elite of their class to present to English Society"—Bombay Times, October 2. The Calcutta Courier. Oct. 13th, 1841.

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইংলিসমেন পত্রে দেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামী তিন বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনী মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজা মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে

অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।" ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬।১২ই বৈশাখ ১২৬৭)

"Dwarka Nath Tagore presented to the queen on the 9th July the address of the inhabitants of Calcutta which she answered verbally and and honoured the Baboo with miniature portraits of herself and the consort copied from Winter Halter's portraits. He is deep in the vortex of fashion but is not lionised as he was of yore." Eastern Star. 7th September, 1845. The Englishman. 18th September, 1846.

We regret to state that this distinguished personage expired on Saturday last the 1st inst. at his residence in Albemarle-Strel. An announcement of his serious illness some days previously had somewhat prepared the public for the painful intelligence to had now the duty to promulgate. The disorder which led to so fatal a termination of his valuable existence was an affection to the liver, which had so far advanced as to baffle the united skill of Dr. Chambers and Mr. Martin. He expired at 20 min passed 6 on Saturday evening, at the age of 51 years. The history of this illustrious Indian is too well known to our readers to render if necessary for us to attempt the task of biography. The Morning Chronicle thus sums up a brief record of his useful career :—"No public undertaking was ever broached in India without Dwarkanath Tagore being a large contributor. No mercantile establishment ever required aid in money ; or counsel in their transactions that he did not come forward—civilians and military men can attest his generosity ; strangers can testify to his unbounded hospitality, and artists of Europe can well be proud that some of the noblest statuary of Gibson, paintings of the old and modern masters, are placed in his galleries, and add to the beauties of his garden palace. The taste and munificence of the benevolent Hindu are spoken of far and wide. Truely may it be said of him that such faults as he had were of his country's prejudices, but his virtues were his own ; in the words of Cicero 'Tu frater tu pater tu amicus, tu bonus civis, tu vere princeps'. His country has sustained a moral loss, which in some generations may be retrieved ; but, in the opinion of those who know India it is considered doubtful if ever there be his like again'. We understand that the mortal remains of the departed Baboo will not be emblaned preparatory to being conveyed for internment to India, but that vault will be purchased in the cemetry at Kensall-green, where his remains are to be deposited. (The London Mail).

Shradha of the late Baboo Dwarka Nauth Tagore.—On Thursday last at the Shrad of the late Baboo Dwarkanauth Tagore, several gold and silver

articles, together with some valuable Cashmir shawls were offered, which will be distributed to the Brahmins according to their ranks and talents besides presents of money from fifty to hundred rupees each. The Englishmen, 17th October, 1846

তৎপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রচার।

৺রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত করা হইল:—"দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে রাজকীয় ঠাটে থাকিতেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে "Prince Dwarkanath Tagore" বলিয়া ডাকিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একেবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরে মোহিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি মহারাণীকে নবরত্ন অলঙ্কার ও অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন তাঁহার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় এক ক্রোর টাকা দেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে Carr, Tagore and Co., নামক তাঁহার বিখ্যাত হৌস দেউলিয়া হইল। দেবেন্দ্রবাবু সকল মহাজনকে ডাকাইয়া সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার অসাধারণ সরলতাতে সকলেই মুগ্ধ হইল। তিনি দেনা শোধের যেরূপ বন্দোবস্ত প্রস্তাব করিলেন তাহাতেই তাঁহারা সম্মত হইল। সম্পর্কে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কতবার তাঁহাকে অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে Insolvent আদালতে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কতবার তিনি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে, "খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া Insolvence লইতে বলিতেছেন কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।" তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রবাবু একেবারে হঠাৎ অত্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন। প্রতিদিন চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য পূরিত টেবিলের পরিবর্ত্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি ডাল ভক্ষণ ধরিলেন। দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য করিবেন ইহা তখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রভূত আন্দোলনের বিষয় হইল। দেবেন্দ্রবাবু শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ডদান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্মপ্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্মপ্রণালী অনুসারে শ্রাদ্ধ না হওয়াতে সংবাদ পত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংলিশম্যান পত্রে দেবেন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করাতে আমি দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে উক্ত পত্রে সমর্থন করি। দেবেন্দ্রবাবুর আয় হ্রাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্ম সমাজের জন্য অধিক লোক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সমাজের কার্য্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্য্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপে অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন, তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন। এক এক দিন অক্ষয়বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদঘর্ম্ম হইতেন।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই চারিজন যুবক

পণ্ডিতকে কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিতে পাঠান। রাজনারায়ণবাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে প্রভেদ বর্ণনা এইরূপে করিয়াছেন:—"দেবেন্দ্রবাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক। অক্ষয়বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুইজনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এইমত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়। এই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদ যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতায় মাঘোৎসব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব আদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কীর্ত্তি।" তাঁহার বংশধরেরা বাঙ্গালার বিখ্যাত কৃতী সন্তান ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কারক ৬কেশবচন্দ্র সেন।

৬রামকমল সেন কলিকাতার কলুটোলায় থাকিতেন; তাঁহার পরিচয় কলিকাতার কথায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পৌত্র কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার করিয়া বিখ্যাত হন। সেনগুপ্ত গোষ্ঠী বৈদ্য ও পরম বৈষ্ণব ছিল। কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু স্কুলের সহিত বীরা বুলবুলের পুত্রকে ভর্ত্তি করা লইয়া হিন্দু সমাজের সহিত বিবাদ হওয়ায় মেট্রপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের পিতা অতি অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনই তাঁহার বাল্য জীবনের তত্ত্বাবধান করিতেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেজ হইতে মেট্রপলিটনে ভর্ত্তি হইলেন কিন্তু উহা বৎসরের শেষে উঠিয়া গেলে আবার হিন্দু কলেজে আসিলেন। ইহাতে সেকালের লোকেরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিরূপ বীতরাগ হইয়াছিল উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গান বাজনা ও অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটী সেকালে বড়ই বিখ্যাত ছিল। সেইখানে মহা সমারোহে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "বিধবা বিবাহ" নাটক অভিনীত হয় ও কেশবচন্দ্র উহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্য্য নির্ব্বাহক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের জন্মগ্রহণ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হয়। তিনি বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় কতকগুলি বন্ধুর সহিত প্রতিবেশী বালকগণকে পড়াইতেন। সেইখানে বন্ধুরা প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা পাশ্চাত্য পাদরীরা বিতরণ করিত উহা পড়িতেন ও আলোচনা করিতেন। তিনি পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহল যাত্রা করেন ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উহার জন্য তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই দুঃখ দূর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কর্ম্ম শেষ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য হইলেন। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে, যেখানে "পাঁঠা বলি সেইখানে দলাদলি" অর্থাৎ সহজেই ধর্ম্মকর্ম্মের উৎসবে মোড়লেদের মধ্যে মনান্তর সৃষ্টি হয়। কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজ লইয়া খৃষ্টানগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্রতী হন ও দেবেন্দ্রেও আলবিহারী দের সহিত বিরোধ হয়। ঐ সূত্রে তাঁহার বাগ্মিতা শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডফ্ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অবাক হইলেন। লর্ড লরেন্স তাঁহাকে খৃষ্টান করিবার জন্য বিবিধমত উপায় অবলম্বন করেন ও শোনা যায় যে, তিনি খৃষ্টান হইলে তাঁহাকে কলিকাতার মহামান্য প্রধান

পাদরীর পদ দান করা হইবে বলেন, এইরূপ জনরব ব্যাপ্ত হয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের রক্ষণশীল নেতৃগণের সহিত মতভেদ হয়। উহাতেই তিনি পৃথক হইয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট ভারতবর্ষে এক সার্ব্বজনীন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন ও ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষ ও বিলাতে গমন করেন। সেই বিলাতেই ৺রামমোহন, ৺দ্বারকানাথ, যে নাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন উহার ভিত্তি স্থাপন যেন কেশব চন্দ্র গিয়া করিলেন। তিনি সেখানের বিখ্যাত মনীষিগণের ও স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। মহারাণী তাঁহার প্রাসাদে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ ও স্বাক্ষরিত ফটো পুস্তকাদি দান করিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহার সঙ্গে ৺প্রসন্নকুমার সেন গিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের বিরোধ উপস্থিত হইল। কুচবিহারের মহারাজের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ কথায় হয় অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যার ও বরের বয়স যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু উহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিয়া **নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ** করিলেন। কেশবচন্দ্র ও পরমহংস রামকৃষ্ণের সম্মিলন ৺যদুলাল মল্লিকের উদ্যানে গঙ্গার ধারে হইত ও তিনজনে বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। ৺রামকৃষ্ণদেব ঐ বাগানেই একদিন রহস্য ছলে কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, শকুনিরা ভাগাড়ের দিকে যেমন লক্ষ্য করে সেইরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না। ধর্ম্মের অন্তরাত্মা প্রেম, উহা কখনও যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মে নাই, তিনি এই বলিয়া হঠাৎ হরি হরি বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন প্রেমে নাচিয়া উঠিলেন। সে দৃশ্য ভুলিবার নয়! ইহা ৺যদুলাল মল্লিক প্রায়ই বলিতেন। কেশবচন্দ্রের প্রাণে আঘাত লাগিল ও উহাতেই নববিধানে সঙ্কীর্ত্তন আসিল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র যেন আন্তরিকতার মূর্ত্তিস্বরূপ বলিলেই চলে। তিনি শেষ জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতেন। ৺কেশবচন্দ্র পরম বৈষ্ণব বংশের বংশধর, পৈত্রিক লক্ষণ বজায় রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের নগর সঙ্কীর্ত্তন মহাত্মা কেশবের কীর্ত্তি ও তাঁহার দৈনিক উপাসনায় আর্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ ছিল। কেশবচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ব্রাহ্ম উপাসনায় করিলেন ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার সহচর ও ভক্ত প্রসন্নকুমার সেন, তাঁহার জামাতা ৺মন্মথনাথ দত্তকে রেকটার করিয়া 'কেশব একাডেমি' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ৺যদুলাল মল্লিকের নিকট পাঠান। তিনি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও তাঁহার ভাড়া বাড়ীতে বিডন ষ্ট্রীটে নাম মাত্র ভাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন, ক্রমে ক্রমে উহার উন্নতির সহিত মন্মথনাথ দত্ত মহাভারত আদি ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করিবার জন্য ছাপাখানা ও অর্থ সাহায্য চালাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। তখন যদুলাল মল্লিক মহাশয় অর্থদান ও বাড়ী ভাড়া স্থগিত রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের ভাড়া ও ঋণ পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এইরূপে 'কেশব একাডেমি' উঠিয়া যাইবার সময় রক্ষা হয়।

যদুলাল মল্লিক তাঁহার বিডন ষ্ট্রীটের আর একখানি বাড়ীতে ডাক্তার জে, এন্, রায়কে আমেরিকা হইতে হোমিওপ্যাথিক শিখাইয়া দিবার পর কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতিকল্পে সমস্ত বাড়ীর মধ্যে কয়েকখানি ঘর ভাড়া দিলেন, উহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ লোকসান হয়; কারণ তাঁহাকে সমস্ত বাড়ীর ওনার ও অকুপায়ারের ট্যাক্স দিতে হয়, তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা দত্ত, বিহারী ভাদুড়ী প্রমুখ সকলেই তাঁহার নিকট আসিত

ও. বাড়ীতে চিকিৎসা করিত, সেকালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে জল পড়া বলিত। পাথুরিয়া ঘাটার বৃদ্ধ বাগচী মহাশয় জল পড়ায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি মাপ করিয়া খড়কে ভাঙ্গিয়া মন্ত্র পড়িতেন, ছেলেদের নজর দোষ কাটিয়া গেলে খড়কেটী পড়িয়া যাইত, ইহা গ্রন্থকার সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সেকালের গিন্নিরা বাড়ীর ছেলেরা কোন নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিলে বাম হাতের ক'ড়ে আঙ্গুল কাটিয়া দিতেন ও গায়ে থুথু দিতেন। সেকালে কলিকাতায় সায়েন্স এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, যদুলাল মল্লিকের নিকট প্রস্তাব করেন। যদুলাল মল্লিকের অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা কলিকাতার প্রধান প্রধান ধনীগণের সাহায্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি আজীবন ঐ সভার কার্য্যকরী ও সাধারণ সভার সভ্য ও ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি বিপন্ন জমিদারগণকে নামমাত্র সুদে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন; ঐ সূত্রে মুর্শিদাবাদের ধনপত লছমিপৎ সিংয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সৌহার্দ্যসূত্রে তিনি প্রতিবেশীগণকে রক্ষা করিতে যত্নপর হইতেন। ৺গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহাকে বেদান্ত বলিতেন। সেকালের বড় লোকেরা দরিদ্র প্রতিবেশীগণকে অর্থ সাহায্যে বাধ্য করিত, কিন্তু সম্পত্তিপন্ন গিরীন্দ্রনাথ ঘোষের মত লোককে বাধ্য করা সাধারণ কথা নহে। এই গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ কায়স্থ সমাজের নেতা ও দলপতি ছিলেন। তিনি মেম বিবাহ করা বিলাত ফেরতা ডাক্তার ইউ, কে, দত্তকে শত বাধা ও প্রতিবাদ সত্বেও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দু সমাজে গ্রহণ করেন। ৺শ্যামাচরণ মল্লিকের জামাতা হৃষিকেশ মল্লিক বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্ব দিন অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া জলে ডুবিয়া মারা যান। সেকালে শিক্ষিত যুবক সমাজে মদ ও বিলাতী খানার রেওয়াজ খুব হইয়াছিল। ৺যদুলালের সাধুসঙ্গে ও চরিত্রবলে সে সকল কোন দোষ হয় নাই। পোষ্যপুত্রেরা প্রায়ই খারাপ হইয়া যায় কিন্তু ৺রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ও যদুলাল মল্লিক সেরূপ হন নাই। লোকে তাঁহাদের নাম উদাহরণস্বরূপ বলিয়া থাকে। ৺রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের নিত্য অন্নদান ছত্র সকলেই তাঁহার কীর্ত্তি বলিয়া জানে; কিন্তু উহা তাঁহার পিতা ৺নীলমণি মল্লিক কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কলিকাতার বিখ্যাত দাতাদের নামের উদাহরণস্থলে সেকালে নীলমণি মল্লিক, রাজেন্দ্র মল্লিক, বিশ্বম্ভর মল্লিক, মতিলাল শীল, তারক পরামাণিক, তারক পালিত, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, সাগর দত্ত, রামদুলাল সরকার প্রমুখের নাম উল্লিখিত হইত এবং এখনও হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাণী ভবাণী কাত্যায়নী (লালা বাবুর স্ত্রী), রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাজকুমারী (প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের স্ত্রী), পুরোসুন্দরীর (ঋষিকেশ মল্লিকের স্ত্রী) নাম উল্লেখযোগ্য।

কোম্পানির যুগে কলিকাতা বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। মানব চরিত্র ও কর্ম্মের প্রভাব যে কি উহা কতিপয় অগ্রণী আদর্শ পুরুষের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। তজ্জন্যই ইহাঁদের বিষয় উল্লিখিত হইল। **কলিকাতায় শিক্ষা, দীক্ষা, হাঁসপাতাল, সমাজ সংস্কার ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা, শীলস্ ফ্রি কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ৺মতিলাল শীলের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার দান কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে স্মরণীয় ঘটনা। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।**

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তার ওসাগ্নসী সাহেবের অধীনে গর্ভিনী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এ বিষয় আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪০।১১ই ফাল্গুন ১২৪৬।

বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা।—বাঙ্গালা হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্বর রোগের যে নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ২৫শে জুলাই, ১৮৩৫।১০ই শ্রাবণ, ১২৪২।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৯এ জুন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ তুলোট কাগজে টীকা সহিত শ্রীভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকা সম্পাদক মল্লিক বাবুদের সাহায্যে ৩২৲ টাকা মূল্যে ছাপাইয়া ছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি মহাভারত দর্পণ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার মুদ্রিত করেন। সার উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতা মুদ্রিতারম্ভ করেন। সার গ্রেবস্ হোটন সাহেব লণ্ডন হইতে সংস্কৃত ও ইংরাজিতে এক নূতন অভিধান ছাপাইয়া ছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাঁহার নাম ভুবনমোহন মিত্র। উহা যাহাতে পাঠশালায় ব্যবহার করা হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত মহাভারত প্রকাশ হয় ২রা জুলাই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর হইতে জন বুল কাগজ ইংলিশম্যান কাগজ নামে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর ইণ্ডিয়া গেজেটের তিন অংশ ইনসলভেণ্ট আদালত হইতে ৩৪০০০ হাজার টাকায় খরিদ করেন। সেকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার সম্বাদ পত্রের ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

ক্রোড়পত্র "ঋ"

কলিকাতার প্রাচীন বাঙ্গালা সংবাদ পত্র।

The Calcutta Press. The Friend of India, 10th April, 1851.

The number of a Bengalee papers now published in Calcutta is eight and their approximate circulations as follows :—

The Samachar Durpan 250, The Rusaraj 220, The Bhaskar 170, The Prabhakar 170, The Spectator 170, The Chundrika & Purna Chandrodoya 120 each. The Sujan Ranjan 50. It is much to be doubted whether more than two of the papers afford a decent subsistence to the Editors. With one exception none of the papers have enabled the proprietors to obtain the convenience of an Isan Printing Press. The first establishment of a Native paper was contemporary with the great movement in the cause of Public Instruction under Lord Hastings. As far as money and income are concerned the position of native editors were not enviable but irksome. It served to give them a certain standing and influence in society The Spectator was conducted by a party of educated natives who identified themselves with Mr. George Thompson. The Rasaraj and Bhaskar were conducted under the same editorial management. The former dealt with society and was full of satire, while the latter criticised freely and with ability Government measures and politics.

It might be supposed that there were more than one thousand natives capable of appreciating an English paper but all the journals at the presidency have not altogether more than 120 native subscribers among them. The Eastern Star 11, Calcutta Star 22. The Englishman 25, Hurkaru 20, The Friend of India 47. These had an aggregate circulation little short of 4000 copies of which 38,75 copies were subscribed by Europeans and 3% or 125 copies were taken by the enlightened natives in the 25th year of native improvement. In the interior of the country the Bhaskar had a circulation of 43 copies, the Prabhakar 6 and Rasaraj only 4. It is estimated that about 195 copies were sent by post and in 1837 which was 151 one fifty one only.

Mohamedans were not inclined to read anything in Bengalee. There were four Persian papers published in Calcutta which had a circulation of about 400 including 50 sent by post into the interior. In 1838 when Persian invasion was feared these indulged virulent abuse of British Government The Triumphs of the British army in Afganistan served to lower* the tone and reduced the circulation largely.

List of Bengali Newspapers in 1st May's 'The Friend of India' published as existed.

	Where published.	Monthly charge.	
Issur Chunder Gupta's Sanghbad Probhakar	Simlah	Rs. 11/-	Daily
ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর			
Uddit Chunder Auddy's „ Purnachandrodoy	Amratollah	„ 11/-	„
অদ্বৈত আঢ্যের পূর্ণ চন্দ্রোদয়			
Gouri Sankar Turkabagis' Bhaskur	Sobhabazar	„ 11/-	Triweekly
Rangolal Banerjee's Russosagar	Chorebagan	„ -/8/-	„
Rajkissen Bannerjee's Sumachar Chandrika	Arpooly	„ 1/	Halfweekly
Gungadhar Bhuttacharjee's Sangbad Russoraj	Sobhabazar	„ -/8/-	„
Gobinda Chunder Gupta's Sujana Ranjan	Pathoriaghatta	„ -/4/-	„
Biseswar Bannerjee's Burdawan Gyan Prodayani	Burdwan	„ -/4/-	„
Issur Chunder Gupta's Sangbad Sadhuranjene	Simlah	„ -/4/-	Weekly
Krishna Mohun Banerjee's Sangbad Sudhangso	„	„ -/4/-	„
John C. Marshman's Government Gazette	Serampore	„ 1/-	„
M. Townsend's Satya Prodip	„	„ -/8/-	„
Kalidas Bannerjee's Sungbad Burdwan	Burdwan	„ -/8/-	„
Guru Charan Sarma's Sangbad Rungpore Bartabaha	Rungpore	„ -/8/-	
Nundo Kumar Kabiratna's Nittodharmanooranjika	Pathuriaghatta	„ -/4/-	Bymonthly
Debendra Nath Tagore Tutto Bodhini Patrika	Jorasanko	„ 1/-	Monthly
Rajnarain Mittra Koustub Kirim	Sobhabazar	„ 1/-	„
Revd. J. Thomas Upodasuck	Circular Road	„ -/2/-	„
„ J. Long Suttyarnab	Mirzapore	„ -/1/6	„
Mutty Lal Chatterjee Surboshoobhakary	Bowbazar	„ -/4/-	„

List of Defunct Bengali Newspapers.

Raja Ram Mohun Roy's	Songbad Kaumudi	সংবাদ কৌমুদী
Krishno Mohun Das's	,, Teemir Nasak	,, তিমির নাশক
Prem Chand Roy's	,, Sudhakar	,, সুধাকর
Brijo Mohun Singha's	,, Ratnakar	,, রত্নাকর
Baney Madhab Dey's	,, Sarasungraha	,, সারসংগ্রহ
Juggernath Prosad Mullick's	,, Ratnabali	,, রত্নাবলী
Mohesh Chander Pal's	,,	,, ঐ
Prossonno Kumar Tagore's	,, Unobadika	,, অনুবাদিকা
J. C. Marchenan's	,, Samachar Durpan	,, সমাচার দর্পণ
Bhagobati Churn Chatterjee	Songbad Samachar Durpan	সংবাদ সমাচার দর্পণ
Joy Kali Bose's	Mahajan Durpan	মহাজন দর্পণ
Moulvie Allymollah's	Sumachar Subharajendra	সমাচার শুভরাজেন্দ্র
Kslisankar Dutt's	Sangbadsudha Sindhu	সংবাদ সুধাসিন্ধু
Grish Chander Bose's	Sangbad Gunakar	,, গুণাকর
Parbatty Charan Das's	,, Mritunjoy	,, মৃত্যুঞ্জয়
Ganganarain Bose's	,, Divakar	,, দিবাকর
Nil Comal Das's	,, Nisakar	,, নিশাকর
Kali Kanta Bhattacharjee's	,, Muktabali	,, মুক্তাবলি
Rasik Krishna Mullick's	Gyannaneshan	জ্ঞানান্বেষণ
Krishna Hari Bos's	Sangbad Saudamini	সংবাদ সৌদামিনি
Bhola Nath Sen's	Bangadoot	বঙ্গদূত
Chaitannya Adhicari's	Sangbad Gyananjan	সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন
Ramgopal Ghosh's	Bengal Spectator	বেঙ্গল স্পেক্টেটার
Ramnidhi Das's	Bhaktisuchak	ভক্তিসূচক
Issur Chandra Gupta's	Pashandapeeran	পাষণ্ড পীড়ন
Braja Nato Bandhu's	Auckel Gorum	আক্কেলগুড়ুম
Gunganarain Bose's	Sangbad Rajaranee	সংবাদ রাজরাণী

Bharat Chandra		
Bhattacharjee's	,, Kavyaratnakar	,, কাব্য রত্নাকর
Womakant Bhattacharjee's	Samachar Gyandarpan, Benares Chandrodoy, Bhyrubdundi	
Shyama Charan Banerjee's	Sangabad Bharatbandhu	সংবাদ ভারতবন্ধু
Gopal Chandra Dey's	Monoranjan	মনোরঞ্জন
Heramba Charan Mukherjee's	Sujan Ranjan	সুজন রঞ্জন
Dwarkanath Mukherjee's	Sangbad Digbijoy	সংবাদ দিগ্বিজয়
Moulvie Bazaralley's	Jugutuddipak Bhaskar	জগতোদ্দিপক ভাস্কর
Rajah Krishna Nath Roy's	Murshidabad Patrika	মুর্শিদাবাদ পত্রিকা
Bhagabati Charan Banerjee's	Sangbad Gyandipika	সংবাদ জ্ঞানদীপিকা
Madhab Chunder Ghosh's	,, Ratna Barshan	,, রত্ন বর্ষণ
Panchanan Banerjee's	,, Aroonodoy	,, অরুণোদয়
Gobindo Chander Mukherjee's	,, Rasa Mudgar	,, রসমুদ্গার
Biswambhar Kar's	,, Gyan Ratnaker	,, জ্ঞান রত্নাকর
Nil Comal Das's	,, Bhringadut	,, ভৃঙ্গদূত
Mohesh Chander Ghosh's	,, Coustubha	,, কৌস্তুভ
Nobin Chandra Dey's	,, Sujan Bandhu	,, সুজন বন্ধু
Ganganarayan Bose's	Gyanannehan-charini Patrika	জ্ঞানান্বেষণচারিণী পত্রিকা

The Native Press of Bengal—Poornachundrodoya daily native paper has just assumed an enlarged size without however increasing its charge, and the editor has embraced the opportunity of furnishing us with some valuable and important statistics regarding the native periodical Press of the Metropolis. No one, we believe, needs now to be informed that the first Native Newspaper ever printed in this country, the Sumachar Durpun, was published by the Serampore Missionaries in May, 1818 with the hope of creating a thirst for knowledge in the Native community. It continued to be published for nearly a quarter of a century with more advantage, however to the public than to the proprietor. The editor whose paper we now notice states that no

fewer than sixty-two papers have been started since the Durpun was commenced of which forty one are already extinct, and twent-one still continue to solicit public support with more or less success. Of the existing papers Two are published daily, Three are biweekly ; Twelve weekly, Two bimonthly and Two monthly.

Of these papers only three or four appear to possess any considerable circulation, and even they can not, we fear afford any adequate remuneration for the labours of the editor. We are utterly at a loss to discover how the proprietors can afford to give twenty-five numbers for a Rupee and yet remain clear of the Insolvent Court The editors of the most influential Native papers in Calcutta are known to be men of large experience, great intellectual and philological ability. and posssed of a thorough knowledge of their own language. Yet we can scarcely congratulete them on their vocation. We speak from long and bitter experience when we affirm that the office of an editor of a Native paper, is perhaps the most thankless, and, certainly, the worst remunerated in Bengal.

The Natives of Bengal are among the very worst paymasters in the world. In Bengal every thing is "tomorrow" ; and nothing 'today" ; but when a demand for the arrears of subscription to a news-paper is made at the richman's door it is "tomorrow and tomorrow and tomorrow, to the last syllable of recorded time". With our recollections of the past, we cannot but admire the zeal and perseverence of our native contemporaries in the midst of such perpetual discouragements. Such talents as they bring to the task ought to command a far higher and more adequate return in a country, in which notwithstanding its inferiority, intellectual qualifications are in demand. What may be the present circulation of all the twenty one papers, we have no means of ascertaining. with many degree of accuracy, but unless times are greatly altered they connot in the aggregate exceed 2000 copies. We think, moreover, it will be found that the entire sum paid by the rich, the great and the intellectual Natives in the Metropolis of British India for the enjoyment of news papers in their own tongue does not exceed 15 000 rupees a year or £1 500. This is a very miserable return for thirty years of labour. When the disappointments of the first ten or fifteen years of the undertaking were contemplated by those who had ushered it into being, they found consolation in the hope that every year would witness a rapid improvement, more especially as education became more diffused through the community, and what first appeared a

kind of luxury began to be regarded as a necessity. But we have had a quarter of a century of education without any visible influence on the progress of the newspaper press. Whatever be the cause, the soil of Bengal, perhaps also that of India, certainly does not appear favourable to the cultivation of periodical literature. It cannot be said to have taken root in this land, nor has it exerted that influence throughout the mass of society which it ought to have done after such long and strenuous exertions. Had the same labour and culture been bestowed on the Chinese which has been given to the natives of Bengal, there is every reason to believe that the results would have been ten times as auspicious."

Ramlochan Ghosh—"Babu Ramlochan Ghosh gave an energetic address at the Krishnagar College we find in the Report of Examination. The habit of delivering addresses in their own tongue is, we are happy to see on the increase among native gentlemen. Bengalee is the language for eloquence." The Friend of India, 22nd Jan, 1852

"Ramlochan, by caste a Kayastha, was a Sircar to Lady Hastings. He was also a favourite of Warren Hastings, and was generally called as his Dewan. He had an active hand in the making of the decennial settlement." Ghosh's Native Aristocracy.

"The trial of Ramlochan Moonshee, on an indictment presented by Grand Jury of June last for a misdemeanour in licensing, maintaining and supporting a public Gaming house, kept by a native Goor dial commenced on Thursday last and continued till late on Saturday night, when the Jury found him guilty. The Company's Law Officer at the request of the Grand Jury to the Governor General in Council, conducted the prosecution and Messrs Ledlie and Cassan were Councils for defendant." The Calcutta Gazette, January, 15, 1799 No 255. *

"Ramlochan Munshee who was found guilty of licensing and encouraging a gaming house was fined 2000 Rupees. Goor dial who was indicted as the immediate keeper of the house was acquitted but new information was communicated in the course of Ramlochan's trial and in particular a very material piece of evidence was brought to light by the opening of a box of papers which had been sealed up when Goor dial was tried. Ramlochan's offence was aggravated by his having an offence, which he still holds immediately under the eye of the judges being an interpreter to them as justice of Peace." The Calcutta Gazette, January, 22, Thursday, 1789 No. 256.

---

* মূলের ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রোড়পত্র "ঞ"

কোম্পানীর আমলে শিক্ষা দীক্ষা রহস্য।

পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালায় প্রাচীন টোলে অধ্যাপকগণের গৌরব কাহিনীর কথা উহার সর্ব্ব প্রথমে বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষের মধ্যে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা ও প্রাদুর্ভাব বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিলে কোন দোষ হয় না। মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্রে পক্ষধর মিশ্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেনও তাঁহার ছাত্র বাঙ্গালার রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রঘুনাথের হাতে খড়ি বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট হয়। বালক রঘুনাথ কিরূপে সার্ব্বভৌমকে শিক্ষাগুরু লাভ করেন সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতির গল্পটি উদাহরণে প্রবাদ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। রঘুনাথকে তাঁহার দরিদ্র মাতা আগুন আনিতে পাঠাইলে সে টোলের ছাত্রগণের নিকট আগুন চাহিল, কিন্তু সে উহা লইবার জন্য কোন পাত্র আনে নাই, উহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া 'ধর' বলিয়া আগুন দিতে গেল তখন সে অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া যাইবে এবং আর চাহিলে উহা পাইবে না এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ এক মুঠা ধূলি লইয়া তাহাদের নিকট হইতে উহার উপর আগুন লইল। অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম উহা দেখিয়া তাঁহাকে ছাত্র করেন। চলিত কথা আছে যে 'উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়' অর্থাৎ বালকের প্রতিভা লুকাইয়া থাকে না। মিথিলায় পক্ষধর মিশ্র তাঁহার গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া ছাত্রগণকে বলিতেন যে, "যেমন সূর্য্যের প্রখর কিরণের দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর হয়, আর তর্ক শাস্ত্রের সংশয় দূর যদি কেহ করিতে পারে ত' তবে রঘুনাথ, তজ্জন্য আমি তাহাকে 'তার্কিক শিরোমণি' উপাধি দান করিলাম।" রঘুনাথ গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে টোল খুলিলেন, তখন উহা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তিনি সেখানে হরিঘোষের গোয়াল ঘরে এক পাঠশালা খুলিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এত ছাত্রের আমদানী হইল যে, লোকে উহাকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলিত। গোত্র শব্দ বাঙ্গালায় গোয়াল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশখানি সুবৃহৎ ন্যায়ের গ্রন্থ ও ন্যায়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা করিয়া গিয়াছেন। যতদিন ন্যায়ের গৌরব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পণ্ডিত ৺রঘুনাথের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

৺জগদীশ তর্কালঙ্কার ঐরূপ আর একজন প্রত্যুৎপন্নমতি অলৌকিক অধ্যবসায়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিত, তিনি রঘুনাথের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শিক্ষার কেন্দ্র নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি শিরোমণির কৃতগ্রন্থের টীকা ও অন্য বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা এখনও পর্য্যন্ত অতি সমাদরে পঠিত হইতেছে। তাঁহার সেই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে গেলে অন্যূন দশ বার বৎসর লাগে। ঐরূপ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে কলিকাতা বাঙ্গালার শিক্ষাকেন্দ্র হয় ও কোম্পানি টোলের পণ্ডিতগণকে বৃত্তি দিতেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ও উহাতে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপকেরা কলিকাতায় আসেন। অধ্যাপক ৺নিমচাঁদ শিরোমণি দর্শন শাস্ত্রের দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকলেই ন্যায় শাস্ত্রের বিচারে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইত। তাঁহার পর ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন ও তিনি সিমুলিয়ায় চতুষ্পাঠী ও পরে নারিকেল ডাঙ্গায় বাড়ী কিনিয়া সেখানে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার কলেজের সকল ছাত্রেরা প্রসিদ্ধ হন, যথা:—৺ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে ৺রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺তারাচাঁদ তর্করত্ন, ৺হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি কাশীধামে পেন্সন পাইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ও কাশীর রাজা তাঁহাকে মাসহারা দিতেন। তিনি বিদ্যার্থীগণের পাঠের সুবিধার জন্য কণাদ সূত্র বিবৃত্তি, পদার্থ তত্ত্বসার (ন্যায়), সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ ও বৈশেষিক দর্শনের টীকা করিয়া যান। তিনি সংস্কৃতে এক দেবতার স্তব করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় অধ্যাপনা ও যথাসাধ্য লোকের উপকার করিতেন। তাঁহার কথায় অনেকে ভাল ভাল চাকরী পাইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন ও কাশীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলে বলেন, আজ দ্রোণের আবাসে অর্জ্জুনের আগমন হইয়াছে।

'বাচস্পত্য অভিধান' ৺তারানাথ তর্ক বাচস্পতির অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি জয়পুরে গিয়া শৈব মত প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত অর্থ ও রাজসম্মান লাভ করেন। আর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার ঈশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশে ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা প্রচারের সহিত ডেভিড্ হেয়ার, ডাক্তার ডফ্, রাজা রামমোহন রায়, ৺রাধাকান্ত দেব, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺গৌরমোহন আঢ্য প্রমুখের নাম ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পরেই বলিতে হইবে। ৺ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নাম কি গ্রন্থ প্রণয়নে, কি বিদ্যাদানে, কি দরিদ্রের অভাব মোচনে, কি স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞানে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ৺ঈশ্বরচন্দ্র না থাকিলে মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' আদি মহাকাব্য বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার উপহার দিতে পারিতেন না ও সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির পিতা হইতে পারিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র আন্তরিকতার সহিত দরিদ্র নরনারীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন ও তিনিই আজীবন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করিয়া বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা ও বিদ্যালয় করিয়া যান। তিনিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাকে যেন আম, দুধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া গ্রন্থে অপূর্ব্ব আকার করিয়াছিলেন। 'সীতার বনবাস' ও 'কাদম্বরী' সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অভিন্ন রূপমাধুরী বাঙ্গালী শিশুর যেন অন্তরেন্দ্রিয় ভেদ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাষার শিক্ষা প্রসূন কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় ইত্যাদিও তেমনি উপাদেয় শিক্ষাগ্রন্থ। তাঁহার বর্ণপরিচয় যেন সরস্বতীর মাতৃদুগ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডেভিড্ হেয়ার ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করিতেন। পরীক্ষা করিবার স্থলে জল ঢালিয়া রাখিতেন, যাহারা উহা অতিক্রম করিয়া আসিত তাহাদিগকে দুই একটি প্রশ্ন করিয়াই ভর্ত্তি করিতেন, আর যাহারা জল মাড়াইয়া আসিত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন, অন্য একদিন আসিতে বলিতেন। সেদিন যদি সে সেই কথা স্মরণ করিয়া কার্য্য করিত তবেই উহাকে ভর্ত্তি করিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা :—কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালায় শিশুদিগের পাঠ্য পুস্তকে যে সরল কবিতা লেখেন উহা আজও রহিয়াছে। তিনিই তাঁহার কন্যাকে প্রথমে বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠান। অনরেবল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন সাহেবই কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সময় বাড়ী হইতে বালিকাগণকে স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত। বীটন সাহেব উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সৎসাহসের প্রশংসা দশমুখে করিতেন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না ও গোঁড়ামি ভালবাসিতেন না। তিনি সময়োপযোগী ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। বিধবা বিবাহ আইন তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় দান করে ও তিনি তজ্জন্য হিন্দু সমাজে নিন্দিত হন। তাঁহার মহাপ্রাণতা ও অধ্যাপনা অপূর্ব্ব ছিল। তিনি যেমন

দয়ার সাগর, তেমনি শিশু ও সমাজকে সরলতা, ও সংযম শিক্ষার পক্ষপাতী করেন। রাত্রে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যারা তাঁহার অর্থে গৃহে গিয়া নিদ্রিতা হইত এবং নিঃস্ব বিধবারা মাসিক অর্থ সাহায্য লাভ করিত। তিনি পুস্তকাদিতে যাহা উপার্জন করিতেন, উহা কাহারও জন্য সঞ্চয় করিতেন না, সমস্তই অকাতরে দান করিতেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যা ছিল। তাঁহাদের ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতেন। তাহাদিগকে তাঁহার পরিত্যক্ত অর্থের মুখাপেক্ষী করেন নাই। তাঁহার দান সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ও তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। তিনি শিক্ষা মন্দিরে জ্ঞানের উপাসনা ও প্রচার করিয়াছিলেন।' তিনি কোন শিক্ষা মন্দির করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই, বা ধর্ম্মযাজন করেন নাই। কলিকাতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা ও প্রধান অধ্যাপক হইয়া তিনি কলিকাতার কেন, সমস্ত বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

আর একজন ব্রাহ্মণ সন্তান কলিকাতায় জন্ম ও হিন্দু কলেজে পড়িয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন। সেই সময়ে ডাক্তার ডফ্ কলিকাতায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মতিগতি দেখিয়া স্কুল কলেজ করিয়া খৃষ্টান করার উপায় স্থির করিলেন। ডিরোজিও নামক জনৈক ফিরিঙ্গি যুবক তাঁহাকে হিন্দু কলেজে পড়াইতেন। তিনিই ছাত্রমণ্ডলীর অন্তঃকরণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ স্থাপন করেন। উক্ত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায ১৭ই অক্টোবর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিষ্য হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পাদরী হইলেন। বিনা বেতনে ছেলেদের শিক্ষাদান করিবে বলিয়া দরিদ্র হিন্দু সন্তানগণকে খৃষ্টান করিতে আরম্ভ করায় ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺গৌর মোহন আঢ্য স্কুল খুলিয়াছিলেন। ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺লালবিহারী দে খৃষ্টান পাদরীগণ শিক্ষিত বাঙ্গালী। লোকে তাঁহার উপর অভিমান করিয়া কৃষ্ণ বন্দ্যো বলিত। তিনি বারটি ভাষা শিখিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুশাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ও বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সংবাদপত্রের লেখক ও প্রকাশক হন। বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার কন্যার রূপে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁহাকে খৃষ্টান করিয়া কন্যা দান করেন। কালীচরণ কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হেদুয়ার দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা স্থাপিত হয়। সেই সময়ে এদেশে পিতা মাতা পুত্রগণকে খৃষ্টান করিবার ভয়ে স্কুলে পাঠান বন্ধ করে। উমেশচন্দ্র সরকার ষোল বৎসরের ছাত্র ও তাহার স্ত্রীর বয়স দশ বৎসর মাত্র, তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবে এই সংবাদে তাহার পিতা - বিখ্যাত ধনী মল্লিক বাবুদের খাতাঞ্জি—মল্লিক বাবুদের দরোয়ান লইয়া ডাক্তার ডফের বাড়ী ঘেরাও করিয়া রাখে। মল্লিকেরা ও ব্রাহ্মণেরা সেই যুবক উমেশচন্দ্র পত্নীসহ যাহাতে খৃষ্টান না হয় উহার চেষ্টা করে কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। * ডাক্তার আলেকজান্দার ডফ্ খৃষ্ট ধর্ম্মের আলেকজান্দার স্বরূপ কলিকাতায় ধর্ম্মযাজন ও শিক্ষালয় করেন। ডাক্তার রিচার্ডসন সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের বড়ই প্রিয় ছিল ও তিনিও ডাক্তার ডফের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কর্ম্মচ্যুত হন। পাদরী মহাপ্রভুরা কলিকাতায় শিক্ষা বিরাট পর্ব্ব লইয়া করেন। উহাতে প্রাতঃস্মরণীয় ৺মতিলাল শীল বিনা বেতনে স্কুল খুলিয়া তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন। ৺মতিলাল শীল ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন ও তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বনাম পুরুষ ধন্য অর্থাৎ তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন, পুত্রের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মারা যান। তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী সওদাগর, বেনিয়ান ও জমিদার হইয়াছিলেন।

* ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথের ও ডাক্তার আলেকজান্দার ডফের জীবনচরিত পৃঃ ২৫৫।৬।

তিনি রীতিমত শিক্ষিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহার কার্য্যে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মত দাতা কলিকাতার মল্লিকেরা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ৺রাজা রাধাকান্ত দেব ও ৺মতিলাল শীলকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া অনেকে তাঁহাদের শত্রুতা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। কলিকাতায় মাদক নিবারণী সভা ৺মতিলাল শীলের কীর্ত্তি। তখন কলিকাতায় মদ খাওয়া যেন জল খাওয়ার মত চলিয়াছিল। ৺মতিলাল স্বজাতির মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য বহু সংস্কার ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বজাতিবৎসল ছিলেন, কিন্তু অন্য জাতিকে কোনরূপ ঘৃণা বা ঈর্ষা করিতেন না। পরোপকার তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সাণ্ডেলাদি ব্রাহ্মণের বাস্তু ভিটা খরিদ করিয়া ঋণমুক্তপূর্ব্বক উহা দান করেন। দখল করিবার সময় রমণীগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন, উহা প্রবাদ স্বরূপ সকলে বলিয়া থাকে। ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺বিদ্যাসাগর, ৺মতিলাল শীল প্রমুখ ব্যক্তিগণের জীবনী সর্ব্বজন বিদিত, উহার পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক হয় না, তবে কলিকাতার কথায় যেখানে যতটুকু বলা উচিত, উহাই বলা হইল। তখন কলিকাতায় ব্রাহ্মণের বাস্তু ভিটা কেহই খরিদ করিত না।

পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ ঘটনার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন :—"যে দিন তাঁহার বিবাহ হয় সেদিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে, যেন যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজিতে কৃতবিদ্য লোক যেন বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।"

দাস ব্যবসা শেষ :—লাট ময়রা পিণ্ডারিগণকে পরাজিত করিয়া চাষী করেন। মার্হাটারা শতাধিক বৎসর ভারতের প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা না হইলেও একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। কর্ণওয়ালিস, মিণ্টো ও বারলো শান্তিপ্রিয় গবর্ণর ছিলেন। কর্ণওয়ালিস টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়োগ, ওয়েলেসলি উহার দ্বিগুণ সৈন্য দ্বারা মার্হাটা শক্তি ধ্বংস আর ময়রা উহার দ্বিগুণ এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া পিণ্ডারীগণকে নষ্ট ও বশীভূত করেন। সেই সময় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। বিলাতে লাট ক্যানিং লিবারল মতাবলম্বীর জন্মদাতা বলিয়া সম্মানিত ও মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রিফর্ম বিল বিলাতে পাশ হয় ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কুড়ি মিলিয়ান পাউণ্ড ব্যয় করিয়া দাস বিক্রয় বাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া হয়। দাস অধিকারীগণের নিকট হইতে কুড়ি মিলিয়ান পাউণ্ড ক্ষতি পূরণ দিয়া দাসদাসীগণকে মুক্ত করার প্রস্তাব বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা পাশ করেন। উহা ইংরাজজাতির পুণ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ কলিকাতায় একদিন দাসদাসার ব্যবসা হইত সুতরাং উহাতেই বলিতে হয় কলিকাতায় দাসদাসী মুক্ত হইয়া কোম্পানির ধন্যবাদ প্রাণ খুলিয়া করিয়াছিল।

দাস্যবৃত্তি :—পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ও শাসনপ্রণালীতে এদেশে দাস্য বৃত্তি যেন ক্রমে ক্রমে মানব হৃদয় অধিকার করে। দেশের লোকেরা শিশু সন্তানকে কোম্পানির দারোগা, বেনিয়ান আদি হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। ভারতবাসীর শ্রম শিল্প বিলাতের কল কারখানার কল্যাণে একরূপ লোপ পাইয়াছিল। নীলকর সাহেবেরা এদেশে নীলের চাষ ও ব্যবসা আরম্ভ করেন। কলের চিনি আমদানী হইয়া মিষ্টান্ন তৈয়ারি হওয়ায় হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, এমনকি, সেই চিনির তৈয়ারি মিষ্টান্ন নৈষ্ঠিক হিন্দু গ্রহণ করিত না।

৺রাজা রামমোহন রায়:—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন, শেষে শিক্ষকতা ও খবরের কাগজের সম্পাদক হন। তাঁহারই সঙ্গে শ্রীভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য করিতেন ও বন্ধু ছিলেন; শেষে পরস্পরের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ আইনান্দোলন লইয়া মনান্তর হয়। এই প্রথা আইন করিয়া উঠাইয়া দিবার জল্পনা কল্পনা লাট বেটিঙ্কের শুভাগমন করিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, বেন্টিঙ্ক কেবল উহা কার্য্যে পরিণত করেন। সেইজন্ম তাঁহারই শাসন কালে কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন হয়। সামাজিক পরিবর্ত্তনের জন্ম কেহই দায়ী নয়, উহা লোকের সাময়িক শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি ও অবনতি দ্বারা হইয়া থাকে। দিল্লীর সম্রাট রাজা রামমোহন রায়কে লাট বেটিঙ্কের বড়ই প্রিয় দেখিয়া তাঁহাকে আর্জ্জি দিয়া বিলাতে খরচা করিয়া পাঠান, কিন্তু উহা করিতে গিয়া তিনি বিলাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সার বলিয়া প্রচার করেন এবং সেখানকার লোকদের উহার উপর যে অযথা অনাস্থা ছিল তিনি উহা দূর করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর যেন রাজা রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; তিনি তাঁহার পরে বিলাতে গিয়া বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। ৺রাজা রামমোহন যেমন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচারক, ৺দ্বারকানাথ তেমনি রাজনৈতিক ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি এদেশে ব্যাঙ্ক ও মহাজনি করিয়া নিজের মতলব হাঁসিল করেন বটে, কিন্তু উহাতে কলিকাতার অনেক ধনীগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। ৺দ্বারকানাথের ন্যায় কোন বাঙ্গালী ইংরাজী বিলাস ভোগ করেন নাই। তিনি ইংরাজ জাতির বিপদে মধুসূদন ছিলেন সেই জন্ম তাহারা তাঁহাকে রাজপুত্র (Prince) বলিয়া সম্ভাষণ করিত। সেকালে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষায় কলিকাতায় যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ফল প্রসূত হইয়াছিল তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের পাণ্ডা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সেকালে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিরা এদেশের আদালতে ওকালতী করিত। সেই কার্য্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার মাদ্রাসা ও বেনারসের হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় ১৪ জন এটর্নি ও ৬ জন ব্যারিষ্টার ছিল। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পর উহার ছাত্রগণ যেন সমাজ সংস্কারের ওকালতি আরম্ভ করেন। উহাতেই কোম্পানির দরবারে ও মিশনারি মহাপ্রভুদের নিকট তাঁহারা মাথার মণি স্বরূপ হইয়া পড়েন। এদেশের লোকগণকে বাধ্য ও বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ম কোম্পানী ইংরাজি শিক্ষার পুরস্কার স্বরূপ যেন কাহারও কোন জাতি ধর্ম্মাদি বিচার না করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিচার করিবার ভারার্পণ করেন। ঐ সম্বন্ধে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকারী কাগজে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত লেখাপড়া হইতেছিল। তন্নিমিত্তই উহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির ইজারা বিলির সর্ত্তের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। উহা কোন গবর্ণর জেনারেলের কৃতিত্ব বা গৌরব বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানির কালেক্টারির সেরেস্তাদারী দেওয়ানি হইতে রাজপুত্র হইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই কলিকাতার মাটির গুণ বলিতে হইবে অথবা বাঙ্গালীর কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর সেকালের প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক ইংরাজী ব্যবসাদার ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় Hindu law of Property নামক পুস্তক লিখিয়া ইংরাজ মহলে যেমন প্রশংসা লাভ করেন, তেমনি ৺দ্বারকানাথ তাঁহার উদ্যানে ইংরাজ নরনারীকে ভোজাদি সাহায্য করিয়া ধন্ত ধন্ত হন ও রাজপুত্র (Prince) উপাধি লাভ করেন; কিন্তু যখন দিল্লির সম্রাট রামমোহন রায়কে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় তাঁহাকে রাজোপাধি দান করেন, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা প্রকাশ্য ভাবে অস্বীকার

করিয়াছিলেন। ইহাতেই নিম্নোক্ত ছড়ার কথার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়:—"কোম্পানি হলো দেশের রাজা, দিল্লি বাদশার দাসখতে"।

গবর্ণর জেনারেল লাট বেণ্টিঙ্ক যিনি আইন করিয়া হিন্দুর সামাজিক কলঙ্ক দূর করিলেন তিনি বলিলেন যে, মাতা পুত্রের জন্মদান করিয়া স্তন্য দ্বারা শিশুর জীবন রক্ষা করে সেই কিনা মাতার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কারণ হইবে ইহা কোন মানব সমাজ প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাঁহার এরূপ বলিবার কারণ রাজা রামমোহন রায়ের অন্যায় উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"Excessive jealousy of their female corruption operating on the breasts of Hindu princes rendered those despots regardless of the common bonds of society and of their incumbent duty as protectors of the weaker sex in so much that with a view to prevent every possibility of their widows forming subsequently attachments, they availed themselves of the arbitrary power and under the cloak of religion introduced the practice of burning widows alive under the first impressions of sorrow or despair, immediately after the demise of their husbands."

অর্থাৎ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া রাজপুত্রেরা তাহাদের মাতার পতিহীনা হইয়া দুঃখের সময় অজ্ঞাবস্থায় অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কি ভয়ানক কথা! ইহাতেই, বোধ হয়, হিন্দু সমাজ তাঁহার উপর অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল। এইরূপ স্বকপোল কল্পিত সহমরণ প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি কোন মতেই ন্যায় সঙ্গত নহে।

যাহাই হউক আইনের বলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ইংরাজ কোম্পানির গবর্ণর জেনারেল সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিলেন সত্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সতীর মঙ্গল দিক সম্বন্ধে আদৌ কোনরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। লাট বেণ্টিঙ্ক ও তাঁহার সহকারীগণ যাহারা লোক দেখান সহমরণ দ্বারা সতী হইতে যাইত উহা বন্ধ করিয়া ভাল কর্ম্মই করিয়াছিলেন। সে সময়ে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিরূপ ছিল অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করা গেল। কলিকাতার কথা বস্তুতই কালির কথা—লাট বেণ্টিঙ্ক মহোদয় কি ভ্রমেই মুগ্ধ হইয়া অযথা হিন্দু সন্তানের উপর দোষ ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালীন বঙ্গ সমাজ বা রামতনু লাহিড়ী গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন উহার প্রয়োজনীয়াংশ উদ্ধৃত করা হইল: "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কার্য্যক্ষম, দৃঢ়চেতা ও অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণীগণের উৎসাহদান কার্য্যে বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজসভায় সুপণ্ডিত, সুকবি, সুগায়ক ও সুরসিকগণে পূর্ণ ছিল। অসীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি সমুদায় বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন। চতুর্দ্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত তখনও তিনি পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কাল-যাপন করিতেন। বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি, সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তনভূমিস্বরূপ ছিল; কিন্তু তিনি প্রকৃত শক্তিশালী হইয়াও ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা রাজবল্লভ স্বীয় সল্পবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য দুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া দেশ মধ্যে বিধবা বিবাহের

প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত প্রতিকূলতা চরণ বশতঃই তিনি সে সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের যে সকল বিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন বঙ্গ সমাজ বহুদিন ক্লেশ পাইতেছিল কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভার লঘু না করিয়া বরং দুর্ব্বহ করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনিই যশোহর জেলাস্থ পিরালী ব্রাহ্মণদিগের উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত করিয়া তাহাদিগকে জাত্যংশে অতি হীন করিয়া ফেলেন এবং এ প্রদেশের বৈদ্যগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর শ্রীশচন্দ্র তাঁহার রাজপ্রাসাদে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কালের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল সার হার্ডিঞ্জের সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজ হয়। শ্রীশচন্দ্র পূর্ব্বপুরুষগণের মত প্রাচীন শিক্ষার পক্ষপাতী নন তিনি ইংরাজী শিক্ষার পৃষ্টপোষক হন। খৃষ্টান মিশনারীগণের বিরুদ্ধে কলিকাতার ঘোর আন্দোলন কৃষ্ণনগরে গিয়া প্রচার হইলে তিনি নিজগৃহে অবৈতনিক ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" লেখক তাঁহার অতীব শোচনীয় শেষ জীবন, তাঁহার অসদ্ চরিত্র ও অকালে প্রাণ ত্যাগ সম্বন্ধে বলেন যে তিনি কলিকাতাবাসী কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সংসর্গে দিবারাত্র গানবাদ্য আমোদপ্রমোদ ও মদিরা পান করিতেন। কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগর রাজবংশের শেষ সম্বন্ধ কীর্ত্তন করা হইল।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মুসলমান নবাবদিগের দৃষ্টান্ত কলিকাতার ধনিগণের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। "মুসলমান অধিকারের অনিষ্টফল তোষামোদ জীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা পরতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ, ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত।" * * * "এইরূপে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল। লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। দেশের এরূপ দুর্দ্দশা না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালি জাতির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না।"

সামাজিক অত্যাচার ও শিক্ষা পরিষদে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় কলিকাতায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব অন্যত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্ম ও ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যায় পরিচিত হইত। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন পক্ষপাতী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর ইত্যাদি। ঐ বিষয়ে রাজা রামমোহন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক প্রকাশ্য আবেদন করেন। উহা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে করেন নাই যথা:—

"We find that the Government are establishing a sanskrit school under Hindoo Pandits."···The sanskrit language' so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition, is wellknon to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge."

অর্থাৎ আমরা দেখিতেছি যে গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত স্কুলে হিন্দু পণ্ডিত রাখিয়া শিক্ষালয় করিতেছেন।

তাঁহারা জানেন যে, সংস্কৃত ভাষায় আজীবন পরিশ্রম করিলে তবে উহা আয়ত্ত করা যায় সুতরাং উহাতে শিক্ষা বিস্তারের আদৌ সুবিধা নাই। বরং উহাতে দেশ বিজ্ঞানাদির সহিত সাহিত্যচর্চ্চা ও জ্ঞানলাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে না, উহা নিশ্চয়ই শাসনকর্ত্তাগণের অভিমত নয়, এইরূপ জোর করিয়া তিনি একা কখনই বলিতে পারেন নাই যথা :—

"Sanskrit system of Education would be best calculated to keep this country in darkness, if such hal been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government it will consequently promote a more liberal and enlightened systems of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry Anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

ইংরাজী শিক্ষিত যুগে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য ও উপযোগী করিবার জন্য কলিকাতায় ৺রাজা রামমোহন, ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

৺রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন, উহাতেই সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজ পাশাপাশি ঐক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও এখনও আছে। কলিকাতায় ডফ সাহেব পাদ্রী যে দিন কলিকাতায় তাঁহার স্কুল খোলেন সেইদিন ছেলেরা বাইবেল পড়িতে আপত্তি করেন কারণ তখন তিনি তাহাদিগকে বলেন: "বাইবেল পড়িলেই বা কোরান পড়িলেই কেহ কখন ধর্ম্মচ্যুত হয় না। হোরেস হেম্যান উইলসন্ সাহেব হিন্দু শাস্ত্র ও আমি বাইবেল, কোরান, উপনিষদ ও বেদান্ত আদি পাঠ করিয়াছি উহাতে কি আমরা ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি?" সেই কথায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানগণ কলিকাতায় ডাক্তার ডফের স্কুলে বাইবেল পড়ে তজ্জন্য ডফ সাহেব তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন। তিনি বেথুন কলেজের সভার বক্তৃতায় উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য রাজা রামমোহনের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন সেরূপ আর কাহারও নিকট পান নাই। কলিকাতায় রাজা রামমোহন এক ইংরাজি শিক্ষার সহিত বাইবেলের নীতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি নিজে গাড়ীতে করিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করেন। রামমোহন কোম্পানির আমলে সৃষ্টিধর পুরুষ, যেমন বিরাট শরীর তেমনি কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি বাল্যজীবনের ভ্রম পরে সংশোধন করেন এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের ঢেউ ফিরাইবার জন্য উপনিষদ হইতে সময়োপযোগী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। তাঁহাকে খৃষ্টান করিবার জন্য খৃষ্টানেরা বিধিমত চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি উহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হন। রাজার সাধু উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ ছিল, তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন উহা হিন্দু ধর্ম্মের অস্থিপঞ্জর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কালে উহা রূপান্তরিত হয় তজ্জন্য তিনি কোনরূপে দায়ী নহেন। তিনি গদ্য রচনায় বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্য তর্ক বিতর্কে তাঁহাদের জ্ঞানের খর্ব্বতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা না দিয়া ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিবে? তিনি বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রকাশ করিয়া

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মাথা হেঁট করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া গদ্য ভাষার মধ্যে টুলো বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার করেন। সাধারণ পাঠ্য বাঙ্গালা গদ্য ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ স্থাপন যেন তিনিই অগ্রণী হইয়া করেন। ইউরোপীয়গণের বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার্থ তিনি ইংরাজি ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উঁহার আদর্শে স্কুলবুক সোসাইটী চারটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে ও তর্কযুক্তিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের নিন্দা পণ্ডিতগণের মুখরোচক সামগ্রী হয়। তিনি উঁহার জন্য সাপ্তাহিক খবরের কাগজ সংবাদ কৌমুদী প্রকাশ করিয়াছিলেন। সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ বাঙ্গালাভাষায় গদ্য সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সংবাদ কৌমুদীতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিষয়ালোচনা করা হইত। তিনি মিরাৎ আল আকবর নামে পারস্য ভাষায় আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন কলিকাতায় আসেন। তৎপূর্ব্বে তিনি রঙ্গপুরের কলেক্টারের অধীনে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতা সিরাজদ্দৌলার অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি দিল্লির শাসনকর্ত্তার উকিল হইয়া বিলাতে গমন করেন। সেইখানে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার ও খৃষ্টানগণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন। দিল্লির সম্রাটের বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার নিকট রাজোপাধিতে মণ্ডিত হন। বিলাতেই তাঁহার কার্য্যাবসান হয় ও তিনি সেইখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৌরব সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। তিনি তিব্বতে গিয়া ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অতুলনীয়।

এদেশে ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতিতে লাভ লোকসান দুইই হইয়াছিল। বিজ্ঞানমতে শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচা বাড়িয়াছিল ও বিলাতি কল কারখানায় এদেশে কারিকরগণের অন্ন সংস্থানের উপায় একরূপ শেষ হইয়া যায়। উহারা চাকরি করিতে আরম্ভ করে। ইংরাজ জাতি তাঁহাদের রাজত্বে লোককে কেমন করিয়া গোলামি করিতে হয় উহারই শিক্ষা নানা মতে দিয়াছিল। উহাই ছিল যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র। জাতিগত পেশা লোপ হওয়ায় লোকে প্রাচীন সমাজ শৃঙ্খল ত্যাগ করায় জাতিচ্যুতি হয় বলিলেই চলে। ইংরাজ রাজত্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে পূর্ণমাত্রায় কুঠারাঘাত আরম্ভ হইয়াছিল। বুদ্ধিমান কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ জাতিই গোলামী কার্য্যের অগ্রণী ও ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীগণের অভিমত সমাজ সংস্কার করিয়া গৌরবান্বিত হন। কলিকাতা সেই সকল কার্য্যের অভিনয় স্থল। কলিকাতার ইংরাজি বিলাস নূতন শিক্ষা দীক্ষা কোম্পানির উচ্চ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের উমেদার পৃষ্ঠপোষকগণ দ্বারা প্রচলন করিয়াছিল। বাঙ্গালীরা ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীগণের ইঙ্গিতানুসারে কলিকাতায় প্রাচীন আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করে। পাশ্চাত্য রাজকীয় চাতুরী, চালবাজি ও নীতিকৌশলাদির কল কারখানা যেন কলিকাতায় হইয়াছিল। সেইখানে দুইজন বাঙ্গালী অদ্বিতীয় তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়াই বিলাতেই তাঁহাদের সমাধি স্থান হয়। লাট বেণ্টিঙ্ক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া রাজ্যশাসন ও সমাজ শাসন আরম্ভ করেন এবং রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার দক্ষিণ ও বামহস্ত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের আধিপত্য লাভ তাল বেতাল সিদ্ধি দ্বারায় হয়, শোনা যায় এবং মহাদেবের নন্দী ভৃঙ্গীও সেইরূপ ছিল।